পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক রিসোর্স গাইড

SDP
Social Development Process

GWA GENDER AND WATER ALLIANCE

UNDP

SDP
Social Development Process

GWA GENDER AND WATER ALLIANCE

Cap-Net

UNDP

WATER GOVERNANCE FACILITY

SIWI

IRC International Water and Sanitation Centre

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

কৃতজ্ঞতা

শব্দ সংক্ষেপ

অধ্যায় ১: রিসোর্স গাইড পরিচিতি

১.১. এই রিসোর্স গাইডটি কী?

১.২. কেন এই গাইডটি তৈরি করা হয়েছে?

১.৩. এই রিসোর্স গাইডটির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

১.৪. কীভাবে এই গাইডটি তৈরি করা হয়েছে?

১.৫. এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?

অধ্যায় ২: জেন্ডার এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.১ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

২.২ জেন্ডার ধারণা

২.৩ জেন্ডারের সংজ্ঞা

২.৪ জেন্ডারের ঐতিহাসিক কাঠামো

২.৫ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি এবং এ ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টির সংশ্লিষ্টতা

২.৬ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়টি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

২.৬.১ পানি সেক্টরের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

২.৬.২ পরিবেশগত স্থায়ীত্বশীলতায় বিবেচ্য বিষয়

২.৬.৩ পানি সম্পদ ব্যবহারের একটি সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

২.৬.৪ জেন্ডার সমতা, সাম্যতা বা ন্যায্যতা এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত ধারণা

২.৬.৫ সরকার ও সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিক অংগিকারসমূহ

২.৬.৬ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার সূচক হিসাবে নারী ও পুরুষের ভিন্নতা বিবেচনা

২.৬.৭ জেন্ডার সমতার বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহারা

২.৬.৮ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে উন্নয়নের বিভিন্ন ধারণা

২.৭ পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার

২.৭.১ উদ্যোগ বা প্রকল্পের বিবেচ্য দিক নির্ধারণ

২.৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশক

২.৮ রেফারেন্স/তথ্যসূত্র

অধ্যায় ৩: জেন্ডার এবং পানি সম্পদ খাত সংক্রান্ত সম্পদের গাইড

৩.১ সূচনা

৩.২ জেন্ডার, শাসন ব্যবস্থা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৩.৩ জেন্ডার, পানি ও দারিদ্র্য

৩.৪ জেন্ডার, স্যানিটেশন এবং ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা

৩.৫ জেন্ডার, গৃহস্থালীর পানি সরবরাহ এবং ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা

৩.৬ জেন্ডার এবং পানি খাতের বেসরকারিকরণ

৩.৭ জেন্ডার, পানি এবং কৃষি

৩.৮ জেন্ডার, পানি এবং পরিবেশ

৩.৯ জেন্ডার এবং মৎস্য

৩.১০ জেন্ডার এবং উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

৩.১১ জেন্ডার ও পানি এবং দুর্যোগ

৩.১২ জেন্ডার, পানি এবং সক্ষমতা উন্নয়ন

৩.১৩ পানি খাতে জেন্ডার পরিকল্পনা এবং হাতিয়ারসমূহ

৩.১৪ পানির খাতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট

অধ্যায় ৪: প্রকল্প চক্রের মূলধারায় জেন্ডার

অধ্যায় ৫: পানি খাতে নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধারায় জেন্ডার

অধ্যায় ৬: বাংলাদেশ: পানি বিষয়ক নীতিমালা ও অন্যান্য তথ্যাদি

অধ্যায় ৭: ভারতের বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক তথ্য

সংযুক্তিঃ কেসস্ট্যাডি

আফ্রিকা	:	আফ্রিকার দেশসমূহের জন্য পানি ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটলমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএন-হ্যাবিটেট) এবং জেন্ডার ও পানি বিষয়ক জোট (জিডব্লিউএ)-এর মধ্যকার পার্টনারশিপ
বাংলাদেশ	:	সমাজভিত্তিক/এলাকাভিত্তিক বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারাকরণ
বাংলাদেশ	:	নারী, পুরুষ এবং পানির পাম্প
বাংলাদেশ	:	সমন্বিত উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডারঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
বাংলাদেশ	:	আর্সেনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ ।
ব্রাজিল	:	নারী নেতৃত্বের সচেতন প্রতিপালন
ক্যামেরুন	:	নারীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনার রূপান্তর
ঘানা	:	সামারি-নাকাওয়ানতা এলাকায় গ্রামীণ পানি প্রকল্পে জেন্ডার একত্রীকরণ
গ্লোবাল	:	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ: জেন্ডার এবং পানি বিষয়ক আন্তঃসংগঠন টাস্কফোর্সের ঘটনা বিশ্লেষণ
গুয়েতেমালা	:	এল নীরানজু নদীর জলাধার প্রতিষ্ঠানের নারী ও পুরুষদের পানির প্রয়োজনীয়তা পুরন
ভারত	:	বিচ্ছিন্নতা থেকে একটি জেন্ডার মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প পরিচালনা সম্প্রদায় - ক্ষমতাশালী তামিল নাড়ু
ভারত	:	অর্ধশুষ্ক এলাকায় অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জেন্ডার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ভারত	:	জেন্ডারের আলোকে অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা: একেআরএসপি-এর কেস
ভারত	:	জেন্ডার এবং জল সংক্রান্ত জোট-এর দৃষ্টিতে ঘটনা বিশ্লেষণ
ভারত	:	‘জেন্ডার ও জল সংক্রান্ত জোট’ পটভূমিকায় কামদেবচক (খানাকূল)
ভারত	:	কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ
ইন্দোনেশিয়া	:	একুয়া-ডানোন (Aqua-Danone) এ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম-এ নারীর অংশগ্রহণের প্রভাব-কেন্দ্রীয় জাভার ক্লাটেন (Klaten) জেলার একটি কেসস্ট্যাডি
ইন্দোনেশিয়া	:	জাভার পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে পৃথক সভাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ
জর্ডান	:	রাকিন গ্রামে পানি সিস্টার্ন স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের গৃহস্থালী পানি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
কেনিয়া	:	কমিউনিটি পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার পার্থক্য মাচাকোস
মিশর	:	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন
নিকারাগুয়া	:	পানি ও পয়ঃব্যবস্থায় অভিগম্যতার পূর্বশত হিসেবে জেন্ডার সমতা

নাইজেরিয়া	:	উত্তরাঞ্চলের প্রতিকূল নদী এলাকায় Obudu মালভূমি সম্প্রদায়ে জেন্ডার মূলধারার প্রক্রিয়া অনুসরনের মাধ্যমে সুপেয় পানির উৎসকে সংরক্ষণে সহায়তা করা
পাকিস্তান	:	পর্দা থেকে অংশগ্রহণ
পাকিস্তান	:	একজনের উদ্যোগ, সকলের মুক্তি-বানদা গোলরা পানি সরবরাহ স্কিমে নারীদের নেতৃত্ব
সেনেগাল	:	কায়ার-এর মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার কমিউনিটি মডেল
দক্ষিণ আফ্রিকা	:	মাবুলে গ্রামে নারীর জন্য পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ইট তৈরি প্রকল্প
দক্ষিণ এশিয়া	:	তৃনমূল পর্যায়ে পানি এবং দারিদ্র্য চিহ্নিতকরণ: দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পানির অংশীদারিত্ব এবং নারী ও পানি নেটওয়ার্কের একটি কেসস্ট্যাডি
তানজানিয়া	:	জেন্ডার এবং বিশুদ্ধ পানি সম্পদের সুরক্ষা
টোগো	:	বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে সমন্বিত জেন্ডার
উগান্ডা	:	নীতিমালায় জেন্ডার মূলধারা: উগান্ডার জেন্ডার পানি কৌশল পরিবীক্ষণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	:	পিছিয়ে আসতে অস্বীকৃতি মৌরিন টেইলর, মিশিগান ওয়েলফেয়ার রাইটস অর্গানাইজেশন
উরুগুয়ে	:	প্রতিবাদ এবং বেসরকারিকরণ
জিম্বাবুয়ে	:	চিপিঙ্গে জেলার মানজভিরে গ্রামে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীতে জেন্ডার মূলধারা
জিম্বাবুয়ে	:	কূপ খনন কর্মসূচির মাধ্যমে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে জেন্ডার মূলধারা প্রয়োগের উদ্যোগ

শব্দের আদ্যক্ষর এবং সংক্ষিপ্তসার

কেপনেট	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
সিবিও	কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন
এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন
জিআরবিআই	জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট ইনিশিয়েটিভ
জিডব্লিউএ	জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স
জিডব্লিউএপি	গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ
আইআরসি	ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সেন্টার
আইইউসিএন	দি ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন
আইডব্লিউআরএম	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
এমডিজি	মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল
এনজিও	নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
ওএন্ডএম	অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স
ইউএনইপি	ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রন্টমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউনিসেফ	ইউনাইটেড নেশনস চিল্ড্রেন ফান্ড
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ওয়াটসান	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
ডব্লিউএসএসডি	ওয়াল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট

মুখবন্ধ

সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে পানি এবং জেন্ডার দৃশ্যাবলী সর্বাধিক পরিচিত। যদিও সকলে নয় তথাপি গৃহস্থালী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহে নারীরাই বেশি শ্রম দিয়ে থাকে, যেখানে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে প্রধানত পুরুষরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমরা বিশ্বাস করি বিভিন্ন নীতিমালা, কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহে জেন্ডার অসমতাকে তুলে ধরে নারী ও পুরুষ উভয়ের মানবিক উন্নয়ন এবং সমতার ভিত্তিতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাবে। বিশ্বের যেখানে পানির অভাব, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, দূর্যোগ এবং দ্বন্দ্ব নিরাপদ ও টেকসই পানি সম্পদে প্রবেশাধিকারে বাধা সৃষ্টি করে সেখানে জেন্ডার বিশ্লেষণ হতে হবে বিষয়ভিত্তিক। এখানে যে বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে, তাহলো উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে পানির ব্যবহার, নারী ও পুরুষ উভয়েরই পানি ও ভূমিতে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, ঋণ ও সম্প্রসারণ কাজের পাশাপাশি পানির সুব্যবস্থাপনা। এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক যেমন- শ্রেণী, জাতি, ধর্ম ও বিশ্বাস, বয়স, সামর্থ এবং বৈবাহিক অবস্থা যেগুলো দ্বারা ক্ষমতা নিরূপণ করা হয় যে, কোন নারী বা পুরুষ কোন পানি সম্পদ বা প্রতিষ্ঠানে এবং কেন প্রবেশাধিকার পাবে।

২০০৩ সালে কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত ৩য় বিশ্ব পানি ফোরাম-এ ইউএনডিপির উদ্যোগে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার রিসোর্স গাইডটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ২০০৬ সালের মার্চে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব পানি ফোরাম-এ গাইডটির ২য় সংস্করণ তথা সম্পূর্ণ নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আরও মতামত প্রদান-গ্রহণ এবং সংশোধণের পর ২০০৬ সালের আগস্টে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ এবং আরবি এই চারটি ভাষায় পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার রিসোর্স গাইডটি প্রকাশিত হয়। রিসোর্স গাইডটির উন্নত সংস্করণ রাশিয়ান, উর্দু, হিন্দি এবং বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিটি ভাষায় রিসোর্স গাইড-এ মূল ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও রয়েছে জেন্ডার, পানি নীতিমালা, মূলবিষয় ও কেসস্ট্যাডি এবং অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বিবিধ সাহিত্য, পত্রিকা, লেখালেখি এবং বই-এর তথ্য। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, পানি বিশেষজ্ঞ, ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে কর্মশালার মাধ্যমে তাদের মতামত নেয়া হয়েছে এবং তা অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে রির্সোস গাইডকে স্ব স্ব ভাষায় আরো সহজবোধ্য করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রিসোর্স গাইডটির ব্যাপক বিতরণ এবং ব্যবহার-এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পানির ব্যবহার এবং সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে রিসোর্স গাইডটির এই সংস্করণে বর্ণিত বিষয়সমূহ ১৩টি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এখানে আরো আছে স্যানিটেশন ও হাইজিন, পানি সরবরাহ, কৃষি, উপকুল ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট। এখানে পানি ব্যবহার ও বণ্টনক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিতর্ক এবং জেন্ডার ইস্যুগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই উপ-বিভাগগুলোতে বিভিন্ন রেফারেন্স বা তথ্য (ম্যানুয়াল ও গাইডলাইনসহ), কেসস্ট্যাডি এবং ওয়েবসাইট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রিসোর্স গাইডটি রচনার সময় এর ভাষা যেন সহজবোধ্য হয় এজন্য 'জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স' এবং লেখকবৃন্দ সবসময়ই সচেতন ছিলেন। এই গাইডটি পড়ার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে আরও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইলো। আর এজন্য আমাদের www.genderandwater.org ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন।

জিডব্লিউএ, ইউএনডিপি, ইউএনডিপি ওয়াটার গভর্নেন্স ফ্যাসিলিটি এট এসআইডব্লিউআই, আইআরসি এবং কেপ-নেট এই রিসোর্স গাইডটির মাধ্যমে পানি বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য সকলকে সহায়তা করতে চায় যাতে তারা বিশ্বের সকল দরিদ্র্য পীড়িত নারী, শিশু এবং পুরুষকে নিরাপদ পানি প্রাপ্তিতে অধিকমাত্রায় সহায়তা দিতে পারে।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করে সংযোজন করার পরও মনে হয়েছে, পানি সংশ্লিষ্ট খাতের এমন আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে পারে যার সমাবেশন এখানে হয়নি। এই বোধই এ খাতের পরবর্তী গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে।

যারা এই রিসোর্স গাইডটি ব্যবহার করবেন তাদের সকলের কাছ থেকেই গাইড সম্পর্কিত মতামত প্রত্যাশা করি, একই সাথে আরও কোনো বিষয় সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য, কেসস্ট্যাডি প্রভৃতি জানতে চাই যা গাইডের পরবর্তী সংস্করণ এবং ওয়েবসাইট সংস্করণে সংযোজন করা সম্ভব হবে। আমরা বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

ভিয়ারলি ভ্যানডিউইর্ড
পরিচালক, শক্তি এবং পরিবেশ দল
ব্যুরো ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যালায়েন্স (জিডব্লিউএ)
ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)

সারা আহমেদ
চেয়াপার্সন, স্টিয়ারিং কমিটি
জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স

কৃতজ্ঞতা

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক রিসোর্স গাইডটি দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি ভাষায় উপস্থাপন করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। এটা একটা চমৎকার দলীয় কাজের ফলাফল যা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান একসাথে করেছে। এই নতুন সংস্করণটি ২০০৬ সালের ইংরেজি সংস্করণ-এর অনুবাদ। বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তথ্যাবলী, প্রতিবেদন, কেসস্ট্যাডি এবং লেখালেখির সমন্বয়ে এর কলেবর বাড়ানো হয়েছে।

অনেক মানুষ এবং সংগঠন এবং এই কাজ সম্পূর্ণ করতে অবদান রেখেছেন। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অর্জন তাদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী। আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের ই-মেইল ও ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ দিয়ে নতুন বিষয়গুলো সমৃদ্ধ করেছেন। রিসোর্স গাইডটির পূনঃসংস্করণের দায়িত্ব পেয়ে 'জেন্ডার এবং ওয়াটার অ্যালায়েন্স' সম্মানিত বোধ করছে এবং আর্থিক সহায়তার জন্য স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইনস্টিটিউটের (এসআইডব্লিউআই) মাধ্যমে দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

ইংরেজি সংস্করণের লেখক, সম্পাদক এবং অনুবাদক ছিলেন আমাদের জিডব্লিউ-এর পার্টনার প্রভা খোশলা এবং সারা আহমেদ, মারিয়া এন্‌জেলিকা আরজেরিয়া, খাদুজা মেলুলি, মামে ডাগো ডিওপ, পওলিন ইকুমি, নোমা নেসেনি, বেটি সটো, মারসিয়া ব্যেউস্টার, সুসানা কারেরিয়া, হেলা গারবি এবং নিজার ড্রিডি। তাদের কাজ খুবই মূল্যবান এবং আমরা তাদের এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বেগম শামসুন নাহার-এর তত্ত্বাবধানে একদল অনুবাদক ও লেখক বর্তমান বাংলা সংস্করণটি তৈরি করেছেন। তাকে সহযোগিতা করেছেন ডঃ মোঃ মোসলেহ উদ্দিন সাদেক, মিঃ নিজাম উদ্দিন আনন এবং রোকেয়া আহমেদ।

ডঃ ইয়ামীন মেনন (ম্যানেজমেন্ট এবং ডেভেল্পমেন্ট সেন্টার (এমডিসি) উর্দু সংস্করণটি তৈরি করেছেন, তার সাথে ছিলেন মিজ্ ফিজা কুরশী, মিজ্ শাহীন খান, মিঃ নাজির আহমেদ ইসানী, মিঃ নাভেদ মেনন, মিজ্ শাকিলা লেঘারি, মিজ্ আতিকা মুসারওয়ার এবং মি. গুলাম মহিউদ্দিন কুম্ভার।

উত্তর ভারতের সিইই (সেন্টার ফর এনভারনমেন্ট এডুকেশন)-এর মিজ্ প্রীতি আর. কানাউজিয়া হিন্দি সংস্করণটি অনুবাদ এবং সংযোজন করেছেন। তাকে সহযোগিতা করেছেন মিজ্ ডোরিস কেন্টার ভিসস্কোর।

আমরা মুগ্ধভাবে তাদের দলীয় কাজের প্রশংসা করছি। স্বল্প সময়ে এই মূল্যবান কাজটি সম্পন্ন করে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল। এই কাজে যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন আমরা তাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সকল কেসস্ট্যাডি রিসোর্স গাইডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই কেসস্ট্যাডির লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই কেসস্ট্যাডিগুলো ক্ষেত্রে যদি কখনও মনে হয়, এগুলোর আরও সংযোজন বিয়োজন প্রয়োজন তাহলে তা জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স-কে জানানোর অনুরোধ করছি। আমরা ওয়েবসাইট এবং পরবর্তী সংস্করণে বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবো।

এই রিসোর্স গাইডটি নিয়মিত আপডেট করা হবে এবং তা জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্সের (জিডব্লিউএ) ওয়েবসাইট www.genderandwater.org। এছাড়াও পার্টনারদের ওয়েবসাইটসমূহের সাথে লিংক থাকবে। এই বিষয়ে আমরা যে কোনো মতামত প্রদান ও সংযোজনের আহবান জানাচ্ছি। বাংলা সংস্করণে নিয়োজিতদের পাশাপাশি আরও যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতিই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইয়োক মুইলভিক
নির্বাহী পচিালক, জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্সের (জিডব্লিউএ)

অধ্যায় ১: রিসোর্স গাইড পরিচিতি

১.১ এই রিসোর্স গাইডটি কী?

পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক রিসোর্স গাইডের এটা দ্বিতীয় সংস্করণ যা আগস্ট ২০০৬-এ প্রকাশিত হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-২০০৩ সালে এটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করে। জেন্ডার এবং পানি বিষয়ক কাজের পরিকল্পনাবিদ, পেশাজীবি এবং পানি সংশ্লিষ্ট খাতের আগ্রহী যে কোনো ব্যাক্তির জন্য এই গাইডটি একটি মূল্যবান দলিল।

এটা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্ট, লেখালেখি বা পত্রিকাসমূহ, বই, কেসস্ট্যাডি, উপকরণ এবং উপকরণ বিষয়ক বিবরণাদিসহ একটি নতুন তথ্য সমৃদ্ধ সংকলন। ফলে আরও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় গাইডটি বিশাল তথ্য সমাবেশ হিসেবে গন্য হবে। নতুন সেক্টরগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক, জেন্ডার ইস্যু ও গবেষণা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৬-এর মাঝামাঝি থেকে ইউআরএল লিংকও খোলা হয়েছে। যেহেতু এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় সেহেতু আমাদের পরামর্শ প্রকাশকদের কাছে যাবার আগে ওয়েবসাইট দেখে নিবেন যাতে হালনাগাদ তথ্য আপনার হাতে পৌঁছায়। পাশাপাশি ওয়েব সাইটের সর্বশেষ তথ্যসমূহ নিজেদের সবসময়ই হালনাগাদ রাখতে পারে।

১.২ কেন এই গাইডটি প্রণীত হয়েছে?

পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার সম্পর্কে তথ্যাবলীর চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে এই রিসোর্স গাইডটি প্রণীত হয়েছে যা এ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট হবে। দেখা গেছে, যখনই কোনো তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে কেউ কোনো ধারণা পেয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয় তখন তা জানা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ একটি তথ্য জানার জন্য তাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছে যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনেক তথ্য প্রাপ্তির জন্য এবং বিশেষ করে যারা তাদের কর্মসূচিতে জেন্ডার বিষয়টি যুক্ত করতে চান বা জেন্ডার মূলধারা বিষয়ে অধিক ধারণা পেতে চান, এই গাইডটি তাদের সহায়তা প্রদানে সক্ষম হবে।

১.৩ রিসোর্স গাইডটির উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

এই রিসোর্স গাইডটি নিম্নোক্ত অর্থ বহন করে-

- জেন্ডার এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পর্যাপ্ত লেখালেখি ও তথ্যাবলী প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে;
- জেন্ডার সমতা এবং ভিন্নতা অথবা সামজিক সমতা/ন্যায্যতা বিশ্লেশণ করে পানি সম্পর্কিত কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন করবে;
- কিছু সহজ উপকরণ, ঘটনা এবং কৌশল ও উদাহরণের সাহায্যে জেন্ডার বিষয়ক ধারণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের উন্নয়ন সাধন করবে।

১.৪ কীভাবে এই গাইডটি প্রণীত হয়েছে?

পানি সংশ্লিষ্ট খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত পরামর্শক, পেশাজীবি, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এবং কর্মসূচি বিষয়ক কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই রিসোর্স গাইডটি প্রণীত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ও স্যানিটেশন সেন্টারের (আইআরসি) কারিগরি সহায়তায় দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রণয়নে জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্স (জিডব্লিউএ) সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে। ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-এর আর্থিক সহায়তায় জিডব্লিউএ, আইআরসি এবং কেপনেট যৌথভাবে এই এই সংস্করণটির সংকলন করেছে।

১.৫ এটি কীভাবে ব্যবহার হতে পারে?

এই রিসোর্স গাইডটি মূলধারায় জেন্ডার সম্পর্কিত কোনো ধারাবাহিক কিংবা সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নয়। এটি একটি তথ্য সহায়িকা হিসেবে নিজস্ব লেখা ও উপকরণের মাধ্যমে সমন্বয়সাধনে সহায়ক হতে পারে। এটি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপ-বিভাগ সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয় এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক ন্যায্যতা ও জেন্ডার বিশ্লেষণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান আহরনে সহায়তা করবে। বইটির অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহ এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন যে কেউ বিশেষ করে এ বিষয়ে যারা একবারেই নতুন তাদের আগ্রহের সুনির্দিষ্ট বিষয়টি এখান থেকে খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারেন। তথ্যের জন্য সম্পূর্ণ রিসোর্স গাইডটি না পড়ে নিজের আগ্রহের বিষযটি সূচি থেকে বাছাই করে পড়লে তা বেশি কার্যকর হবে। এছাড়াও জীবন যাপনের সমগ্রীক প্রয়োজন ও অধিকার বিবেচনায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে অন্যান্য অধ্যায়গুলোও পাঠককে সাহায্য করবে।

অধ্যায় ২: জেন্ডার এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.১ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন, বরাদ্দ-বণ্টন এবং পরিবীক্ষণের একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও নীতিমালাটি ১৯৯২ সালে ডাবলিন-এ অনুষ্ঠিত 'পানি ও পরিবেশ' শীর্ষক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন এবং এ বছরই রিও-তে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্মেলনের দলিলের ১৮ অধ্যায়ের এজেন্ডা-২১ থেকে গৃহীত হয়েছে।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিত্রে 'সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা' হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবন যাপনের সমগ্রিক প্রয়োজন ও অধিকারকে বিবেচনা করে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা, যার লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থার (গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ-২০০০) স্থায়িত্বশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আশায় পানি, ভূমি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদের সহযোগিতামূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক, বিশ্লেষক, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং সরকারকে নীতিমালার ভিত্তিতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ এবং নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতিগুলো হচ্ছে-

- পানিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের বস্তু হিসেবে গণ্য করা;
- পানি নীতিতে শুধুমাত্র পানির বিষয়টি নয় বরং পানি ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে;
- সমন্বিত পানিসম্পদ নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণের কাঠামো দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা;
- সর্বনিম্ন পর্যায় থেকেই পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
- পানি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণবেক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা'র দর্শন, নীতি এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ব্যবহার করে নিম্নোক্ত বিয়য়াদি সম্পাদন করা যায়ঃ

- খাবার পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, সেচ এবং পরিবেশগত সংরক্ষণে পানি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে পানি সংক্রান্ত সুশাসন ব্যবস্থা, সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টি;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুবিধাভোগী এবং ব্যক্তি, সমাজ ও সরকারের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে হুমকির মুখে থাকা প্রাণসম্পদ রক্ষা;
- নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পদ, সুবিধা, মূল্য এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে সমতার্পূর্ণ প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণে জেন্ডার এবং সামাজিক বৈষম্য দূরকরা;
- পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ।

২.২ জেন্ডার বিষয়ক ধারণাঃ

মূলধারায় জেন্ডার হচ্ছে যে কোনো স্থান বা পর্যায়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা, আইন, নীতিমালা এবং কর্মসূচি নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এটা এমন একটা কৌশল যার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সংশ্লিষ্টতা এবং অভিজ্ঞতা বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা যায়। ফলে নারী ও পুরুষ সমানভাবে সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং অন্যায্যতা বিলুপ্ত হয়। মূলধারায় জেন্ডার বিষয়টিকে স্থানান্তরিত করার মূল লক্ষ্য হলো জেন্ডার সমতা বা নারী-পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করা। [ইকোসক-১৯৯৭ থেকে বিষয়টিতে জোর দিয়েছে]

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা এবং সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পানি সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, পরিবেশের অবনতি, ব্যবহারকারীদের মাঝে অপর্যাপ্ত বন্টন, সুবিধাদির অসম বন্টন এবং কাঠামোসমূহের অপর্যাপ্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নে কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ কম থাকায় তা বিঘ্নিত হয়। কমিউনিটি শুধুমাত্র একই ধরনের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকায় পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে কমিউনিটি ব্যর্থ হয়েছে।

এটাই বাস্তব যে, কমিউনিটি কোনো একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের সম-পর্যায়ের মানুষের দল নয়। এটি সাধারণত ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীরভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে, যারা বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতা, ধন, প্রভাব, সামর্থ, প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে সরবরাহের ক্ষেত্রে দরিদ্র নারী ও পুরুষ থাকে ক্ষমতাহীন। অসম ক্ষমতা সম্পর্কের কারণে নারীরা অসহায়। পানি সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ জেন্ডার বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহায়তায় তাদের সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র নারী-পুরুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে করতে পারে।

জনগণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় জেন্ডার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া নিশ্চিত করে না। মূলধারায় জেন্ডার বিষয়টি কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে নারী এবং পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তারে বিশেষভাবে কার্যকর একটি কৌশল হতে পারে। আরো গুরুত্ব দিয়ে বলা যায়, মূলধারায় জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক পরিবর্তনে সাহায্য করে এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের প্রতিশ্রুতিকে চলমান রাখে।

২.৩ জেন্ডারের সংজ্ঞাঃ

নারী ও পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এবং উভয়ের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ককেই জেন্ডার নির্দেশ করে। জেন্ডার বলতে শুধুমাত্র নারী বা পুরুষকে বোঝায় না বরং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের যে গুণ, আচরণ এবং পরিচয় নির্ধারিত হয় তাকেই বোঝায়। জেন্ডার সাধারণত অসমক্ষমতা, পছন্দ ও সম্পদে প্রবেশাধিকার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারী পুরুষের অবস্থানের ভিন্নতা ইতিহাস, ধর্ম অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সময়ের সাথে সাথে এই সর্ম্পক এবং দায়-দায়িত্বের পরিবর্তন হয়।

এই গাইডে ব্যবহৃত জেন্ডার ধারণাটি শুধুমাত্র নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নয় বরং বংশ, জাতিগত, শ্রেণী, বয়স সামর্থ, ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয় যেমন- আদিবাসী ইত্যাদি ক্ষমতা সম্পর্কের স্বীকৃতি পেয়েছে।

নারী-পুরুষ সমাজভেদে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। তাঁরা যে সর্ম্পকে অংশ নেয় তা জেন্ডার সর্ম্পককে গঠন করে। জেন্ডার সর্ম্পক পরিবার, আইন ও বাজার ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক উচুঁ-নিচ ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে পুরুষের চাইতে নারীকে নিচু অবস্থানে রাখে। যেটি প্রকৃতিগত বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু সামাজিকভাবে নির্ধারিত সম্পর্ক সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। জেন্ডার সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার দ্বারা গতিশীল এবং জাতি, শ্রেণী, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা ও পরিবারের অবস্থানের ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত।

লিঙ্গ ভিত্তিক ভিন্নতা যেমন-সন্তান জন্মদানের ভূমিকা প্রকৃতিগতভাবেই নির্ধারিত যা সমাজ নির্দেশিত জেন্ডার ভূমিকা থেকে ভিন্ন।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, জেন্ডার বিশ্লেষণ হচ্ছে নারী ও পুরুষের উপর উন্নয়নের বিভিন্ন প্রভাব দেখার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। লিঙ্গভিত্তিক তথ্য পৃথকীকরণ এবং কীভাবে শ্রম ও মূল্য নির্ধারিত হয় সেকল তথ্য জেন্ডার বিশ্লেষণে প্রয়োজন হয়। উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আর এজন্যই প্রত্যেকেরই অবশ্য জানা প্রয়োজন যে, একটি নির্দিষ্ট কর্মকান্ড, সিদ্ধান্ত অথবা পরিকল্পনা কীভাবে নারীর উপর পুরুষের থেকে ভিন্ন প্রভাব ফেলে (পার্কার ১৯৯৩)।

২.৪ জেন্ডারের ঐতিহাসিক কাঠামোঃ

বিগত কয়েক দশকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী ও জেন্ডার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ৭০ দশকের গোড়া দিকে উন্নয়নের নীতিগুলো শুধুমাত্র স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকার ভিত্তিতে দরিদ্র নারীদের প্রয়োজনগুলোকে নির্দেশ করতো। কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেও মা ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন এবং পুষ্টির বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। ধারণা করা হতো যে, বৃহত্তর অর্থনীতির সুফল আধুনিকায়ন এবং দরিদ্রদের জন্য চুইয়ে পড়া নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং দরিদ্র নারী তার স্বামী অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের ফলে সুফল লাভ করে। নারীরা অধীনস্থ সুফল ভোগী। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নারীর দায়িত্ব হিসেবেই দেখা হয়।

ঊনিশ শতকের ৭০-৮০ দশকে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য ছিল নারীদের লক্ষ্যভুক্ত করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ। 'উন্নয়নে নারী'-প্রকল্পে নারীরা ছিলো অধীনস্থ সুফলভোগী। এটি নারীদের দক্ষ উৎপাদক হিসেবে গড়ে তুলে তাদের আয় বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে। যদিও উন্নয়নে নারী শীর্ষক অনেক প্রকল্প স্বল্প-মেয়াদে স্বাস্থ্য, আয় এবং অন্যান্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটালেও অসম সম্পর্কের জায়গা থেকে নারীকে পরিত্রাণ দিতে পারেনি এবং এগুলোর অধিকাংশই টেকসই হয়নি। এই প্রকল্পের একটি সাধারণ ত্রুটি ছিল যে, প্রকল্পটি নারীর বহুমুখী ভূমিকাকে আওতাভুক্ত করেনি অথবা নারীর সময় এবং শ্রমের ব্যাপকতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করেনি।

ঊনিশ শতকের ৮০-র দশকের শেষ দিকে জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়ন অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অসমতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ের পানি সংশ্লিষ্ট খাতের অনেক কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' দৃষ্টিভঙ্গির অনেক গুরুত্বপূণ দিক থাকলেও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের সমতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। "উন্নয়নে নারী" এবং "জেন্ডার এবং উন্নয়ন" দৃষ্টিভঙ্গি দুটি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে জেন্ডার এবং ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি নারীর আত্মক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমকালীন জেন্ডার সর্ম্পক সমতাপূর্ণ অবস্থানে রূপান্তরে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.৫ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি এবং জেন্ডার প্রয়োগ

'সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা' পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয়, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং সর্বত্রই জেন্ডার অসমতার কারণে পানির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় এইভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রয়োগে পরিবেশের ভারসাম্য এবং আন্তঃখাতভিত্তিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সূচিন্তিত নির্দেশকের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। বংশ, শ্রেণী, গোত্র, জাতি, বয়স, সামর্থ এবং ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে জেন্ডার বিষয়টি বিশ্লেষণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের বস্তু হিসেবে পানিকে বিবেচনায় নেয়া উচিত

    - নিরাপদ পানি মূল্যবান এবং সীমিত। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং একই সাথে পানি সরবরাহে সবার প্রবেশাধিকার একটি মৌলিক মানবিক অধিকারও। পয়ঃনিষ্কাশন এবং গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নারীদের। পানির এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা উচিত। প্রায়শই দেখা যায় ভূমি এবং পানির উপর নারীর কোনো অধিকার থাকেনা এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টা নারীর জীবিকা অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    - মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে পানি সরবরাহের বিষয়টি ভাবার সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধে জনগণের আর্থিক সামর্থের দিকটিও বিবেচনায় আনা গুরুত্বপূর্ণ। নারীর স্বার্থ এবং জেন্ডার সম্পর্কের বিষয়টি প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। যদিও নারীদের নগদ অর্থের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তবুও দেখা যায় যে, পুরুষের চেয়ে নারীরাই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয় কারণ তারাই প্রধান ব্যবহারকারী এবং এটি তাদের দায়িত্ব বলেই বিবেচিত হয়। চাহিদার ক্ষেত্রে জেন্ডার এবং সামাজিক সাম্যতা বিশ্লেষনের প্রয়োজন রয়েছে।

    - পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং প্রাপ্তির লক্ষ্যে সামাজিক বস্তু এবং মানবিক অধিকার হিসাবে নীতি এবং পরিকল্পনায় পানির বিষয়টি যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত পানির পানির মূল্য বৃদ্ধি এবং রান্না ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় পানির ব্যবহার কমানো উচিত নয়।

- পানি নীতিগুলো শুধু পানি সরবরাহে নয় বরং পানি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে

    - পানি ব্যবস্থাপনায় সরকার এবং স্থানীয় সুবিধাভোগীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

    - পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা এবং বেসরকারিদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে জাতীয় সরকারের কিছু দায়িত্ব নিজের হাতে রাখা উচিত। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অধিক লাভ করতে চায় তাদের কাছে স্বল্প আয়ের পরিবার,

গৃহস্থালীর পানি ব্যবহারকারী এবং যারা জীবনের প্রয়োজনে পানির উৎস ও জলাধার ব্যবহার করেন তারা বিবেচ্য নন। তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। কিন্তু নারীরাই প্রধানত এই শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করে।

- বেসরকারিকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সাথে স্থানীয় জনগণের সামর্থ বৃদ্ধির বিষয়টিও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- সমন্বিত পানি সম্পদ নীতি এবং নিয়ন্ত্রিণ কাঠামোর মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করতে হবে

  - পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ পানির সহজ প্রাপ্যতা, পরিমাণ এবং গুণাগুণের উপর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব নারী-পুরুষ, পরিবার এমনকী লিঙ্গ, বয়স ও সামাজিক মর্যাদাভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

  - রাষ্ট্র এবং এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরগুলোর উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বয় থাকা উচিত এবং এবং নারীর স্বার্থ এবং অধিকার নিশ্চিতেও মনোযোগী হওয়া উচিত।

- সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা উচিত

  - সকল সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা অধিক ফলপ্রসূ হয়। কারণ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীরা প্রথাগত ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের যে ধারণা রয়েছে সেগুলোকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং চর্চায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

  - মাঠ পর্যায়ে যারা পানি বিষয়ক প্রকল্পগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যারা সহায়তা করছে তারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের প্রায় সকলেই নারী। কমিউনিটির নারী প্রধান পরিবারগুলোর পুরুষ প্রধান পরিবারগুলোর চাইতে সমঝোতা বা বোঝাপড়ার করা ক্ষমতা কম। এ জন্যই তাদের প্রকল্প কার্যক্রমের যুক্ত করতে একটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

- নারী এবং পুরুষ উভয়কেই পানি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন

  - পানির অপচয়রোধ বিশেষ করে যে সকল শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অপচয় রোধে নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রচারণা চালাতে হবে;

  - পানির কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনায় নারীর জ্ঞান-দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

  - যে সকল নারী পানি সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তাদের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানির গুণাগুণ উন্নয়ন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দিতে হবে;

২.৬ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কেন জেন্ডার প্রেক্ষিত ব্যবহার করা হয়?

২.৬.১ পানি সেক্টরের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারী-পুরুষে উভয়েরই অংশগ্রহণ প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণে প্রকল্প বাস্তবায়নের উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অন্য অর্থে বলা যায়, প্রকল্প পরিচালনাকারী সামগ্রীক কর্মকান্ড পরিকল্পনামাফিক সার্থকতা অর্জন করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নারী পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এই বিষয়ে বিশদ প্রমাণাদির মধ্য থেকে তিনটি গবেষণার কথা বলা যায় যা নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণকে তুলে ধরে।

নারীর কণ্ঠ ও পছন্দ-চাহিদায় সংযোগ, এশিয়া ও আফ্রিকার ৪৪ তম পানি বিষয়ক প্রকল্প। ইউএনডিপি/বিশ্ব ব্যাংকের পানি ও পয়ঃকর্মসূচির একটি গবেষণা প্রকল্প, ২০০১।

এই গবেষণায় প্রাথমিক অনুমিত সিদ্ধান্ত ছিলো যে, যদি কোনো এলাকায় পানি সম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন সেবা, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালাকে যুক্ত করা হয় তাহলে পানি সংক্রান্ত সেবা ভালোভাবে পরিচালিত হয় এবং এটি পরবর্তীতে উপযুক্ত পরিচালনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি কমিউনিটিকে সচল করে থাকে। যেখানে প্রকল্পের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সমভাবে বণ্টিত হয়।

১২১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের বিশ্ব ব্যাংক পর্যালোচনা

এই পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নারীর অংশগ্রহণ ও প্রকল্পের যথাযর্থতা একই সাথে জড়িত, এটি আরো দেখায় যে, নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণের বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনায় না আনলে অনেক প্রকল্পই ব্যর্থ হয়। উদাহরনস্বরূপ ভারতের কথা বলা যায়, সেখানে আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরির বার্তা দেয়া সত্বেও নারীরা তাদের ঘরের আশেপাশেই আবর্জনা ফেলতে থাকে। যদিও অনেক সময়ই তাদের জরিমানা দিতে হয়েছে। তবু নারীরা গ্রামের এই খোলা অংশে জনসমক্ষে আসতে রাজি হয়নি এবং ঐ সমস্ত নির্ধারিত বার্তা অব্যবহৃত থেকে গেছে। যদি নারীদের সাথে পূর্বেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো তাহলে হয়তো এমনটি ঘটতো না। (নারায়ন, ১৯৯৫)

কমিউনিটি পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের আইআরসি গবেষণা

আন্তজার্তিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কেন্দ্র (আইআরসি) পরিচালিত বিশ্বের ১৫টি দেশের ৮৮টি সম্প্রদায়ের এলাকাভিত্তিক পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের গবেষণায় দেখা যায়, যেসব প্রকল্প নারীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনারভিত্তিতে পরিকল্পিত ও বাস্তবয়িত হয়েছে, তা অনেকাংশে টেকসই ও ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমাণীত হয়েছে। আর যেখানে নারীদের সম্পূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ফলপ্রসূ হয়েছে। (উইজক সিজবেস্মা, ২০০১)।

যদিও গবেষণায় মূলত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তথাপি এই ধারা পানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতেও দেখা যায়। ফিলিপাইনের সম্প্রদায়িক সেচ উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার ধারণার উপর যথার্থ মনোযোগ প্রদানের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। এই প্রকল্প ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন লক্ষ্য অতিক্রম ও ধান উৎপাদনের প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়।

অংশীদারদের পূর্ণঅংশগ্রহণই এই প্রকল্পের সার্থকতার মূল কারণ। এই প্রকল্প কৃষকের তৈরিকৃত সেচ পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে এবং এটা নারীদের স্বতন্ত্র ভূমি অধিকারের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে সাড়া প্রদান করে।

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রকল্পের সফলতার স্বীকৃতিসরূপ কমিউনিটি সংগঠক নিয়োগ যাদের দুই তৃতীয়াংশ নারী, পানি ব্যবহারকারী সংগঠনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সদস্যপদ প্রদান এবং নারীদের নেতৃত্ব প্রদানে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, নারী সদস্যপদ মূলত নানা ধরনের চাঁদা বা ফি প্রদানে সহায়তা করে, যেহেতু নারীরা সেখানে পারিবারিক অর্থ/আয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২.৬.২ টেকসই পরিবেশের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বিশ্বব্যাপী জীবজগতের উদ্ভিদ-প্রাণী পরিচালনা, বন ব্যবহার, শুকনো ভুমি, জলজ ভূমি ও কৃষি খাতে নারী পুরুষ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও পানি সংগ্রহ, জ্বালানী সংগ্রহ এবং গো-খাদ্য সংগ্রহ করাসহ আয় বৃদ্ধিতে জেন্ডার ভূমিকা ভিন্ন। প্রাকৃতিক পারিবেশে নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় নারীর জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ (ইউএনইপি, ২০০৮), জেন্ডার প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে নারীর জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করলে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সহজতর হয়।

ফিলিপাইনের মিন দানাও বনভূমির অত্যন্ত নাজুক একটি স্থানে পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প শুরু করা হয়। বন উজাড় ও ভূমিক্ষয়ের কারণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত একটি লেক ভরাট হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ এবং একটি সংস্থাকে মাটি উদ্ধার ও পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো। এই প্রকল্পের কাজে প্রথমে কিছু পুরুষকে নিয়োগ করা হয়। তারা ভূমি সংরক্ষণে ব্যবহৃত কৌশলাদি পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পান কিন্তু এই কাজে তারা ভালো করতে পারেনি। পরে নারী কৃষকদের ঐ কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তারাও খুব একটা সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তীতে এই প্রকল্প নির্ধারণ করে যে, নারীরা ভূমির ক্ষয় হ্রাসের কাজের চাইতে স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করতে অধিক আগ্রহী। যেহেতু নারীরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিখেছিল কীভাবে পানির গুণাগুণ জনস্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে, তাই তাদের ব্যাকটোরিয়া পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এতে করে নারীরা অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে। এটি পরবর্তীতে তাদের অনেক ধরনের পরিবেশগত কার্যক্রমে জড়িত করেছে। ফলশ্রুতিতে কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হয়। যেমন- নারী-পুরুষ কৃষকদের মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণের কৌশল আত্মীকরণ (ডায়মন্ড সম্পাদিত-১৯৯৭)।

২.৬.৩ পানি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্লেষণের চাহিদায় জেন্ডার ধারণা

নারী-পুরুষের সামাজিক পার্থক্য-অসমতা বিষয়ে সঠিক ধারণা ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অপূর্ণ থাকে। জেন্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচালনাকারীরা কোনো কমিউনিটির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী, গৃহস্থালী ও পানি ব্যবহারকারী সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে থাকেন, নারী-পুরুষের ভিন্নতা এবং তাদের ভিন্ন কাজ (যেমন- কে কোন কাজ করে, কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়, কে কী প্রয়োজনে পানি ব্যবহার করে, কে কোন সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, পারিবারিক বিষয়গুলো কে কীভাবে দেখাশোনা করে ইত্যাদি) সম্পর্কে সঠিক ধারণা একটি ভালো বিশ্লেষণ এবং ফলাফল অর্জনে অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশে বন্যার প্রভাব ও বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনায় জেন্ডার বিষয়টি সম্পর্কিত নয় বলে ব্যাপক প্রচার থাকলেও অনেক বিষয়ে নারী পুরুষের অসমতা ও পার্থক্যের বিষয়টি এক্ষেত্রে অত্যন্ত

সুস্পষ্ট। নারীরা খাদ্য উৎপাদান ও প্রক্রিয়াজতকরণ এবং গ্রামীণ বাংলাদেশে নারীরা গৃহস্থালীর খাদ্য প্রস্তুতির দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। পানি সংক্রান্ত ঝুঁকি যেমন- আগাম বন্যা শুধুমাত্র ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে না বরং গৃহে সংরক্ষিত খাদ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন যন্ত্রাদি ধবংশ করে এবং খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। খাদ্য সরবরাহে যে কোনো ধরনের সংকট সৃষ্টি হলে তা নারীদের বেঁচে থাকার সামর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নারীর সীমিত গতিশীলতা বিভিন্ন সংকট মানিয়ে নেয়ার বিকল্প কৌশলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে বিশেষ করে যদি সেই নারী স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের প্রধান হন। (থমাস সম্পাদিত-১৯৯৩)

নারী এবং পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য এবং অসমতা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনে কীভাবে ব্যক্তি সাড়া প্রদানকে প্রভাবিত করে। জেন্ডার ভূমিকা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও অসমতার ধারণ মানুষের পছন্দ ও বিকল্পগুলোকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

পেরুর আলটু পিয়ুরা-য় নারী কৃষকরা প্রায়শই অভিযোগ করেন যে, সবসময় তাদের রাতের বেলা সেচ কাজ করতে হয়, যদিও কাজটি নারী-পুরুষের সমানভাবেই করার কথা। পুরুষ সেচকারীদের সেচ কমিটির সাথে সুসম্পর্ক এবং পানি খাতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকায় তারা দিনের বেলা সেচ কাজ করতে পারে (জোয়ারটিভান-১৯৯৭)। যদি কোনো প্রকল্প সকল কৃষক ও সেচকারীর সমান অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় তাহলে নারী যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে মোকাবেলায় কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সম্পর্ক ও অসমতা সমন্বিত সাড়া প্রদানকে প্রভাবিত করে। নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সংগঠিত হয়। নারীরা প্রায়শই কোনো প্রকল্পে অংশগ্রহণ, পানি ব্যবহারকারী কমিটিতে পরামর্শ সভায় মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত এবং উপেক্ষিত হন।

দরিদ্র নারীদের পানি ব্যবহারকারী কমিটি বা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির বিভিন্নি পদে নির্বাচিত হয়ে থাকে। কী কী যোগ্যতার ভিত্তিতে একজনকে নির্বাচিত করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তর দাতা নিম্নোক্ত দুটো যোগ্যতার কথা বলেন- ১. এমন একজন যাকে সবাই শ্রদ্ধা করতে পারে (অবস্থান, প্রভাব, কঠোর শ্রম ও জটিল বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে পারদর্শীতা); ২. এমন একজন যার একটি বাইসাইকেল আছে এবং যে কোনো সময় ও যে কোনো প্রয়োজনে নিজে সাইকেল চালিয়ে জেলা সদর দপ্তরে উপস্থিত হতে সক্ষম। কিন্তু এই যোগ্যতাগুলো দরিদ্র নারীদের সময় ও শ্রমের প্রতিবন্ধকতার কারণে সব সময় পুরন করা সম্ভব হয় না। নারী এবং তার সন্তানরা স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার এবং প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিজ গৃহের দোরগোড়ায় আনার মাধ্যমে তারা সুযোগ লাভের চেষ্টা করে। তবে সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এইসব নারীদের অংশগ্রহণের হার সন্তোষজনক (ক্লিভার-১৯৯৮)।

২.৬.৪ জেন্ডার সমতা, ন্যায্যতা ও ক্ষমতায়নের সংশ্লিষ্টতা

জেন্ডার ধারণা ও উদ্যোগে যথাযথ দৃষ্টি না দিলে প্রকল্পে নারী-পুরুষের অসমতা ও পার্থক্যের বিষয়টিকে আরো গভীর হয়ে ওঠে। যদিও বলা হয় যে কোনো উদ্যোগই 'জেন্ডার নিরপেক্ষ'-কিন্তু এটি অত্যন্ত বিরল। প্রকল্প ও কর্মসূচি কখনও কখনও নতুন সম্পদ (যেমন- প্রশিক্ষণ, কৌশল, প্রযুক্তি প্রভৃতি) নিয়ে আসে। নারী-পুরুষ উভয়ই এসব সুবিধা উপভোগ করতে সক্ষম। নারী-পুরুষ পানি সম্পদ সংক্রান্ত প্রকল্প থেকে সুবিধা দিতে পারে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে ধনী ও দরিদ্র নারীদের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়।

যে কোনো উদ্যোগ অসমতার ধারণাকে পুনরুজ্জীবীত করতে পারে। এমনকি যদি সেখানে অধিক

সমতাপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় জোর প্রচেষ্ঠার সুযোগ থাকে, জেন্ডার ও বৈচিত্র্যের উপর বিশেষ মনোযোগের ক্ষেত্রে পানি বিশেষজ্ঞদের বিষয়ে অনেক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে ।

২.৬.৫সরকার ও সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ঃ

সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে সার্বিক সহায়তা প্রধানের নিশ্চয়তা এবং পনি ও পরিবেশগত প্রকল্প ও কমসূচীতে জেন্ডার ধারণা ব্যবহারের আশ্বাষ দিয়েছে । নিম্নে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হলো-

- ১৯৯০ সালে ভারতে আন্তর্জাতিক সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের দশক-এ (১৯৮১-১৯৯১) এর ফলাফল অলোচিত হয় । যদিও এসব আলোচনা অনেকাংশেই জেন্ডার ধারণা ভিত্তিক ছিলো । তবু পানি সম্পদে নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় সুস্পষ্ট আহ্বান জানানো হয় ।

- বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশে প্রণীত 'ডাবলিন বিবৃতী (১৯৯২)' পানি সম্পদের সুবিধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষার প্রশ্নে নারীদের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে । এখানে পানি ব্যবহারকারী, সরবরাহকারী, পরিবেশ রক্ষাকারী হিসেবে নারীর সক্রিয় ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করা হয় । এছাড়াও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবদান তুলে ধরার কথা বলে ।

- ধরিত্রী বিবৃতী (১৯৯২)-এর ২০ ধারায় বলা হয়েছে, পরিবেশ রক্ষা বা উন্নয়নে নারীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । তাই সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন । ধারা ২১-এ 'নারী ও সুষম উন্নয়ন' নামে একটি অধ্যায় সংকলিত আছে ।

- বেইজিং প্লাটফরম অ্যাকশন (১৯৯৫) পরিবেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছে । এটি প্রাকৃতিক ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার পার্থক্য বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেছে এবং এখানে প্রধানত তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্যেকে সমর্থন জানানো হয় । যেমন-

- সর্বস্তরে পরিবেশগত সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ;

- সুষম উন্নয়নে সকল নীতিমালা ও কর্মসূচিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা;

- নারীর উপর উন্নয়ন ও পরিবেশগত নীতিমালা প্রভাব বিশ্লেষণের কৌশল জোরদার করা ।

- টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সম্মেলন (ডব্লিউএসএসডি)-২০০২ এর বাস্তবায়ন পরিকল্পনার প্যারা (২৫)-এ বলা হয়েছে সরকার পানি সম্পদ, পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো, উন্নয়ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করবে । এই সহায়তা দরিদ্রদের চাহিদা পুরন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল ।

- সাধারণ পরিষদ ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রেজুলেশন নং-৫৮/২১৭-এ ২০১৫ সালকে পানির আন্তর্জাতিক দশক হিসেবে চিহ্নিত করেছে । এখানে 'পানিই জীবন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে ।

- মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ 'পানির দশক'-এর মতো একই সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

২.৬.৬নারী-পুরুষের অসমতা চিহ্নিত করতে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া

অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এবং 'দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ' সক্রিয়ভাবে নারীদের অর্ন্তভুক্ত করে না। অংশগ্রহনমূলক উন্নয়নের উদ্যোগে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম্পৃক্ত করার জন্য জেন্ডার ভিন্নতা ও অসমতায় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ইস্যুগুলো নিম্নরূপ।

নির্দিষ্ট ইস্যুগুলো হচ্ছে-

সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্ক:

সমাজগুলো একই ধরনের সুবিধা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত দল নয়। এখানে বয়স, ধর্ম, শ্রেণী এবং জেন্ডারের শক্তিশালী বিভাজন দেখা যায়। ক্ষমতার এই বিভাজন কিছু মানুষের জন্য মতামত প্রদান কঠিন করে তোলে। এমনকী নির্দিষ্ট সভাগুলোতে কে অংশগ্রহণ করবে- এ ক্ষেত্রেও ক্ষমতার বিভাজন প্রভাব খাটাতে পারে। পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের জন্য বহিরাগত কর্মকর্তাগণ সাধারণত সমাজের পুরুষ নেতাদেরই আমন্ত্রণ জানায়।

গৃহস্থালী এবং পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক:

কিছু নারী তাদের স্বামী অথবা পিতার সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে পারে (সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রতার নিয়মানুযায়ী) তারা এটাও বিশ্বাস করে যে পারিবারিক বিষয়গুলি (যেমন- কর্মভার ও সম্পদের অধিকার সংক্রান্ত ইস্যু) নারীদের আলোচনার বিষয় নয়।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন:

নারী ও পুরুষের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্মভার রয়েছে। নারীরা প্রায়ই নতুন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে কম সময় পায়। নির্দিষ্ট সভাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যদি সভাগুলো দিনে হয় তাহলে তারা সে সময় সংসারের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অথবা শিশু পালনে ব্যস্ত থাক। এছাড়াও সামাজিক প্রতিষ্ঠনগুলোতে নিয়মাফিক ও নিয়ম বর্হিভূত সদস্যপদ নারীর অংশগ্রহণের অধিকারকে নিবৃত্ত করে।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্নযোগ্যত:

শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের কারণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের ভিন্নতা দেখা যায়। নারীদের চেয়ে পুরুষেরা বহিরাগতদের সাথে তর্ক-বির্তক ও নতুন মানুষদের সাথে আচরণে সাবলীল থাকে।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগ ও উপলব্ধিসমূহ:

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ ভিন্নভাবে তাদের সক্রিয়তার ব্যয় ও সুবিধা পরিমাপ

করতে পারে। অধিকাংশ নারীর সময়ের উচ্চ চাহিদার কারণে তারা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে খুব কম সময়ই পেয়ে থাকেন। জনগণ যারা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তাদের জন্য এটি একটি ভালো ব্যবস্থা। এটা এখন পরিস্কার যে, অনেক অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত হয়। যখন এটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয় তখন জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জসমূহঃ

দক্ষতা	জেন্ডার সংবেদনশীণ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।
সময়	অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় নিতে পারে এবং এ জন্য কয়েক বছর ধরে সামর্থের প্রয়োজন হতে পারে।
নমনীয়তা এবং যোগ্যতা	নির্বাচন ও অবস্থানের উপাদানগুলো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে নিধারিত হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাড়া সৃষ্টির জন্য নমনীয়তার প্রয়োজন।
সমর্থন	নারী ও পুরুষ উভয় অংশগ্রহণকারীই নতুন ইস্যু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সমর্থন চায়। জেন্ডার অসমতার ইস্যু উপস্থাপনে জনগণকে সাহস যুগিয়ে এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না থাকা যে কোন বহিরাগত প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়।
দৃষ্টিপাত	উত্থাপিত ইস্যু সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটি কি সাড়া ফেলতে পারে? যদি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব প্রদান করে তবে তারা প্রাধান্য সনাক্তকরণ ও উল্লেখিত ইস্যু সম্পর্কে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২.৬.৭ জেন্ডার সমতা ইস্যু পরিচিতকরণে ব্যবহৃত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াঃ

১৯৯২ সালের শুরুতে, জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, GTZ, Zambian Ministry of Agriculture, Food & Fisheries-কে তাদের বর্ধিত সেবায় অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ সমন্বয়ে সহযোগিতা করে। সংযোজিত অংশে/বর্ধিত কর্মকর্তাগণ কৃষকদের প্রাধান্য পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে যা তাদের এই প্রকল্পকে বহুবিভাগ সমৃদ্ধ পদক্ষেপে পরিচালিত করে। তারা বর্ধিত কর্মকান্ডের জন্য কৃষকদের সুবিধাজনক সময়ের পরিকল্পনায় মৌসুমীয় দিনপঞ্জি ব্যবহার করতো। তারা বর্ধিত প্রচেষ্টার ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে কৃষকদের সম্পৃক্ত করে। একটি মূল্যায়ন প্রকাশ করে যে, উন্নত/বর্ধিত সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে নারীরা ততোটা সুবিধা পাচ্ছেনা। কর্মচারীগণ সমস্যা নিরূপণেও প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামঞ্জস্য প্রচেষ্টার সৃষ্টি করে। সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে দুই তিনদিনের কর্মশালাগুলো দম্পতিদের গৃহস্থালী ক্ষেত্রে জেন্ডার সম্পর্ক বিশ্লেষণে সহযোগিতা করে।

এই কেসস্ট্যাডি কিছু বিষয় তুলে ধরে ঃ

- কিছু দাবি সত্বেও জেন্ডার সব সময় সংবেদনশীল বিষয় নয়। সঠিক প্রক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদক্ষেপের সাথে স্থানীয় জনগণ এবং কর্মচারী সদস্যগণ এই বিষয়ে আলোচনা সাদরে গ্রহণ করছে।
- জেন্ডার বিজাতীয় তত্ত্বমূলক ধারণা নয় এবং নারী ও পুরুষ উভয়ই এই বিষয় তুলে ধরতে পারে।

- অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপে জেন্ডার সহজাত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু এটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে আসবে না (Frischmuth-1998)।

২.৬.৮ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধারণার ব্যাখ্যা করে

ডার্কো, ঘানায় জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দারিদ্র্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়। এই পদ্ধতি জনগণের গৃহাস্থালীতে নারী-পুরুষের অন্তঃসম্পর্কের ধারণা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও অনেক ভালোভাবে পরিস্থিতি তুলে ধরে এবং পরিবর্তনের জন্য বহিস্থ নির্দেশক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। নারী এবং পুরুষ গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মানচিত্র অংকণ করে সম্পদ চিহ্নিত এবং সম্পদের স্তরায়ন করে থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র অংকণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সকল পার্থক্য লক্ষ্যনীয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- পুরুষের সম্পদ বাড়ি, গাড়ি, গবাদিপশু ও খামারকে কেন্দ্র করে শ্রেণীবদ্ধ হয়। তাদের বিবেচনায় শস্য নারীর নয় পুরুষের সহায়তায় জন্মে। প্রাথমিকভাবে তারা যৌথ সম্পদগুলোকে সম্পদের তালিকায় আনেনা। এরপর তারা সম্পদ থেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের আলোচনা শুরু করেন।

- নারীরা ঘর, ভূমি এবং গবাদিপশু ইত্যাদি নির্দেশক থেকে শুরু করে পরবর্তীতে কৃষি উৎপাদনের ভিত্তি বিশ্লেষণ করে। তারা পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত ফসলগুলোকে উল্লেখ না করে তাদের দ্বারা উৎপাদিত ফসলসমূহ হিসাব করে। এরপর নারীরা খাদ্যশস্য বাদে বাজারজাতকৃত অর্থকরী শস্যের বিষয়টি তুলে ধরে।

- দরিদ্র্য নারীর বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় দুর্দশা এবং ব্যক্তিগত অধিকার অথবা স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চণার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু পুরুষরা তাদের সম্পদের অনুপস্থিতিকে দারিদ্র্য হিসেবে তুলে ধরে।

- প্রতিটি দলের ভালো থাকার জন্য নিজস্ব ধারণা রয়েছে। নারীরা তাদের বিষয়গুলো এবং পুরুষরা তাদের বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছে কিন্তু পরিবারের কল্যাণে যৌথভাবে এগুলোর বিশ্লেষণ হয়নি।

- নারী ও পরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্পদশালী হওয়া সবসময় তাদের ভালো অবস্থানকে বোঝায় না। পুরুষের বিশ্লেষণে কোনো ধনীরই আল্লাহ ভীতি নেই এবং কিন্তু দরিদ্রদের আল্লাহ ভীত রয়েছে। বৃহৎ সবজি উৎপাদনকারী নারীকে তুলনামূলক ভালো অবস্থায় আছে এমন বলা হলেও তিনি ধনীর পর্যায়ে পড়েন না **(Shah, 1998)**।

২.৭ পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারাকরণ

জেন্ডার মুলধারাকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা সকল এলাকা ও সকল পর্যায়ে (বৈশ্বিক, জাতীয়, প্রতিষ্ঠানিক, সমাজ ও পরিবার) আইন প্রণয়ন, নীতি ও অনুষ্ঠানসহ যে কেনো পরিকল্পত কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষের প্রয়োজনসমূহের পরিবীক্ষণ করে। এটি এমন একটি কৌশল যা নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে প্রকল্পে সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে নকশা, প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ এবং নীতিমালার মূল্যায়ন করে। যার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমানভাবে লাভবান হয় এবং অসাম্যতা স্থায়ী হতে পারেনা। এই সমতা অর্জনের মূল লক্ষ্য হলো জেন্ডার মূলধারায় রূপান্তর হওয়া (ইউনেস্কো-১৯৯৭)।

জেন্ডার মুল ধারায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো হলো-

- জেন্ডার পৃথকীকরণ ব্যবস্থায় পানির ব্যবহার ও অধিকার, শ্রম এবং সকল সুবিধা ও ফলাফল বণ্টনের বিষয়টি অনুধাবন করা। জেন্ডার বৈষম্য এবং বিনা পারিশ্রমিকের শ্রম বিষয়ক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ।

- জেন্ডার সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করার অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা। যদিও অনেক বিশ্লেষণেই নারীর প্রতি মনোযোগ (সাধারণত যারা বঞ্চিত-উপেক্ষিত) আকর্ষিত হয়েছে। নারী পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্ক (পার্থক্য, অসমতা, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, সম্পদে প্রবেশাধিকারের পার্থক্য) এবং এগুলোর সাথে নারী ও পুরুষের কীভাবে সমঝোতা করে বিশ্লেষণ করে। নারী এবং পুরুষের বিস্তীর্ণ সম্পর্কের মধ্য থেকে নারী অবস্থান বুঝতে পারা সহজ নয়।

- জেন্ডার এমন একটি উপাদান যা মানুষকে একক এবং সম্মিলিতভাবে সাড়া প্রদানে প্রভাবিত করতে পারে। নারী এবং পুরুষ যখন পানি বিষয়ক কমিটিতে অংশগ্রহণ, স্থানীয় কর্মকর্তার মুখোমুখি হওয়া অথবা কোনো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয় তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্জন করেন।

- সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন- পরিবার, সামাজিক সংগঠন, পানি ব্যবহারকারী সংগঠন, স্থানীয় সরকার, জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই জেন্ডারের বিস্তৃতি রয়েছে। এ সকল আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সংগঠনই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৌলিক ভূমিকা রাখে। যদিও জেন্ডারের বিস্তার সর্বত্রই তবু কে কোন সিদ্ধান্ত নিবে? এই কাঠামো কী নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে? এই প্রতিষ্ঠানের কি নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা দূরীকরণের সামর্থ আছে? কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার বিষয়টির সমঝোত করা হয়? প্রতিষ্ঠানের নীতি কি জেন্ডার সংবেদনশীলতায় উন্নয়ন করা হয়েছে? এই প্রশ্নগুলো রয়েছে।

- আদর্শিক ভাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারে কোনো ধারণা গ্রহণ অথবা বাতিল হতে পারে। এক দেশের ধারণা অথবা প্রকল্প অন্যকোনো অঞ্চলে বা উদ্যোগে ব্যবহার এবং কাজে নাও লাগতে পারে। এ ছাড়াও ক্ষমতা সম্পর্ক, কাজের ব্যবস্থা এবং সম্পর্কের পর্যাপ্ততা সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে। এ জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান প্রয়োজন।

২.৭.১ কর্মসূচির নীতি প্রবর্তন

জেন্ডার বিশ্লেষণ পানি কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব বাড়ায় এবং এর উদ্দেশ্য **IWRM** প্রবর্তনে নারীদের সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনে-

- বিশ্লেষণের উপলব্ধি প্রকল্প প্রণয়নের সময় যুক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ নারীদের অধিকার শুধু কাগজে কলমে হলেই হবে না, উদ্দেশ্য প্রবর্তনে এবং অগ্রাধিকারে এর প্রভাব থাকবে।

- নারীর দায়-দায়িত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা এবং তাদের গুরুত্ব দেয়া। উদাহরণসরূপ, প্রায়ই দেখা যায়, নারীর ব্যবহার্য পানির বিষয়ে পুরুষের তুলনায় কম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। (তা দালিলপত্রে উল্লেখিত থাকে না, নারীদের ব্যবহার অগ্রাধিকার পায় না, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাদের দেখাই যায় না)।

- অর্জিত সফলতার সাথে উদ্যোগের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এখানে জেন্ডার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যের স্পষ্ট বিশ্লেষণ থাকতে হবে। যদি প্রকল্পটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোকপাত করে তাহলে বন্যার প্রভাবের সাথে নারী এর সাথে সম্পর্ক, এই প্রভাবে নারীরা কীভাবে যুক্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটি জেন্ডার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে হবে।

- প্রকৃত লক্ষ্য চিহ্নিত করতে হবে। প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায় এবং উদ্দেশ্যের সাথে জেন্ডার সমতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। (নতুবা সাধারন রাখা, উদাহরণস্বরূপ জেন্ডার সমতার ইস্যুগুলো প্রকল্পে যুক্ত করা)।

- সফলতার সাথে প্রত্যাশিত ফলাফলের সংযোগ স্থাপনে নির্দেশক তৈরি করতে হবে। সাধারণ নির্দেশক জেন্ডার বিভাজন সম্পর্কিত হতে হবে যেখানে নারী-পুরুষের বিবরণী থাকবে।

২.৭.২ জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন নির্দেশক

কর্মসুচি ও প্রকল্প টেকসই উন্নয়নের প্রতিনিধিত্ব করেনা। সুবিধা এবং মূল্য সবসময় সমষ্টিগতভাবে লিঙ্গ এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণীভেদে মধ্যস্থতা করে, পরোক্ষভাবে, বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কার্যক্রমের প্রভাব বোঝা কষ্টসাধ্য। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি যার জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশক আছে এবং নারী ও পুরুষ শুধু সংবাদদাতা হিসাবে নয় অংশগ্রহণকারী হিসেবেও ভালো ফলাফল বুঝতে পারে, যারা সমাজে লাভবান হয়েছে, যারা এর মূল্য বহন করেছে এবং বিভিন্ন শাখায় কী পদক্ষেপ নিয়েছে। অধিকন্তু, মূল্যায়ন পদ্ধতি যা নারী পুরুষ সম্পর্কযুক্ত এবং নিশ্চিত করে যে, মূল্যায়ন হচ্ছে আত্ম-ব্যবস্থাপনা উপকরণের চেয়ে সাহায্যকারী উপকরণ যা সম্মিলিত পদক্ষেপে পরিচালিত হয়।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শুধু লিঙ্গ অনুযায়ী পার্থক্য নির্ণয় বরং তা কর্মসূচি বা প্রকল্পের নারী পুরুষ, তরুন, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্রের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাবসমূহের মূল্যায়ন করে। উদাহরণস্বরূপ, শহরাঞ্চলের নারী ও মেয়েদের জন্য পানি সরবরাহ কম কষ্টদায়ক যার ফলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে। এই ইতিবাচক ফলাফল সম্ভব হয়েছে, সমষ্টিগত লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগৃহীত হওয়ার ফলে। এটি মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে। যদি পানি সরবরাহ দরিদ্র মহিলাদের সময় অপচয় না করতো তবে তারা সেই সময়টি উপার্জন বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারতো। সমষ্টিগত লিঙ্গভিত্তিক তথ্য ছাড়া গবেষণামূলক ঘটনা এবং কিছু সত্য ঘটনার ইতিবাচক প্রভাব কমবে।

নিম্নোক্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশক ছাড়া পরিমাপ করা যায় না-

- কর্মকান্ডের প্রভাব ফলাফল বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকার প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের সাধারণ প্রয়োজন যেমন- নব দক্ষতা, জ্ঞান, সম্পদ, সুবিধা অথবা সেবার দিকে লক্ষ্য রাখে।

- কর্মকান্ডের প্রভাব/ফলাফল জেন্ডার সমতার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাজানো হয়েছে। লক্ষিত কার্যক্রম প্রথাগত দক্ষতা থেকে নারী পুরুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণে নারীর অবদান বৃদ্ধি করে ।

- কর্মকান্ডের ফলাফল এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা নীতি প্রনয়ণ, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্ত বায়নে জেন্ডার সচেতনতা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবে ।
- কর্মকান্ডের ফলাফল উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতাকে অধিকভাবে উন্নীত করে যা হচ্ছে ইতিবাচক কর্মনীতির প্রভাব । (উবৎনুংযরাব, ২০০২-২০০৮) ।

কানাডিয়ান আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা এই ইস্যু উন্নয়ন ঘটিয়েছে । এর ইতিহাস, বিবর্তন, প্রভাব কীভাবে প্রকল্প পর্যায়সহ প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশকের উন্নয়ন ঘটানো যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনার উন্নয়ন ঘটিয়েছে ।

২.৮ রেফারেন্স

কানাডিয়ান আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা, নং তারিখ, গাইড টু জেন্ডার-সেনসিটিভ সূচক, নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে-

www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/8525711600526F0A8525711900618E1C?OpenDocument

ক্লিভার, এফ, ১৯৯৮ । উদ্দীপক ও অনানুষ্ঠানিক বিধান সমূহ :

জেন্ডার/লিঙ্গ এবং পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি এবং মানবিক উপকারিতা, ১৫:৩৪৭-৩৬০.

- ডায়মন্ড, এন. ইটাল, সম্প্রদায়, বিধান এবং নীতি সমূহের উপর কার্য অধিবেশন; পরিবেশগত গবেষনার ফলাফল থেকে পদক্ষেপ/ উদ্দ্যোগ । ডব্লিওআইটিইসিএইচ (উন্নয়নে নারী, বৈশ্বিক কার্যক্রম বুরো, মাঠ সহযোগী এবং গবেষণা, ইউএস । আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) ওয়াশিংটন, ডিসি-১৯৯৭ । লিঙ্গ সমযোগ্যতার উপর কার্যতর দল থেকে উদ্ধৃত, ওইসিডি-ডিএসি, রিচিং দ্যা গোলস আইদিএস-২১ : জেন্ডার সমযোগ্যতা এবং পরিবেশ, ১৯৯৮ । http://www.oecd.org/dateoecd/46/36/1895624.pdf

ফির্সমাস, সি. ১৯৯৭. জেন্ডার স্পশকাতর বিষয় নয়: সিয়াভনগা, জাম্বিয়াতে লিঙ্গ সম্বন্ধীয় অংশগ্রহনমূলক অভিমানী প্রতিষ্ঠানীভুতকরণ ।

আই ২১ (www.id21.org) রিপোর্ট পরিবেশ উন্নয়ন গেপকিপার সিরিজের আন্তর্জার্তিক সংস্থা নং-৭২ ।

নারায়ন, ডি, ১৯৯৫ জনগণের অংশগ্রহণের অনুদান: প্রমাণ: ১২১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পসমূহ, বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন, ডিসি ।

কিউ সুইমবিং, এ আর, ১৯৯৪ কৃষক এবং কর্মী হিসেবে নারীর কৃষি উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন, বিশ্বব্যাংক আলোচনা পেপার সিরিজ নং-৩৭. এফএও, এসইএজিএ সেক্টর গাইড : সেচ, www.fao.org /sd/seaga ।

শাহ এম. কে ১৯৯৮ ঘানার ডারকোতে লিঙ্গ সম্বন্ধীয় উপলব্ধির কল্যাণসাধন । ইন. আই. গুইজট এবং শাহ এম. কে (ই.ডি.এস) দি মিথ অব কমিউনিটি: অর্থনৈতিক উন্নতির লৈঙ্গিক বিষয়সমূহ ।

থমাস, এইচ, ১৯৯৩. বাংলাদেশ বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাষন ও সেচের লিঙ্গ ভিত্তিক কৌশলগত উন্নয়ন লিঙ্গ এবং পানির উৎস ব্যবস্থাপনা কর্মশালার কর্মপন্থা । ভবিষ্যতের শিক্ষা এবং কৌশল সমূহের পাঠ, ১৯৯৪ এর ২টি ভুলুসম্ (স্টক হোমে অনুষ্টিত এক সেমিনারের রিপোর্ট থেকে নেয়া, ১-৩ ডিসেম্বর ১৯৯৩, এস. আই. ডি.এ)

- উদ্ধৃত, ওইসিডিডিএসি, রিচিং দি গোলস আইদিএস-২১ : জেন্ডার ইউনাইটেড নেশনস পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), ২০০৪ । নারী পরিবেশ পলিসি সিরিজ, উইজক সিজবেসমো, সি, এ ভেন, মুখার্জী, এন এবং গ্রস. বি. ২০০১. চাহিদা, জেন্ডার এবং দারিদ্র্যে সাথে সংযুক্তি ধরে রাখা: ১৫ দেশের পানির সরবরাহ প্রকল্পের সম্প্রদায় ব্যবস্থাপনার পাঠ । আন্ত র্জাতিক পানি এবং স্যানিটেশন তথ্যোল্লেখ সংস্থা ওয়াশিংটন, ডিসি এবং ডেলঘাট, ন্যাদারল্যান্ডস ।

যোয়ার টিভেন, এম, ১৯৯৭. পানি: মৌলিক চাহিদা থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী জেন্ডার এবং সেচ পানির অধিকারের উপর আলোচনা, ওয়াল্ড ডেভেলপমেন্ট, ২৫(৮) : ১৩৩৫-১৩৪৯.

অতিরিক্ত উৎসসমূহ:

আলু-আটা, নাথালি : ২০০৫। মিনা অঞ্চলে পানি, জেন্ডার এবং ক্রমোন্নতি অথবা জেন্ডার বর্জনের দুর্ভোগ, ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, মিনা উন্নয়ন রিপোর্ট ।

এই প্রাসঙ্গিক পত্রের মূল উদ্দেশ্যস্থল অধুনা প্রকাশিত মিনা উন্নয়ন রিপোর্টে মিনা অঞ্চলের পানি, জেন্ডার এবং দারিদ্র দূরীকরণ এর ব্যবস্থাপনার অধিকার সংযোগসমূহ এবং এদের বিশ্লেষণধর্মী নির্মাণ কাঠামো সরবরাহ করা। এই মত ভিন্নপোষন করে যে, অর্থনৈতিক সচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য নারী ও নারী কৃষক এবং ক্ষুদ্রমাপের উদ্যোক্তাগণের পানিতে পুরুষদের মতো গৃহ এবং সেচকার্যে পানির সমান অধিকারের অর্থনৈতিক সচেতনতা নিশ্চিত করে এবং তখন বিষয়টির উপর জোর দেয়া এর সীমানা নির্দেশ করে।

আহম্মেদ, এস (এড) ২০০৫ প্রতিকূলে বহমান ভারতে পানি ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। এলেই, ডি. ক্রিভিট ডাব্বাউস, জে ইটাইন, জে. ফ্রান্দিনস্ এ মোরেল এ হুইন্সসিয়ার, পি. চেপি, জি. ভারডেলহান বেইরী ২০০২.

পানি, জেন্ডার এবং টেকসই উন্নয়ন : উপ-সাহারা আফ্রিকায় ফ্রান্সের সহযোগিতায় পাঠ থেকে পঠিত। পিএস. ই এইড Ministry des Affaires estrangers, Agency Françoise de development and world Bank.

এইবেলি, এন্ড সি. ব্রিলেট-২০০৪. নারী এবং পানি : নৈতিক বিষয়, ইউনেস্কো সিরিজ অন ওয়াটার এন্ড ইথিক্স। এস ৪. ইউনেস্কো, প্যারিস, ফ্রান্স পরীক্ষিত নৈতিক বিষয়াবলী থেকে প্রতিফলন হয়। মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে নারীদের পানি ব্যবহারে বিশেষ অবদানসহ প্রাকৃতিক উৎস ও পানি ব্যবস্থাপনা। http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001363/136357 e.pdf

বেনেট, ডি, ডাবিলা-পোবলেট, এস এন্ড এম নিভিস রিকো (এড) ২০০৫ ।

প্রচলিত বিরোধিতা : পানি ও লিঙ্গ এর রাজনীতি, লাতিন আমেরিকা, পিটাসবারগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস, পিটসবারগ, আর এবং ক্ষমতায়ন, এসেন (দ্যা নেদারল্যান্ডস, কোনিনকলিজিক ভ্যান গরকাম ।

কোপনেট, নো ডেট : সমন্বিত পানির উৎসসমূহের ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ। এটি IWRM-এর যৌক্তিক এবং এর পেছনের মূলনীতিসমূহের সারসংক্ষেপ এবং সংক্ষিপ্ত সূচনা। IWRM-এর ঘটনা তৈরিতে অনলাইন পরীক্ষাসমূহ ও উদাহরণসমূহ প্রদান করে এবং এটি প্রাতিষ্ঠানিক বা শাখা ভিত্তিসমূহের ঐসব ব্যক্তি গণণা করে যারা এর বিরোধীতা করে।

CEDARE ২০০৪ সমন্বিত পানি উৎস্যসমূহের ব্যবস্থাপনার মর্যাদা IWRM আরব অঞ্চলের ব্যবস্থাসমূহ। http://www.arab watercouncil.org/firstmeet /IWRM% 20standy.pdf

ক্লিভার, এফ এবং এলসন, ১৯৯৫, নারী ও পানি ব্যবস্থাপনার : চলমান প্রান্তিকীকরণ এবং নতুন পন্থা, লন্ডন, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন সংস্থা, গেইট কিপার সিরিজ নং-৪৯

ক্লিভার, এফ, ২০০০ সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক উৎস ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ক্ষেত্রে বিশ্লেষন : আলোচনা, জীবন প্রবাহ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, আইডিএস বুলেটিন, ভলিউম-৩১, নং-০২, পিপি ৬০-৬৭, কোলিস, এনি এবং টিনা ওয়ালেস, ২০০৫. জেন্ডার, পানি এবং উন্নয়ন, অক্সফোর্ড, বার্গ. ক্রো

বি, ২০০১ পৃথিবীর দক্ষিণে পানি, জেন্ডার এবং ধাতব অসামঞ্জস্যতা, পৃথিবীর জন্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শিক্ষাসমূহ ডব্লিও পি নং-০৫, সান্টাক্রুজ, ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় http: //repositories cdlib.org/cgirs/cgirs-2001-5.

ডি'কুনথ, জে,২০০১. লিঙ্গ এবং পানি, পানি উৎসসমূহের পত্রিকা, নং-৩২, পিপি ৭৫-৮৫ ।

ডাবিলা পোবলেট, সোনিয়া, ২০০৪ জেন্ডার অবস্থাগত দৃষ্টিকোণ থেকে হ্রদ অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ।

http://www. world lakes.org/uploads/womens/ womens%20 participantion 2022 june 04.pdf

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ডিএফআইডি) ২০০২ পানি প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী, সর্বশেষ রিপোর্ট, এপ্রিল

এগল্যাল র‍্যাচেড, র‍্যাথজিবির, ইভা, ব্রুকস, ডেভিড, র‍্যাথজেবের, ইভা, ১৯৯৬ ।ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন আফ্রিকা এন্ড দ্যা মিডেল ইস্ট : চ্যালেঞ্জ এন্ড অপরচুনিটিস (মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় পানি ব্যবস্থাপনা:চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ), আইডিআরসি ।

এই বইটিতে, গবেষকগণ সব ধরনের সংকট, সমস্যা তৈরি হওয়ার ইস্যু এবং তা সমাধানের জন্য কী করণীয় তুলে ধরেছেন । একটি অঞ্চলকে ঘিরে যা যা সমস্যা থাকে সেগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃকপাত করেছে । শুষ্ক এলাকার মধ্যে । যথা পূর্ব আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রধান সমস্যাই হলো পানির অভাব । অন্যদিকে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় পানির অভাব প্রকট না হলেও পানিবাহিত রোগ সেখানে মহামারী আকারে দেখা দেয় । এসব ছাড়াও তারা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্ত র্জাতিক সংস্থা, সংগঠনসমূহের 'সেচ ও পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজ এবং খরচের দিকগুলো নিরীক্ষা করেন । পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পানির সংরক্ষণকেই আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের পানি সমস্যা সমাধানের মূল কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে । তাছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবেনা । প্রবন্ধটির বেশিরভাগ প্রদায়করা হলেন মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় গবেষণারত বৈজ্ঞানিকগণ এবং যারা ঐ অঞ্চলে পানির সংকটগুলো নিয়ে প্রতিদিন কাজ করেন ।

ওয়েবসাইট:http://www.idrc.ca/en/ev-9334-201-1-DO_TOPIC.html

ফং.এম.এস, ডব্লিউ.ওয়েকম্যান, এ.ভূষণ, ১৯৯৬ । জেন্ডার প্রেক্ষিতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন টুলকিট, জেন্ডার টুলকিট সিরিজ নং-২, জেন্ডার বিশ্লেষণ ও কৌশল, দারিদ্র্য ও সামাজিক কৌশল বিভাগ, ইউএনডিপি-বিশ্ব ব্যাংক এর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি, টি.ডব্লিউ.ইউ.ডব্লিউ.এস, বিশ্ব ব্যাংক,ওয়াশংটন ডি.সি ।

জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স (জিডব্লিউএ)-২০০২ । জেন্ডার প্রেক্ষিতে পানি ব্যবস্থাপনা, বিশ্বব্যাপি প্রণীত শিক্ষা ।

জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স আয়োজিত ইলেকট্রনিকস কনফারেন্সের মাধ্যমে এর সদস্যদের দ্বারা বেশ কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে । এখানে পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারাতে জেন্ডার ইস্যুতে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হবে তা নির্ণয়ের জন্য সকলের সফল ও কঠিনতম অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয় । আলোচনাটি ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ ভাষায় অনুষ্ঠিত হয় ।

ওয়েবসাইটঃ :http://www.genderandwater.org/page/300

জিডব্লিউএ ২০০৩। জেন্ডার প্রেক্ষিতে পানি ব্যবস্থাপনা, বিশ্বব্যাপী প্রণীত শিক্ষা, জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স। ওয়েবসাইট : :http://www.genderandwater.org/page/156

জিডব্লিউএ-২০০৩। জেন্ডার এবং পানি ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট : পানি সংশ্লিষ্ট খাতের কৌশল নির্মাণে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত। জিডব্লিউএ-এর পক্ষে ডব্লিউইডিসি কর্তৃক প্রকাশিত, লউফবরাহ ইউনিভার্সিটি, ইউ.কে।

এই রিপোর্টটি হলো জেন্ডার সংবেদনশীল কৌশলের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ। জিডব্লিউএ-এর সদস্যগণ পানি সংক্রান্ত আইন ও কৌশল প্রনয়ণ, বিশ্বব্যাপী গৃহীত কর্মসুচি প্রবর্তন, জেন্ডার বার্তা পৌছানোর ফলে যে সকল পরিবর্তন হয় তার প্রতি কড়া নজর রাখে।

ওয়েবসাইট : :http://www.genderandwater.org/page/156

জিডব্লিউএ-২০০৩। ট্যাপিং ইন্টু সাসটেইনাবিলিটি : পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের মূলধারাতে জেন্ডার এর ইস্যু ও ধারা। ৩য় জেন্ডার এন্ড ওয়াটার সেশন এর দলিল/নথিপত্র, কিয়েটো, জাপান, মার্চ।

এই রিপোর্টটি সংক্ষেপে মূলধারাতে জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচি গুলোকে সবখানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সরকারি স্টেকহোল্ডারসহ এনজিও, রিসার্চ সেন্টার, ইউনিভার্সিটি ও সামাজিক সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতা ও কার্যসমূহকে বর্ণনা করে। একই সাথে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বাধাগুলো সম্পর্কেও অবহিত করে। যদিও এই কাজে বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে, তবুও অসন্তোষ থেকেই যাচ্ছে। তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর মাঠ পর্যায়ে সঠিক প্রয়োগ আজও হয়ে ওঠেনি। আমরা যেখানে জেন্ডার এজেন্ডা গুলো নিয়ে আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছি, সেখানে কীভাবে এই কর্মসূচিকে দৃঢ় করার জন্য সুযোগ খুজবো? কীভাবে আরো কৌশলী ও ক্ষমতাবান হয়ে অন্যান্য কাজের বাইরে উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে জেন্ডার ইস্যুকে সম্পৃক্ত করতে পারি?

জিডব্লিউএ ২০০৩। পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারাতে জেন্ডার। ট্রেইনারদের ট্রেনিং মডিউল। জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স।

ট্রেনিং মডিউল আছে প্রধানত ছয়টি। এই ছয়টি মডিউলই জেন্ডার, জেন্ডার এন্ড আইডব্লিউআরএম এবং মূলধারাতে জেন্ডার প্রজেক্ট সংক্রান্ত সকল কাজ, প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেয়। এটি ব্যক্তিপর্যায়ের বা সমষ্টিগত, যে কোনো ট্রেনিংয়েই ব্যবহার করা যায়।

ওয়েবসাইট: :http://www.genderandwater.org/page/766

গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ (জিডব্লিউপি)২০০৪। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা',টিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার নং ৪। জিডব্লিউপি, স্টকহোম। ওয়েবসাইট :
:http://www.gwpforum.org/gwp/library/IWRM at a glance.pdf

জিডাব্লিউপি-২০০৩। 'দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পানি ব্যবস্থাপনার মূলধারাতে জেন্ডার। টিইসি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার নং-৮। জিডব্লিউপি, স্টকহোম।

গ্রিন, ক্যাথি ও স্যালি বেডেন-১৯৯৪। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা। জেন্ডার প্রেক্ষাপটে একটি ম্যাক্রো- লেভেলের বিশ্লেষণ। জেন্ডার অফিসের জন্য সমস্ত ইস্যুগুলো নিয়ে রচিত একটি প্রবন্ধ, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)। ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ব্রাইটন, ইউকে।

জেন্ডার এবং পরিবেশ বিষয়টিসহ এই গবেষণা গ্রন্থে আরো বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করা হয়েছে। জেন্ডার বিশ্লেষণের জন্য এটি বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কিছু পরামর্শ ও ফ্রেম ওয়ার্ক গ্রহণ

করেছে। পেপারটি জেন্ডার প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্তরূপে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কলাকৌশল এবং কিছু নির্ধারিত বিষয়ে আলোকপাত করে।

ওয়েবসাইট: :http://www.bridge.ids.ac.uk./reports.html

গ্রিন, ক্যাথি ও স্যালি বেডেন-১৯৯৫। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা: জেন্ডার প্রেক্ষাপট থেকে। আইডিএস বুলেটিন; ভলিউম. ২৬, নং-১।

হ্যামদে, আতিফ-২০০৫। পানি সংক্রান্ত মূলধারাতে জেন্ডার। তত্ত্ব, প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাণ নির্ণয়। সিআইএইচইএম।

লাহিড়ী দত্ত, কুন্তলা, ২০০৬। ফ্লুয়িড বন্ড: ভিউ'স অন জেন্ডার এন্ড ওয়াটার, স্ত্রী পাবলিকেশনস, কলকাতা, ইন্ডিয়া।

খোসলা, প্রভা-২০০২। এমএএমএ-৮৬ এন্ড দ্যা ড্রিংকিং ওয়াটার ক্যাম্পেইন ইন দ্যা ইউক্রেইন,জেন্ডার এন্ড ওয়াটার অ্যালায়েন্সের জন্য। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক,ঢাকা ওয়ার্কশপ অন ওয়াটার এন্ড পোভারটি, সেপ্টেম্বর।

ইউক্রেইনের ওয়াটার সেক্টর এম.এ.এম.এ.-৮৬-এর বিবরণ আছে এই প্রবন্ধটিতে। সেখানে অনুষ্ঠিত পানি সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন, পানির বন্দোবস্তকরণে সফল স্ট্রাটেজি, পানির পরিমাণ ও গুণগতমান, মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহ এবং পানি নিয়ন্ত্রণসহ সকল কাজের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ওয়েবসাইট: :http://www.genderandwater.org/page/293

খোসলা, প্রভা, ক্রিস্টিন ভ্যান উইজ্ক, জ্যাপ ভারহাগেন এবং ভিজু জেমস ২০০৪। জেন্ডার এন্ড ওয়াটার, টেকনিক্যাল ওভারভিউ পেপার। আইআরসি ইন্টার ন্যাশনাল ওয়াটার এন্ড স্যানটেশন সেন্টার।

জেন্ডার সংবেদনশীল কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। তন্মধ্যে আছে এটি শুধু নারীদের ভূমিকা পরিবর্তনের দিকেই খেয়াল রাখলেই চলবেনা। এটা সত্য যে, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিলো বিভিন্ন কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য। যেখানে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণেই সমাজ অভ্যস্ত। নারী-পুরুষ সাম্যতা অর্থ হলো তাদের দুজনের সামথ্য ও যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা এবং কাজে লাগানো। এই নয় যে, তাদের দুজনকে একই কাজ করতে হবে। এই কথাটি গৃহস্থালী কাজ থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ পর্যায়, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আরো বিশদভাবে বলতে গেলে, নারীর ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে শক্তি কাঠামো তৈরি, কাজের ক্ষেত্রে, মিটিং-এর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে,আইনপ্রনয়ন ও অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্র গুলোতে নারীর মেধাকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেয়া। এবং এই সবক্ষেত্রে জড়িতদের উপর যে সামাজিক ও পারিবারিক কাজের অতিরিক্ত বোঝা থাকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া। এই প্রবন্ধটিতে লৈঙ্গিক সাম্যতা বিষয়ে যে সকল বিতর্ক উত্থাপিত হয় এবং তার প্রেক্ষিতে মানবতা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তারও উল্লেখ আছে। যারা সরকার বা বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জেন্ডার বিষয়ে কোনো সহায়তা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং যারা নতুন করে জেন্ডার ও পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছেন, তাদের জন্য এই বইটি একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

ওয়েবসাইট: :http://www.irc.nl./page/15499

কানস্ট, সেবিন এবং তানজা ক্রুজ, ২০০১। জেন্ডার প্রেক্ষাপটকে সমন্বিত করা : পানি ব্যবস্থাপনা উন্নীত করনে নতুন ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকরণ। ক্রস-কাটিং থিমেটিক ব্যাক গ্রাউন্ড পেপার। বিশুদ্ধ পানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ,বন,জার্মানি।

এম.এ.এম.এ.-৮৬,২০০২ ।ইউক্রেইনের পানের যোগ্য পানীয় : স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য যোগাযোগ ও ক্ষমতায়ন। ৩য় সংস্করণ, কিভ।

মহারাজ, নেইলা ইট এল , ১৯৯৯ ।পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল ধারাতে জেন্ডার: কেন এবং কীভাবে। ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রসেস, প্যারিস, ফ্রান্স, ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ভিশন ইউনিট। ওয়েবসাইট: :http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Visions/GenderMainstreaming.pdf

মেহতা, এল-২০০০। একবিংশ শতাব্দীতে পানি: চ্যালেঞ্জ এবং ভুল ধারণা। ওয়ার্কিং পেপার নং ১১১, ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট, সাসেক্স।

মেইনজেন-ডিক, আর.এস. ব্রাউন, এল.আর ফেল্ডস্টেইন, এইচ.এস. এন্ড এ.আর.কুইম্বিং-১৯৯৭ জেন্ডার সম্পত্তির অধিকার এবং প্রাকৃতিক উৎস।

মেইনজেন ডিক, আর.এন্ড ওয়ার্টিভেন, এম-১৯৯৮। পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার অংশগ্রহণ: দক্ষিণ এশিয়ার পানি ব্যবহারকারীদের এসোসিয়েশনের ইস্যু ও ইলাস্ট্রেশন। কৃষি এবং মানবীয় মূল্যবোধ। ভলিউম-১৫, পিপি ৩৩৭-৩৪৫।

মিশ্রা, আর এবং এফ.ভ্যান স্টিনবার্জেন-২০০১। দরিদ্রতার উইল: সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাঁতশিল্প সম্প্রদায়ের একাত্মতা। নিয়মবিদ্যার প্রেক্ষাপটে রিপোর্ট প্রনয়ণ। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব হিউম্যান ইনিশিয়েটিভ (সিডিএইচআই),পান্ডাপারা, বউবাজার, জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত।

মুরশিদ, শারমিন-২০০০। পানির অপর্যাপ্ততা: সকল নারীরা কোথায় গেলেন?

ওয়েবসাইট: :http://www.iiav.nl/nl/ic/water/water_vision.html

নাসের আই. ফারুকি, অসিত কে. বিশ্বাস, মুরাদ জি. বিনো-২০০১। ইসলামে পানি ব্যবস্থাপনা। আইডিআরসি/ইউএনইউ প্রেস।

এই বইটিতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। বিশেষত, পানি শুল্ক নির্ধারণ,পানি সংরক্ষণ, অবিশুদ্ধ পানিকে বিশুদ্ধকরণ ও পুণরায় ব্যবহার, সম্প্রদায়ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা, পানি বাজার তৈরি ও সঠিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়গুলোতে জোর দেয়া হয়েছে। আরো উন্নত ব্যবস্থাপনা, দক্ষ পদক্ষেপ, ও দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের জন্য এই প্রস্তাবনাগুলো সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। ওয়ার্কশপগুলোর মাধ্যমে এই প্রস্তাবনাগুলো বিবেচনা করে দেখা যায় যে তা পানি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য নীতিমালা ও কার্যাবলীর সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যতাপূর্ণ।

ওয়েবসাইট: :http://www.idrc.ca./openebooks/924-0

এন.ই.ডি.এ-১৯৯৭। প্রাকৃতিক সম্পদ পানি ও ভূমির উপর নারীর অধিকার: দি হেগ; নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স, মিনিস্ট্র অব ফরেন অ্যাফেয়ারস।

রেথজিবির, ইভা এম-১৯৯৬, নারী-পুরুষ এবং পানির উৎস ব্যবস্থাপনা, আফ্রিকা; মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় পানি ব্যবস্থাপনা : চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ, আইডিআরসি।

এই প্রবন্ধটি আফ্রিকান সরকার এবং তার দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানির প্রকল্পের সাথে একত্রিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সম্প্রদায়ের লোকজনের মূলচাহিদা পূরণের জন্য যদিও একটি কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা রাখা হবে, তবুও ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা, উদ্দেশ্য, নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদানুযায়ী সরবরাহ উৎস ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যা আফ্রিকার পরিবেশবিদগণ ও পানি ব্যবস্থাপকদের দ্বরা সমন্বিত করা হবে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, ১৯৭০-১৯৮০ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অনেক গুলো কাজ করা হয়েছে। এর সঙ্গে নারীদের যদি পানির উৎস ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় তা আরো অর্থবহ হবে।

ওয়বেসাইট : http://www.idrc.ca./fr/ev-31108-201-1-DO_TOPIC.html

শ্রীনার ,বারবারা, ডিলেকা মোহাপি এবং বারবারা ভ্যান কোপেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সমন্বিত পানি উৎস ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ৩য় ডব্লিউএটিইআরএনইটি/ডব্লিউএআরএফএসএ- সিম্পোজিয়ামে। পানির চাহিদা পূরণে পানির উৎসের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ব্যবস্থা। আইডব্লিউআরএম; আরুশা, ৩০-৩১ অক্টোবর-২০০২।

ওয়েবসাইট::http://www.wateronline.ihe.nl/docs/Papers2003/Warfsa-WaterNet%20THEME%203Strategies%20for%20Gender-inclusive%20Integreted%20Water%20Resources%20M.pdf

সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (সিডা), ১৯৯৭.জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে পানির উৎস ব্যবস্থাপনা সেক্টর : হ্যান্ডবুক ফর মেইনস্ট্রিমিং (হেলেন থমাস, জোহানা, বেথ ওরো নোয়িক প্রাকৃতিক উৎস ও পরিবেশ বিভাগের সহায়তায় এটি তৈরি করেন)। পাবিলিকেশন অন ওয়াটার রিসোর্স নং-৬।

ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)-২০০৩। পানি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল কাজে নারীর ক্ষমতায়ন : একটি ট্রেনিং ম্যানুয়েল। বৃষ্টির পানির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা ফোকাস করা। আর্থকেয়ার আফ্রিকা মনিটরিং ইন্সটিটিউট, নাইরোবি, কেনিয়া।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসুচির সাথে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা,জেন্ডার এবং দারিদ্রতা কর্মসুচিও যুক্ত করা হয়েছে। ১৫টি দেশের সম্প্রদায়ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রযেক্ট গবেষণা ফলাফল ও এতে আছে। বিশ্ব ব্যাংক, এবং আইআরসি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সেন্টার, জানুয়ারি ২০০১।

পানির জন্য নারী ও নারীর জন্য পানি ২০০৪। নীতিমালা ও প্রায়োগিক কাজের দ্বন্দ্ব;দ্যা হেগ, নেদারল্যান্ড।

কমিশন অন সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি) এর জন্য এটি একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণাপত্র। এটি ভোর সমতা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে যা আর্ন্তজাতিক চুক্তি ও আইডব্লিউআরএম-এর সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। www.womenforwater.org

ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউট ২০০৩। নারী, পানি এবং কাজ: স্ব-নিয়োজিত নারীদের সাফল্যচিত্র। এসইডব্লিউএ এর ক্যাম্পেইনের ধারাবাহিক বুলেটিন।

ওয়েবসাইট:http://governance.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentId=1869

অধ্যায় ৩: জেন্ডার এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

৩.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়টি ১৩ টি নির্দিষ্ট সেক্টর এর ধারণা নিয়ে গঠিত, যা বিশেষ করে পানি ও জেন্ডার-এর আন্তঃসম্পর্ক যাচাই করে। সেক্টর নির্দিষ্ট ধারণাগুলোর উদ্দেশ্য হলো জেন্ডার, পানি ও পানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করা। প্রত্যেক সেক্টরে পরবর্তীতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠোপকরণ ও সম্পদের তালিকা দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক সেক্টরের জন্য কেসসমূহ রয়েছে তা সেক্টরের সম্পদ ও বিষয় গুলোকে বিবৃত করে। এই কেস সমূহে প্রত্যেক সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য ও জেন্ডারের সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা জেন্ডার এবং পানির ব্যাপক সম্পর্ককে তুলে ধরবে:

১. জেন্ডার, শাসন কাঠামো ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২. জেন্ডার, পানি এবং দারিদ্র্য

৩. জেন্ডার ও স্বাস্থ্যবিধি

৪. জেন্ডার, গৃহাস্থালির পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধি

৫. জেন্ডার এবং পানি খাতের বেসরকারি করণ

৬. জেন্ডার, পানি এবং কৃষি

৭. জেন্ডার, পানি এবং পরিবেশ

৮. জেন্ডার এবং মৎস্য সম্পদ

৯. জেন্ডার এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

১০. জেন্ডার এবং পানি সম্পর্কিত দুর্যোগ

১১. জেন্ডার এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

১২. জেন্ডার এবং পরিকল্পনা উপকরণ

১৩. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রনয়ন উদ্যোগ

৩.২ জেন্ডার, শাসন কাঠামো এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

১৯৯০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সুশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি ও গ্রহণ করে আসছে। অধিক মূল্যের, অফলপ্রসূ, অনির্ভরযোগ্য এবং সীমিত প্রবেশাধিকারযোগ্য সেবার দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনা কখনও কখনও ধনীদের সহায়তা করলেও দরিদ্র নারী-পুরুষের উপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামো, সামঞ্জস্যপূর্ণ পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং সবার জন্য পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা বিশেষ করে চলমান ও ভবিষ্যতের পানি সংকট, শাসন কাঠামোরই ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে (ইউএনডিপি-র ২০০২)। এই দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামো বিদ্যমান দারিদ্র্য ও অপর্যাপ্ত পানি প্রাপ্যতার আন্তঃ সম্পর্কের ফলে উন্নয়ন হচ্ছে সীমিত ।

সুশাসন ও জেন্ডার অসমতা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে–

- দরিদ্র নারী-পুরুষের মানবাধিকার এবং মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান যা তাদের মর্যাদা ও সম্মানজনক জীবন-যাপনে সহায়তা করবে;
- ন্যায় বিচার সংক্রান্ত নীতিমালা পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনাকারীদের সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক প্রান্তিক-অসহায়-দরিদ্র নারী, শিশু, বৃদ্ধদের উন্নয়ন ঘটাবে;
- পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ব্যবহার, প্রযুক্তি পছন্দ ও অর্থায়নসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের সমতা বিধান করবে;
- ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো চলমান নীতি ও চর্চায় প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করবে;
- পানি উন্নয়ন নীতিমালা দারিদ্র্য নিরসন এবং নারী-পুরুষের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

এটি অন:স্বীকার্য যে, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এখানে শুধু প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির বিষয়টিই নয় এর সাথে যুক্ত রয়েছে, ফলপ্রসূ ও ন্যায়পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ও কার্যকর পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনাও। এর সাথে আরও যুক্ত রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক পানির চাহিদা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ যাতে করে সকল সুবিধাভোগীদের প্রয়োজন মেটানো যায়।

এই আলোকে উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০২ সালে জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সকল দেশের জন্য ২০০৫ সালের মধ্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং পানির ফলপ্রসূ পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শেরভিত্তিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় পানি খাতে সমতা, সকলের সমধিকার এবং সক্ষম পরিবেশের বিষয়টি চিহ্নিত করা যেতে পারে। মূল চ্যালেঞ্জ হলো তৃণমূলের নারী-পুরুষের অর্থপূর্ণ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।

পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামোতে জেন্ডারভিত্তিক চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জনে পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব অর্পণ ও সমন্বয় সাধন করে। স্টেকহোল্ডার পরামর্শ কার্যক্রম এবং সংগঠনে পানি ব্যবহারকারী নারীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কার্যক্রমে বর্তমানে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ শিক্ষিত বা সাক্ষর জ্ঞান সমৃদ্ধদের জন্যই উপযুক্ত, যা স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য গ্রহণযোগ্য করা প্রয়োজন।

উদাহরণস্মরূপ বলা যেতে পারে, অনেক নারী রক্ষণশীল সামাজিক বাস্তবতা, সংস্কৃতিগত বাধার কারণে জনসমক্ষে কথা বলা থেকে বিরত থাকে। আবার দরিদ্র নারীরা অর্থনৈতিক বাধার কারণে তাদের প্রয়োজনীয় কথাগুলোকে তুলে ধরতে পারে না।

পানি অর্থনৈতিক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত যার উন্নয়ন, সরবরাহ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। যখন পানির জন্য মূল্য পরিশোধ নিয়মসিদ্ধ হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে প্রায়শই দরিদ্র নারীরা সেই মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয় না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও নিরাপদ পানি প্রাপ্যতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। এই অধিকার পানির অর্থনৈতিক মূল্যকে নির্দেশ করেই আলোচনা করে। এটি স্বীকৃত যে, যারা পানির জন্য মূল্য পরিশোধ করতে পারে না তারা অন্য কোনো ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে মূল্য পরিশোধ করে পানি সংগ্রহ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে দরিদ্ররা তাদের আয়রোজগারের কাজের সময় থেকে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সে সময় ব্যয় করছেন। প্রায়ই যখন বিনা মজুরীতে শ্রমের প্রয়োজন হয় তখন তা সাধারণত নারীরা দিয়ে থাকে কিন্তু যখন অর্থের বিনিময়ে শ্রমের প্রয়োজন হয় সাধারণত তখন তা পুরুষের কাছ থেকেই নেয়া হয়।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলপ্রসূতা আসে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পর্যাপ্ত দক্ষতার উপর। এটা ধরে নেয়া হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান জবাবদিহিতাপূর্ণ ও স্বচ্ছ হবে। যদিও পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামোতে জেন্ডার বিষয়টিতে কম মনোযোগ দেয়া হয়েছে। পানি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমুহ চিহ্নিত করে বাধা ও সমস্যাগুলোকে দূর করে জেন্ডারের বিষয়টিকে মূলস্রোতে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণ, সংস্কৃতি, বাজার ব্যবস্থা এবং নীতির ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা অবিরত চলছে (ওটগার্ড ২০০২)। গরীব নারী-পুরুষের স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকলেও সংগঠন-কমিটিতে অংশগ্রহণের দক্ষতার ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ঠ ঘাটতি রয়েছে। বেশির ভাগ দরিদ্র নারী-পুরুষের কাছেই সময় একটি মূল্যবান সম্পদ। কাজেই গৃহাস্থালী এবং আয়-রোজগারের কাজ সম্পন্ন করে সভার জন্য সময় দিতে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

শক্তি হিসেবেও পানির ব্যবহার পানি সম্পদ বরাদ্দ ও প্রযুক্তি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সেচ ব্যবস্থা সাধারণত পানির উৎপাদনমূলক ব্যবহার সম্পর্কিত হয়ে থাকে। পানি সম্পদের এই উৎপাদনমূলক ব্যবহারে নারীর চাইতে পুরুষ অনেক বেশি প্রভাবশালী। অন্যদিকে গৃহাস্থালীর কাজে নারীরা পাতকুয়ার পানি ব্যবহার করে থাকে। পানির এই ব্যবহারও উৎপাদনশীল বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ এ থেকে নারী-পুরুষ উভয়েই উপকৃত হয়। যদিও এটা তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। পানির বরাদ্দ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনীতি জড়িত যা নারী পুরুষের জন্য ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশই দরিদ্র নারী-পুরুষের পানির প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে এবং এভাবে তারা পানি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সম্পৃক্ত হয়। ঘনঘন শুষ্কতা বা দীর্ঘস্থায়ী পানির অভাব দরিদ্রদের প্রায়শই পানি প্রাপ্যতা থেকে বা মানসম্মত পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। কাঠামোগত দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দূরে থাকার কারনে প্রজনপদের নারী-পুরুষের বিভিন্ন স্থানীয় পানির উৎসে প্রবেশাধিকার থাকলেও সরকার কর্তৃক সংগঠিত সেবা তাদের প্রদান করা দরকার। অধিকন্তু যারা কেন্দ্রীয়ভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত

তাদের সাথে তুলনামূলকভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করতে হবে।

ছেলে-মেয়েদের অধিকার বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে শাসন কাঠামোতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উপ-সাহারীয় আফ্রিকায় এইচআইভি/এইডস-এর প্রকোপ অনেক শিশু প্রধান পরিবার সৃষ্টি করছে। শাসন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিতরা সবসময় মনে করেন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ (কখনো কখনো নারীরা) পরিবার প্রধান হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কম বয়স এবং নিম্নমানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হওয়ার কারণে এ সকল অল্প বয়স্ক পরিবার প্রধানরা তাদের প্রত্যাশা জনসমক্ষে ব্যক্ত করতে পারেনা। পানি বিষয়ক সেবা প্রদানের নিমিত্তে পানি সংশ্লিষ্ট কাঠামোতে ছেলে-মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে একটি কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ করে সম্মিলিত সম্পদের ক্ষেত্রে কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটা ধারণা করা হয় যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষভাবে ও যত্নসহকারে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করে থাকে। যা হোক, বাস্তবতা হলো কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের নারী-পুরুষ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ক্ষমতাসম্পন্ন রয়েছে। কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামো পরিচালনা ক্ষেত্রে কমিউনিটি এবং কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার পর্যায়গুলোর বিশ্লেষণ যুক্ত করা দরকার।

ভবিষ্যতের পথ বা অগ্রগতির ধারা

পানি ব্যবস্থাপনা সুশাসন কাঠামো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র নারী-পুরুষসহ সকল সুবিধাভোগীর অন্ত র্ভুক্তির মাধ্যমে কার্যকর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। এটি জীবন-যাত্রার উন্নয়নে পানির প্রয়োজন পুরণ, নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জলের প্রাপ্তি এবং সবার জন্য মৌলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা করে। এ ছাড়াও এটি সহায়তামূলক নীতি, আইনি বিষয় এবং ন্যায্য মূল্য কাঠামোসহ একটি সক্ষম পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে।

বর্তমানে পানি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিবেচনায় এবং সচেতনতার সাথে জেন্ডার ইস্যু সমূহ অন্ত র্ভূক্তির বিষয়টি খুবই কম দেখা যায়। কার্যকর জেন্ডার সংবেদনশীল পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন-

- পরিকল্পনা পর্যায়ে নারী-পুরুষের সাথে পরামর্শের জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালানো। জেন্ডার অন্তর্ভুক্ত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তৃণমূলের নারী-পুরুষের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অর্জন করা যেতে পারে;

- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য শুধুমাত্র সুশীল সমাজকেই অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান, নারী-পুরুষ যে সকল বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলোকেও চিহ্নিত করা এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা;

- সর্বস্তরে দক্ষতা সৃষ্টি করা একটি কঠিন কাজ হলেও পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামোতে জেন্ডার বিষয়টিকে যুক্ত করে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

- জেন্ডার, সুশাসন এবং পানি ব্যবস্থাপনাকে শুধুমাত্র নারীর বিষয় হিসেবে না দেখে ক্ষমতা সম্পর্ক, নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে দেখা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নারী-শিশু ও পুরুষের জন্য একটি স্বীকৃত বৃহৎ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা;

- সামাজিক প্রেক্ষাপটে পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। নারীরা সামাজিক, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং উৎপাদনমূলক ব্যবহারে পানি ব্যবস্থাপনায় মূল ভূমিকা পালন করে।

সুশাসন-এর ক্ষেত্রে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির চারটি ধাপ

তথ্য:

নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য, সমস্যা এবং অগ্রাধিকার কার্যকর জেন্ডার মূলধারার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু জেন্ডার বিশ্লেষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণের একটি অংশ সে কারণে নারী-পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিন্নতা পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে। এটা অসমতা ও ভিন্নতার বিষয়টি চিহ্নিত করতে এবং নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

পরামর্শ, এ্যাডভোকেসি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ:

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জোরালো মত প্রকাশের ক্ষমতা তাদের অভিমতগুলোকে বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করার নিশ্চয়তা প্রদান করে যা কমিউনিটি থেকে ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ে পরামর্শ কার্যক্রমে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়াবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল সুবিধাভোগী দল উন্নয়ন কার্যক্রম:

লিঙ্গ বৈষম্য এবং জেন্ডার বিশ্লেষণভিত্তিক নির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সুযোগ ক্ষেত্রে দরিদ্র নারী-পুরুষের বৃহত্তর সমতার ভিত্তিতে সুযোগ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল সংগঠন উন্নয়ন কার্যক্রম:

পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামোতে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অঙ্গিকারের উপর নির্ভর করবে। কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একইভাবে সংগঠনসমূহে জেন্ডার পার্থক্য এবং অসমতার বিষয়টি চিহ্নিত করে প্রকৃত দক্ষতার উন্নয়ন এবং পানি বিষয়টিকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করে পানি সেক্টও প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা, আইনি কাঠামো এবং প্রযুক্তি উপকরণ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের জেন্ডার অসমতাকে চিহ্নিত করে বিশেষ বিবেচনায় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে পানি ব্যবস্থাপনা শাসন কাঠামোতে সুশাসন আসবে না। কেননা শাসন কাঠামোতে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি সুশাসন কাঠামোর গঠন ও বাস্তবায়নের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে হতে হবে ।

তথ্য সূত্র:

বেলএলিজাবেথ (প্রডো, ২০০৪, পানি, বেসামরিককরণ এবং দ্বন্দ্ব: কোচাবাম্বা ভ্যালির নারীরা, (Water, Privatisations and conflict: The women of Cochabamba valley) হেনরিক বোল ফাউন্ডেশন।

আন্না গ্রেসম্যান এ, এন, জনসন,২০০৩. উৎস্য পরিবর্তন: জেন্ডার, অধিকার এবং পানি বেসামরিককরণ পাঠ্য সহায়ক।

এই প্রকাশনাটি পলিসি মেকার, মানবাধিকার পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং গ্লোবাল পরিসিতে জেন্ডার মাত্রিক সমর্থন, পানি বেসামরিক করণে প্রভাব সরবরাহ নারীদের বিশেষ করে দরিদ্র্য নারীদের

জীবনধারণের পানির উপর পরীক্ষা করা। ওয়েবসাইট
দেখুন:http://www.wedo.org/files/divertingflower.pdf

অ্যাগুইলার, লরিনা ২০০৪. তথ্যপত্র: জেন্ডার নির্দেশক আইইউসিএন (IUCN)- কমনিউটি কনজারভেশন কোয়ালিশন।

জেন্ডার সমতা এবং জেন্ডার নির্দেশকের মধ্যে সমন্বয়ই তথ্যপত্রে আছে।

ওয়েবসাইট দেখুন:http://www.iucn.org/themes/spg/portal/seminar/background_documents/gen der/protected areas.pdf

বেগম শামসুন নাহার ২০০২ কর্মশালা রিপোর্ট দুর্বল পানি শাসন, জেন্ডার এবং পানি সংস্থা। (pro poor Water Governance, Gender & Water Alliance)

এটি একটি কর্মশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ GWAর অনুদান এবং জেন্ডার ও শাসনের উপর আলোকপাত করে। এই রিপোর্টটি নির্দিষ্ট করে অনুশীলনকারী, সরকারি কর্মচারী এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য ওয়েবসাইট দেখুন:http:www.genderandwater.ogr/page/732

ক্যাপ-নেট (২০০২) স্থানীয় ক্ষমতায়ন যৌথ অংশিদারিত্ব, এবং চাহিদা ব্যতিক্রিয়াশীলের গুরুত্ব।

পানি নিয়ন্ত্রণ ইস্যুকে মুক্তিবাদ সম্পন্ন পানি ব্যবস্থাপনা ও প্রধান ভূমিকা দেবার জন্য এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও সূচনা আটসাট সূচনা। যারা এখনও নিয়ন্ত্রণে সমর্থন দিতে চাচ্ছে এবং যারা এখনও এই নীতির বিরুদ্ধে আছে তাদের প্রত্যয় সৃষ্টিতে উপকারী এই সাইটের অন্যান্য তথ্যাবলী IWRMর পটভূমিকে সহজ ও সুন্দরভাবে সকলের কাছে তুলে ধরে এটি প্রশাসনিক, নীতিনির্ধারক, এনজিও, সরকারী কর্মচারী ও পানি পরিচাণকদের জন্য প্রয়োজনীয়।

ওয়েবসাইট দেখুন:http://cap-net.ogr/FileSave/65_Capacity_building ofr_IWRM_3_principles.pdf

ডার্বিশায়ার, এইচ, ২০০২, জেন্ডার ম্যানুয়াল: উন্নয়ন পলিসি মেকারদের বাস্তবিক গাইডলাইন ডিএফআইডি।

একটি প্রায়োগিক তথ্যবই যা জেন্ডার ধারণা, জেন্ডার ইস্যুর সঙ্গে নন-জেন্ডার বিশেষজ্ঞকে সাহায্য করে জেন্ডার মূলধারাকরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণা দেয়। এই বইটি নীতিনির্ধারক পর্যায়ের এনজিও কর্মচারী, সরকারি অফিসারদের, গবেষকদের এবাং প্রশাননিকদের জন্য প্রয়োজনীয় বই।

ওয়েবসাইট দেখুন:http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/gendermanual.pdf

ক্লেভার ফ্রান্স, ১৯৯৮ মোরাল ইকোলজিকাল রেশনালিটি, ইনস্টিটিউশন এন্ড দ্যা ম্যানেজন্টে অফ কমুন্যাল রিসোর্স।

এই গবেষণাপত্রটি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায়ের প্রয়োগিক উদাহরণ দেয়। এটি গবেষক, প্রশাসনিক এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য।

ওয়েবসাইট দেখুন:http://www.indiana.edu/~iascp/Final/cleaver.pdf

ক্লেভার ফ্রান্সেস এন্ড ডি এলসন, ১৯৯৫, নারী এবং পানি সম্পদ: প্রান্তিকীকরণ ও নতুন পলিসি স্থায়ী করা, লন্ডন: আন্তর্জাতিক পরিবেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গেইটকিপার সিরিজ নং ৪৯।

এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করে যে IWRMর সূচনাকল্পে জেন্ডার ইস্যুকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জেন্ডার প্রেক্ষিতকে IWRM-এ তুলে ধরার জন্য এই প্রকাশনাটি প্রয়োজনীয়। এটি অনুশীলনকারী নীতিপ্রণয়নকারী গবেষক, প্রশাসনিক এবং পানি পরিচালকদের জন্য প্রয়োজনীয়।

গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ (GWP) ক্যাটালাইজিং চ্যাইন্ড: এ হ্যান্ড বুক ফর ডেভেলপিং ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ড (IWRM) এন ওয়াটার ইফিসিয়েনন্সি প্ল্যান্স টেকনিক্যাল কমিটি ।

এই সূচনা তথ্যপত্রটি IWRM-র প্রধান নীতি এবং পানি সহজলভ্য নীতি কীভাবে বহণ করা যায় তাই তুলে ধরে । এই তথ্যপত্রটি ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে সহজে ব্যবহার করা যায় । এই বইটি পানি ব্যবস্থাপকদের, সরকারি কর্মচারীরা, এনজিও এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রয়োজনীয় ।

ওয়েবসাইট দেখুন:http://www.gwpforum.org/gwp/library/AHandbook.pdf

গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ, নিরপেক্ষ এবং কার্যকরী জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং সুষম পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা: টুলবক্স ।

এই টুলবক্স IWRM-র নীতি, IWRM-র প্রয়োজনীয়তা, গাইডলাইন দেয়া আছে । যারা IWRM-র বিপক্ষে তাদের বোঝাবার জন্য ভালো একটি সহায়িকা ।

ওয়েবসাইট দেখুন:http:/www.gwptoolbox.org/

মামা-৮৬, ২০০২ ইউক্রেনের খাবার পানি: যোগাযোগ এবং ক্ষমতায়নে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ, ৩য় সংস্করণ ।

এ্যালি.ডি.ও ড্রেভেট-ডাব্বোস, জে ইটিনি, জে ফ্রান্সিস এ মরাল এবং জে ভারডেলহান কায়েব (২০০২) পানি, জেন্ডার এবং সুষম উন্নয়ন: পাঠটি নেয়া হয়েছে 'সাব-সাহারা আফ্রিকাতে ফ্রান্সের সাহায্য' প্রবন্ধ থেকে । প্রারিস, ফ্রান্স ।

স্ক্রেইনার, বারবারা, বারবারা ভ্যান কোপেন এন্ড ক্যাথি ইলস, ২০০৩, 'জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং ইন ওয়াটার পলিসি, এন্ড লেজিসলেশন: দ্যা কেইস অফ সউিথ আফ্রিকা গবেষণা পত্রটি কিউটো জাপানে অনুষ্ঠিত ৩য় বিশ্ব পানি সম্মেলনে জেন্ডার র্কোট সেশনে উত্থাপিত ।

পেপারটি জেন্ডার্ব্ব প্রেক্ষিত সাউথ আফ্রিকার পানি উন্নয়নকে আলোকপাত করে । এটি কেসস্টাডি উদাহরণ হিসেবে প্রয়োজনীয় ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), ২০০২, অবিভক্ত বিশ্বে সুদৃঢ় গণতন্ত্রায়ন, বিভিন্ন বছরের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ।

এগুলো গ্লোবাল রিপোর্টের সিরিজ যা মানব উন্নয়নের অগ্রগতি দেখায় এাবং সাধারণত অগ্রগতির ধারা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । রিপোর্টটিতে সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতির সূচিপত্র এবং কিছু লিঙ্গ বৈষম্যমূলক তথ্য আছে ।

ওয়েবসাইট দখুন:http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/pdf/overview.pdf

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), ২০০২ পানি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী মত বিনিময়, হালনাগাদ ।

এই মত-বিনিময়টি নিয়ন্ত্রণ বিতর্ক, পানি নিয়ন্ত্রণের প্রধান নীতি এবং বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য সাহায্য করে । যারা এখনও IWRM-র সমর্থক নয় তাদেরকে কনভিন্স করার জন্য তথ্যাবলীটি সাহায্যকারী এবং সমর্থিত ।

ডব্লিউইডিও, ২০০৩ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত: জেন্ডার, অধিকার এবং পানি বেসামরিককরণের রিসোর্স গাইড: নারীর পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংস্থা, নিউইয়ক ।

নারী অধিকার, বেসামরিককরণের প্রেক্ষিতে দুর্বল গ্রুপের বিশ্লেষণের জন্য রিসোর্সটি প্রয়োজনীয় । বইটি থেকে পানি অধিকার সংক্রান্ত ইস্যু, পলিসি এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বোঝা যায় । এটি নির্দিষ্টভাবে সরকারি কর্মচারী, পানি ব্যবস্থাপক, প্রশাসনিক এবং এনজিও'র জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।

ওয়েবসাইট দেখুন: http://www.wedo.org/files/divertingtheflow.pdf

মুরশিদ শারমিন, ২০০০ আলোচনা: নারীরা সব কোথায় যায়?

ওয়েব সাইট দেখুন: www.iiav.nl/nl/ic/water/water_vision.html

স্পেনিশ ভাষার তথ্যসমূহঃ

কেসস্টাডিসমূহ:

পূর্ণাঙ্গ কেসস্টাডিগুলো এই রিসোর্স গাইড হতে পাওয়া যাবে ।

- আফ্রিকা: আফ্রিকার শহরাঞ্চলের জন্য পানি: ইউনাইটেড নেশন্স হিউম্যান সেটেলমেন্ট প্রোগ্রাম এবং জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স'র যৌথ উদ্যোগ ।
- বাংলাদেশ: নারী, পুরুষ এবং পানির পাম্প ।
- ক্যামেরুন: "এক হাতে আঁটি বাঁধা যায় না" নিকুঞ্জে রূপান্তরিত পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ।
- গ্লোবাল: পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ: জেন্ডার এবং পানি টাস্কফোর্সের অন্তঃ প্রতিনিধিদের থেকে কেসস্টাডি ।
- ইন্দোনেশিয়া: জাভার পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে পৃথক সভাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ।
- পাকিস্তান: পর্দা থেকে অংশগ্রহণ ।
- উগান্ডা: নীতিমালায় জেন্ডার মূলধারা: উগান্ডার জেন্ডার পানি কৌশল পরিবীক্ষণ ।

৩.৩ জেন্ডার, পানি ও দারিদ্র্য

ভূমিকা

মানব সত্ত্বা থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু দূষণ এবং পরিস্কার পানি প্রাপ্তির ঘাটতি ব্যাপক হারে দারিদ্র্য, পানি সম্পর্কিত রোগ এবং জেন্ডার অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করছে (Khosla and Pearl-২০০৩)। পানি হলো স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, মানবাধিকার, মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়াই, শক্তি উৎপাদন, নারীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং রোগগ্রস্ততা ও মৃত্যুহার হ্রাসের প্রধান মাধ্যম। যদিও এখনও পর্যন্ত ১শ দশ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জল এবং ২শ ৬০ কোটি মানুষ পর্যাপ্ত স্যাটিটেশন সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থা নারী ও শিশুর উপর অস্বাভাবিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্ব ব্যাপী দারিদ্র্যে নারী ও শিশু সবচাইতে বেশি সুবিধা বঞ্চিত। নারীর দারিদ্র্য অভিজ্ঞতা পুরুষের থেকে ভিন্ন। কেননা সাধারণভাবেই তাদের মধ্যে অসমতা বিদ্যমান। অনুমান করা হয়ে থাকে বিশ্বের ১শ ৩০ কোটি দরিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী। নারীরা বিশ্বের মোট কর্ম ঘণ্টার দুই তৃতীয়াংশ সময় কাজ করেন, উৎপাদিত মোট খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণ যোগান দেন তারা । কিন্তু এরপরও বিশ্বের মোট আয়ের হিসেবে মাত্র ১০ ভাগ নারীরা আয় করেন এবং তারা বিশ্বের মোট সম্পদের এক শতাংশেরও কমসম্পদের অধিকারী (জাতিসংঘ সহস্রাব্দ প্রচারাভিযান ২০০৫)।

কেন জেন্ডার, পানি এবং দারিদ্র্য?

১৯৯৭ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, নিম্নগতির জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়ন সূচকের দেশ সমূহে (সিয়েরালিওন, নাইজার, বারকিনোফাসো এবং মালি) দারিদ্র্যের হার বেশি ছিলো এবং পানি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অভিগম্যতা উপেক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য অধিক দারিদ্র্যের দেশসমূহ যেমন, বলিভিয়া, কলাম্বিয়া, গুয়েতেমালা, হুন্ডুরাস, নিকারাগুয় এবং প্যারাগুয়ের সামাজিক, জেন্ডার এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে অধিক হারে অসমতা ছিলো (স্কিরিনার, ২০০১)।

জেন্ডার, পানি এবং দারিদ্র্যের সংযোগ

- পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত পানিতে অভিগম্যতা পানি বাহিত ও পানি সম্পর্কিত রোগের বিস্তার হ্রাস করবে এবং নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি বাড়বে;
- পানি সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা থাকলে নারী এবং সুবিধাবঞ্চিতরা সেখানে তাদের অধিকার হারাবে;
- নারী উন্নয়নে পানি সম্পদের অগ্রাধিকার দিয়ে পানির উৎসগুলো বসত বাড়ির কাছাকাছি হতে হবে। এতে তারা উৎপাদন ও প্রজনন সংক্রান্ত ভূমিকায় সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবেন। এ বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা না হলে অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় আসবে না;
- নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জীবন-যাত্রার উন্নয়ন ও তাদের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি পানি সম্পদে পর্যাপ্ত অভিগম্যতার উপর নির্ভরশীল;
- পানি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, মতামত ও পছন্দের প্রকাশের মাধ্যমে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। একই সাথে অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন ও দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটায়।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতার জন্য নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি দারিদ্র্যের শিকার। আয়-রোজগার এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অথবা আয়-রোজগার ও উৎপাদনের যোগানে (যেমন, ঋণ), সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পদ ও পানি সম্পদ, অধিকার ও অধিকার দানের ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই অসমতাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রে সবসময়ই নারীর বিপরীতে পুরুষকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়াও নারী সবসময়ই শ্রম বাজারে পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক বাধার শিকার হয়ে থাকে।

জাতি সংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যে অঙ্গিকার করেছিল পাঁচ বছর পর দেখা গেছে, সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দারিদ্র্য ব্যবধান হ্রাস পায়নি। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যে বিশ্বের দারিদ্র্যকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এখনো উন্নয়নশীল দেশের ৩৮ কোটি মানুষ দৈনিক এক ডলারের নিচে আয় করে। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু গভীরতর দারিদ্র্যের অসম দায় বহন করে চলেছে।

সংজ্ঞাগত ভ্রান্ত ধারণা

দারিদ্র্য বিভিন্ন রকমের। নির্দিষ্ট এলাকা এবং ব্যক্তির বয়স, সংস্কৃতি, জেন্ডার এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এটি নির্ভর করে। নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যের ধারণা ভিন্ন রকম। উদাহরণসরূপ বলা যায়, ঘানায় আয়-রোজগারে অক্ষমতাকে পুরুষেরা দারিদ্র্যতা বলে মনে করে এবং নারীরা দারিদ্র্য বলতে খাদ্যে অনিরাপত্তাকেই বুঝায় (নারায়ন'২০০১)।

দারিদ্র্য শুধুমাত্র বস্তুগত বঞ্চণাই নয়। দাবি আদায়ের অক্ষমতাঃ

বঞ্চণার সংকট এবং অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং বৈষম্য মানিয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতার বিষয়টিও এর সাথে যুক্ত রয়েছে। পানির উৎস বসত বাড়ি থেকে দূরে হলে নারী ও মেয়েদের তা পায়ে হেঁটে সংগ্রহ করতে হয়। এতে উৎপাদনমূলক কাজের সময় কমে আসে। কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা নারীর জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সামাজিক নেটওয়ার্কের কথা বলে। কিন্তু পানি ব্যবস্থাপনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা অদক্ষ এবং মূল্য পরিশোধ করা হয় না এমনসব কাজ করেন। বাস্তবতার সাথে দারিদ্র্যের সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ হলেও উপকারের মুখোশ তাদের ক্ষমতাহীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে রাখে।

দারিদ্র্য পরিমাপ ক্ষেত্রে জেন্ডার যুক্তি

অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন, পারিবারিক আয়-রোজগারের পরিসংখ্যান, পরিবার পর্যায়ে জেন্ডারভিত্তিক বিভিন্ন পার্থক্য দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্য নির্ণায়ক পদ্ধতি হলো দারিদ্র্যের বিশ্লেষণে দরিদ্র নারী-পুরুষের মতামত যুক্ত করে গণনীতির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ (নরটন,২০০১)।

জেন্ডার, দারিদ্র্য এবং পরিবেশ: একটি ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক

দারিদ্র্য, জেন্ডার এবং পরিবেশ বিষয়ে (পানি ও স্যানিটেশনকে ঘিরে) সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৃথক পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট থাকলেও সেগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং এদের মধ্যে একটি ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে। মানব সত্ত্বার উপকারে পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকী অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশের স্বাস্থ্যে, মানুষের স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের স্বাস্থ্য এবং গৃহস্থালীর কাজে পরিস্কার পানি এবং এর সাথে উন্নত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। এটি রোগগ্রস্ততা ও মৃত্যুহার কমাবে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এছাড়াও পানি পরিবেশের সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, মেয়েদের শিক্ষা এবং অসুস্থতা জনিত উৎপাদনশীলতার হার কমে যাওয়া রোধ করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইরত উন্নয়নশীল দেশের মানব স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, জেন্ডার সমতার উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার প্রধান অনুঘটক হচ্ছে পানি (জাতিসংঘ সহস্রাব্দ পানি এবং স্যানিটেশন টাস্ক ফোর্স-২০০৫)।

বিশ্বব্যাপী এইচআইভি/এইডস-এর মারাত্মক প্রভাব একই সাথে সুবিধা বঞ্চণার কারণ ও ফলাফল। যা দারিদ্র্যের একটি কারণও। এক্ষেত্রে কিছু কিছু দেশ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে পরিবারভিত্তিক সেবা কার্যক্রম, গ্রহণ করেছে। এই পরিবারভিত্তিক সেবা কার্যক্রম ব্যক্ত করে যে একাজে নিয়োজিত নারীদের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ এড়ানো এবং ঝুঁকি হ্রাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং মানসম্মত পানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়টি ব্যক্ত করে।

কিছু নীতি বিষয়ক পরামর্শ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পানিকে অর্থনৈতিক, পরিবেশ এবং সামাজিক সম্পদ হিসেবে গন্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং এই পানি ব্যবহারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর মূল্যও নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে (থমাস, স্কালউইক এবং অরনিক, ১৯৯৬)। পানির ব্যবহারের ভিত্তিতে এটি উৎপাদন ও অনুৎপাদনমূলক উভয় ভাগেই বিভক্ত। পানির অনুৎপাদনশীল ব্যবহারের (স্বাস্থ্য, গৃহস্থালীতে ব্যবহার এবং পয়:নিষ্কাশন) ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বকে অর্থনৈতিক মূল্যায়নে বিবেচনা করা হয়না। গৃহস্থালীর কাজে প্রয়োজনীয় পানিকে অর্থনৈতিক মূল্যমানের সাথে যুক্ত করতে হবে।

পণ্য হিসাবে পানি সম্পদের উন্নয়ন ঘটে পানির চাহিদার উপর ভিত্তি করে। দরিদ্র নারীরা সাধারণত সেবা প্রাপ্তির জন্য তাদের চাহিদার প্রকাশ করতে পারে না। আবার পানি সম্পদের উপর স্বীকৃত ও বিনিময়যোগ্য অধিকার যদি থাকে, তাহলে সেই অধিকার অর্জনে তাদের সক্ষমতা নেই। এছাড়াও শিশু প্রধান পরিবারগুলো দরিদ্র নারীদের চাইতেও কম সক্ষমতার কারণে তাদের অধিকার প্রকাশ এবং রক্ষা করতে পারে না।

দরিদ্র নারীর পানির চাহিদা পূরণে সরকার স্যানিটেশন, কৃষি ও সেচসহ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই নারী-পুরুষের মধ্যকার লিঙ্গ বৈষম্যের উপাত্তসমূহ সংগ্রহ ও জেন্ডার সংবেদনশীল সূচক প্রতিষ্ঠা করবে। মত প্রকাশে অক্ষম এবং স্বল্প শিক্ষিত মানুষ যারা লিখিত বিষয় বুঝতে পারে না তাদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র অলিখিত কিন্তু অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের

মাধ্যমেই দরিদ্র নারী, শিশু ও পুরুষদের কথা শুনে ও বুঝে প্রয়োজনগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা যাবে ।

সূত্র:

জেন্ডার, পানি ও দারিদ্র্য মডিউলের তথ্যসূত্র

তথ্যসূত্র:

চেন, এস এন্ড এম রেভালিওন, ২০০৪ । হাও দি ওয়ার্ল্ডস পুরেস্ট হ্যাভ ফারড সিন্স ১৯৮০? ওয়াশিংটন ডিসি : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.worldbank.org/research/povmonitor/MartinPapers/How_have_the_poorest_fared_since_the_early_1980s.pdf

খোসলা পি এন্ড পার্ল, আর, ২০০৩ । আপটেপড কানেকশনস-জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড পোভার্টি : কি ইস্যু, গভরনমেন্ট কমিটমেন্টস এন্ড এ্যাকশনস ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.wedo.org/files/untapped_eng.pdf (accessed on 29 June 2006). নিউইয়র্ক, এন ওয়াই: ওমেনস এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডব্লিউইডিও) ।

নারায়ন ডি, ২০০০ ভয়েস অব দি পুওর: ক্যান এনিওয়ান হিয়ার আস? এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে-http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/canany/voll.pdf (accessed on 29 June 2006). ওয়াশিংটন ডিসি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ।

নরটন এ, ২০০১ । এ রহ্ গাইড টু পিপিএ-স - পার্টিসিপেটরি পোভার্টি এ্যাসেসমেন্ট : এন ইনট্রোডাকশন টগ থিওরি এন্ড প্র্যাকটিস । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.odi.org.uk/pppg/publications/books/ppa.pdf /prem/poverty/voices/reports/canany/voll.pdf (accessed on 11 July 2006). ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ।

নরটন এ, ২০০৫ । প্রাথমিক পর্যায়ের পিপিএস সাইড, ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ২০০৫ । ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এট এ ক্রস রোড : এইড, ট্রেড এন্ড সিকিউরিটি ইন এন আনইভেন ওয়ার্ল্ড, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_overview.pdf

রববি, সি, ১৯৯৮ । ক্যান দি পুওর ইনফ্লুয়েন্স পলিসি? পার্টিসিপেটরি এ্যাসেসমেন্ট ইন দি ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড । ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB?1999/07/22/000094946_99040105542482/Rendered/PDF/multi_page.pdf

সিচরেইনার, বারবারা, ২০০১ । কি নোট এড্রেস এট দি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফ্রেশওয়াটার বন । দেখুন এই ওয়েব সাইটে । http://www.water-2001.de/days/speech8.asp

সিডি আনডেটেড । এ জেন্ডার পারসপেক্টিভ ইন ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সেক্টর, পাবলিকেশন অন ওয়াটার রিসোর্সেস নং-৬ । পাওয়া যাবে, সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন, ডিপার্টমেন্ট অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস এন্ড দি এনভাইরনমেন্ট, এস-১০৫ ২৫ স্টকহোম ।

ইউএন মিলেনিয়াম টাস্ক ফোর্স অন ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, ২০০৫ । হেলথ ডিগনিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট : হোয়াট উইল ইট টেক । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.unmillenniumproject.org/documents/waterComplete-lowres.pdf (accessed on 29 June 2006) স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইন্সটিটিউট (এসআইডব্লিউআই) ।

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ২০০৫ । হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/ HDR05_complete.pdf

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ২০০১ । হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট টু ইরাডিকেইট পোভার্টি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ।

ইউনাইটেড নেশনস মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন, ২০০৫ । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=grKVL2NLE&b=186382

প্রধান তথ্যসূত্র *(Key Resources)*

আব্রামস এল, ১৯৯৯ । পোভার্টি, ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সার্ভিস । পেপার প্রেজেন্টেড ইন এ রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন ফাইন্যানন্সিং কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সার্ভিসেস । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.thewaterpage.com/ Documents/ Poverty_and_sustainablity. PDF

এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ২০০৪ । ওয়াটার এন্ড পোভার্টি : ফাইটিং পোভার্টি থ্রু ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট । এই প্রকাশনাটি একটি কাঠামোর রূপরেখা যা দারিদ্র্যের সাথে পানি নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয় যেমন- সুশাসন, মানসম্মত পানি, জীবনযাত্রার সুযোগ, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের সাথে সংযোগ ঘটায় । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.adb.org/doc/books/water

বেইএল জে এন্ড ক্যানজি নো ডেট । আরবান গভার্নেন্স, পার্টনারশিপ এন্ড পোভার্টি : হাউজহোল্ডস লাইভলিহুডস এন্ড আরবান পোভার্টি ।

বাটারওরথ, জে.এ, পি.বি মরিয়ার্টি এন্ড বি. ভ্যান কোপেন, ২০০৩ 'ওয়াটার, পোভার্টি এন্ড প্রোডাক্টিভ ইউজেস অব ওয়াটার এট দি হাউজহোল্ড লেভেল : প্র্যাক্টিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সেস, নিউ রিসার্স এন্ড পলিসি ইমপ্লিকেশনস ফ্রম ইনোভেটিভ এ্যাপ্রোচেস টু দি প্রোভিশন এন্ড ইউজ অব হাজউহোল্ড ওয়াটার সাপ্লাইস' । ইন : প্রসিডিংস অব এন ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম হেল্ড ইন প্রেটরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, জানুয়ারি ২১-২৩, ২০০৩ । দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.irc.nl/content/view/full/2715 (summary); password)

দয়াল, আর, সি. ভ্যান উইজকি এন্ড এন. মুখার্জি, ২০০১. মেথোলজি ফর পার্টিসিপেটরি এসেসমেন্ট, উইথ কমিউনিটিস, ইন্সটিটিউসন্স এন্ড পলিসি মেকার্স ।

পানি এবং স্যানিটেশনে জেন্ডার দারিদ্র্য এবং স্থায়ীত্বশীল সূচকসমূহ অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে বের করে আনতে চায়, এই প্রকাশনাটি তাদের জন্য সহায়ক । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.schoolsanitation.org/Resources/Readings/global_metguideall.pdf

ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব ইকোনোমিক কো-অপারেশন-২০০১ । পোভার্টি রিডাকশন-এ গ্লোবাল রেসপন্সিবিলিটি । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-http://www.gtz.de/de/dokumente/en-action-program-2015.pdf

কানজি এন, ১৯৯৫. 'জেন্ডার, পোভার্টি এন্ড ইকোনোমিক এডজাস্টমেন্ট ইন হারারে । দেখুন এই ওয়েব সাইটে-http://eau.sagepub.com/cgi/reprint/7/1/37

ম্যাসিকা, আর, ইটি অল, ১৯৯৭। আরবানাইজেশন এন্ড আরবান পোভার্টি : এ জেন্ডার এনালাইসিস। দেখুন এই ওয়েব সাইটে-www.bridge.ids.ac.uk/reports/r54urbw2.doc

রোডেনবার্গ, বার্টি-২০০৩। ইন্টেগ্রেটিং জেন্ডার ইনটু ন্যাশনাল পোভার্টি রিডাকশন স্ট্রেটেজিস (পিআরএসপি-স)। দি এক্সামপল অব ঘানা। দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.gtz.de/de/dokumente/en-integrating-gender-prsp-ghana-summary.pdf

স্ট্যামম-বার্গ, হেলজা, হান্নি হেইজ এন্ড ক্রাইসটোফ কোহলমেয়ার, ২০০৪। কমবেটিং ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার থ্রু সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার।

কেওয়েল, জি.ও.কে, ১৯৯৯। পার্টিসিপেটরি লার্নিং এন্ড এ্যাকশন : পার্টিসিপেশন, জেন্ডার, ডিমান্ড রেসপন্সিভনেস এন্ড পোভার্টি ফোকাস ইন : ক্রিয়েটিং লিংকেজেস এন্ড সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট। দেখুন কেওয়েল, কেনিয়া-তে

শর্ট সি, আনডেটেড। ট্যাকলিং ওয়াটার পোভার্টি। দেখুন এই ওয়েবসাইটে-

http://www.ourplanet.com/imgversn/122/short.html

আইআরসি, ২০০৪। লিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড পোভার্টি এলিভিয়েশন। দি ইম্পেক্ট অব ওমেনস প্রোডাক্টিভ ইউজ অব ওয়াটার এন্ড টাইম অন হাউজহোল্ড ইকোনোমিক এন্ড জেন্ডার রিলেশন ইন বনাজকান্থা ডিসট্রিক্ট, গুজরাট, ইন্ডিয়া। দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.irc.nl/content/download/9405/140380/file/OO36_KWSPA.pdf

ভেলফ্রে ব্রুনো, ক্রাইস্টোফ লি জেললি এন্ড পাইয়ার মেরি গ্রনডিন, আনডেটেড। জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড পোভার্টি ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা : মুভ অন টু এ্যাকশন।

গোয়েজদার এইচ, আর. ডেভিস এন্ড ডব্লিউ. উইলিয়ামসন, ১৯৯৮। পার্টিসিপেটরি ইমপেক্ট এ্যাসেসমেন্ট. লন্ডন : এ্যাকশন এইড। এটি দারিদ্র্য হ্রাসের প্রভাব পরিমাপের জন্য গবেষণা পদ্ধতি ও সূচক প্রদান করে। ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, ঘানা এবং উগান্ডা এই চারটি দেশের গবেষণা তথ্য এখানে রয়েছে। প্রতিবেদনটি গবেষণার প্রক্রিয়া এবংফলাফলের মূল সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে। জেন্ডার প্রেক্ষিতকে যুক্ত করে জেন্ডার পার্থক্যের কিছু মূল্যবান উদাহরণ এবং পর্যালোচনা এখানে রয়েছে। এখানে সংখ্যাতাত্বিক সূচকের গুরুত্ব সম্বন্ধে কমিউনিটির কিছু প্রশ্ন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

গ্রোস বি, সি. ভ্যান উইজকি, এন্ড এন. মুখার্জি, ২০০১। লিংকিং সাসটেইনিবিলিটি উইথ ডিমান্ড, জেন্ডার এন্ড পোভার্টি : এ স্টাডি ইন কমিউনিটি ম্যানেজড ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টস ইন ১৫ কান্ট্রিস। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.wsp.org/publications/global_plareport.pdf

কবির, নাইলা, ২০০৩। জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং ইন পোভার্টি ইরাডিকেশন এন্ড দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস : এ হ্যান্ডবুক। জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প প্রণয়নে নীতিনির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য এই হ্যান্ডবুকটি সহায়ক। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- *www.idrc.ca/en/ev-28774-201-1-DO_TOPIC.html*

সেলেথ আর.এম, এম. সামাদ, ডি. মলডেন, ২০০৩। 'ওয়াটার পোভার্টি এন্ড জেন্ডার : এন ওভারভিউ অব ইস্যুজ এন্ড পলিসিজ', ইন ওয়াটার পলিসি ৫, পিপি. ৫৩৮-৩৯৮, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইন্সটিটিউট।

এই পেপার পদ্ধতি এবং নীতিমালাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং দারিদ্র্য ও জেন্ডার বিষয়টিকে বিবেচনা করে পানি ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগে পরামর্শ দেয়। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- *http://www.iwaponline.com/ wp/00505/wp005050385.htm*

আবু-আতা, নাথেলাই, ২০০৫। ওয়াটার, জেন্ডার এন্ড গ্রোথ ইন মিনা রিজিওন অর দি কস্ট অব জেন্ডার এক্সক্লুশন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মিনা (MINA) ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অন ওয়াটার। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো আসন্ন পানি সংশ্লিষ্ট মিনা উন্নয়ন (MINA ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট) প্রতিবেদন প্রণয়নে মিনা অঞ্চলে পানি, জেন্ডার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সংযোগ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো ও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা। এই প্রতিবেদন যুক্তিদেখায় যে, অর্থনৈতিক দিকথেকে পানি খাতে নারী, কৃষানী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমান অভিগম্যতা থাকবে, যেমনটি একজন পুরুষ বা কৃষকের গৃহাস্থালী ও সেচের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা থাকে। একই সময়ে এটি ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতার তথ্যগুলোকেও তুলে ধরে।

নুনান এফ এন্ড ডি. সেটেয়ার্থওয়াইট, ১৯৯৯। দি আরবান গভার্নেন্স, পার্টনারশিপ এন্ড পোভার্টি: দি আরবান এনভাইরনমেন্ট। এটি একটি সহায়ক কার্য-প্রতিবেদন (ওয়ার্কিং পেপার) এবং যার অনেকগুলেতেই নগর পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দেয়। এগুলোর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হলো রোগের প্রভাব, জীবানু ও রাসায়নিকের ঝুঁকি এবং নীতি-নির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ করা।

রায়, জে. এন্ড বি.ক্রু, ২০০৪। 'জেন্ডার রিলেশনস এন্ড একসেস টু ওয়াটার:হোয়াট উই ওয়ান্ট টু নো (Know) এবাউট সোশ্যাল রিলেশন এন্ড ওমেনস টাইম এ্যালোকেশন, সেন্টার ফর গ্লোবাল, ইন্টারন্যাশনাল এন্ড রিজিওনাল স্টাডিজ, ডব্লিউপি ২০০৪-৫,ইউনিভার্সিটি অব কেলিফোর্নিয়া, সান্তাক্রুজ।

সিডা, ১৯৯৭। ইকোনোমিক রিফর্ম এন্ড পোভার্টি : এ জেন্ডার এনালাইসিস।

মূলধারার জেন্ডার প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দারিদ্র্য প্রেক্ষিতে আলোচনা করে। এটি অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দারিদ্র্য সংযোগক্ষেত্রে জেন্ডারের গুরুত্ব তুলে ধরে। এমন কী নীতি ও চর্চাকে যুক্ত করতেও মনোযোগ http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re50.pdf

ইউএনইপি, ২০০২। ওয়াটার ফর পুওর।

এই প্রতিবেদন দরিদ্রদের জন্য পানি সেবা সরবরাহের নির্দেশনা উপস্থাপন করে। এটি দেখায় যে কীভাবে সক্ষম পরিবেশ নিশ্চিত করে কাজটি শুরু এবং এর অগ্রগতিকে সচল রাখা গেছে।

ইউএনইপি, ২০০২। হয়ার আর দি পুওর? এক্সপেরিয়েন্স উইথ দি ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইউজ অব পোভার্টি ম্যাপস।

এই প্রকাশনা আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ এই ম্যাপ ব্যবহার করে কীভাবে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারে তা দেখায়। দেখুন এই ওয়েবসাইটে- http://pdf.wri.org/wherepoor.pdf

ইউনাইটেড নেশনস, ২০০২। এ ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট টাইপ ২ পার্টনারশিপ, ইউএন, জোহান্সবার্গ। দেখুন এই ওয়েবসাইটে- www.johannesburgsummit.org/html/documents/crps/a_conf199_crp5.pdf

আইডব্লিউএমআই, ২০০০। ফ্রম বাকেট টু বেসিন : ম্যানেজিং রিভারস বেসিনস টু এলিভিয়েট ওয়াটার ডেপ্রাইভেশন। দেখুন এই ওয়েব সাইটে-

http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/WWVisn/PovGender.htm

আইডব্লিউএমআই, ২০০০। পেডলিং আউট অব পোভার্টি : সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অব এ ম্যানুয়াল ইরিগেশন টেকনোলজি ইন সাউথ এশিয়া।

এই গবেষণা প্রতিবেদন শ্রমসাধ্য সেচ ব্যবস্থায় ট্রেডেল পাম্প প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করে। ট্রেডলপাম্প প্রযুক্তি দারিদ্র্য হ্রাসের সহায়ক উপকরণ হতে পারে। দেখুন এইওয়েব সাইটে- http://www.iwmi.cgiar.org/pubs/Pub05/Report45.pdf

সিটিএ. ১৯৯৯। রিডিউসিং পোভার্টি থ্রু এগ্রিকালচারাল সেক্টর স্ট্রেটেজি ইন ইস্টার্ন এন্ড সাউদার্ন আফ্রিকা।

এটি একটি কর্মশালা প্রতিবেদন। যা একটি পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল বিষয়ক সারসংক্ষেপ প্রদান করে। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.cta.int/pubs/redpov/report.pdf

উপাধ্যায়, বি, ২০০৩। ওয়াটার পোভার্টি এন্ড জেন্ডার রিভিউ অব এভিডেন্স ফ্রম নেপাল, ইন্ডিয়া এন্ড সাউথ আফ্রিকা। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://www.iwaponline.com/wp005050503.htm

ওয়েব সাইট : ইউএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন:

এই ওয়েব সাইটে সারা বিশ্বের বিভিন্ন মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এবং উন্নয়নের সূচকসমূহ রয়েছে। এটি উন্নয়ন ক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়েই প্রয়োজনীয় এবং এখান থেকে সহায়ক পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া যায়। দেখুন এই ওয়েব সাইটে- http://hdr.undp.org/

ঘটনা বিশ্লেষণ:

এই রিসোর্স গাইডের সংযুক্তিতে যে সকল কেসস্টাডি রয়েছে-

- ইন্ডিয়া: জেন্ডার এন্ড ইকোনোমিক বেনিফিটস ফ্রম ডমেস্টিক ওয়াটার সাপ্লাই ইন সেমি-আরিদ এরিয়াস
- জর্ডান: রুরাল ওমেন সিকিউরিং হাউজহোল্ড ওয়াটার থ্রু ইন্সটলেশন অব ওয়াটার সিসটার্নস ইন রাকিন ভিলেজ
- সাউথ এশিয়া: এড্রেসি ওয়াটার এন্ড পোভার্টি এট দি গ্রাসরুটস : এ কেসস্টাডি অব এরিয়া ওয়াটার পার্টনারশিপস এন্ড ওমেন ওয়াটার নেটওয়ার্কস ইন সাউথ এশিয়া।

৩.৪ জেন্ডার, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি

ভূমিকা

দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য এবং ভাগ্যের সত্যিকার উন্নয়ন ঘটাতে হলে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে অবশ্যই একটি সমন্বিত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিষয়টি নারী এবং পানি সরবরাহ বা এর অপ্রতুলতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বে স্যানিটেশনের চাইতে পানিতে অধিক মানুষের অভিগম্যতা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ-এর যৌথ মনিটরিং কর্মসূচি অনুযায়ী ২০০২ সালের শেষে ১শ ১০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জল এবং ২শ ৬০ কোটি অর্থাৎ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত বা নিরাপদ মানব বর্জ ব্যবস্থাপনায় প্রবেশাধিকার বঞ্চিত, যার ফলে প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশের ২২ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করছে। স্যানিটেশনের (হাইজিন, বর্জপানি সংগ্রহ ও পরিশোধনসহ) বিষয়টিকে অবহেলার ফলে সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে যে মূল্য দিতে হয় তারচেয়ে পানি সরবরাহ কর্মসূচিতে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির অন্তর্ভুক্তি অনেক কম ব্যয়সাধ্য।

জেন্ডার পার্থক্যের বিষয়টিতে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনের উদ্যোগ এবং জেন্ডার ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা এবং কাঠামোকে উৎসাহিত করতে হবে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় অভিগম্যতা বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে এটি নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং মানবিক মর্যাদার বিষয়। যদিও কোনো কোনো স্থানে পর্যাপ্ত পায়খানা রয়েছে। কিন্তু এই পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের সুযোগ প্রচলিত সংস্কৃতি, আদর্শ, কুসংস্কার এবং বিশ্বাস বোধের কারণে কার্যকর ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয় না।

স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন ও শিক্ষার বিষয়টি পায়খানা নির্মাণ এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীত্বশীল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। সাধারণভাবেই দেখা যায়, পুরুষরা পরিবারের আয়-রোজগারে ভূমিকা পালন করেন। এজন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত সম্পদের নিশ্চয়তা বিধানে তাদের লক্ষ্যভুক্ত করতে হবে। কর্মসূচিকে স্থায়ীত্বশীল করতে হলে মূল্য পরিশোধ কৌশলবাস্তবায়ন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে জন্য দরিদ্রদের জন্য প্রকল্পের সাথে আয়বর্ধক কর্মসূচি যুক্ত করতে হবে।

নারীরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়-

- যখন নারীদের খোলা স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তখন তারা সম্পূর্ণ দিনটি কম পানীয় জল গ্রহণ করে। এতে তাদের মূত্রনালীর সংক্রমণসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়;

- খোলা স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে গেলে যৌন হয়রানি বা আক্রমণের শিকার হয়;

- মল-মূত্র ত্যাগের জন্য নির্ধারিত গণ-এলাকায় প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর থাকায় কৃমি ও অন্যান্য পানি সম্পর্কিত রোগের বিস্তার ঘটে;

- উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিস্কাশনের অভাবে মেয়েরা বিশেষ করে মাসিক চলাকালে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে।

নীতিমালা সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে স্যানিটেশন বিষয়টি পানি সম্পদ থেকে অনেক পিছিয়ে। অনেক কর্মসূচিতে স্যানিটেশন এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি অনেক পরে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ২০০২ সালে জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সম্মেলন-এ স্যানিটেশনের বিষয়টি রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথমবারের মতো উঠে আসে। এই সময়ই প্রথম বিশ্ব নেতারা ২০১৫ সালের মধ্যে মৌলিক স্যানিটেশন সেবাবঞ্চিতদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অঙ্গিকারাবদ্ধ হন। এভাবে স্যানিটেশনের বিষয়টি সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য-এ পানি সরবরাহ লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে যুক্ত হয়। এমডিজি-এর প্রতি সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য শতভাগ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করতে প্রচারাভিযান কর্মসূচি শুরু করে। যদিও স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি এখনো সেভাবে নীতিমালায় মনোযোগ পায়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়-এর স্যানিটেশন খাতের কর্মসূচিতে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার মত উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ রয়েছে। এ খাতের বিদ্যমান নীতিমালায় জেন্ডার সম্বন্ধীয় সুনির্দিষ্ট কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দেশগুলো বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ পানি এবং স্যানিটেশনকে মূলধারায় নিয়ে এসে বিভিন্ন ধাপে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯৯ সালের মে মাসে ঘানায় সে দেশের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। এই নীতিমালায় স্যানিটেশনকে জনগণের সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এজন্য এখানে সকল নাগরিক, কমিউনিটি, ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সম্মেলনের পর সেনেগাল প্রথম কোনো দেশ যেখানে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়নে সরাসরি কাজ করার জন্য স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রণালয় নামে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতীয় এই নীতিমালায় নারী-পুরুষের ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট করা না হলেও এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিবার এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহের দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সেক্টরে মূল ভূমিকা পালনকারী:

জাতীয় সরকার পর্যায়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, যেমন- স্বাস্থ্য, পানিসম্পদ এবং সামাজিক সেবা মন্ত্রণালয় স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার উন্নয়ন এবং জেন্ডারকে পানিসম্পদ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিমালায় যুক্ত করতে মূল ভূমিকা পালন করবেন। এ জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে স্যানিটেশন নীতিমালা এবং আইনি কাঠামোতে জেন্ডার বিষয়টিকে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ এবং আগ্রহী হতে হবে।

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশনের বিষয়টি নারীদের বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এটি নারী এবং পুরুষ উভয়ের উপরই প্রভাব ফেলে। এখনও পর্যন্ত সামাজিক বাধাসমূহ স্যানিটেশন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন এবং শিক্ষার বিষয়টি শুধুমাত্র নারীর বিষয় হিসেবে নয় বরং নারী, শিশু এবং পুরুষ সকলের বিষয় হিসেবে উপলব্ধিতে আনতে হবে। পৃথক যোগাযোগ মাধ্যম, উপকরণ এবং প্রক্রিয়া গড়ে তুলে শিশু ও পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এখানে কমিউনিটির নেতাদের জেন্ডার সংবেদনশীল করতে লক্ষ্যভুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। যা স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে।

পানি সম্পর্কিত রোগসমূহের ছড়ানো রোধ করতে স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয় স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমে মনোযোগ ও অর্থ বরাদ্দে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিশুরা মূল পরিবর্তক প্রতিনিধি কারণ তারা তাদের মাতা-পিতাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং নিজেরাও আগামীর যুব প্রতিনিধি। যখন তারা হাত ধোয়ার মতো স্যানিটেশন সম্পর্কিত আচরণ বিষয়ে জানতে পারবে তখন তারা পরিবার এবং কমিউনিটিতে স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রচলিত আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়াতে সক্ষম হবে। এজন্য বিদ্যালয় স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কর্মসূচিতে মেয়ে এবং ছেলেদের যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণে যে সমস্যাটি দেখা গেছে, তাহলো পায়খানার নকশা বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পায়খানার নকশা প্রধানত পুরুষ নিমার্ণকর্মী দ্বারা তৈরি করা হয়ে থাকে। এ জন্য পায়খানা নির্মাণকালে মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়টি সংবেদনশীলতার সাথে বিবেচনায় আসেনা। ফলে বিদ্যালয়ে পায়খানা থাকার পরও মাসিক চলাকালে মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসেনা। আবার দেখা যায় যে ছোট ছোট ছেলেদের মূত্র ত্যাগের স্থানটিও অনেক উচু। অধিকন্তু যেটি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো ছেলেদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করতে হবে যাতে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত পায়খানাগুলো ছেলেরা ব্যবহার না করে। ছেলে এবং মেয়ের জন্য নির্ধারিত শৌচাগার গুলো পাশাপাশি স্থাপন না করে পৃথক করে স্থাপন করতে হবে। পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার নকশার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে শারিরিক সীমাবদ্ধ বিশেষ সংবেদনশীলতায় বিবেচনায় নিতে হবে।

সেনেগালে ৫ হাজার বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৫৩ ভাগ বিদ্যালয়ে পানি সরবরাহ এবং ৪৬ ভাগ বিদ্যালয়ে স্যানিটেশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র অর্ধেক সংখ্যক বিদ্যালয়ে মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে (সেনেগাল প্রজাতন্ত্র এবং ইউনিসেফ ২০০২)। ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের শিশুদের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, তাদের অর্ধেক অসুস্থতার জন্য অস্থাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি চর্চা না থাকাই দায়ী (ইউনিসেফ এবং আইআরসি, ১৯৯৮)।

জেন্ডারকে সেক্টরের মূলধারায় আনায়নঃ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনকেই চিহ্নিত করে, পৃথক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টি খুবই গুরুতপূর্ণ। এই গুরুত্বকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যকর এবং ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন। অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া স্যানিটেশন সেবা সম্প্রসারণে একটি বড় বাধা। কারণ বেশির ভাগ নীতিমালাই এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সরকার, বেসরকারি সংস্থা, স্বল্প পরিসরে সেবাদানকারী, উন্নয়ন সহযোগী এবং পুরুষ কমিউনিটির নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করে থাকে। তাই তারা নীতি, আইন এবং বিধি প্রণয়নের পূর্বে অবশ্যই জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করবেন ।

চুড়ান্তভাবেই বলা যায়, নারীর প্রয়োজনের বিষয়টি স্যানিটেশন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণসরূপ বলা যায, দক্ষিণ আফ্রিকায় "একোয়া প্রিভি" ল্যাট্রিন স্থাপনের ক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজনের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছিলো। ল্যাট্রিনগুলো রাস্তার দিকে মুখ করা থাকায় মেয়েদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি ও হয়রানি সৃষ্টি করেছে। যখন এ ল্যাট্রিনের ট্যাংকগুলো পূর্ণ হয়ে

যায় তখন তা খালি করা নারীর কাজ বলে বলা হয়েছে এবং এই কাজ নারীদের জন্য দুঃস্কর হয়ে দাড়িয়েছে।

বস্তিবাসীদের জন্য আরবান স্যানিটেশন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পানি সরবরাহ এবং মৌলিক স্যানিটেশনের প্রচলিত প্রেক্ষিতের চেয়ে আরবান স্যানিটেশন সমস্যাসমূহ অনেক বেশি জটিল। উদাহরণসরূপ বলা যায়, বস্তি এলাকার অনেক মানুষেরই তাদের ভোগকৃত ভূমির আইনি অধিকার বঞ্চিত এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ক্ষমতা খুবই কম অথবা একেবারেই নেই। অধিকাংশ দরিদ্র নগরবাসীই নগদ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের যে সুযোগ ভোগ করে তা অপর্যাপ্ত এবং শুধুমাত্র তারা এটাই বহন করতে পারে।

জরীপ ও গবেষণার ফলাফল নির্দেশনামূলক হতে পারে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, ২০০৩ সালে কেনিয়ার (নেটওয়াস ইন্টারন্যাশনাল) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর স্বাস্থ্যবিধি চর্চার সাথে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্ক রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধির আচরণ সম্পর্কে জানা আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত নারী নিয়মিতভাবে পায়খানা ব্যবহারসহ হাত ধোয়া সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা রয়েছে এবং তারা স্বাস্থ্যবিধির চর্চা করেন। এজন্য শিক্ষিত নারী এবং মেয়েরা পরিবর্তক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারেন।

এটি উলেখযোগ্য যে, পয়ঃনিস্কাশনের উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি ও পরিবারের ভূমিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এটা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার কোনো বিষয় নয়। স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ফলোআপে নারী এবং পুরুষের অর্থপূর্ণ পরামর্শ এবং যুক্ততা অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

এপ্লিটন, বি.এবং আই. স্মউট, (এড.), ২০০৩. লিঙ্গ ও পানি উন্নয়ন রিপোর্ট : নারী পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে পানি বিষয়ক নীতিসমূহ, লিঙ্গ এবং পানি জোট (জি ডব্লিউ এ)।

ঠিকানা:
http://genderandwater.org/content/download/307/3228/file/GWA_Annual_Report.pdf.

সর্ডট, ক্যাথলিন এবং স্যান্ডি কাইরনক্রশ, ২০০৪. টেকসই পরিচ্ছন্ন ব্যবহার এবং ব্যবধান পরিবর্তনের কার্যকারিতা: বিভিন্ন দেশের গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞান থেকে অনুসন্ধান এবং পানি ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প সমুহের সাথে সম্পর্ক, বুকলেট-২। আন্তর্জাতিক পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংস্থা (আই আর সি)। ঠিকানা : publications@irc.nl.

ওয়েগলিন– চুরিনগা, মাডিলিন এবং পাওলাইন আইকুমি, জাম্বিয়ার প্রতিটি মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও যোগাযোগ অবস্থার বিশ্লেষণের উপর রিপোর্ট, আই আর সি। ঠিকানা: publications@irc.nl.

আই আর সি, ১৯৯৪। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর নারী ও পুরুষের সাথে কার্যক্রম:

একটি আফ্রিকান মাঠ বই। এই মাঠ বই ধারণা প্রদান করে এবং প্রকল্প পরিকল্পনার আবর্তে কাজ করে থাকে। লিঙ্গ এবং লিঙ্গ সচেতনতা, লিঙ্গ নীতি, অংশীদারিত্ব সমন্বিত পানি সরবরাহ প্রকল্প, পরিবেশগত সমস্যাবলী এবং স্থায়ীত্ব নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এই নীতিমালা পানি সরবরাহ ও

পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের সাধারণ অবস্থা দিক, নারী ও পুরুষের গঠনমূলক উপদেশের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নির্দেশ করে এবং তাদের চাহিদা ও পাওনাসমূহ নিশ্চিত করে। এই নীতিমালাটি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবর্তন করা হয় এবং ইহা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাসমূহ আফ্রিকান ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীদের প্রতি প্রচারের জন্য উন্নয়ন সাধন করে। ঠিকানা: http://www.irc.nl/page/1858

ডব্লিওআইজেকে সিজবেস্মা, সি.এ, ১৯৯৮. "সিনডেলা এবং মিসিং স্লিপার: পয়ঃনিষ্কাশন ও লিংগ" পানির উৎসসমূহ ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনে নারী ও পুরুষ: কার্যকারিতা ও বাস্ত বতাসমূহের পুনঃপ্রদর্শন, ডেলফট: আাই.আর.সি।

অতিরিক্ত উৎসসমূহ:

কোয়াটেস, এস, ১৯৯৯. পানি, পয়ঃনিষ্কান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রকল্পসমূহে লিঙ্গ এবং উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি, একটি পানিজোট নির্দেশপত্র।

ঠিকানা: http://www.wateraid.org/documents/a_gender_development_approch.pdf.

ইয়েলেস, ক্যাথি, ২০০৫ অন্ধকার হতে ক্ষত বের করে আনা: ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাইবেরা, কেনিয়াতে দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের তুলনা। লন্ডন: বিল্ডিং পার্টনারশিপস ফর ডেভেলপমেন্ট (বিপিডি), পয়ঃনিষ্কান অংশীদারি সিরিজ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পানিও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে অংশীদারদের উপর অধিক আলোকপাত করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পানির উপরই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছেভ। অনুগামী রূপে যখন আশানুরুপভাবে অংশীদার কর্তৃক খাবার পানি সরবরাহ করা সফল হয়, তখন পয়ঃনিষ্কাশন সম্বন্ধে যা জানা যায় তা অনেক কম। মাঝে মাঝে ভুল অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা পানির অংশীদারিত্বের কার্যকারিতা বিফলে পরিনত করে এবং ক্যাটারিং স্যানিটেশনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে। পয়ঃনিষ্কাশন বিতর্ক অংশগ্রহণ দ্বারা উন্নততর বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন, যাতে বিপিডি ২০০৪ সালে পয়ঃনিষ্কাশন ঘটনার সিরিজ তদারকি করতে পারে। প্রথম বিষয় হল অংশীদারিত্বের খুজে বের করা যা কিনা প্রথমে প্রস্তাবিত হয়েছিল: ঘটনাক্রমে ডার এস সালাম, ডুরবান, ম্যাপুটো, মাসিরো এবং নাইরোবি পছন্দ করা হয়েছিল।

এই দলিল খানি শহূরে দরিদ্র জনগণের পয়ঃনিষ্কাশন এর উপর বেশি আলোচিত। এটি কোন কোন অংশীদার পয়ঃনিষ্কাশন সেবা দিতে যোগ্যতা রাখে এবং কেন কতগুলো অংশীদার অযোগ্য তা নির্দেশ করে।

আইআরসি/এসইইউ, ১৯৯৬। কেরালায় জনগণ কর্তৃক গৃহীত পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প: অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ। ডেলফ্ট: আইআরসি এবং কেরালা: আর্থ-সামাজিক একক। স্করডট, ক্যাথলিন এবং স্যান্ডি ক্যাইনক্রশ, ২০০৪। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবধান পরিবর্তনের কার্যকারিতাসমূহ, প্রচারপত্র-২, ডেফ্ট: আইআরসি।

এই প্রচারপত্রটি হল বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রসূত খোঁজখবর এবং পানি ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই গবেষণাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নশীলতার পরবর্তী টেকসই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আচরণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আইআরসি এবং লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এর পরিচালনায় ঘানা, কেনিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, নেপাল ও উগান্ডায় গবেষণা চালানো হয়। এই অনুসন্ধান কীভাবে পরিচালনা করা হয় এবং এই অনুসন্ধানের ফলে কী অর্জন হয় তা এই প্রচারপত্রটি বর্ণনা করে। প্রচারপত্র-১ নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষালাভের রূপরেক্ষা প্রদান করে। ওয়েব সাইট দেখুন: publications@irc.nl

খান, মোহাম্মদ তৈয়ুর আলী, ২০০৫ । শহুরে দরিদ্র মানুষের মধ্যকার জীবিকা এবং নারী পুরুষের পয়ঃনিষ্কাশন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পানি সরবরাহকরণ কার্যক্রম, লন্ডন: ডিএফআইডি । ম্যাথুটি, ১৯৯৮ । "নতুন দক্ষতা, নতুন জীবন: কেরালার নারী রাজমিস্ত্রী", ওয়াটার লাইন্স, ১৭(১), পিপি ২২-২৪ ।

সিম্পসন, মেইলিং, রন সায়আর এবং লুসি ক্লার্ক, ১৯৯৭ । পিএইচএএসটি পদক্ষেপ: অংশগ্রহণমূলকভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের রূপান্তর, গণমানুষের সাথে নতুনভাবে কার্যক্রম চালনা, ইউএনডিপি-বিশ্বব্যাংক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প, ডব্লিউএইচও জেনেভা ।

ইহা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তথ্য সংক্রান্ত দলিল । ইহা অংশগ্রহণমূলক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিস্কাশনের রূপান্তর, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস প্রবর্তন করার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষত: উন্নত অংশগ্রহণমূলক কৌশলসমূহের সামাজিক পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সুবিধাবলীর যথাযথ ব্যবহার । চারটি আফ্রিকান দেশসমূহে দৃষ্টিভঙ্গির জোডালো নীতিসমূহ, বিশেষ অংশগ্রহণমূলক হাতিয়ার এবং মাঠ নীরিক্ষার ফলাফলসমূহ এই দলিল প্রদান/বর্ণনা করে ।

নেটওয়ার্ক, ২০০৩ । আইগুয়াকিউ এ্যাকশন প্ল্যান: কেনিয়ার নাইরোবির সোইটো এবং কোরোগোছো গ্রামে গয়াশ প্রকল্পের ক্রমাগত অনুসন্ধানের মূল আবিস্কার । নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, এনইটিডব্লিউএএস ।

এসআইডিএ, ১৯৯৭ । স্বাস্থ্য পয়:নিষ্কাশন: স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী পুরুষ এর বিষয়াবলী প্রধান ধারায় আনয়ন এর পুস্তিকা । ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=HDD1997.8%5B1%5D.pdf&a=2512

ইউএএসএনইটি (উগান্ডা পানি ও পয়:নিষ্কাশন এনজিও (নেটওয়ার্ক) এবং পানি জোট উগান্ডা, ২০০২ । উগান্ডায় পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে মূল ধারায় আনয়ন ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত পয়:নিষ্কাশন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর সভায় এই পত্র প্রদান করা হয় । এই পত্রের মূল বিষয়বস্তু হল, নারী-পুরুষ উভয়কেই পয়ঃনিষ্কাশনের মূল ধারায় আনয়ন করা যাতে করে নারী-পুরুষ একত্রীকরণ সহজতর হয় । উগান্ডায় ধারায় আনয়নের ধরে না এবং পয়ঃনিষ্কাশনের অবস্থার উপর এই পত্র মনোযোগ নিবদ্দ করে । মাঠে, শূন্যস্থানে এবং পঠিত পাঠে এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.wateraid.org/document/ugnangender.pdf

ভরডেন, কারোলিন ভ্যান ডার এবং ক্যাথি ইয়ালিস, ২০০২ । নারী-পুরুষকে দক্ষিণ আফ্রিকান পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে মূল ধারায় আনয়ন: অন্ধকারক্ষত নাকি নিয়মিত চর্চা? আফ্রিকান কনফারেন্স এর জন্য এই কাগজ প্রস্তুতকৃত দক্ষিণ ২০০২ ।

WHO, UNICEF, UNIHABITAT, UN/DESA, UNEP, 2004 । পয়ঃনিষ্কাশন চ্যালেঞ্জ: প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপান্তর ।এই দলিলপত্রটি আন্তর্জাতিক পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন সীমানা, আইন প্রণয়ন এবং প্রতিশ্রুতি, বাসস্থান ধারণক্ষমতা, লিঙ্গ এবং সমতা নীতিসমূহ এবয় তত্ত্বাবধানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiere/sanchallenge comp.pdf

রাইট, এ্যালবার্ট এম, ১৯৯৭। কৌশলগত পয়ঃনিষ্কাশন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অভিগমন: উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেকসই শহুরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবহার উন্নতি। ইউএনডিপি/বিশ্ব ব্যাংক, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.wsp@worldbank.org. Or wsp.org/publications/globalssa.pdf.

WSSCC এবং WHO, ২০০৫। পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন: প্রকল্প পরিচালনা। জেনেভা: পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সহযোগিতামূলক সভা (WSSCC@who.int) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (bookordens@who.int) এই প্রমাণ দলিল সহযোগিতামূলক উৎপাদক, যা কিনা পূর্বের ইউনিসেফ পুস্তিকার ভিত্তিমূল। যেখানে নারী-পুরুষ ও শিশুরা নিজেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর উন্নতি ঘটাতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন স্থানে এই প্রক্রিয়া দেখায়। এই দলিল বিরোধীতা করে যে, নীতি নির্ধারকগণের নৈব্যক্তিকতা নিয়মিত নীতির মাধ্যমে সংস্থাপন করতে হবে যা কিনা সকল পয়ঃনিষ্কাশন এবয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা উন্নতির প্রকল্প এবং বিনিয়োগ তৈরি করতে পারে। এভাবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির জন্য তারা যেন সবাই দীর্ঘ পর্যায়ের প্রকল্পের ক্ষেত্রে একমত হতে পারে এবং পুরো জনসাধারণ বিশেষকরে নারী ও কিশোরী গণের তালিকা প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে পারে।

ঘটনা পর্যবেক্ষণ

এই বিনিয়োগ সনদের সংযুক্তি থেকে এই ঘটনা পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

- মিশর: এলাকায় ও গৃহে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়ন।

- ঘানা: সামারাই-নাকওয়ানটা সম্প্রদায়ে গ্রামীণ পানি প্রকল্পে নারী-পুরুষের সমন্বিত করুন।

- ভারত: ক্ষমতায়িত সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছেদ হওয়া নারী-পুরুষের পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে মূল ধারায় প্রয়োগ, তামিলনাড়ু।

- নিকারাগুয়া: পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন শর্তে নারী-পুরুষ সমতা।

- দক্ষিণ আফ্রিকা: পয়ঃনিষ্কাশন এবং ইট তৈরি প্রকল্পে নারী, মাবুলি গ্রাম।

- টোগো: বিদ্যালয়গুলোতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমন্বিতকরণ, এসএসএইচই।

- জিম্বাবুয়ে: চিপিং বিভাগে ম্যানজৎডাভাইর গ্রামে পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনে নারী-পুরুষকে মূল ধারায় আনয়ন।

৩.৫ জেন্ডার, গৃহস্থালী পানি সরবরাহ এবং ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

ভূমিকা

খাবার পানি, গোসল, খাবার প্রস্তুত, স্যানিটেশন (৩.৪ দেখুন), কাপড়-চোপড় ধোয়া, বসবাসের স্থান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সকল মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরাণ পানির প্রয়োজন হয়। গৃহের সকলের পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী নারীরাই প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রচলিতভাবে তারাই গৃহে পানির উৎসসমূহ ব্যবস্থাপনা করেন এমনকী কখনও কখনও তারা তাদের মেয়েদের সাথে নিয়ে দূর-দূরবস্থা থেকেও পানি সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও বেশীরভাগ গৃহকর্মের দেখাশোনা করেন নারীরা, ফলে অতিরিক্ত পানির ব্যবহারও তারাই করে থাকেন। যাহোক, পুরুষ বিশেষকরে পুরুষ নেতারা বেশীরভাগ পানির উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং উৎসের জন্য স্থান নির্ধারন কি ধরনের সুবিধাদি থাকবে তা তারাই সিদ্ধান্ত নেন । ব্যতিক্রমী জেন্ডার সম্পর্ক কখনও কখনও গৃহে পানি সরবরাহ উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে জোরদার করে। এটা সার্বিকভাবে প্রমানিত যে, যখন নারী-পুরুষ উভয়েই সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্ত হয় তখনই পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। যখন নারীরা সরাসরি অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত হয় শুধুমাত্র তখনই যথাপোযুক্ত ও স্থায়ীত্বশীল সমাধান পাওয়া যায়। গৃহে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীদের দক্ষতা ও আগ্রহকে অন্তর্ভূক্ত করলে তা সমাজের জেন্ডার অসমতাকে কমাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে ।

পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সনাতনী পন্থাসমূহ সাধারণভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল নয় এবং নারীদের চাহিদা ও অবদানকে অবমূল্যায়ন করা হয়। পানির উৎস এবং এর বহুমূখী ব্যবহারের বিষয়ে নারীদের জ্ঞানকে উলেখযোগ্যভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। যখন নারীদের পানিতে অভিগম্যতা থাকে তখন তারা সন্তান লালন-পালন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অধিক সময় ব্যয় করতে পারে, যা তাদের পরিবারে জীবনযাত্রার গুণগতমান এবং নিজেদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ উন্নয়নে সাহায্য করবে।

টেকসই এবং নিরাপদ পানি সরবরাহে স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্ধেক পানিই দূষিত হয় পানি সংগ্রহ করার পর। পানি কোনো নোংরা পাত্রে সংরক্ষণ করা হলে বা পানির উৎসে মানুষ গৃহপালিত জীবজন্তুর গোসল করালে পানি দূষিত হয়। যাহোক, স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন ও শিক্ষা গতানুগতিকভাবে নারী ও মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়ে থাকে ফলে গৃহের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত প্রদানকারী পুরুষদের কাছে তা পৌছাতে পারে না। হাইজিন বিষয়টি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবারের সকল সদস্যদের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। পুরুষ ও ছেলেরা প্রায়শই আদর্শ ভূমিকা পালন করে তখন তাদেরকে অবশ্যই হাইজিন উন্নয়ন ও শিক্ষা কর্মসূচিতে অন্ত র্ভুক্ত করা উচিত। জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচিসমূহের সাহায্যে পুরুষ ও ছেলেদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

জেন্ডার এবং খাবার পানি সরবরাহ সেক্টর

খাবার পানি সরবরাহই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে নারীদের দিকে একটু মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে, কারণ দৃশ্যত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীরা বহু দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। নারী ও পুরুষের পানি সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ উন্নয়নের উদ্যোগটি জেন্ডারকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে যা সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ঠ অবদান রেখেছে। স্থানীয় পানি সরবরাহ কর্মসূচিতে জেন্ডার বিশ্লেষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির ফলে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে অনেকগুলো অংশগ্রহণমূলক টুলকিট তৈরি করা হয়েছে।

যা হোক, এবিষয়ে আরো অনেক কিছু করার আছে:

- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রকৌশল ও কারিগরী নকশায় বা সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারকে এখনও মূলধারায় নিয়ে আসা হয়নি;

- নারীদের চাহিদার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালযের কর্মচারীগণ খুব কমই সংবেদনশীল বরং গ্রাম বা বস্তির পুরুষ সহকর্মীর সাথে তারা যোগাযোগ করতে পছন্দ করে;

- বিনিয়োগের সিংহভাগই চলে যায় বৃহৎ, বহুমূখী-গ্রাম প্রকল্পে যেখানে বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই কম থাকে (জিডবিউএ ২০০৩);

- স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্থায়ীত্বশীলতা অধিক কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য নারী ও পুরুষদের বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগনো প্রয়োজন;

- জেন্ডার বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকল্পের নকশায়, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে খুবই কমই অন্ত র্ভুক্ত করা হয়;

- স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীদের জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থা জরুরী । যারা প্রায়ই পুরুষদের কাছ থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় । সীমিত পরিমাণ পানি সরবরাহ হলে তারা প্রথমে কৃষিকাজ ও পশুপালনের জন্য ব্যবহারে প্রাধান্য দিয়ে থাকে;

- হাইজিন বিষয়টিকে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্র বলেই মনে করা হয়, যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে পুরুষরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে;

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র নারী-পুরুষ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সংঘাতময় এলাকার শরনার্থীদের ইচ্ছা ও চাহিদার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন;

- উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত ব্যবস্থা বিবেচনা করে, পানযোগ্য পানি ও স্যানিটেশনে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করলে গৃহের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে, যার ফলে নারীরা অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত কর্মকান্ডে অধিক সময় ও শ্রম ব্যয় করতে পারে ।

গৃহস্থালী পানি সরবরাহে অর্থনৈতিক সুবিধা

আত্মকর্মসংস্থান মহিলা সমিতি (SEWA), ভারত, আইআরসি (IRC) আর্ন্তজাতিক পানি ও স্যানিটেশন সেন্টার এবং দি ফাউন্ডেশন অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট (FPI) এর জেন্ডার ও গৃহস্থালী পানি সরবরাহে অর্থনৈতিক সুবিধা বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প থেকে দেখা যায় যে, কিছুটা শুষ্ক অঞ্চলে (semi-arid areas) উন্নত পানি সররবাহের সাথে ক্ষুদ্র-ব্যবসার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সহায়ক । পানি সংগ্রহের জন্য সময় এবং সেই সময়ের প্রকৃত মূল এই হিসাব করা হয়েছে ।

ঘরে এবং সমাজে নারী, পুরুষ এবং শিশুদের পানি ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভর করে প্রতিদিনের কাজের ধরন। গৃহে বিভিন্ন ধরনের নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা আছে। কিছু কিছু গোষ্ঠীতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতা বিদ্যমান, যেখানে গৃহবধূরাই বেশিরভার রান্নার কাজ করেন। তাদের জন্য হাত ধোয়া অথবা টয়লেট ব্যবহার করা নিষিদ্ধ কারণ এ কাজ গুলোকে অভিজাত বলে মনে করা হয় যা তার প্রাপ্য নয়।

নীতিমালার ধারণা

জাতীয় পানি নীতিমালাসমূহ যদি থাকে তাহলে দেখা যায়, পারতপক্ষে সেখানে নারীদের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে জেন্ডার বিষয়টিকে সার্বিক এবং স্থায়ীভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এখন পর্যন্ত জেন্ডার বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে নীতিমালাসমূহ ও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (জিডবিউএ-২০০৩)।

সামাজিক সাম্য ও বৈচিত্রের আলোকে বিভিন্ন দলের মধ্যে (আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, আদিবাসি, বর্ণ) অসমতা একটি কঠিন সমস্যা হিসেবে দেখা যায়। আবার এসব দলের নারী ও পুরুষদের মধ্যেও এটা লক্ষ্য করা যায়। এখনও খুব কম নীতিমালাই আছে যেখানে এই বৈচিত্র ও জেন্ডার অসমতাকে যৌথভাবে স্বীকৃতি প্রদান ও সামগ্রীক ভাবে সম্বোধন করে না।

বিভিন্ন দেশে পানি সেক্টরে পূণর্গঠনের জন্য অনেকগুলো নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার ইউনিটকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে কাজ করে তাতে এগুলো এখনও বাস্তবিক পক্ষে কার্যকরী বলে প্রতিয়মান হয় না। উগান্ডায় ২০০৩ সালে পানি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে পানি সেক্টরে জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। যদিও এটা একটি সাহসী পদক্ষেপ, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এই কৌশলের ফলাফল পরিমাপ করা খুবই কঠিন।

কেন পুরুষরা জেন্ডার সমতায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বা পারে না এ বিষয়ে পুরুষদের অবস্থা ও ভূমিকার উপর অধিক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য ইতিবাচক উদাহরণ সমূহ হচ্ছে পানি মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় নারী কর্মীদের শতকরা হার নির্ধারণ করে আইনসমূহে সম্পৃক্ত করা যেমন-লেসথো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের পানযোগ্য পানি, স্যানিটেশন সুবিধা পাবার অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ডমিনিকাণ প্রজাতন্ত্রে জাতীয় পানি কর্তৃপক্ষ আইন করে পানি কমিটিতে অবশ্যই ৪০% নারী রাখার বিধান করা হয়েছে ।

প্রধান ভূমিকা পালনকারীগণ

বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র পানির সরবরাহের সুবিধা প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সরে এসে দারিদ্র্য দূরীকরণ নীতিমালার দিকে মনোনিবেশ করছে তাই পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করার নিমিত্তে অন্যান্য সংস্থার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ক্ষুদ্র-মাপের স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যাহোক, তাদের পরিচালনা কাঠামো কী হবে তার একটি সুস্পষ্ট নীতি থাকা উচিত। এর প্রয়োজন পড়ে, যখন শহর ও উপ-শহর এলাকায় বেসরকারি খাতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকার জন্য

বিশেষ সেবা প্রয়োজন হয়। জিডবিউএ (এডঅ) এর সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রাত্যাহিক বার্তা হতে দেখা যায় যে, পানি সরবরাহে বেসরকারীকরণের ফলে দরিদ্র নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এই ব্যবস্থার গুণগতমান ও স্থায়ীত্বশীলতার জন্য পানি সরবরাহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (O&M) স্থানীয় কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, কমিউনিটির মধ্যে পুরুষদের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভাবিত করার প্রবণতা দেখা যায় যদিও নারীরাই এর প্রধান ব্যবহারকারী। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (O&M) জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও সমতা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেক্টরের মূলধারায় জেন্ডার

পানি প্রকল্পের স্থায়ীত্বশীলতার জন্য এবং সার্বিক সফলতা নিশ্চিত করতে জেন্ডার-এর গুরুত্ব অপরিসীম। মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণের অর্থ হচ্ছে প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে (O&M) নারী ও পুরুষের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

জেন্ডারকে মূলধারায় নেয়ার জন্য সেক্টওে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন যাতে নারীদের ক্ষমতায়ন করা যায় এবং তাদের আর্থিক ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনে প্রকল্পের নকশা ও স্থান নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখতে পারা। এতে করে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়।

- কমিউনিটির সাথে অভিজ্ঞ সিবিও, এনজিও ও স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে পানি সরবরাহ ও বর্তমান নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষুদ্র-ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা করা যায়।

- প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে নারীদের চাহিদা, জ্ঞান ও প্রান্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা ।

- এনজিও, সিবিও এবং ব্যবস্থাপকসহ সেক্টর বিশেষজ্ঞদের জেন্ডার মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

- শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা গ্রহণীয় ও যৌক্তিক মূল্যের হওয়া উচিত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আয়ের কথা বিবেচনা করে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা সহজ হওয়া উচিত ।

তথ্যসূত্র:

জেন্ডার এবং পানি সংস্থা (জিডব্লিউএ), ২০০৩। জেন্ডার এবং পানি উন্নয়ন, জেন্ডার প্রেক্ষিতে নীতিমালা। ডেলফট, নেদারল্যান্ড: জেন্ডার এবং পনি সংস্থা।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.genderandwater.org/page/287

জেন্ডার এবং পানি সংস্থা, ২০০৩। জীবনধারণে মৃদু আঘাত: জেন্ডার মূলধারা করণে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন নীতি এবং ধারা, জেন্ডার এবং পানি সেশনের জন্য ডকুমেন্ট, ৩য় বিশ্ব পানি ফোরাম কিয়োটো, জাপান।

ওয়েব সাইট দেখুন: www.genderandwater.org/page/156/offset/10

আন্তর্জাতিক পানি ও স্বাস্থ্য বিধি কেন্দ্র (IRC), ১৯৯৪, সাময়িক পেপার সিরিজ। পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের একসাথে কাজ করা: আফ্রিকার মাঠ পর্যায়ে গাইড।

ওয়েব সাইট দেখুন: http:/www.irc.nl/page/1858

মহারাজ, নাইলা, ২০০৩। পানি ব্যবস্থাপনার গ্লোবাল এ্যাপ্রোচ: সমগ্র বিশ্ব থেকে পাঠ নেয়া। ইলেকট্রনিক সম্মেলন সিরিজ, আহবায়ক জেন্ডার এবং পানি সংস্থা ডেলফ্ট নেদারল্যান্ড্ পানি খাতে জেন্ডার মূলধারা করণে ৮২টি কেস স্টাডি পরীক্ষ করা।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.genderandwater.org/page/725

ডব্লিউইডিসি, ২০০৪ জেন্ডার মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য: পানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি কী করতে পারে, বিপ্যিং নোট-৪, লন্ডন পানি প্রকৌশল এবং উন্নয়ন কেন্দ্র।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/ BN%20 Gender.htm

উইজক সিজবিসমা সি, ভ্যান ১৯৯৮। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার: নিয়মনীতি পুন-নিরীক্ষণ। কারিগরি সিরিজ ৩৩-ই, দ্যা হ্যাগ আন্তর্জাতিক তথ্য কেন্দ্র।

অতিরিক্ত তথ্যাবলী

এডিবি, পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য জেন্ডার চেকলিস্ট।

এই প্রকাশনাটি আলোচনা করে যে, পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রকল্পে জেন্ডার কেন গুরুত্বপূর্ণ, প্রজেক্ট সাইকেলের প্রধান বিষয় এবং প্রজেক্ট ডিজাইন থেকে শুরু করে নীতিমালা মতবিনিময়ে জেন্ডার বিশ্লেষণ বর্ণনা করা।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http:/www.adb.org/Documents/Manuals/Gender_Checklists/Water/ gender_ checklist_water.pdf

আদমেদ, এস, ২০০২ "পানি ব্যবস্থাপনার মূল ধারায় জেন্ডার নিরপেক্ষতা: ভারতে গুজরাটের প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা এবং পরিকল্পনা। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জেন্ডার গ্লোবাল সোর্স বুক, আমস্টাডাম: কেআইটি এবং অক্সফোর্ড: অক্সফাম।

অলটার, আর, সি, ২০০১। মানুষের জন্য পানি: হিমালয়ের মানুষ এবং উন্নয়নের গল্প, নিউ দিল্লী: অরিয়েন্ট লংম্যান।

এটি হিমালয়ের মানউন্নয়নের এবং তাদের উন্নত জীবন ও পরিবেশের জন্য, যা তাদের আশ্রয় দিয়েছে তার গল্প। পাহাড়ী নারীরা পানি সরবরাহ উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এমনকী স্থানীয় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রয়োজনেও।

কোলেন, লওয়ি, মর্না, ২০০০। পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জেন্ডার মূলধারাকরণ: দক্ষিণ আফ্রিকার পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিভিগের জন্য লেকচার রিভিউ। এই প্রবন্ধটি পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জেন্ডার

মূলধারাকরণের আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সাহিত্যপত্রের রিভিউ। দক্ষিণ আফ্রিকার পানি ও বন সম্পর্ক বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান (ডিডব্লিউএএফ)

রিভিউটি মূলগতভাবে ভাগ করা হয়েছে এইভাবে:

- মূল জেন্ডার ধারণা।
- পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জেন্ডার মূলধারাকরণের মূল পাঠ।
- পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জেন্ডাপর মূলধারাকরণে উত্তম পরিকল্পনা।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.gdrc.org/uem/water/gender/genderinwatersanitation.pdf

ডানিডা, ১৯৯৯ জেন্ডার ও পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা: সাহায্যকারী প্রশ্ন এবং কার্যকর প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটি পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খাত, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি এবং পানি সম্পদ, যাচাই এবং উন্নীত করার জন্য সাহায্যকারী প্রশ্ন সরবরাহ করে। এতে আছে প্রশ্নাবলী, কার্যাবলী, এবং জেন্ডার মাত্রিক বিভিন্ন বিষয়, আছে কার্যসূচি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ণের মূল পরিধি।

ওয়েব সাইট দেখুন: UM Information Office, Ministry of Foreign affairs, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhagen. E-mail: info@um.dk

ডিএফআইডি, ২০০২। পানি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ইস্যু।

ডিএফআইডি, ডব্লিউএসপি, ভারত কেস, মাঠ পর্যায়ে সমাজ ব্যবস্থাপনা নোট: বসবাসযোগ্য সমাজ ব্যবস্থাপনায় কোলহাপুর গ্রামে পানি সরবরাহ মহারাষ্ট্র, ভারত। ভারতের পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

এটি ভারতের পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাঠ পর্যায়ের সিরিজ নোট।

ডিএফআইডি, ১৯৯৮, পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচির সাহায্যকারী ম্যানুয়াল।

পানি ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য কর্তৃক তৈরি করা ম্যানুয়াল, লন্ডন এবং লোগবোরাহ এবং পানি প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, লোগবোরাহ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ওয়েব সাইট দেখুন: Water Engineering and Development Centre (WEDC), Loughborough University, UK

ম্যাকুলি, ডায়ানা, ১৯৯৭ সবার জন্য পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা: যৌথ অংশিদারিত্ব এবং পরিবর্তন: জেন্ডার মাত্রিক। পানি মন্ত্রণালয়, তানজানিয়া।

এই প্রবন্ধটি তানজানিয়ার কেস স্টাডি হিসেবে WEDC-র ২৩ তম সম্মেলনে পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জেন্ডার ইস্যু প্রকাশ করা হয়। এটি পাঠককে পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তানজিনিয়ার নারীরা কি অবস্থার দিনানিপাত করে তা দেখায়। প্রবন্ধটি তানজানিয়ার পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বিবৃত করে না। ওয়েব সাইট দেখুন: Water Engineering and Development Centre (WEDC), Loughborough University, UK

ফিন্নিডা, ১৯৯৩, জেন্ডার, পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি দেখা। ফিনিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (FINNIDA) হেলসিঙ্কি

ফিনিনডা, ১৯৯৪, জেন্ডার, পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি দেখা। ফিনিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (FINNIDA) হেলসিঙ্কি

আইআরসি, আন্তর্জাতিক পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেন্দ্র, নারী, পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সারাংশ।

বাৎসরিক টিকা লিখা নতুন প্রকাশনা এবং রিসোর্সের যা জেন্ডার, পানি এবাং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। (প্রবন্ধ, পত্রিকা, বই, গবেষণা, প্রকাশনা এবং রিপোর্ট)

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.irc.nl/page/6130/offset/20.

জেন্ডার এবং পানির আন্তসম্পর্কিয় টাস্কফোর্স, দ্যা ইউএন কমিশন অন সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট, ১৩ তম সেশন। জেন্ডার প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। প্রবন্ধ পটভূমি-২, ২০০৫।

প্রবন্ধটি সম্পদের নিরপেক্ষ ব্যবহারযোগ্যতা, অংশগ্রহণ, সম্পদ স্থানান্তর, মূল্য নির্ধারণ এবং বেসামরিককরণ, পানি সম্পদ এবং বিবাদ তুলে ধরে এটি সরকারি, সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং স্থানীয় সমাজ বিশেষ করে দাতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/documents/bground_2.pdf

খোসলা প্রবাহ, ক্রিস্টিন ভ্যান উইজক, জোপ ভার্গেইন এবং ভীরু জেমস, ২০০৪। জেন্ডার এবং পানি, টেকনিক্যাল ওভারভিউ পেপার, আইআরসি। ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.irc.nl/page/15499

রাথগিবার, ইভা এম, এন ডি, আফ্রিকার নারী, পুরুষ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আইডিআরসি।

এই প্রবন্ধটি আফ্রিকার সরকার এবং দাতা সংস্থাকে পানি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতা পরীক্ষা করে।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.idrc.ca/en/ev-31108-201-1-DO_TOPIC.html

রেগমি, এসসি এবং বি ফসিট, ১৯৯৯, "নেপালের খাবার পানি প্রকল্পে জেন্ডার একত্রিকরণ প্রয়োজন"। সি সুইটম্যান, নারী, ভূমি এবং কৃষিকাজ, অক্সফোর্ড: অক্সফাম।

রেগমি, এসসি এবং বি ফসিট, ২০০১। "পুরুষের ভূমিকা, জেন্ডার সম্পর্ক এবং পানি সরবরাহ তুলে ধরা: নেপালের পাঠ থেকে"। সি সুইটম্যান, জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা ও পরিকল্পনায় পুরুষদের জড়িত করা: বক্তৃতা ছাড়া: অক্সফোর্ড: অক্সফাম।

রেগমি এস, সি এবং বি ফসেট, ২০০১। জেন্ডার বাস্তবায়ন খাবার পানি খাতকে সরবরাহ ভিত্তিক থেকে চাহিদা ভিত্তিকে স্থানান্তর: উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে।

এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশ করা হয় সাউথ এশিয়া ফোরাম অন ওয়াটার, কাঠমন্ডু, নভেম্বর, ২০০১। প্রতিবেদনটি যুক্তি দেখায় উন্নয়নশীল বিশ্বে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের উন্নত পানি ব্যবস্থায় আন্ত র্জাতিক পানি নীতিমালায় জেন্ডাররের কমতি আছে।

সিং, এন, জি, জেকস এন্ড পি ভট্টাচার্য, ২০০৫ "নারী এবং সমাজ ভিত্তিক পানি সরবরাহ সর্মসূচি: সমাজ সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে: প্রাকৃতিক সম্পদ ফোরাম, ভলিউম ২৯, পৃষ্ঠা ২১৩-২৩।

সিং, এন, পি ভট্টাচার্য, জি জেক্স এবং জে. ই. গুসটাফসন, ২০০৪। "নারী এবং আধুনিক ঘরোয়া পানির সরবরাহ পদ্ধতি: পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভলিউম ১৮, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪৮।

ইউনিসেফ, ১৯৯৮। পানি, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচিতে জেন্ডার মূলধারাকরণ ম্যানুয়াল। পানি পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারিগরি গাইড লাইনস সিরিজ, নং-৪।

ম্যানুয়ালটি জেন্ডার নীতিমালা এবং ইউনিসেফ'র নীতিমালার উপর ভিত্তি করে কাঠামো কৌশল, ডব্লিউইএস কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বর্তমান ইস্যু, কীভাবে কেস স্টাডিতে জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করা, উত্তম অনুশীলন এবং শেখা ইত্যাদি প্রকাশ করে। ওয়েব সাইট দেখুন: wesinfo@unicef.org

ইউএন ডেসা, ডো, ২০০৫। নারী ২০০০ এবং ফিরে দেখা: নারী এবং পানি, জেন্ডার প্রেক্ষিতে, প্রাকৃতিক সম্পদ। অধিকার, ব্রবহারযোগ্রতা, স্বাস্থ্য ব্রবস্থা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি। ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Feb05.pdf

ডব্লিউডিসি, ২০০৪। দ্যা এনভারমেন্টাল সাসটেইনাবিলিটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, পানি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি কি করতে পারে: বিফ্রিং নোট ৬ পানি প্রকৌশল এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, লোগবোরহ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20Environmental%20Sustainability.htm

ডব্লিউইডিসি, ২০০৪। এইচআইভি/এইডস মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, পানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি কী করতে পারে: ব্রিফিং নোট-৫, পানি প্রকৌশল, এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, লোগবোরহ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20HIV%20AIDs.htm

ডব্লিউইডিসি, ২০০৪। এইচআইভি/এইডস মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, পানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এবং স্বাস্থ্যবিধি কী করতে পারে: ব্রিফিং নোট-৫, পানি প্রকৌশলী, এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, লোগবোরহ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/Briefing%20Notes/BN%20HIV%20HIV%20AIDS.him

ডব্লিউইডিসি, ২০০৮। শিশুস্বাস্থ্য মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ড গোল। পানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এবং স্বাস্থ্যবিধি কি করতে পারে: ব্রিফিং নোট-৫, পানি প্রকৌশলী, এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, লোগবোরহ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ওয়েব সাইট দেখুন:
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/briefing%20Notes/BN%20HIV%20AIDS.htm

বিশ্ব ব্যাংক/ওয়াটসন প্রজেক্ট-এ জেন্ডার, পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচি উপকরণ।

এই ওয়েব পেইজটি উন্নয়ন প্রজেক্ট ও সেক্টরাল প্রোগ্রাম প্রজেক্ট সাইকেলে জেন্ডার ইস্যু বিবেচনা করে চেকলিস্ট দেখায়। এটি প্রজেক্ট সাইকেলে জেন্ডার ইস্যুকে মূল নির্দেশক এবং চেকলিস্ট তৈরিতে সাহায্য করে। জেন্ডার এবং উন্নয়নে ব্রিফিং নোট, উপকরণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ এগুলোর ওয়েবলিংক এবং ডাউনলোড যোগ্য ফাইল।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/toolkit.pdf

পানি নীতিমালার শ্বেতপত্র দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৯৮ ।

প্রবন্ধটি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি নীতি প্রকাশ করে। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার পানি আইন পুনঃবিবেচনা ও পুনঃরূপান্তরের উপর বিশেষ আলোকপাত করে ।

ওয়েব সাইট দেখুন: http:/www.policy.org.za/html/govdocs/white_paper.htlm#contents

বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৯ । ভারতের গ্রামীণ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা । নিউদিল্লী: অ্যালাইড প্রকাশনী ।

কেসস্টাডিসমূহ

পূর্ণাঙ্গ কেসস্টাডি রিসোর্স গাইডের বর্ধিত অংশে পাওয়া যাবে-

- মিশর: পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ।
- নিকারাগুয়ে: পানি ও স্বাস্থ্য ব্যাবস্থায় জেন্ডার নিরপেক্ষতা ।
- নাইজেরিয়া: উত্তরাঞ্চলের প্রতিকূল নদী এলাকায় অবুগু মালভূমি সম্প্রদায়ে জেন্ডার মূলধারার প্রক্রিয়ার ব্যবহার দ্বারা সুপেয় পানির উৎসকে সংরক্ষণে সহায়তা করা ।
- পাকিস্তান: একজনের উদ্যোগ: সকলের মুক্তি বানদা গোলরা পানি সরবরাহ স্কিমে নারীদের নেতৃত্ব ।
- উগান্ডা: নীতিমালায় জেন্ডার মূলধারা: উগান্ডার জেন্ডার পানি কৌশল পরীক্ষণ ।
- জিম্বাবুয়ে: চিপিঙ্গে জেলার মানজভিরে গ্রামে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীতে জেন্ডার মূলধারাকরণ ।
- জিম্বাবুয়ে: কূপ খনন কর্মসূচির মাধ্যমে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে জেন্ডার মূলধারাকরণের উদ্যোগ ।

৩.৬ জেন্ডার এবং পানি খাতের বেসরকারিকরণ

ভূমিকা

১৯৭০-র শেষ এবং ৮০-র দশকের শুরুতে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (International financial institutions) যেমন-বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) এবং আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ড (International Monetary Fund) সামষ্টিক অর্থনীতির সমন্বয়সাধন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন দেশের ঋণ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তাদের নীতিমালা প্রচার করে। ৮০-র দশকের শুরুতে অর্থনৈতিক সংকট এবং ৯০ দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী বাজার অর্থনীতির বিকাশে মূল কারণ ছিলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে রাষ্ট্রায়াত্ব কোম্পানি ও সেবা খাতের অদক্ষতা এবং বেসরকারি খাতের সম্ভাবনাময় ভূমিকা। ফলে রাষ্ট্রায়াত্ব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সেবাসমূহের বেসরকারিকরণের চলমান ধারার বিকাশ ঘটে।

পরবর্তী শতকে পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারি প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদানের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়ে ছিলো। সর্বোপরি, চুরি এবং সঞ্চালন পথের ছিদ্রের কারণে দক্ষিণের একটি শহরে ৪০ থেকে ৬০ ভাগ পানির অপচয় হচ্ছিলো। বেসরকারিকরণ পানির এই অপচয় রোধ এবং সরবরাহ প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা করেছিলো। শহরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বেসরকারিকরণ দরিদ্রদের বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এই নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায়।

পানি বিষয়ক মানবাধিকার

নভেম্বর ২০০২-এ, জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি নিয়ম করে যে, গৃহাস্থালী ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং যেটি প্রত্যেকের জন্যই স্বীকৃত। এই নিয়ম, বৈষম্যেহীনভাবে ব্যক্তিগত ও গৃহাস্থালীর ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ পানিতে অধিকার পুরণে রাষ্ট্রীয় বাধাসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করে। এখানে পানিকে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পণ্য বলে গণ্য করা হয় যা প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক পণ্য নয়। এই স্বীকৃতির ফলে রাষ্ট্রগুলোর বাজার বা ব্যাক্তিগত খাত অথবা ভর্তুকি কমানোর জন্য বাধ্য করা উচিত নয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানীয় জল এবং স্যানিটেশনে সার্বিক অভিগম্যতা প্রদান করা উচিত।

বেসরকারিকরণের মূল্য

বেসরকারিকরণ বলতে পানি খাতের রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে বেসরকারি মালিকানায় স্থানান্তরকে বোঝানো হয়ে থাকে। একই সময়ে এটাও মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের একটি নতুন দায়িত্ব থাকা উচিত যা হবে, ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিধান করা যা এক সময় রাষ্ট্র তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করতো। বেসরকারি কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগ চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যেই পুনুরুদ্ধার অথবা প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হলে তারা তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকার এই অবহেলার দায়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করবে।

ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতসমূহ যেমন, পানীয় জল এবং স্যানিটেশন বিষয়ক বেসরকারিকরণ সম্পর্কে যা বলা এবং লেখা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখানে নারীর উপর বেসরকারিকরণের প্রভাব বিষয়ক সংখ্যাগত তথ্য খুবই কম এবং পুরুষের চাইতে ভিন্ন। যা হোক বেসরকারিকরণের বিরূপ প্রভাব থেকে নারীদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষায় তাদের যথেষ্ঠ সামর্থ সম্পর্কিত তথ্য এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

বেসরকারিকরণের জেন্ডার সম্পর্কিত প্রভাব

অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণভাবে জেন্ডার সম্পর্কিত তিনটি বিষয় দেখা যায়-

- যে সকল নারী বেসরকারিকৃত রাষ্ট্রীয় সেবাখাতে কাজ করেন বেসরকারিকরণের ফলে তারা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন;

- অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে বেসরকারিকরণ বলতে বুঝায় পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যা দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র নারী ও নারী প্রধান পরিবারসমূহের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে;

- বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া কমিউনিটি পানি ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এবং জেন্ডার প্রেক্ষিতে মনোযোগ প্রদানে ব্যর্থ।

সর্বাধিক লাভের জন্য, পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমিকের মজুরী কর্তন ও ছাটাই করে বেসরকারি কোম্পানিসমূহ যত দ্রুততম সময়ে লগ্নীকৃত মূলধন পুনুরুদ্ধারের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে নারী এবং অদক্ষ শ্রমিকেরা সুবিধা বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যে সকল দেশে সরকারের শ্রম আইন শক্তিশালী নয় এবং শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা সংঘের (trade unions or associations) কথা বলার ক্ষমতা (negotiating power) খুবই কম সে সকল দেশে এমনটি ঘটে থাকে। ধারাবহিকভাবে এ ধরনের অবস্থা এড়ানোর জন্য সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানার পানি ও স্যানিটেশন কোম্পানিগুলোতে যারা কাজ করতেন তাদের উপর বেসরকারিকণের প্রভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা।

পানি সরবরাহ সেবায় বেসরকারিকরণের ফলে দরিদ্র বিশেষ করে নারী প্রধান পরিবারসমূহের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা নিম্নোক্ত কারণে হয়ে থাকে-

- বেসরকারি কোম্পানিগুলো ঐ সকল এলাকায়ই বিনিয়োগ করতে পছন্দ করে যেখানে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা রয়েছে, দরিদ্র প্রতিবেশীদের অবহেলা করা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অবৈধ স্থাপনা আছে এবং লগ্নীকৃত মূলধনের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত হবে;

- পানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো পানি সেবা গ্রহণে অনিয়মিত হতে পারে। নারীদের বাড়তি আয় ও খাবারের উৎস এবং বসত ভিটার সবজি বাগানও মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে;

- বেসরকারিকরণ স্কিমসমূহের ফান্ড প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর অধিকার সংরক্ষিত হওয়ায় কমিউনিটি পানি সরবরাহ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেখানে নারীর শ্রমের অবদান উল্লেখযোগ্য। এটি উপ-শহর ও গ্রামীণ কমিউনিটিতে পানির উৎসের এক ধরনের প্রক্রিয়া।

বেসরকারিকরণের ফলে পানি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি এবং পানি সেবাসমূহের প্রকৃত ব্যয়

চিলিতে পানি ও স্যানিটেশন কোম্পানিগুলো দ্বারা আরোপিত পানির মূল্য ধার্যের গড় হারের উপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল যেহেতু ১৯৯০ সাল থেকে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ বেসরকারিকরণ হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায় শতকরা ৬৮ ভাগ আয়ই পানির মূল্য থেকে এসেছে যা পানির সেবার ব্যবস্থাপনার অপচয় রোধ, প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সুবিধাসমূহের নবায়ন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা উচিত হলেও এই কোম্পানিগুলো এ সকল ক্ষেত্রে অর্জিত আয় থেকে বিনিয়োগ করেনি। ঐ সকল কোম্পানীলোর আয়ের পরিসংখ্যান এবং ফলাফলে রেগুলেটিং বডির সূচক ও পরিসংখ্যানে দেখানো হয়। যদিও কোম্পানীগুলো এই কাজগুলো করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, পানি ব্যবহারকারীর হার ১৯৮৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ১৪ বছরে ৩১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ।

যদি আমরা মনেকরি যে, বর্তমানে প্রতি তিনটি পরিবারের একটি নারী প্রধান পরিবার তাহলে এটা প্রায় ৫ মিলিয়নের অধিক লোকের উপর নাটকীয় প্রভাব ফেলেছে যারা তাদের অস্তিত্বের জন্য নারীদের উপর আস্থাশীল। (উৎস: Alegría & Celedón ২০০৫)।

এই পরিস্থিতি অনিরাপদ পানীয় জল অথবা দুষিত পানি ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। যার ফলে পানি বাহিত রোগসমূহ বৃদ্ধি পাবে। এটি আফ্রিকার এইডস উপদ্রুত এলাকাসমূহের শিশু ও বৃদ্ধ নারীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। যখন পানি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন নারীরা তাদের আয়ের একটি বিরাট অংশ খাদ্য, স্বাস্থ্য, পোশাক ও শিক্ষা ব্যয়ের পাশাপাশি পানির মূল্য পরিশোধ করার জন্য বরাদ্দ করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব কিছুই দরিদ্র নারীদের জন্য যথাযথ নয়।

২০০২-এ বলিভিয়ার কোচাবাম্বায় পানি নিয়ে যুদ্ধ

এটা একটা জনপ্রিয় বিপ্লব যেখানে নারীরা পানির অধিকার নিয়ে একটি প্রতিরোধমূলক গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করেছিল, যা শহরের পানি ব্যবহারকারীর জন্যই শুধু নয় এটি পানি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিলো। এই দ্বন্দ্বের পিছনে ছিলো পানির বেসরকারিকরণ। বলিভিয়ার মতো একটি দেশের পানি খাতের বেসরকারিকরণ- যেখানে ৪০ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠি খামার ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহ করে এবং ৭০ ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠী দরিদ্র কমিউনিটিতে বসবাস করে, যারা তাদের কমিউনিটি পানি ব্যবস্থানায় প্রথাগত সংস্কৃতির চর্চা করে- তাদের পানির অধিকার লংঘন এবং তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এটি সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী আইনটি পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন কী বিষয় কাজ করেছিলো যা সরকারকে জনগণের সাথে পূর্ব আলোচনা ছাড়াই পানি খাতের বেসরকারিকণের অনুমোদন দিতে উৎসাহিত করেছিলো। (উৎস: Peredo Beltrán, 2003)

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, পানি খাতের বেসরকারিকরণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, উপ-শহর ও গ্রামীণ নারীর উপর যারা পরিবারের খাবার ও পানি সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ তাদের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

উপসংহার

দরিদ্র নারী-পুরুষসহ সকল মানুষ গুণগত সেবার জন্য একটি সহনীয় মাত্রায় মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত। যাহোক, বেসরকারিকরণ দরিদ্র পরিবার বিশেষ করে নারী ও নারী প্রধান পরিবারসমূহের উপর যেন কোনো প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্যস্বচ্ছ নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

আফ্রিকান নারীদের অর্থনৈতিক নীতিমালা নেটওয়ার্ক,২০০৩। পানি বেসরকারীকরণ পাঠ

সাইট: http://www.awepon.org/report_does/reports_page.litm

এ্যলিগরা মারিয়া এনজেলিয়া এবং ইউগ্যানি সেলিডন, ২০০৮, চিলির পানি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বেসরকারীকরণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ, প্রকল্প: বাণিজ্যিকীকরণ এবং পানির বৈশ্বায়িক প্রবেশ, ইউনাইটেড নেলনস রিসার্স ইনিষ্টিটিউট ফর স্যোশাল ডেভেলপম্যান্ট (ইউএনআরআইএসডি)

আলজিরিয়া, মারিয়া এনজেলিকা এবং সেলিডন ইউগেলিও, ২০০৫। গ্লোবাল ওয়টার পার্টনারশিপ, সাউথ আমেরিকা, ভলিউম-২।

আলজিরিয়া, মারিয়া এনজিলিকা, ২০০৩ প্রাইটাইজেশন ডি লাস এমপ্রেস স্যানেটারিয়াস এন ইল মুসিডো, সাইট: http://www.aprchile.cl/pdfs/privatizacian%20sanitarias,pdf

এ্যমেনগা ইটিগো, আর ২০০৩, ঘানায় পানি বেসরকারিকরণ: সামাজিক উন্নয়ন একত্রিকরন কেন্দ্র, আক্রা, ঘানা, ২০০৩। সাইট: http://www. isodec.org.gh/Papers/water_women% 27srights.PDF

জেন্ডার এবং পানি সংস্থা, জেন্ডার এবং পানি উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৩; জেন্ডার মাত্রিক পানি খাতের নীতি মালা, পৃষ্ঠা-২৮ও ২৯।

সাইট:
http://www.genderandwater.org/content/download/307/3228/GWA_Anual_Report.pdf

আন্তর্জার্তিক শ্রম অফিস (ILO), ২০০১ শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর বিকেন্দ্রিকরণ এবং বেসরকারিকরণ প্রভাব ।

যৌথসভার জন্য আলোচনাপত্র-

শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপর বিকেন্দ্রিকরণ এবং বেসরকারীকরণ প্রভাব, জেনেভা, অক্টোবর,২০০১।

সাইট:http:/www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/jmms01/jmmsr.pdf

কিকোরি সুনিতা এবং আইসিতু ফাতিমা কোলো ২০০৫) "বেসরকারিকরণ: সাম্প্রতিক উন্নয়নের ধারা" বিশ্বব্যাংক নীতিমালা গবেষণাপত্র ৩৭৬৫, নভেম্বর ২০০৫।

সাফো, অ্যামোস, ২০০৩, নারীর উপর পানি বেসরকারিকরণ প্রভাব, গ্রেট লেকস ডিকশনারি

সাইট: http:/www.greatlakesdirectory.org/articales/0603_women.htm

স্টিনসন জানে পাবলিক সার্ভিস বেসরকারিকরণ: নারীদের জন্য এটা কী বুঝায়? দ্যা ক্যানাডিয়ান ইউনিয়ান অব পাবলিক এমপ্লয়িজ (CUPE), ২০০৪ ।

সাইট: http:/www.cupe.ca/updir/Privatazation _of_Public_Service_-What_does_it_Mean_for_Women_.pdf

ইউএন কমিটি অন ইকোনমিক্স, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক অধিকার, ২০০২। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নে সাবস্টেনটিভ ইস্য।

সাধারণ মন্তব্য নং-১৫ পানি অধিকার (প্রবন্ধ ১১,১২) ২৯তম সেশন, জেনেভা, নভেম্বর ১১-২৯

সাইট: http:/www.unchr.ch/html/menu2/6gc15.doc

ওয়াইট, ম্যালিসা, ২০০৩, জেন্ডার, পানি এবং ধারা। আন্তর্জাতিক জেন্ডার এবং ধারা নেটওয়ার্ক।

সাইটঃ http:/www.igtn.org/pdfs/149_waterfs03.pdf

অতিরিক্ত তথ্যসূত্র:

বেনেট ভিভিনি, ২০০৫ "জেন্ডার শ্রেণী এবং পানি ঃ পানির উপর নারীর ভূমিকা" পানির নীতিমালা: গ্রামঞ্চলে জেন্ডার এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা, মেক্সিকো, ইউনিভার্সিটি অব পিটিসবার্গ প্রেস, ১৯৯৫ ।

ইভানস বারবারা, জো ম্যাকমোহন এবং ক্রান ক্যাপলাল ২০০৪। যৌথ প্রবন্ধ: স্বল্প আয়ের সম্প্রদায়ে পানি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাঠামোবদ্ধ যৌথ চুক্তিপত্র। পাবলিকেশন অব বিল্ডিং পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট, www.bpdws.org

সাইট: http:/www.bpd-waterandsanitation.org/english/docs/paperchase.pdf

গ্রিণ জন, টিয়ার ফান্ড এবং ওয়াটার এইড, ২০০৩ সমর্থক গাইড: পানি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত খাত সংযুক্ত।

সাইট।
http://www.tearfund.org/webdocs/Website/Campaigning/Policy%20and20research/Advocacy%20guide%20to%20private%20sector%20involment%20in%20water%20services.pdf

হেনরিক বোল ফাউন্ডেশন, ২০০৩ "জেন্ডার প্রেক্ষিতে পানি বেসরকারীকরণ" হেনরিক বোল ফাউন্ডেশন, থাইল্যান্ড এবং সাউথ ইষ্ট এশিয়ান রিজিওন্যাল অফিস ।

সাইট।
http:/www.hbfaisa.org/southeastasia.thailand/downloads/water_privatization.pdf

জিহাদ আহমেদ এম, ১৯৯৬ আরব দেশগুলোর বেসরকারিকরণ সামাজিক ব্যালেঞ্চ সিট, উন্নয়ন গবেষনা কেন্দ্র, বারগেনসিস বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যায়: বেসরকারিকরণ জেন্ডার ইস্যু।
সাইট:http//www.fou.uib.no/fd/1996/f/712004/index.htm

মেইনজেন- ডিক, রুথ, ১৯৯৭ জেন্ডার, ভূমি অধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ধারণা ও পুষ্টি বিভাগ আলোচনা পত্র-২৯।

সাইট : http//www.ifpri.org/divs/fcnd/dp/papers/dp29.pdf

নোডো, সিরা, মৌলিক মানব এবং জেন্ডার অধিকার হিসেবে পানির ব্যবহার যোগ্যতা: দ্যা ই ইউ পজিশান্যাট দ্যা ডব্লিও টি ও। আফ্রিকান নারী অর্থনৈতিবিদদের নেটওয়ার্ক।

সাইট :
http//www.wtoconference.org/sirra%20Mdow%20Brussels%209.11.2005.pdf

নিনান, অ্যান ২০০৩ "ব্যক্তিগত পানি, সাধারনের দুর্ভোগ" ভারত গবেষনা কেন্দ্র প্রকাশনা । সাইট :
http//www.indiaresource.org/issues/water/2003/privatewaterpublicmisery.html

সাধারণ নাগরিক, জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে পানি বেসরকারিকরণ: সমগ্র বিশ্ব থেকে কেস স্টাডি নেয়া । সাইট: http//www.hormonizationalert.org/Water/gender/index.cfm

স্যামসন মেলানী, ২০০৩ ডাম্পিং ওন ওমেন: জেন্ডার ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারিকরণ । মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রকল্প এবং সউথ আফ্রিকা মিউনিসিপ্যাল আফ্রিকান মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন সাইট :
http//www.queensu,ca/msp/pages/Project_Publication/Books/DOW.pdf

ষামু, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রকল্প ২০০২, বেসরকারিকরণ ও জেন্ডার ইস্যু । জেন্ডার এবং স্থানীয় সরকার রিসার্স ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প,জাতীয় কর্মশালা, ধুরবান দক্ষিণ অফ্রিকা ।

সাইট: http//www.queensu,ca/msp/pages/conferences/Gender.htm

শিভা, ভি, ২০০২, পানি যুদ্ধ: বেসরকারীকরণ দূষিত এবং লাভ, নিউ দিল্লী, ভারত গবেষণা প্রেস ।

এক নজরে ইউনিফেম : নারী এবং পানি ।

সাইট:http//www.unifem.org/attachments/stories/at_a_glance_water_rights.pdf

নারীর পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংস্থা (০)২০০৩, ধারা বিমুখীকরন: জেন্ডার অধিকার এবং পানি বেসরকারিকরণ রিসোর্স গাইড ।

সাইট : http//www.wedo.org/files/divertingtheflow.pdf

বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৪ খসড়া বই: পানি সার্ভিসে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ একটি উপকরণ অনুদানে পাবলিক- প্রাইভেট ইনফ্রাকটাকসার এ্যডভাইজারি ফেসিলিটি, বিশ্ব ব্যাংক এবং দ্যা ব্যাংক অব নেদারল্যান্ড ওয়াটার পার্টনারশিপ ।

সাইট: http//www.indepen.co.uk/panda/docs/water_services_toolkit.pdf

প্রধান ওয়েব সাইট:

নারী মানবাধিকার নেট: নারী ও পানি বেসরকারীকরণ ।

সাইট : http//www.whrnet.org/docs/issue-water.html

কেস ষ্টাডিসমূহ:

সম্পূর্ণ কেসষ্টাডিগুলো রিসোর্স গাইডের বর্ধিত অংশ পাওয়া যাবে । কেসস্টাডিসমূহ

- ইন্দোনেশিয়া: একুয়া ডানোন এডভোকেসি কর্মসুচিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রভাব-কেন্দ্রীয় জাবা ক্লাটেন জেলার একটি কেসষ্টাডি ।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : পিছিয়ে আসতে অস্বীকৃতি ।
- উরুগুয়ে: প্রতিবাদের সাথে বেসরকারিকরণ ।

৩.৭ জেন্ডার, পানি এবং কৃষিকাজ

কেন কৃষি ক্ষেত্রে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট?

নারী-পুরুষ যারা চাষাবাদ করেন, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং কৃষিব্যবস্থা, চাষ, বাসস্থান ও সাংস্কৃতিক চর্চা, এলাকানুযায়ী ভিন্ন হয়। বেশির ভাগ পুরুষের অনুপুস্থিতে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৭০/৮০ শতাংশ, এশিয়াতে ৬৫ শতাংশ, লাতিন আমেরিকাতে ৪৫ শতাংশ নারীরাই, গৃহপালিত পশু, জমিচাষ, পানি যোগান ও পরিবারের খাবার ইত্যাদি যোগান দেয় (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৬)।

কৃষিচাষের ক্ষেত্রে এত সংকটা পূর্ণ ভূমিকা রাখার পরও নারীদের কৃষক বলে পরিচয় দেয়া হয় না। সামাজিক নিয়মনীতি, শিক্ষা নির্ধারণ এবং কৃষিচাষ, বাজার ব্যবস্থা বৃদ্ধি, জেন্ডার ভিত্তিক অসমতার উপর প্রভাব ফেলছে। উন্নয়শীল দেশগুলোতে নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে জমি প্রাপ্তি, জমির অধিকার অথবা জমি কেনা-বেচার অধিকার সাধারণত: নেই বললেই চলে। পারিবারিক বিভিন্ন কৌশল, খাবার নিরাপত্তা এবং সামাজিক অবস্থান, নারীদের উপর প্রভাব ফেলছে।

স্বাধীনভাবে অথবা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জমি ও সমতার ভিত্তিতে নারীদের জন্য ব্যাংক ঋণ, জামানত ইত্যাদি (কৃষি চাষ টাকা) তাদের নিজেদের নামে করা অথচ চাষ সম্প্রসারণ, চাকুরী এবং তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি পুরুষদের জন্যই সাধারণত: করা হয়েছে। অনেক দেশে জরুরী ভিত্তিতে অইন সংশোধন করে গরীব ও ভূমিহীন মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সাধারণত: পুরুষ শাসিত পরিবারে নারীদের আইনী ক্ষমতার সুযোগ থেকে বাদ দেয়া হয়, যা তাদের পানি, সেচ অধিকার ও সমাজ প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে ।

জেন্ডার ও সেচ প্রকল্পের অভিগম্যতা:

সেচের মাধ্যমে কৃষি- কাজ করে বিশ্বে প্রায় শতকরা ৪০% ভাগ খাদ্য উৎপাদিত হয় এবং পূনরায় শতকরা ৭৫% নতুন পানির উৎস ব্যবহার করা হয় (জিডাব্লিউএ ২০০৩:৩০)। যদিও কৃষকগণ বেশির ভাগ সনাতন সেচ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল । বিশ্বব্যাপী পানি সেচন উদ্যোগকে বড় পরিসরে বিনিয়োগ মূলত: (বাঁধ, খাল) ক্ষুদ্র চাষীদের জমি হতে উচ্ছদ করে যা' জমি দখলীকরণের মাধ্যমে ধনী কৃষকদের লাভবান করে (www.fao.org/sd)। এসব প্রগাঢ় পরিকল্পনাহীন বেসরকারি সেচপদ্ধতি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক, যেমন পানি প্রবেশ এবং বৈশিষ্টমূলক ঘরোয়া প্রয়োজনে বিশুদ্ধ জলের যোগান কমে যাচ্ছে ।

মাটির নিচের পানি নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার এবং জমিতে সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কারণে পানি দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে বা প্রয়োজনে নারী এবং ছোট মেয়েদের বাধ্য হয়ে অনেক দূর থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করে আনতে হয়। সেচন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা, সাধারণত: জেন্ডার পার্থক্যকরনে দরকার, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীর অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়ে গেছে, কারন বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মান, পানির সমবিতরণ এবং কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধির উপর বেশী গুরত্ব দিয়েছে । উৎপাদিত শস্যের ধরন অথবা শ্রম বাজারে সেচের প্রভাব অথবা উৎপাদনশীল ক্ষয়শীল পানির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে । আফ্রিকার বৃষ্টিপাত মুখর কিছু চাষ জমিতে - ক্ষুদ্র মহিলা চাষীরা কম পানি ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাদ্য শস্য উৎপাদন করে, যেখানে পুরুষ কর্তৃক কৃষি চাষে উৎপাদন অনেক কম হয় । (কারন, চিনি , চাল ইত্যাদি উৎপাদনে বেশী পানির ব্যবহার হয়)।

এই প্রশিক্ষণ উপাদান এবং ভিডিও সম্প্রদায়ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়নে জেন্ডার সমতায় ব্যবহৃত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির একটি অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান করে। পদ্ধতিগত সেচ প্রকল্পের সাথে জড়িত বিস্তারিত

পদক্ষেপ এবং নারী ও পুরুষের উভয়ের পানি অধিকারে জোর দেয় কিভাবে অবকাঠামোগত প্রারম্ভিক বিনিয়োগ ঘটানো যায়। যদিও এই ডকুমেন্টটি দেখায় যে এখানে কোন অসাধু নির্দেশ নেই তথাপি এটি খুঁজে বের করে যে, একটি সেচ পদ্ধতি দৃশ্যমান সুবিধার চেয়েও বেশি কিছু এটি একটি সামাজিক গঠন। তা'ছাড়া এটি গবেষণা প্রক্রিয়ার সামর্থ্য গঠন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও অপরিহার্য যা প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং সমন্বয়ের সাথে অবকাঠামোর অংশগ্রহণমূলক গঠনের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

বোইলেনস, আর এবং এম জেওয়াট ভ্যান, ২০০২। এনভেন সেচে পানি নিয়ন্ত্রণ জেন্ডারের মাত্রা/ভিন্নতা, রোলেনস আর এবং পি হোগেনডাম ২০০২) পানি অধিকার এবং ক্ষমতায়ন, ্যাসেন, নেদারল্যান্ড কোনিং লিজকে ড্যান গরকুম।

ব্রাভো বাউম্যান এইচ, ২০০০। জেন্ডার এবং গবাদিপশু সম্পদ, গবাদিপশু পালন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার ওয়াকিং ডকুমেন্ট সুইচট এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন।

চ্যান্সেলর এফ, হাসনিপ, এন এবং ডি ও নীল, ২০০০। জেন্ডার সংবেদনশীল সেচ ডিজাইন অক্সফোর্ড এইচ আর ওয়ালিংমেপড কনসালটেন্স।

এই ৬টি রিপোর্ট একটি রির্সাচ প্রজেক্টের ফলাফলকে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জোতদারের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে।

এর মূল লক্ষ্য ছিলো ডিজাইন এবং কর্মকান্ডে জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জোতদারদের সেচের উন্নয়ন ঘটানো। এই পদক্ষেপটি বর্তমান সেচ উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক বাধা এবং সুযোগগুলোকে সনাক্ত করে, তাদের মূল খুঁজে বের করে এবং নৈতিবাচক প্রভাব কমিয়ে ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য কৌশল গঠন করে।

সিপোলিনি, ই, ২০০৫। রাপাট ডি ইভালয়েশন সাব লা পারফরমেন্স ডি সারটেইনস প্রুপমেন্টস ডি ইন্টানেট কোলেকটিভ ডি ইরিগেশন এন তিউনিসিয়া।

এসটন, পি এন্ড আর মার্গারেট, ২০০০। বীজের জীবন: আফ্রিকার নারী ও পরিবেশের বৈচিত্রতা বিশ্ব ব্রাংক, ২৩ আগস্ট।

এফএও, ১৯৯৭। জেন্ডার এবং কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ: ১০টি কেসস্টাডি থেকে নেয়া মূল ইস্যুগুলো- আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় নীতি নির্ধারণ স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং গবাদি পশুর উপর প্রকল্প, বনায়ন এবং সংরক্ষণের উপর বিস্তৃত এলাকার কেসস্টাডি এই ডকুমেন্টটি প্রবেশবিন্দু, উপাদান এবং পদ্ধতি, সামর্থগঠনে জেন্ডার তথ্য, সংযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিকতা নিয়ে তৈরি।

মূলপাঠ শিক্ষার একটি উপসংহার দেয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের একটি তালিকা প্রদান করে।

এফএও, ১৯৯৯। অংশগ্রহণ এবং তথ্য ভিত্তিক জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল কৃষি নীতি- এই ডকুমেন্টের ১০টি কেসস্টাডিসহ আরো কিছু ডকুমেন্টের সংশ্লেষ যা কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা; ভিন্নতা বিশ্লেষণে বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারা গ্রামীণ নারীদের জীবন যাপন এবং কাজে প্রভাব ফেলে। এই ইস্যুগুলো সহ অন্যান্য ইস্যুগুলোর উপর আলোকপাত করে। এই

ডকুমেন্টটি নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত বির্তকের জন্য একটি ভালো সূচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ।

এফএও, ২০০১ । সোসিও ইকোনমিক এন্ড জেন্ডার এনালাইসিস ইরিগেশন সেক্টর গাইড- এই গাইডটি লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সেচ প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং জেন্ডার ইস্যূ ও সামাজিক অর্থনৈতিক একত্রিকরণকে সহায়তা করা । এর মূল লক্ষ্য ছিলো গ্রামীণ নারীদের সুবিধাবঞ্চিত দলের অবস্থানকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সেচ প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের উন্নয়ন ঘটানো । SEAGA এমন একটি প্রক্রিয়া যা সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদানের বিশ্লেষণ এবং নারী ও পুরুষের অগ্রাধিকার এবং শক্তিশালী অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন পদ্ধতি ।

SEAGA পদ্ধতির ৩টি সহায়ক নীতি হচ্ছে:

১) জেন্ডার নীতিই প্রধান

২) সুবিধা বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার

৩) অংশগ্রহণ

সেচ খাতের গাইডটি একটি পূর্ণাঙ্গ SEAGA প্যাকেজ । ৩টি হ্যান্ডবুকে বর্ণনাকৃত উপকরণ পাওয়া যাবে । মাঠ পর্যায়ের হ্যান্ডবুকটি উন্নয়ন অনুশীলনকারী স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি কাজ করে । মধ্যবর্তী পর্যায়ের হ্যান্ডবুকটি যারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং সংস্থায় মাঠ পর্যায়ে মাক্রো-লেভেল পলিসি সংযোগ, সরকারী মন্ত্রণালয়, বা নিজ সংস্থা, শিক্ষামূলক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সভ্য সমাজ গ্রুপদের জন্য মাইক্রো- লেভেল হ্যান্ডবুকটি পরিকল্পনাকারী এবং নীতিনির্ধারক এবং জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক উভয় পর্যায়ের জন্য ।

হামডিএ, ২০০২ । পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সেচযোগ্য কৃষিতে জেন্ডার ইস্যুর ভূমিকা, প্রসেসিং অফ দ্যা CIHCAM/MA । আরব পানি কর্পোরেশন'র প্রেক্ষিতে প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন । চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ-সুবিধা কায়রো ।

জ্যাকসন সি, ১৯৯৮ । জেন্ডার, সেচ এবং পরিবেশ । এজেন্সির জন্য আলোচনা কৃষি এবং মানবিক বোধ-১৫ পৃষ্ঠা-৩১৩-৩২৪ ।

কাবির, এন এবং ট্রান ফাই ভ্যান এন্হ ২০০২ । লিভিং দ্যা রাইস ফিল্ডস রাট নট দ্যা কান্ট্রি সাইড: জেন্ডার লাইভলিহুড ডাইভারসিফিকেশন এন্ড প্রো পুওর গ্রো ইন রুরাল ভিয়েতনাম, পেপার নং-১৩ । জেনেভা ।

খাদোয়জা, এম, ২০০৫ । আইন, জেন্ডার এবং সেচ পানি ব্যবস্থাপনা, তিউনিসিয়া

ভ্যান কোপেন, বি, ১৯৯৮ । মোর জবস পার ড্রপ: দারিদ্র্য নারী ও পুরুষের জন্য সেচের লক্ষ্য, আমাস্টার্ডাম- বইটি সরকারি এবং বেসরকারি সেচ এজেন্সির উন্নয়ন ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে । বিশেষ করে যারা দারিদ্র, পুরুষ ও নারী ধান উৎপাদনে সেচ ব্যবস্থাকে সহায়তা দেয় বায়লাদেশ যেখানে ধান উৎপাদনে সেচ প্রধান পদ্ধতি ।

ভ্যান কোপেন, বি, ১৯৯৯ । শেয়ারিং দ্যা লাস্ট ড্রপ: পানির অভাব, সেচ এবং জেন্ডার দারিদ্র্য দুর করা । আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, কলম্বো, শ্রীলংকা ।

ভ্যান কোপেন, বি, ১৯৯৯ । "দারিদ্র্য নারী এবং পুরুষকে লক্ষায়িত সেচ প্রকল্পে সহায়তা" পানি সম্পদ উন্নয়নের আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ, ১৫(১/২) পৃষ্ঠা ১২১-১৪০ ।

ভ্যান কোপেন, বি, ২০০২। সেচের জন্য জেন্ডার পারফরমেন্স নির্দেশক: উপকরণ এবং আবেদনের ধারণা আইডব্লিউএমআই রিসার্স রিপোর্ট ৫৯, কলম্বো।

ভ্যান কোপেন, বি, ২০০৩। জেন্ডার এবং পানিসূচির দিকে, কলম্বো: আইডব্লিউএমআই ই-সম্মেলন পেপার।

ভ্যান কোপেন, বি এন্ড এস মাহমুদ, ১৯৯৬। বাংলাদেশের নারী এবং পানির পাম্পস: নারীদের সেচ গ্রুপে অংশগ্রহণের প্রভাব।

কোপম্যান, জে, কেওয়াকা, আর মোকেয়া এম এবং এস, এম উয়াংই, ২০০১। তানজানিয়ার ঐতিহ্যবাহী সেচ প্রকল্প পুনর্বাসন প্রকল্পে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ। ডার ইসসালাম: সেচ শাখা, সমবায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়- এই রিপোর্ট প্রকাশ করে যে সহযোগিতা গবেষণা প্রকল্প সেচ শাখার কর্মচারী, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গবেষণা ফাউন্ডেশন ডার ইসসালাম এবং তানজানিয়ার গ্রামবাসীদের ৩টি ওয়েব সাইট'র ফলাফল জড়িত। গবেষণাটির লক্ষ্য কীভাবে সরকার এবং এনজিও পুনবাসন কর্মসূচি এবং সংস্তায় সেচে অংশগ্রহণ এবং সম্প্রদায়কে সহায়তা করে তা শেখা।

লরেন্স কটুলা, ২০০২। জেন্ডার এবং আইন: কৃষিতে নারীর অধিকার এখনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পাঠ-৭৬ করে।

এই স্টাডিটি বিশ্লেষণ করে যে জেন্ডার মাত্রিক কৃষি-সম্পর্কিত আইন প্রণয়নকারীদের আইনসম্মত ও নিরীক্ষাকৃত প্রধান ৩টি এলাকা হচ্ছে-ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার, নারী যারা কৃষিকাজ করে তাদের অধিকার এবং কৃষিতে নারীর আত্মকর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট অধিকার।

লোকোর-প্যাঙ্গারী, ভি, ১৯৯৮। ভারতের নদী অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ইস্যু। অ্যাগ্রোকালচারাল রির্সাচ এন্ড এক্সটেনশন নেটওয়ার্ক, পেপার-৩৮। লন্ডন ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

মেরি, ডি এবং এস কভিসকার, ১৯৯৮। জেন্ডার বিশ্লেষণ এবং সেচ ব্যবস্থাপনা পূর্নগঠন: ধারণা, কেস এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। কলম্বো: আইডব্লিউএমআই

নিরুন্দ তাপাচি, ১৯৯০। সেচ ব্যবস্থাপনায় নারীর অয়শগ্রহণ: থাইল্যান্ডর হুয়ী হ্যাং ট্যাংক সেচ প্রকল্পে গৃহবধুদের কেসস্টাডি। (অপ্রকাশিত গবেষণা)

গৃহ বধুরা বিশেষ করে শাক-সবজি এবং শুষ্ক মৌসুমে শস্যের সেচ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গৃহবধুরা সেচের পানির ব্যবস্থা করতে পারে। শুধুমাত্র যখন তাদের স্বামীরা অনুপস্থিত থাকে। কৃষক গৃহবধুদের শিক্ষা এবং তথ্য সরবরাহ সেচ প্রকল্পের লক্ষ্যে এবং কৃষকের ভূমিকা উন্নয়নে সুপারিশ।

পাটচারিন, লাপহানাম, ১৯৯২। উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা: কেসস্টাডি বানপুয়া, তানবোন পারালাপ পৃষ্ঠা ৩-৪।

পুলে টি, এ, লাতিফ এস এবং এ শ্রেষ্ঠা ২০০৩। নেপালের পানি ব্যবহারকারী সংস্থায় জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল সৃষ্টি। ম্যানিলা: এডিবি।

রাজাভি, এস, ২০০৩। ভূমি সমন্ধীয় পরিবর্তন জেন্ডার এবং ভূমি অধিকার। অক্সফোর্ড: বল্যাকওয়েল পাবলিটিং এন্ড জেনেভা: জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

সরকার, এস ২০০১। নারীর জন্য পানি প্রদানের নিজস্ব প্রবন্ধ নেয়া হয়েছে: প্রদান ৩ কমউনিটি সেন্টার, নীতি বাগ, নিউ দিল্লি ১১০০৪৯, ভারত।

স্ন্যাক স্যান্ডবারজেন, এনল এবং ও চোলাম্যানী কামপোইয়ী, ১৯৯৫ । ধানক্ষেতে এবং অফিসে নারীরা: লাওসের সেচ গ্রামের জেন্ডার চিহ্নিত কেসস্টাডিসমূহ, হিলো ।

শাহ, এ, ১৯৯৮ । বৃষ্টি পানির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন: নারীর বাস্তবায়ন সি, ডাটার প্রকৃতির পরিচর্যা: নারীরা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্র, বোম্বে । আর্থকেয়ার বুকস ।

সীমস-ফেল্ডস্টেন, এইচ এবং জিঙ্গিস, জে ১৯৯৪ । মাঠেরজন্য উপকরণ: কৃষিকাজে জেন্ডার বিশ্লেষণের হ্যান্ডবুক । ওয়েস্ট হার্টফোর্ড: কুমারিয়ান প্রেস ।

৩.৮ জেন্ডার পানি এবং পরিবেশ

সূচনা

পানি সম্পদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে যা পরিবেশগত পরিবর্তন এবং উন্নত জীবন ধারনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটা সত্য যে, নারী ও পুরুষ উভয়েরই অর্থনৈতিক এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশগত প্রভাব পড়ে এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলাফলও মানুষের উন্নত জীবন ধারণে প্রভাব ফেলে। পলিসি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশগত ফলাফল এবং স্বাস্থ্যবান ও উন্নত জীবন যাপন উভয়ই জেন্ডার বিভাজনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সম্পর্ক এবং চ্যালেঞ্জঃ

নারীরা পরিবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বনায়ন, বন্যপ্রাণী, শুষ্ক এলাকা এবং পলিমাটি ব্যবস্থাপনায় নির্দ্দিষ্ট এলাকার নারীরা খুব আন্তরিকতার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণা বেক্ষণ সংরক্ষণ, খাদ্য উৎপাদনকারী দ্রব্য, জ্বালানী, ঐতিহ্যবাহী ঔষধ এবং কাঁচামাল সংরক্ষণ করে থাকে। গরীব নারী এবং শিশু ফড়িং, পাতা, ডিম এবং পাখীর বাসা সংরক্ষণ করে। Burkina Faso অনুসারে গ্রাম্য নারীরা ফল, পাতা এবং বড় বড় গাছের গুড়ি এবং তাদের পরিবারে খাবারের জন্য সম্পূরক কৃষি শস্য যেমন ভুট্টা এবং জোয়ার সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

পশ্চিম আফ্রিকার নারী এবং ভেজামাটিঃ

জীবন যাপনের জন্য পশ্চিম আফ্রিকার নারী এবং ভেজামাটিই হচ্ছে প্রধান প্ররিবেশ ব্যবস্থা খাবার পানি, প্রকৃতিক সম্পদ এবং যোগাযোগের জন্য বিগত কয়েক বছর ধরেই মানুষ ভেজামাটির উপর নির্ভর করে আসছে। নারীরা ভেজামাটি এবং তা' থেকে সংগৃহীত দ্রব্যাদি রক্ষা করে- গ্রাম্য জীবন যাত্রার জন্য।

ভেজামাটির নারীদের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের এলাকা হচ্ছেঃ প্রাকৃতিক সম্পদ নির্মাণের উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে স্বাস্থ্য ও খাদ্য প্রণালী, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থ-উপার্জন সৃষ্টি এবং সৃষ্টিশীল গবেষণার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। ভেজামাটিতে বাঁধের জন্য সৃষ্ট বন্যা, গতিপথ ভিন্নমূখ করা, আবহাওয়া পরিবর্তন মাছের রাজস্ব আয় কমিয়ে দেয়।

শুষ্ক জমিতে ভুট্টা ও জোয়ার উৎপাদনে, মৌসুমী ধান উৎপাদনে, বন্যা পরবর্তী উৎপাদনে (প্রধাণতঃ গবাদী পশুর খাবার) এবং পানি সেচে কৃষিক্ষেত্রের কাজ অন্তর্ভুক্ত। মৌসুমী বন্যা এলাকায় ধান সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ শস্য।

শুষ্ক মৌসুমে যখন মেষেরা এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন সেখানে ভেড়া, ছাগল ও গবাদি পশু চরে বেড়ায়।

শহর কেন্দ্রে নারীরা মাছজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষভাবে মাছ ভাপ দেয় এবং ঝিনুক প্রজননে কাজ করে । সাম্প্রতিককালে কিছু নারী সংস্থাসমূহ শহরাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের সাথে জড়িত। (মার্কেট গার্ডেন)

সূত্রঃডিওপ, এম.ডি, ২০০৪।

যদিও প্রকৃতির সঙ্গে নারীরা বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত, তারপরও পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পানির পুষ্টিগত/বিরল ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব সবার ভাগ করে নেয়া উচিত। নারীরা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বিশেষভাবে এর পরিবর্তনশীলতা বুঝতে পারে এবং এই জ্ঞান তাদের বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় তাদের এই অভিজ্ঞতা তাদের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে।পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাস্তগত পুষ্টিসাধন উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ইউএনইপি, ২০০৪)।

প্রকৃতির সঙ্গে নারীর বিশেষ সর্ম্পক সত্বেও সকলের পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব সবার ভাগ করে নেয়া উচিত।

চ্যালেঞ্জ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগনের অংশ গ্রহণ

পরিবেশ নীতিমালায় সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন। ১৯৯০ সালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সভা যার অর্ন্তভুক্ত ইউনাইটেড নেশন এ পরিবেশ এবং পরিবেশ উন্নয়ন সভা এবং চতুর্থ বিশ্বের নারী, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বৃদ্ধিতে নারীর ভূমিকার সত্যতা স্বীকার করা নামক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও পরিবেশ নীতিমালায় তথ্য পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ, মত বিষয়ে স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর অর্ন্তভুক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। সেই সময় সাধারণত: পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর অন্তভুক্তি স্থানীয় পর্যায়ে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশ, মেক্সিকো, রাশিয়ান ফেডারেশন এবং ইউক্রেন-এর নারী এবং তাদের সহযোগীরা যুক্ত হয়েছে। পরিকল্পনা ও নিরাপদ পানির উৎস ব্যবস্থাপনায় তারা সমাজ এবং উপাদানকে রক্ষা এবং ব্যবহার যোগ্য পানির সরবরাহকে রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

পরিবেশগত বিপন্নতা/দুর্বলতা:

দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশের প্রতিকূল আচরণের ফলে নারী-পুরুষের জীবন য়াত্রা এক রকম নয়, যখন পরিবেশ প্রতিকূল হয় তখন নারীদের দৈনন্দিন কাজ যেমন জ্বালানী তৈল এবং পানি সংরক্ষণের জন্য অনেক সময় নেয় যা উৎপাদনশীল কাজের চেয়ে বেশি। যখন পানি দূর্লভ হয়ে যায়, গ্রাম্য এলাকায় নারী ও শিশুদের অনেক দূর হাঁটতে হয় পানির খোঁজে এবং শহর এলাকায় সর্বসাধারনের জন্য নিমিত্ত পানির লাইনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় ।

অতি দরিদ্র তালিকাভুক্তি হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। তারা প্রায়শঃই ভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও প্রকল্প সংরক্ষণ, কৃষিকেন্দ্রিক বিস্তৃত কর্মকান্ড এবং পলিসি যা সরাসরি তাদের জীবন ধারনের উপর প্রভাবিত এসব থেকে বাদ পড়ে। গবাদি ও গৃহপালিত পশু সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্ত পুরুষরা নেয়, এমনকি নারী প্রধান গৃহস্থালী কাজেও পরিবারের সকল সদস্যদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও পুরুষদের আধিপত্য দেখা যায়। নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকার কারনে এই বিবাদ শুষ্ক এলাকায় পদমর্যাদার অবস্থার বিরুদ্ধে এবং সেখানে জেন্ডার অর্ন্তভুক্তিকরণ পথ প্রয়োজন ।

সম্পদের অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণঃ

অনেক দেশেই অধিকার সম্পৃক্ত নারীদের বৈবাহিক অবস্থার উপর বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তরা প্রায়ই এ রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনও দেশ আছে যেখানে নারী ও পুরুষের জমি ব্যবহারের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিতকরন আইন আছে, হয়তবা নারীরা তাদের অধিকার নিয়ে সতর্ক নয় অধবা ভোক্তারা হয়তঃ নারীদের তাদের ডি-ফ্যক্টো অধিকারকে দূরে সরিয়ে রাখে । বারবিনা ফাসো, ক্যামেরুন এবং জিম্বাবুয়ে উদাহরন স্বরূপ, নারীদের বৈধ অধিকার আছে তাদের উপর কিন্তু বাস্তবে পুরুষরাই সব ধরনের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে ।

এই ধরনের অনিশ্চিত ভূমি সম্পত্তি ভোগ দখলের শর্তসমূহ বিভিন্ন গোত্রের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার প্রভাবিত করে। নারী, গরীব, অন্যান্য নিম্ন গোত্রের অনাগ্রহী সময় এবং সম্পদ ব্যবহার করতে অথবা ঐ সমস্ত জমিতে কৃষি কাজ করতে আগ্রহী যা পরিবেশগত ভাবে অনুমোদন যোগ্য। শুধু ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কংগোতে, ধনীরা দেখছিলো, পুরুষরা সাধারণত তাদের বাড়ীর আশে - পাশের জমিতেস্থায়ী গাছ যেমন, কপি রোপন করে যেখানে ভূ সম্পত্তি ভোগদখলের শর্তসমূহ নিরাপদ নয়।

নারীদের সামান্য কারণে অন্যের সম্পদ এবং তথ্য সংগ্রহে নারীদের বিঘ্ন ঘটে, জমি সংক্রান্ত নারী অধিকারের স্বীমাবদ্ধতার কারণে জমি ব্যবহারে অপারগতা-ঋণ পেতে সহায়তা করে, যখন নতুন প্রযুক্তি এবং শ্রমিক নেয়ার প্রয়োজন হয় তখন নারীরা সমস্যার মুখোমুখি হয় এছাড়াও নারীরা অন্যান্য সুবিধা যেমন, ঋণ এবং হাতে কলমে শিখা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে না। ঐতিহ্যগত ভাবেই কৃষিক্ষেত্রে ঋণ দানে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পুরুষ কৃষকদের উপর নজর দিয়ে থাকে। যেখানে নারীরা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকা সত্বেও কৃষিকাজে বেকার পুরুষদের মূল্যায়ন করা হয় ।

জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনাঃ

নারীরা মাঝে মাঝে নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে, উদাহরণস্বরূপ বন্যার কারনে পলি জমে মাটির ক্ষয় রোধ করে বনকে সুরক্ষ দেয়। তাছাড়া নদী অববাহিকা উন্নয়নে কারিগরি এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সাধারণত পুরুষদের লক্ষ্যেই করা। নারীদের প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে প্রায়োগিক ইস্যুর উপর মনোযোগ দেয়া হয়,যেমন- বৃক্ষরোপণ।মূলত এর অর্থ এই যে, নদী অববাহিকা/*জল বিভাজিকা* ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব প্রদান এবং সমাজভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহণ করার জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা,জ্ঞান এবং আত্নবিশ্বাস নেই। (পেনগ্যার,১৯৯৮,রাথগিবার, ইভা, ২০০৩)। বেশিরভাগ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে জেন্ডার বিশ্লেষণ ছিল না।

একইভাবে, স্থানীয় জনসাধারণের স্থানান্তরের প্রভাবে বড় বাধ প্রকল্পে জেন্ডার প্রেক্ষিত খুব কমই বিশ্লেষণ করা হয়। (বারুই,১৯৯৯, রাথগিবার, ইভা, ২০০৩)। কিছু প্রকল্পে প্রকল্প গ্রহণকারীরা পুণবণ্টত প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট জেন্ডার সংমিশ্রণ না করার প্রতি মনোযোগী। কিন্তু তারা খুব কমই সেই অনুযায়ী কাজ করে। ভারতের গুজরাটের নর্মদা বাধঁ প্রকল্পে যেখানে বন্যা উপদ্রত এলাকা থেকে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হয়ে আসে, সেখানে জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বনজ ও জৈব সম্পদ আহরণ নারীদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে উঠে।

জেন্ডার একত্রিকরনের পথে

পরিবর্তনশীলতা সংরক্ষণে নারীর অবস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে নিম্নলিখিত কারণে যা পরিবেশ পরিকল্পনায় জেন্ডার একত্রিকরণের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

- নারী-পুরুষের সম্পদের ব্যবহার, জ্ঞান, সম্পদের ব্যবহার যোগ্যতা, এবং পরিচালনার তথ্য সংগ্রহ ও উন্নত করা। জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল পলিসি সমূহ ও কর্মসূচী উন্নয়নে লিঙ্গ-বিসাদৃশ্য তথ্য সংগ্রহ প্রধান ধাপ।

- দক্ষ কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ইস্যুতে পানি সম্পদ ও পরিবেশগত ফল ।

- প্রতিষ্ঠিত প্রণালী সমসংস্থাভুক্ত/একত্রিত ।

- পরিবেশ কেন্দ্রীক প্রকল্পের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে জেন্ডার একত্রিকরন প্রতিষ্ঠা করা। পরিবেশগত পলিসিকে নকশাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, বাস্তবায়নকারী এবং সকল পর্যায়ের কর্মসূচিতে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা । পরিবেশগত উদ্বিগ্নতা ও পলিসির সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছু বলার জন্য নারীদের অফিসিয়াল চ্যানেলের/দাপ্তরিক প্রণালীর প্রয়োজন। কিছু দেশ এই বিষয়ে যতার্থ কর্মপ্রক্রিয়ার সূচনা করেছে ।

- সকল পর্যায়ের প্রতিশ্রুতিতে উৎসাহ দেয়া স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, পলিসি এবং কার্যসূচিতে জেন্ডার একত্রীকরণে সংশ্লিলষ্টতা যা আরো নিরপেক্ষ এবং সুষম/সামঞ্জ্যপূর্ণ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন কনফারেন্সে (Rio,1992) Women Environment Development Organization(WEDO) ওয়াটার এ্যাকশন ২১ সম্প্রতি জোহান্সবার্গে WSSD 'র নতুন রূপ এ্যাকশন ২০১৫ নারীর জন্য স্বাস্থ্যবান এবং শান্তিময় পৃথিবী এর সূচনা করে ।

- সরকারি প্রতিশ্রুতি ব্যাখ্যা করে এমন একটি জেন্ডার নীতি ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় প্রকল্পগুলোর অধীনের কারিগরী/প্রায়োগিক কর্মচারীর উপর একটি সহায়ক প্রতিবেদন এবং জেন্ডার সংশ্লিষ্ট নারী ও পুরুষের সামর্থ্যের উন্নয়নের কাঠামো ও জেন্ডার দৃষ্টিকোণকে পরিবেশগত জাতীয় নীতিতে গঠন করা হয়।

তথ্যসূত্র

ডিআইওপি, ম্যামি দাগো, ২০০৪। লিস ফিমিস ডনেস লেস জোনর্স হিউমিডিস অস্ট আফ্রিকানস ডকুমেন্ট ইন্টার্ন, ওয়েটল্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল, আফ্রিকা অফিস, ডাকারা।

ইকোনমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, ১৯৯৯। মূল্যায়ন রির্পোট: নারী এবং পরিবেশ, ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক নারী সম্মেলন। বেইজিং অ্যাকশন প্ল্যান এবং ডাকার প্ল্যাটফর্মে সুপারিশ ও বাস্তবায়নে অবমূল্যায়ন।

জনসংখ্যা তথ্য ব্যুরো, ২০০২। নারী, পুরুষ এবং পরিবেশগত পরিবর্তন, জেন্ডার মাত্রিক পরিবেশগত নীতিমালা এবং কর্মসূচি, ওয়াশিংটন ডিসি। ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=5473

রাথগিবার, ইভা, ২০০৩। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার এবং দারিদ্র্য, জাতিসংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.fao.org/DOCREP/005/AC855E/AC855E00.HTM

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), ২০০৪। নারী এবং পরিবেশ : নীতিমালা সিরিজ বর্ণনা। ওয়েব সাইট দেখুন: DEP/0527/NA, মে ২০০৪/০৩-৬৩৯৫৯

http://hq.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=468&ArticleID=4488&l=en

তান ইস্ট,ডি, ১৯৯৭। উত্তর ক্যামেরুনের মোগোমের নারীদের বন্যা ও সমতল পরিবেশের ব্যবস্থাপনা ও পরিবর্তিত ব্যবহার। এমডি ব্রইজন, আই ভ্যান হালসিমা এবং এইচ ভ্যান ড্যান হোমবার্গ, জেন্ডার এবং ভূমি ব্যবহার, পরিবেশগত পরিকল্পনায় বৈচিত্রতা, থিলা প্রকাশনী, আমস্টাডাম পৃষ্ঠা ৯-২৬।

নারী এবং উন্নয়ন কমিশন, ২০০৪। জেন্ডার এবাং পরিবেশ। ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.dgcd.be/documents/fr/themes/gender/CFD%20300mmA-environnement%20FR.pdf (French)

অতিরিক্ত তথ্যসূত্র

ব্রাইদতি, রোসি, চারকিউইস, ইওয়া, হাউসলার, সাবিন এবং সাসকিয়া ওয়নিগা, ১৯৯৪। নারীর পরিবেশ এবং সুষম উন্নয়ন: তাত্ত্বিক সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে চলা, লন্ডন, জেড বুকস।

ড্যাঙ্কেলমান, ইরিন, ২০০৩। জেন্ডার পরিবেশ এবং সুষম উন্নয়ন: তাত্ত্বিক ধারা, তাৎক্ষনিক ইস্যু এবং চ্যালেঞ্জ রিভিউ পেপার, শান্ত ডোমিনগো: INSTRAW

FAO, ২০০৩। বিশ্বের বন্যা নিরাপত্তাহীনতা। ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.fao.org/docrep/006/j0083e/j0083e00.htm

IUCN ২০০৩। নিরাপদ এলাকায় সংরক্ষণ: জেন্ডার সংরক্ষণের জন্য গাইড লাইন, IUCN সান জোসী এবং জনসংখ্যা গবেষণা ব্যুরো, ওয়াশিংটন, ডিসি।

লিন, ক্যারল ইয়ং ওয়ী, ২০০১। পুন:উপনিবেশে জেন্ডার প্রভাব মালোশিয়ার সাবাহর বাবাগণ কাধের কেস। জেন্ডার, প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন, ৫(২) পৃষ্ঠা ২২৩-২৪৪।

পেনামপাংগ সাবাহর কামপুর তামপাসাকর কাদাজানডুসন ইনডিগ্যানাস সম্প্রদায়ের উপনিবেশ, বাবাগণ বাধ তৈরী করা এলাকার জীবনযাত্রার সংস্কারের জন্য। নারী, পুরুষ এবং শিশুদের পুনসংস্কারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক দুর্দশার অভিজ্ঞতা বাড়াতে এবং যা তাদের বংশানুক্রমিক ভূমি ও সম্পদের অর্জনের উপর জোর দেয়। জেন্ডার সম্পর্ক, জীবন-যাপন, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির পুনঃকাঠামোর ফলাফল হচ্ছে পুনঃউপনিবেশ/ পুনঃস্থাপন।

মাথাই, ডাব্লিউ, ২০০৪। দ্যা গ্রীন বেল্ট মুভমেন্ট। ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.lanternbooks.com/detail.html?id=159056040X

মামী ডাগুই DIOP, ২০০৪। লেস ফিমিস ডানস লেন জোনস হিউমিডিস আউস্ট আফরিকানস।

ডকুমেন্ট ইর্ন্টান, ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, আফ্রিকা অফিস ডাকার, পৃষ্ঠা-৫।

নিরেনবার্গ, ড্যানিয়েল, ২০০২। জেন্ডার সংশোধনে ক্ষীণদৃষ্টি: নারীর উন্নয়ন এবং পরিবেশ, ওয়াল্ডওয়াচ পেপার-১৬১ ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়াল্ডওয়াচ ইনস্টিটিউট।

রচিলিউ, ডি, টমাস, স্লাইটার, বি এবং ডি এডমন্ডস্ , ১৯৯৫। "জেন্ডার সম্পদ পরিকল্পনা: নারীদের ব্যপ্তির চিত্রাবলীর উপর আলোকপাত" কালচারাল সারভাইবাল কোয়াটারলি ১৮(৪) পৃষ্ঠা ৬২-৬৮।

ইউএনইপি, ২০০০। সাফল্যের গল্প: জেন্ডার এবং পরিবেশ নাইরোবি, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি।

ইউএনইপি, ২০০৪ । বিশ্ব নারী ও পরিবেশ সমাবেশ রিপোর্ট, জাতিসংঘ পরিবেশ কমৃসূচীর ১ম সভা, ইউএনইপি/ ডিপিডিএল/ ওয়েব/১, নাইরোবি, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ।

ডব্লিউইডিও, ২০০৩ । জেন্ডার পানি এবং দারিদ্র্যতা নিউইয়ক, ডব্লিউইডিও । ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.wedo.org/files/untapped_eng.pdf

ডব্লিউইডিও, ২০০৩ । সাধারণ ভিত্তি: প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতিসংঘ মিলোনিয়াম উন্নয়ন গোলে নারীদের প্রবেশ নিউইয়ক ।

জো, উই ওয়েন, ১৯৯৬ । "উত্তর চীনের শুষ্ক এলাকায় নারীদের পানি সম্পদ এবং উন্নয়ন" প্রাকৃতিক সম্পদ ফোরাম ২০(২) পৃষ্ঠা ১০৫-১০৯ ।

এই প্রবন্ধটি চীনের শুষ্ক এলাকার নারীদের জীবনযাপণের কষ্টকর অবস্থা বর্ণনা করে হ্যাবি এবং শানক্সী প্রদেশে যা মাঠ পর্যায়ের গবেষণার উপর ভিত্তি করে পাড়েওঠা । দরিদ্রতার কারণ এবং প্রভাব লক্ষায়িত এলাকায় বর্ণনাকৃত এবং দারিদ্র্যতা এবং শুষ্ক এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নীতিমালা নির্দেশিত সুষম উন্নয়ন, কিছু সংখ্যক এলাকায় উন্নত শিক্ষার আলোচনা, নারীদের উন্নয়নের জন্য সাধারণ নীতিমালা, নারীর পরিবেশগত প্রতিরক্ষার সাথে জড়িত । পরিবেশগত অসুবিধার জন্য স্থানান্তরকে উৎসাহ দেয়া এবং শিশু পালন অবস্থাকে উন্নত করা ইত্যাদি পলিসি নির্দেশ করে ।

প্যাঙ্গারী, ভাসুধা লোকৌর, ভারতের নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যু । নেটওয়ার্ক পেপার ৮৮, আগরিন । ODL অ্যাগরিকালচার রিসার্স এন্ড এক্সটেনাশন নেটওয়ার্ক, জুলাই ১৯৯৮ ।

বুড়ুয়া, বিপাশা, নর্মদা ভ্যালী প্রকল্প: স্থানীয় জনগণের স্থানচ্যুতি এবং নারীর উপর প্রভাব, প্রাকৃতিক সম্পদ ফোরাম ২৩ (১৯৯৯): ৮১-৮৪ ।

প্রধান ওয়েব সাইটসমূহ

UNIFEM'S সুষম উন্নয়ন, * সম্মেলন এবং সামিটের অভিজ্ঞতায় নারীর সুষম উন্নয়নে অবদানের সাথে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতে সংমিশ্রিত করা । http://www.unifem.org/

'জেন্ডার এবং পরিবেশ http://www.genderandenvironment.org/ -র একটি আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী সকল পর্যায়ে পলিসিমেকার হিসেবে নারীর ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং সবার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক সুশাসন একটি স্বাস্থ্যবান ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা ।

কেসস্টাডি সমূহ

পূর্ণাঙ্গ কেসস্টাডিগুলো রিসোর্স গাইডটির বর্ধিত অংশে পাওয়া যাবে:

- ব্রাজিল: নারী নেতৃত্বের সচেতন প্রতিপালন ।
- গুয়েতেমালা:"আল নারানো" নদীর অববাহিকার সংগঠনসমূহে নারী ও পুরুষের পানির চাহিদা মেটানো ।

৩.৯ জেন্ডার ও মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ড

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জীবন-জীবিকা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা স্বীকৃত একটি বিষয়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই মৎস্য খাতে নারীর অবদান পুরুষদের তুলনায় যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে নারীরা মাছ ধরার ব্যবসা বা অন্যান্য কোজ যেমন:- সমুদ্রজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ ও বাজারজাতকরার ক্ষেত্রে প্রাক ও পরবর্তী কাজের সাথে যুক্ত থাকে।

নারী-পুরুষ মাছ ধরা ও ব্যবসায় একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ মধ্য সমুদ্রে বড় আকারের নৌকা চালিয়ে মাছ ধরে থাকে, অথচ নারীরা সাগর তীরবর্তী এলাকায় ছোট নৌকা বা ডোঙ্গা নিয়ে মাছ ধরে। অনেক নারীদের প্রাথমিক পর্যায়ের হাতিয়ার বা সরল যন্ত্রাদি নিয়ে মাছ ধরতে দেখা যায় তারা জলের মধ্যে হেঁটে শামুক-ঝিনুক-চিংড়ি-সামুদ্রিক আগাছা সংগ্রহ করে থাকে। ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ে, নারীরা সমুদ্র তীরে সময়সাপেক্ষ ও দক্ষ কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। উদাহরণ: জাল তৈরি- বিক্রি, মাছ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ।

মৎস্য সম্পদ এ জেন্ডার ধারনা:

প্রথিবীর অনেক দেশে নারীরা সমুদ্র তীরবর্তী, উপকূলীয় জলাশয়, খাল-বিল, নদী নালায় মাছ ধরে। আফ্রিকার নারীরা নদী ও পুকুরে মাছ ধরে, এশিয়া মহাদেশ যেখানে মাছ ও সমুদ্রজাত খাদ্য মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যভ্যাসের তালিকায় প্রধান, সেখানে নারীরা প্রধানত ক্ষুদ্র ও বানিজ্যিক মৎস্য ব্যবসার কাজে নিযোজিত, দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে নারীরা লোনা পানি থেকে চিংড়ি আহরণ করে। লাওস ও থাইল্যান্ড এ নারীরা খালে মাছ ধরে। ফিলিপাইনের নারীদের ডোঙ্গাঁ নিয়ে উপহ্রদে মাছ ধরতে দেখা যায়। সাধারণত: মৎস্য চাষের উন্নয়নে নারীদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই মাছের খাদ্য প্রদান ও মাছ আহরণ পরে প্রক্রিয়াজাত করণের কাজটি করে থাকে, লেসোথো ও দক্ষিন আফ্রিকার অন্যান্য দেশের নারীরা বিশ্বখাদ্য সংস্থা সমর্থিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং পরবর্তীতে তারাই আবার গৃহস্থালী পুকুরের পরিচালকে পরিনত হয়। তাদের পরিচালনায় পুকুর গুলোতে যে মাছ উৎপাদিত হয় তা পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পুরনের পরে বাজার জাত করা হয় এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ নারী ও শিশুরা সমুদ্র তীরবর্তী লোনা জলে পায়ে হেঁটে ঝিনুক শামুক সংগ্রহ করে পারিবারিক আয় ও পুষ্টি যোগান দেয়, (এফএও, ২০০৪)

কিছু অঞ্চলে নারী গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য/মাছ ব্যবসায়ীতে পরিনত হয়েছে। উদাহরণ: ইউরোপীয় ইউনিয়নে সমগ্র মৎস্য শিল্পের ৩৯% নারীদের নিয়ন্ত্রণে। এই সব নারীরা নিজ সংসার ও এলাকার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমানে আয় করে থাকে, এভাবেই নারীরা মৎস্যখাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অর্থ, আয় ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা মৎস্য ব্যবসায় অর্থ বিনিময়ে সক্ষম।

জেন্ডার ও মৎস্যখাতের প্রধান বিষয় গুলো:

মৎস্যখাতে নারীদের ভূমিকা লিপিবদ্ধকরণে ঘাটতি আছে এবং এটি কিছু উৎপাদক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ মৎস্য খাতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালাকে প্রভাবিত

করে। ফলে মৎস্যখাতে পুরুষদের অন্তর্ভূক্ততার বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এবং নারীদের মাছ প্রক্রিয়াজাত বাজারজাত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে অবহেলিত থেকে যায়।

দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো গবেষণাকর্ম আবার জেন্ডার ধারণার বিষয়ে উদাসীন থাকে। তাই জীবন-জীবিকার সার্বিক চিত্র অনুধাবনে গবেষকরা ব্যর্থ হন। এমন গবেষক আছেন যারা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কারনে ও পুরুষরা নারীদের চাইতে ভাল বলবে এই ধারনা দ্বারা প্রকাশিত হল এবং ফলাফল স্বরূপ নারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ ও আলোচনায় সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হন।

তৃতীয়তঃ জাতীয় পর্যায়ে মৎস্যখাতের তথ্যকে কৃষি খাতের তথ্যের সাথে একীভূত করে উপস্থাপন করা হয়। ফলে নারী-পুরুষের তথ্য বা জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সেখানে অনুপস্থিত থাকে। এভাবে মৎস্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি দ্বিগুন কঠিন হয়ে পড়ে।

মৎস্য ব্যবসা/চাষের ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজনে দেখা যায়, নারীরা প্রধাণত: মাছ ধরার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের কার্যাবলী ও অর্থায়নের কাছে নিয়োজিত। এভাবে মাছ ধরার প্রধানতম কাজগুলোতে নারীদের উপস্থিতি বিরল হয়ে পড়ে। মাছের স্বল্পতা ও অর্থনৈতিক মন্দাভাব জেলে সম্প্রদায়ের নারীদের উপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সম্পদে প্রত্যক্ষ অধিকারের বিষয়টি জটিল, কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের মাছ ধরার কাজ না করার পেছনে কোনো সাংস্কৃতিক কারণ নেই। বরং দৈহিক শক্তি বিবেচেনায় নারীদের চাইতে পুরুষদের বেশী মাত্রায়ও মাছ ধরায় উৎসাহিত করা হয়। আবার এটিও অনেক সময় বিবেচনা করা হয় যে, পুরুষদের মতো করে নারীদের পক্ষে একনাগাড়ে বহুদিন মাছ ধরার নৌকায় অবস্থান করা কঠিন। আর তাই সমুদ্রতীর সংলগ্ন এলাকার উপকুলে নারীদের মাছ ধরতে দেখা যায়। যেমনটি আমরা দেখি গাম্বিয়ার সাত্ত টোম-এ এবং সেনেগালে, অবশ্য, সেখানে নারীরা ডোঙগাঁর মালিক, সেখানে নারীরা মন্দা ঋতুতে মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পুরুষদের নিয়োগ করে। এর সাথে স্বাভাবিকভাবেই নারীদের উপর সেই সব পুরুষ জেলেদের নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি চলে আসে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের কর্তৃত্বকে অবহেলা করে পুরুষদের মাছ চুরি, ভিন্ন ঘাটে মাছ অবতরণও ডোঙ্গাঁ ফেলে দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। আর তাই গাম্বিয়ার তান্দ্ধি এবং নাইজেরিয়ার ইপাটা জেব্বা সম্প্রদায়ে দেখা যায়, জেলে পল্লীর নারীদের একটি নির্দিষ্ট জেটি/অবতরণস্থল নিয়ে আন্দোলন করতে যেন পুরুষরা নির্ধারিত স্থানে আহরিত মাছ ও ডোঙ্গাঁ অবতরণে বাধ্য থাকবে। (হর্নম্যান্স এবং জ্যালোম, ১৯৯৭)।

গবেষকরা (ব্যানেট সম্পাদিত) সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রভাব/আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টিকে প্রভাবিত করেন। নারীদের খুব কম সময়ই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকতে দেখা যায়, যদিও তাদের নিধারার কার্যক্রম সামুদ্রিক সম্পদের উপর তাদের নির্ভরশীল, বর্তমানে মৎস্যসম্পদ পরিচালনার রীতিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অথবা স্থানীয় গ্রামীণ কাউন্সিলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি বিরল। নাইজারে দেখা যায়, গ্রামীণ বয়োজ্যেষ্ঠদের কাউন্সিলে চুড়ান্ত পর্যায়ে ২ জন নারীকে স্থান করে নিতে এবং এটি সম্ভব হয় নারী পুরুষের সমতার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে। এই উদাহরণ থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেটি হলো স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো ও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পদ ও অর্থনৈতিক পুঁজিতে অধিকার গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে যা কিনা বাজার ও বানিজ্যে একটি ক্ষমতাবান কৌশল। সেনেগালে বহু নারী, পুরুষ জেলেদের চাইতে শক্ত অবস্থানে আছে। তাদের কখনও কখনও পুঁজি ও উৎপাদনের উপায়ে অধিকার থাকে এবং পুরুষরা তাদের অধীনে কাজ করে তবে, সুষ্ঠু ভাবে ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে এবং বাস্তব ক্ষমতা কাঠামো মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে।

মৎস্যখাতে জেন্ডার সচেতন মাপকাঠি:

১৯৭৫ সালে আন্তজার্তিক নারী দশক শুরু হবার পর থেকে নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া শুরু হয়, যা কি-না নারী পুরুষে সমতার প্রশ্নে ভারসাম্য আনতে সহায়তা করেছে, এই উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি মূলত কয়েকটি বিষয়কে তুলে ধরে:

- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ ও বর্ধিত সেবা প্রদান ।
- শিশু যত্ন, পায়খানা ও পুষ্টিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ।
- নারীদের কাজের চাপ হ্রাস করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- অদিক মাত্রায় আয়মূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি ও ঋণ সুবিধা ।
- নারীদের সমাজের কার্যক্রম, সিদ্ধান্তগ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর কাজে সক্রিয় করে তোলা ।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো জেলে সম্প্রদায়ের নারীদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকে, মৎস্য প্রকল্প নারীদের উন্নয়ন, নেতৃত্ব চচা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখে যা তাদের ও এলাকার উন্নয়নকে প্রভাবিত করে ।

অবকাঠামোগত উন্নতি:

নারীদের প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিতকরতে কিছু সহযোগিতা প্রদান করা হয় । আফ্রিকার কিছু দেশে রাস্তা ও বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নারীদের মাছ বাজারজাতকরণ ও বণ্টনের কাজটিকে অনেক সহজ করেছে । ভৌত অবকাঠামো সরাসরি নারীদের কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে । এতে করে নারীরা ঘরে ও বাইরে তাদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারছে এবং পরিবারে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে । ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা নিজ পরিবারে খাদ্য পুষ্টি ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে ব্যয় করতে পারছে । গৃহস্থালী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা থাকা প্রয়োজন এবং বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ, ব্যাংক ও ঋণ সেবার মাধ্যমে এই সহায়তা প্রদান করা হয় ।

ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ:

মৎস্যখাতে নারীদের সক্রিয় করে তোলার অন্যতম উপায় হলো ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, যেমন- ম্যানগ্রোভ, সমুদ্রতীর বা উপহ্রদে পরিচালনা কৌশল বাস্তবায়ন । বিভিন্ন জীব-উদ্ভিদ প্রজাতি চিহ্নিত করতে নারীদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে এবং কী ধরনের সমস্যা জীব-উদ্ভিদ প্রজাতিকে আক্রান্ত করে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে । ফলে নারীরা নিজ নিজ পদক্ষেপের মাধ্যমে তা সমাধান করতে পারবে ।

নেটওয়াকিং:

নির্দিষ্ট কম্যুনিটি/এলাকা/সম্প্রদায় পরিচালনায় নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম। এইসব ফোরামের মাধ্যমে তারা তথ্য বিনিময় ও শিক্ষণের পথ খুঁজে পেতে পারে।

গবেষণা:

মৎস্য খাতে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর গবেষনা লিঙ্গ ভারসাম্য আনতে সহায়ক হবে:

- দেশের চাহিদা নিরূপন, বিশেষতঃ মৎস্যখাতে জেন্ডার ধারণা।
- মৎস্য সম্পর্কে নারীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, প্রতিষ্ঠান ও দক্ষতার তথ্য লিপিবদ্ধকরণ।
- প্রথাগত পরিচালন পদ্ধতি নিরূপণ ও লিপিবদ্ধকরণ এর মাধ্যমে কীভাবে এই বিষয়গুলো পরিবর্তিত অথবা পরিবর্ধিত হয়েছে।
- গ্রামীণ উপকূল সম্প্রদায়ে মাছ ধরার ও সমুদ্র জাত খাদ্য উপভোগের ধরন।
- ইতিমধ্যে বাস্তবায়নকৃত ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সার্থকতার মাপকাঠি গঠন।
- স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিত প্রজাতি ও বন্টনের ধরনের একটি এবং
- প্রাচুয্য ও বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী মাছের উৎপাদক নিরূপন এবং চিহ্নিত সমস্য তুলে ধরার সমস্যাবলী।

সহায়ক তথ্য:

আগুইলার, এল, ২০০২. উপকূল অঞ্চলে মৎস্যখাত ও মৎস্যচাষ: লিঙ্গ পার্থক্য জেনেভা: আইইউসিএন সারসংক্ষেপ।

এফএও, ২০০৪ঃ লিঙ্গ ও খাদ্য নিরাপত্তা মৎস্য খাত, সূত্র http://www.fao.org/gender/en/fish-e.htm

হর্নম্যানস, বি. ডব্লিউ, এবং ব.এম. জ্যালো (সম্পাদিত), ১৯৯৭. দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলেদের লিঙ্গ ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালার রিপোর্ট, ডিসেম্বর ১১-১৩ ১৯৯৬, লোমত্র. কটোনে: দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলেদের সমন্বিত উন্নয়নের কর্মসূচি আইডিএএফ/ডব্লিউপি/৯৭. পাওয়া যাবে: http://www/fao.org/DOCREP/XO20Se/x0205e00.htm

ভেইটাইয়াকি, জোয়েলি ও আইরিন নোয়াজেক, ২০০৩ শূন্যস্থান পূরণ: স্বজাত্য গবেষক, মৎস্যখাত ও লিঙ্গ বিশ্লেষন, এসপিসি মৎস্যখাতে নারীর তথ্য, বুলেটিন নং-৩, সূত্র: http://www.spc.int/cuastfish/News/WIF/WIFI3/Veitagki.pdf

বেনেট, এলিজাবেথ, ভ্যালেট, হেলেন র‍্যায় মাইগা, কাসুম ইয়াকোবা ও মডেষ্টা মেডার্ভ, ২০০৪. গবেষণার ক্ষেত্র: মৎস্যখাতে লিঙ্গ ও অভিযোজন কৌশল.

অতিরিক্ত তথ্যসূত্র:

আরমানজা মানডানডা, ২০০৩. ওগান্তর লেক ভিক্টোরিয়ার জেলে সম্প্রদায়ে বানিজ্যিকিকরন ও লিঙ্গ ভূমিকা. নারী ও লিঙ্গ বিষয়, মাকারেরে বিশ্ববিদ্যালয়, কাম্পালা, উগান্ডা, সূত্র : http://www.wpugnet.org/Documents/CommercialijationGenderRolesLakeVicter.doc#_toc59246071

হুন্ডিকন, বি.আর, টেমপেলম্যান, ডি.ই.ও এ.এস.লিফ্, ১৯৯০. দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলেদের প্রোগ্রামে নারীদের কার্যক্রম ও এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকের রিপোর্ট আইডিএএফ ওয়ার্কিং পেপার-৩০, কন্টিনিউ: দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলেদের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প আইসিএসএফ, ১৯৯৭ প্রথমে নারী: ভারতের আইসিএসএফ এর মৎস্যখাত কর্মসূচিতে নারী সংখ্যা-১, চেন্নাই, মৎস্য কর্মীদের আন্তর্জাতিক যৌথ সমর্থন (সমুদ্র ডসিয়ার, মৎস্যচাষে নারী, সিরিজ নং ২)

রাথগেবার, ইভা, ২০০৩ শুষ্ক কল পানি ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গ ও দারিদ্র. যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন সূত্র: ftp:/ftp.fao.org/docrep/fao/005/AC855E/AC855EUO.pdf

সাটিয়া, বি.পি ও সি.জেড. ওয়েটোহোস্যু, (সম্পাদিত) ১৯৯৬. জেলে সম্প্রদায়ে লিঙ্গ বিষয়ে নারীর প্রধান ভূমিকার উপর কার্যকরী দলের তথ্যবিবরণ. আইডিএএফ ওয়াকিং পেপার- ৭৯, কন্টিনিউ: দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের সমন্বিত উন্নয়নের কর্মসূচি (আইডিএএফ).

সিয়ার, এস.ডি. ও এল.এম. কানেবা, ১৯৯৮. ফিলিপিনের একটি জেলে গ্রামে নারী ও টেকসই উন্নয়ন প্রশ্ন, বিশ্ব প্রতিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সাময়িকী, ৫ (১), পিপি. ৫১-৫৮.

টোরে, আই, ১৯৯৬. ব্রুফুট ও গুনজুর সম্প্রদায়ের নারী সংগঠন ও গাম্বিয়ার টেকসই উন্নয়নে প্রভাববিস্তারকারী বিষয়ের উপর গবেষনা. আইডিএএফ. ওয়াকিং পেপার # ৮৮, কটোস্যু: দক্ষিনআফ্রিকার ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের সমন্বিত উন্নয়ন কমৃসূচী.

প্রধান ওয়েব সূত্র:

যুক্তরাষ্টের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, এফএও ক্ষুধা নিবারনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দেয়, লিঙ্গ ও খাদ্য নিরাপত্তার সূত্রটি বহু বিষয়ে তথ্য তুলে ধরে: কৃষি, শ্রমবিভাহজন, পরিবেশ, বনায়ন, পুষ্টি, মৎস্য খাত, গ্রামীণ অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও শিক্ষা ।

www.fao.org/Gender/

আই সি এস এফ-নারী কর্মসূচি:

মৎস্য কর্মীদের আন্তর্জাতিক যৌথ সমর্থন (আই সি এশ এফ) একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যা সমতাপূর্ণ, জেন্ডারভিত্তিক, স্বনির্ভর ও টেকসই মাছ চাষের জন্য কাজ করে থাকে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র মাত্রার ও ক্ষুদ্র জেলেদের ক্ষেত্রে । এফএও আয়োজিত মৎস্য সম্পদ পরিচালনা ও উন্নয়নের বিশ্ব পরামর্শ সভার পাশাপাশি ১৯৮৪ সালে মৎস্য কর্মী ও তাদের সমর্থকদের নিয়ে সংগঠিত ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভায় থেকে আইসিএসএফ এর নির্দেশ গুলো চলে আসে ।

কেসষ্টাডি:

এই মূল নির্দেশিকার শেষে অতিরিক্ত অংশে সম্পূর্ন কেসস্টাডি সংযোজিত আছে ।

- সেনেগালঃ সায়ার এর মৎস্য সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদের জন্য পরিচালনার একটি মডেলে নারীর ভূমিকা ।
- তানজানিয়া ঃ লিঙ্গ ও স্বাদু পানির সম্পদ প্রতিরক্ষা ।

৩.১০ জেন্ডার এবং উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

টেকসই/সহনীয় উপকূল-সামুদ্রিক অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য ও অসমতার বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা, জলজ সম্পদকে ঘিরে নারী ও পুরুষের

চাহিদা এবং আগ্রহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ, সকল ধরনের জলজ সম্পদকে ঘিরে নারী-পুরুষের অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, সুবিধাধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় গুলো "জেন্ডার" ধারণার মাধ্যমে বিভাজিত।

উপকূল অঞ্চলে জেন্ডার সমতা

অন্যান্য পরিবেশের মতো উপকূল অঞ্চলেও নারী ও পুরুষ গুরুত্বপূর্ন অথচ উৎপাদনশীল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা পালন করে। ভিন্ন মাত্রায় সম্পদ ব্যবহারের ধরন, ভূমি অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রাদি, শ্রম, পুঁজি, আয়, শিক্ষা গ্রহণ ও ব্যবহারে নারী ও পুরুষে পার্থক্য আছে। (আনন, ১৯৯৪, ইনগেন সম্পাদিত ২০০০)

উপকূলের নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে মৎস্য খাতে পার্থক্যের বিষয়টি উল্ল্যেখযোগ্যভাবে বর্ণিত আছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষরা সমুদ্র দূরবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরে অথচ নারী প্রধানত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বা মূল ভূখন্ডের জলাশয়ে মাছ ধরে। নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় মাছ ধরার পরবর্তীকালীন কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের নারীদের এই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এই শ্রম বিভাজনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে, কেননা নারীদের শ্রম অধিকাংশ সময় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে না অথবা তারা পুরুষদের সমান বিনিয়োগ সুবিধা পায় না। বিনিয়োগ সুবিধা বলতে এখানে প্রযুক্তিগত সুবিধা, ঋণ এবং প্রশিক্ষণকে বুঝান হয়েছে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের অর্থনৈতিক কাজকে কোন ধরণ করা কঠিন যেখানে নারীরা এক সাথে নানা ধরনের কাজ করতে উদ্যোগী, (যেমন: এক সাথে মৎস্যচাষ সবজী চাষ বা শুটকি তৈরি), পুরুষরা সেখানে কেবলমাত্র এক ধরনের কাজে মনোনিবেশ করে থাকে। উপকূলের জল সম্পদে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে পার্থক্য আছে। সম্পদ ও সম্পদের আয় ভোগের অধিকার, বৈধ অধিকার ও সম্পত্তি অধিকারের ঐতিহ্যগত/প্রথাগত রীতিসিদ্ধ সত্ত্বে দ্বন্দ দেখা যায়।

নারীরা নিজ নামে সম্পত্তি অধিকারের বদলে সংসারে পুরুষ সদস্যের (যেমন: বাবা, ভাই, স্বামী) মাধ্যমে ভূমি অধিকার লাভ করে। ভূমি অধিকার ও স্বত্বের বিষয়টি এই কারনে গুরুত্বপূর্ন যে, এটি মূলতঃ ভূমি ব্যবহারের রীতিগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে, যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সহযোগিতামূলক সেবা যেমন- ঋণ ও বর্ধিত সেবার ক্ষেত্রে ভূমি স্বত্ত্বাধিকারীর সাথে আলোচনা করা হয়। উপকূল অঞ্চল পরিচালনার সিদ্ধান্ত প্রায়ই নারী অংশগ্রহণকারী ও সেবাজীবিদের নেতৃত্ব ও মতামত/ধারণাকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করা হয়। কারন উপকূল অঞ্চলে পরিচালনায় রীতিগত ও স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অধিকার অনেকাংশেই কম।

পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনায়, উপকূল অঞ্চলের ক্রমবধমান বিপদাপন্নতা বিশেষ করে নারীদের উপর মনোনিবেশ করা জরুরী। উদাহরণ হিসেবে ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামী-র কথা

বলা যায়, যেখানে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ধরনের প্রভাব ছিল লক্ষ্যনীয়। আর এটি মূলতঃ উৎপাদনশীল ও প্রজনন কার্যক্রমে লিঙ্গগত শ্রম বিভাজনের কারণে প্রকট আকার ধারন করে। পুরুষরা ঐতিহ্যগত ভাবে সমুদ্র দূরবর্তী অঞ্চলে মাছ ধরার ও বাজারজাতকরণের কাজে নিয়োজিত ছিলো। অন্যদিকে নারীরা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় মাছ প্রক্রিয়াজাত করার কাজে লিপ্ত ছিলো। ফলে নারী ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সুনামী-পরবর্তী কালে নারী-পুরুষকে ঘিরে নানা ধরনের রিলিফ ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টা অব্যহত ছিল। লিঙ্গ বৈষম্য বোঝা ও পরিমাপ করার বিষয়টি যে কোনো ফলপ্রসূ সাড়াপ্রদানমূলক কাযক্রমের জন্যই জরুরী। সুনামী থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষদের লিঙ্গ পার্থক্য ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ জীবিকা ও পুর্নবাসনের উপায়গুলো উভয় লিঙ্গকে টেকসই সাড়া প্রদানে সহায়তা করে থাকে। (এ পি এফ আই সি, ২০০৫) জেন্ডার ধারনা মূল ধারাকরন ঃ

সুশাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

- পরিকল্পনাকারীরা জেন্ডার ধারণা বিশ্লেষণের কৌশলকে সাথে নিয়ে নারী ও পুরুষের সাথে কাজ করতে পারে, তারা বিভিন্ন বিষয় যেমন: সম্পদের ব্যবহার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এবং এলাকা ভিত্তিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের উপর তথ্য সংগ্রহে নারী পুরুষের সাথে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আগ্রহকে অপরিবর্তনীয় মনে করা চলবে না। লিঙ্গ ভেদে তথ্য সংগ্রহ করে উপকূল অঞ্চল পরিকল্পনা ও প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীদের অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় না নিলে নারীরা অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

- উপকূল অঞ্চলে সুশাসন নিশ্চিত করতে সুধী সমাজের অধিকার বৃদ্ধি করা জরুরী। জেন্ডার ধারণা ও জনসংখ্যার বিষয়ের মাধ্যমে সুধী সমাজ স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপকূলীয় অঞ্চলের সুশাসনের বিষয়টিকে তুলে ধরতে পারে। সুশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরী। যেমন-ফিলিপাইনের পালাওয়ান এর তামবুয়গ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিষয় যেমন-নেতৃত্ব, জনবক্তব্য, পক্ষ সমর্থন, পরিবেশগত সচেতনতা-র উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

পরিবর্তনশীল সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

- নীতিমালার প্রভাব যাচাই করার ক্ষেত্রে, সম্পদের ব্যবহার- অধিকার, গৃহস্থালী, জনসংখ্যা, অভিবাসন, বাজার, চাকুরী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জেন্ডারগত তথ্যাবলী এবং নীতিমালার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, এসব তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, উপকূল অঞ্চল নীতিমালা সাধারণ ভাবে উপকূল অঞ্চলের নারী ও নারীপ্রধান গৃহে নেতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম।

- উপকূল অঞ্চলের সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক জ্ঞানের ব্যবহার প্রয়োজন। উপকূল অঞ্চলের সম্পদ পরিচালনায় সামুদ্রিক, উপকূলীয় ও মোহনার জীববৈচিত্র প্রসঙ্গে নারী-পুরুষের ধারণাগত পার্থক্য দেখা যায়। অনেক দেশে নারীরা প্রধানত সাগর তীরবর্তী বা মূল ভূখন্ডের জলাশয়ে মাছ ধরে থাকে। আফ্রিকার নারীরা নদী ও পুকুরে মাছ ধরে, ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে নারীরা লোনা পানিতে চিংড়ী ধরে। লাওস ও থাইল্যান্ডের নারীরা খালে মাছ ধরে। ফিলিপাইনের নারীরা ডোঙ্গা নিয়ে উপহ্রদ থেকে মাছ ধরে। মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীদের জন্য সামুদ্রিক আগাছা-উদ্ভিদ, শামুক-ঝিনুক সংগ্রহকারী নারী, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের বিশেষ জীবতাত্ত্বিক জ্ঞান আছে।

উদ্ভিদ/জীব পুনরুদ্ধার প্রকল্প

দৈনন্দিন ব্যবহারকারী হিসেবে নারীরা খুব সহজেই জীববৈচিত্র্যের প্রজাতি, প্রাচুর্য ও বিন্যাসে যে কোন ধরনের পরিবর্তনকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে। তাই নারীরা যে কোনো জীববৈচিত্র্য পুনরুস্থাপনে সহায়ক, যে কোন ব্যবস্থাপনা কাজে বাস্তব কাজের ভূমিকা একটি সূত্রপাত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এই বাস্তবধর্মী কাজে বিশাল জনগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত থাকে যা কিনা পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত হয়। জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে ম্যানগ্রোভ, প্রকল্প ও সমুদ্র তীরবর্তী উদ্ভিদ পুনরায় রোপনকে বুঝায়, নারীরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সেনেগালের উপকূল অঞ্চলে দুটো আন্তর্জার্তিক সংস্থা যেমন ঃ আইইউসিএন ও ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল-এর সহায়তায় নারীদের মাধ্যমে ম্যানক্রোর্ভ পুনরুস্থাপনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের জলাভূমি পুনরুস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের উপকূল প্রতিবেশ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা হলে তা উপকূল অঞ্চলের গৃহস্থালীগুলোকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ও টেকসই উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র :

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সৎস্য কমিশন APEC, ২০০৫, নারী ও পুরুষের উপর সুনামীর বিভিন্ন মূখী প্রভাব

http://64.233.183.104/search?q=cache:cfffo5rwkhyj:www.apfic.org/modules/xfsection/download.php%3ffileid%3d22+gender+fisheries&hl=en

ডায়মন্ড, এন, স্কুইলাটট্রি, এল এন্ড হ্যাল, এল, জেড ক্রস, ২০০৪। উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা একত্রীকরণে জেন্ডার এবং জনসংখ্যা সংযোগ পরিচালনা। রোড আইসল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, উপকূলীয় সম্পদ কেন্দ্র। ওয়েব সাইট দেখুন: www.crc.uri.edu/download/WIL_0051.PDF

এফএও, ১৯৯৮। "উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা একত্রীকরণ এবং কৃষি, বন এবং মৎস্য" পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা। ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.fao.org/sd/epdirect/epre0048.htm.

ওরোনিয়ুক বি এবং জে স্কালকোয়া, ১৯৯৮। উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা। কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী। ওয়েব সাইট দেখুন:

www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/12zones.pdf

ভান ইনজেন, টি, কাওয়ী, সি এবং এস, ওয়েলস, ২০০২। উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা। তানজানিয়ার টাঙগার অভিজ্ঞতা থেকে IUCN পূর্ব আফ্রিকার আঞ্চলিক কর্মসূচি।

অতিরিক্ত তথ্যসূত্র

অ্যাগুইলার, এল এবং ক্যাসটেনভা, আই, ২০০১। জেলে, জেলেনী, সাগর এবং ঢেউ সম্পর্কিত: সামদ্রিক উপকূল অঞ্চলে জেন্ডার প্রেক্ষিত।

এফএও, ২০০৪। জেন্ডার এবং খাদ্য নিরাপত্তা। মৎস্যজীবি সংযুক্তি হিসেবে ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.fao.org/Gender/en/fish-e.htm

ম্যাকালিস্টার, ই, ২০০২। "মৎস্য চাষে নারীর ভূমিকা" ডিজি মাছ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টেন্ডার ফিস/২০০০/০১-লট নং-১, সবশেষ রিপোর্ট ১৪৪৩/আর/০৩/ডি। ওয়েব সাইট দেখুন:

www.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/studies/women/index.htm

মাহিন-স্লুইজার, ভ্যান ডার জে এবং এস.; সেন, ১৯৯৪ । জেন্ডার ইস্যুতে মৎস্যবিদদের তথ্য সভা প্রয়োজন ফিল্ড ডকুমেন্ট নং-৩৩, অ্যালকম, হায়ারে, জিম্বাবুয়ে । ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.fao.org/fi/alcom/alcompub.htm

প্রধান ওয়েব সূত্র :

১৯৮৫ সালে কলম্বিয়ায় প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান The Women's Netwrok নারীদের জলজ নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন ধরনের জলজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতিমালা, গবেষণা, আইন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের আগ্রহকে একত্রে নিয়ে আসে । WAN মূলত: সামুদ্রিক/জলজ বিষয়ে আগ্রহী নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে । এছাড়াও স্বতন্ত্র নারী-পুরুষের দল, কর্মসূচি, সংগঠন, চাকুরীর সুযোগ চিহ্নিত করে ও সক্ষতা প্রদান করে এবং এভাবে সামুদ্রিক ও জলজ বিষয় আলোচনা পরামর্শের একটি ফোরাম গঠন করে । www.womensaquatic.net

রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকূল সম্পদ কেন্দ্র বিশ্বব্যাপী উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা/পরিচালনাকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডে উপকূল অঞ্চল পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা

কমৃসূচী গঠন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার পাশাপাশি এই কেন্দ্রটি বিশ্বব্যাপী মানুষের সুবিধার জন্য উপকূল অঞ্চলের সম্পদের টেকসই/স্থায়িত্বশীল ব্যবহারকে নিশ্চিত করে থাকে| www.crc.uri.edu

কেসষ্টাডি:

এই সম্পদ নির্দেশিকার শেষে অতিরিক্ত অংশে সম্পূর্ণ কেসষ্টাডি দেয়া আছে ।

- সেনেগাল: সায়ারের মৎস্য সম্পদ ও সামুদ্রিক পরিবেশে জনসাধারণের পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার মডেল/নমুনায় নারীদের ভূমিকা ।

৩.১১ জেন্ডার ও পানি সম্পর্কিত দুর্যোগ

সূচনা

বিশ্বের সর্বত্র প্রাকৃতিক জলবায়ুর বিভিন্নতা মানবসৃষ্ট বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকে বিশেষ করে নারী, দরিদ্র এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক ঝুঁকির সম্মুখীন করে।[১] আমাদের জলবায়ুতে সংঘটিত বন্যা এবং খরার প্রভাবকে আবহাওয়ার সাধারণ পরিক্রমা হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু এর প্রভাবের জন্য দায়ী মনুষ্য সৃষ্ট কার্যক্রম, যেমন;ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ উত্তোলন, বন্যা প্রবণ এলাকায় বাধ নির্মাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ভূমি ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন, বন ধ্বংস, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানব বসতি স্থাপন ইত্যাদি। যে সকল এলাকা পর্যায়ক্রমিক ভাবে খরা ও বন্যা প্রবন সেখানে নারী ও পুরুষের জন্য উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ এবং জেন্ডারভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে বের করা দরকার যাতে মৌসুমি জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিশেষভাবে পানি, ভূমি সম্পদ, ফসল এবং গবাদীপশু সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অভিগম্যতা, স্থানান্তরকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে নারী ও পুরুষদের সম্পৃক্ত করা যায়। (মালেক ও দিক্ষিত, ১৯৯৪; ইয়ামিন ও অন্যান্য, ২০০৫)

জেন্ডার, বিপন্নতা এবং দুর্যোগ উপলব্ধি করাঃ

দারিদ্র্য বিপন্নতার একটি মৌলিক ক্ষেত্র। সকল দরিদ্র মানুষই বিপন্ন কিন্তু সকল বিপন্ন মানুষ দরিদ্র নয় (একশন এইড, ২০০৫:৭)। বিপন্নতা দারিদ্র্যের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা একই সাথে ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রক্রিয়ায় দুর্যোগের অসম ঝুঁকির কারণে এটি পরিবর্তনের সক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। "ভৌগলিক বিপন্নতার" (ফোর্ডহাম ১৯৯৯) ক্ষেত্রে দুর্যোগের ধারণা প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ও দ্বৈত ভূমিকা রাখছে। কিন্তু আগে থেকেই ভৌত ও সামাজিক সুযোগ সম্পর্কিত প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত ভূমিকা বিপন্নতাকে বাড়াচ্ছে। জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধানে বসবাসের স্থান ও ধরন, ভৌত কাঠামোতে অভিগম্যতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া, সমাজিক পুঁজির ধরন এবং বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং জীবনযাত্রা পরিচালনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (টুইগ, ২০০১)।

বিশ্বের সর্বত্র দরিদ্র নারী, শিশু এবং বৃদ্ধরা 'বিপন্নতার বোঝা' বহন করে চলছে। যা তাদের ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এমন কী ধর্ম, বর্ণ, আদীবাসী সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে দিচ্ছে (ওয়িসনার ও অন্যান্য, ২০০৪)। নারীর বিভিন্ন ধরনের কাজ, উৎপাদনশীল সম্পদে নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং জীবন-যাপনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যেমন, আনুষ্ঠানিক ঋণ, ক্ষুদ্র বীমা এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা (যেমন,বন্যা প্রবণ এলাকায় সাঁতার জানা)সহ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা (যেমন, পর্দা প্রথা) দুর্যোগের প্রভাবকে তীব্রতর করে। একই সাথে দুর্যোগ নিরসন প্রক্রিয়া, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তায় নারীদের ভিন্নতার কথা এবং সামাজিক ভিন্নতায় প্রয়োজনের বিষয়কে বিবেচনায় না নেয়ায় নারীর অধিকার লংঘিত হচ্ছে (অরিয়াবন্দু এবং উকরামাসিংহ, ২০০৩:৪৫) ।

জেন্ডার প্রেক্ষিতে বন্যা এবং খরার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব

খরা ফসল হানি অথবা কম উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। যেটি নগরে স্থানান্তর, ক্ষুধা এবং কখনও কখনও অনাহারের পরিস্থিতিও সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও

[১] প্রাকৃতিক জলবায়ুর ভিন্নতা বলতে বুঝায় বৃষ্টির পরিমান ও ব্যাপ্তি। অপরদিকে মানব সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হতে পারে যেমন গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের দ্বরা ধরিত্রী উষ্ণতার প্রভাবে।

কখনও কখনও বিভিন্ন পরোক্ষ প্রভাব ফেলে থাকে যেমন, পানির স্বল্পতা রোগ ছড়াতে পারে কারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানি, পয়ঃনিস্কাশন (স্যানিটেশন) এবং স্বাস্থ্যবিধির অপর্যাপ্ততা রয়েছে। অতিসম্প্রতি বন্যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের বন্যা যেমন- নদীবাহিত সাময়িক বন্যার একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যা পরিবেশের ভারসাম্য এবং বৈচিত্র রক্ষা, মাছের বংশ বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির পুনসঞ্চায়ন নিশ্চিত, জলপথের পরিবহণ সুযোগ সৃষ্টি এবং মাটিতে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অতি সম্প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বন ধ্বংস, জলাভূমি ধ্বংস, অপরিকল্পিত অবকাঠামো ব্যবস্থার প্রভাব বন্যার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে জীবন-যাত্রা, ভূমি ব্যবহার, বাড়ি-ঘর এবং সরকারি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নগরের আকস্মিক বন্যা মারাত্মক প্রভাব ফেলে। নারী-পুরুষের ভিন্নতার ক্ষেত্রে বন্যা ও খরার প্রভাব সংক্রান্ত উপাত্তের অপ্রতুলতা থাকলেও নিম্নে বন্যা বিষয়ক কিছু গবেষণামূলক তথ্য এবং জেন্ডার পার্থক্যের প্রভাবের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

অর্থনৈতিক প্রভাব

বিনামূল্যের কাজে অতিরিক্ত সময় ব্যয়:

- খরা প্রবণ এলাকায় নারীরা গৃহস্থালীর পানি সংগ্রহে অধিক সময় ও শ্রম ব্যয় করে থাকে। যা উৎপাদনশীল কাজের জন্য নির্ধারিত সময়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে (ইনারসন, ২০০০);

- বন্যা পরবর্তী সময়ে বাড়ি-ঘর মেরামতে সহায়তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে নারীদের কাজের পরিমাণ বেড়ে যায় (নাসরিন, ২০০০);

সম্পদ এবং অধিকারহানি:

- বন্যার ফলে ভূমি, সংরক্ষিত বীজ এবং গবাগিপশু ধ্বংসের কারণে কৃষাণীরা খাদ্য নিরাপত্তা হারায়;

- পরিবারগুলো পারিবারিক সম্পদ অথবা নারীর অলংকার বন্ধক দিতে বাধ্য হয়;

- খাদ্য গ্রহণের ধরন এবং খাদ্যে অভিগম্যতা জেন্ডার পার্থক্যকের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়;

উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ হ্রাস:

- গ্রাম ও শহর এলাকায় নারী শ্রমিকরা মজুরীর বিনিময়ে কাজের উৎস হারায় বা সেখানে তাদের অভিগম্যতা থাকেনা (ইনারসন এবং মরো ১৯৯৮);

- যে সকল নারী দুর্যোগকালে এলাকায়ই থাকেন তারা সরকারি ত্রান কর্মসূচির কাজে অংশ নেন। যা তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য এবং স্বাস্থ্যের উপরও এর প্রভাব পড়ে (ফারনান্দো এবং ফারনান্দো ১৯৯৭);

- কোনো কোনো মৌসুমে অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য যখন পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্য স্থানান্তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যান তখন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ভূমি ব্যবস্থাপনা অথবা অন্যকোনো প্রয়োজনীয় কাজের বাড়তি চাপ নারীর উপর চলে আসে;

সামাজিক প্রভাব

শিক্ষা:

- বছর ব্যাপী বিস্তৃত খরা ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয়ে ভর্তি/ উপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে;

- বন্যা উপদ্রুত এলাকায় পানি সরে না যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকে আবার উচু জায়গায় স্থাপিত বিদ্যালয়গুলোও বন্যার সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়;

স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন:

- খরা মৌসুমে খুব কম পরিমাণ পানি থাকে যা নারীর গোসল বিশেষ করে মাসিককালীন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি চর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে;

- বন্যা পরবর্তী সময়ে পয়ঃনিস্কাশন (স্যানিটেশন) সুবিধা যথেষ্ঠ কম থাকে। ফলে মলমূত্র ত্যাগের জন্য নিরাপদ জায়গার অভাবে নারীরা বিশেষ করে বয়স্ক নারীরা বাধ্য হয়েই কম পরিমাণ পানীয় জল গ্রহণ করে। এ সময়ই তাদের মূত্রনালীর সংক্রমণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অসুখ দেখ দেয়;

- যখনই মেয়েরা কোনো কমিউনিটি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করে তখন মাঝে মধ্যে অজানা পরিবেশের কারণে তাদের নিরাপত্তার জন্য দলবদ্ধ ভাবে কোথাও গমন করে;

দ্বন্দ এবং জেন্ডার সহিংসতা:

- খরা প্রবণ এলাকায় পানি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষমান নারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়; (www.utthangujarat.org)

- পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত নারীরা যেমন যেমন-ভারতে দলিত এবং আদিবাসীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে (মালেকার,২০০০)এবং কখনও কখনও তাদের যৌন কাজেও বাধ্য করা হয়।

কমিউনিটিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে কৌশল গ্রহণ:

ঐতিহাসিকভাবেই বন্যা ও খরা প্রবণ এলাকার নারী-পুরুষরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদের পরিবারকে প্রস্তুত রাখা, সম্পদ রক্ষা এবং জীবনযাত্রার নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব কৌশল ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে বীজ সংরক্ষণ এবং শুকনো খাবার প্রস্তুতের বিষয়টি। যা বন্যা চলাকালে খাদ্য সহায়তা এবং পরবর্তী সময়ে চাষের কাজে সহায়তা করে থাকে। মাটি ও পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে (যেমন- ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা)। জীবনযাত্রায় বৈচিত্রময়তা সৃষ্টিতে অকৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ অথবা মৌসুমী স্থানান্তরের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা বন্যা এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য কৌশল হিসেবে নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও খরা ঠেকাতে বাড়ির ছাদে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি, জর্ডানের কমশুস্ক উপত্তাকা, পূর্ব

আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উচু সমতল ভূমি এলাকায় পারিবারিক পর্যায়ে পানি সরবরাহ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে (www.idrc.ca) ।

এনজিও এবং অন্যান্য নাগরিক সংগঠনগুলো পরিবার এবং কমিউনিটিকে তাদের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে সক্ষম করে তুলতে দক্ষতা ও সম্পদ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে । উদাহরণসরূপ বলা যায়, নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং আত্মকর্ম সহায়ক দল গঠন (সেলফ হেলফ গ্রুপ) করে তাদের সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র বীমায় অভিগম্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা যা তাদের দুর্যোগের আগে অথবা পরে নারীর গহনা বন্ধক কিংবা গবাদিপশু বিক্রি করা থেকে রক্ষা করবে । আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম-এর সহায়তায় জিম্বাবুয়ে-তে নারীদের সংগঠন গ্রামীণ নারীর পেশার বৈচিত্রময়তা সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ঋণ ঘুর্ণয়মান তহবিল গঠনে সহায়তা করছে (www.oxfamamerica.org/emergency/art3158.html) ।

এছাড়াও অনেক এনজিও রয়েছে যারা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীদের অংশগ্রহণ যুক্ত করতে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার ও মানব নিরাপত্তা বিধান এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করছে ।

দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ

যদিও হুগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশনে (আইএসডিআর, ২০০৫) সকল প্রকার দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বিষয়টিকে সমন্বিতভাবে রাখার কথার বলা হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রগুলো অদূরদর্শীতার সাথে দুর্যোগকালে সাড়া প্রদান করছে । যেমন- খরাকালীন ত্রাণ হিসেবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি অথবা বন্যা কবলিত পরিবারগুলোর জন্য খাদ্য সহায়তা । এ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং দুর্বল পরিকল্পনা থাকার পরও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে । সুশীল সমাজ বিশেষ করে দুর্যোগের আগে এবং পরে জেন্ডার সংবেদশীল পেশাজীবিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডার পার্থক্যের ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজন, অগ্রাধিকার, দক্ষতা এবং সক্ষমতা চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

http://www.gencc.interconnection.org/contact.htm)

বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ যেমন আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় অনুষ্ঠিত মাল্টি স্টেকহোল্ডার ডায়ালগ ২০০১-এ ভূগর্ভস্থ পানির ভিন্নতার ভিত্তিতে কীভাবে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেছে । (http://www.waterandclimate.org)

৩.১২ জেন্ডার, পানি এবং দক্ষতা উন্নয়ন

ভূমিকাঃ

পানি সেক্টরের সকল পর্যায়ে জেন্ডার মূলধারাকে অন্তর্ভুক্ত করতে বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতার উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। পানি সম্পদ, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন (স্যানিটেশন) কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূলের নারীদের অনেক সময় দক্ষতায় ঘাটতি দেখা যায়। পানি সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সাধারণত পুরুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই অবস্থা দূরীকরণে নারীদের জন্য যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। যে সকল কর্মসূচি পুরুষদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোতে দরিদ্র নারীদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকে তুলে ধরা প্রয়োজন।

যাইহোক, দক্ষতা উন্নয়ন ব্যক্তি পর্যায়ের গন্ডির বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। ইল-এওয়ার (El-Awar /2003) দক্ষতা উন্নয়নকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, "স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এর মোকাবেলায় ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং সমাজের সামর্থ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই হলো দক্ষতা উন্নয়ন"। অনেক দেশেরই পানি সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। আবার অনেক দেশেরই পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। পানি সম্পদ ও পয়ঃনিস্কাশন সেক্টরের স্টেকহোল্ডারদের জন্য শক্তিশালী জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচির নীতিমালা ব্যাখ্যা করে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (IWRM) দক্ষতা উন্নয়নে মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণঃ

সমসাময়িক বিবেচনায় দক্ষতা উন্নয়ন বলতে দক্ষতা উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা প্রশিক্ষণকে বুঝালেও এর সাথে সক্ষম পরিবেশ, নীতিকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের বিষয়টিও জড়িত। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণের ধারণা পানি সেক্টরে বিস্তৃতি লাভ করায় জেন্ডারভিত্তিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি, দাতা এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আগ্রহ বেড়েছে। অপরদিকে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহে জেন্ডার বিষয়টিকে মূলধারায় আনা এবং ও নীতিমালা বাস্তবায়নের দক্ষতা খুবই ধীর গতির, যেখানে আরও অনেক সময় দেয়া ও চেষ্টা করা প্রয়োজন।

পানি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের অনেকেরই প্রকৌশল বিদ্যা বা কারিগরি শিক্ষা থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডার এবং সামাজিক সমদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা কম। এ কারণে তাদের কাজে সমন্বিত জেন্ডার প্রেক্ষিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল আর্থসামাজিক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন।

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে নারীর অভিগম্যতা অনেক কম। যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করা থেকে দূরে থাকে এবং তৃণমূলের নারীরা সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে সমস্যায় পড়ে। এই প্রবণতা দূর করতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রয়োজন। তৃণমূলের নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে খন্ডকালীন প্রচেষ্টা হিসেবে না দেখে একে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে। এ জন্য শিক্ষিত কিনা এ বিষয়টি প্রাধান্য না দিয়ে বরং নারীর প্রয়োজন ও মতামতের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়নে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণগুলো জেন্ডার

সংবেদনশীল প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। প্রায়শই দেখা যায় অনুপযুক্ত লোকেরা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের উপর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে এবং আবার যে সকল নারী প্রশিক্ষণ পাচ্ছে তাদের জন্য ব্যবহারিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না।

যা হোক, যখন প্রশিক্ষণ সমূহ বাস্তবসম্মত ভাবে প্রনয়ন করা হবে তখন তা বাস্তবায়নে উপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে। কর্মসূচির পরিকল্পনা অংশগ্রহণকারী নারীর জন্য উপযুক্ত সময় ও স্থানে হতে হবে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা তা সহজেই ব্যবহার করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পানি প্রকল্পের প্রকৃত পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এমভুলা ট্রাস্ট (Mvula trust) সকল পানি কমিটিতে কম পক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ নারী অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছিলো। এই কমিটির সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং নকশা, স্থান এবং প্রযুক্তি পরিবর্তন করা হলে অবশ্যই তাদের পরামর্শ নিতে হবে। এই উদ্যোগই পানি এবং বন বিষয়ক দপ্তর হতে নেয়া হয়েছিলো।

কেসঃ

ভারতের গুজরাটের অনেক গ্রামে গুজরাট ওয়াটার স্াপ্লাই এন্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড (GWSSB) কর্তৃক প্রদানকৃত হ্যান্ডপাম্প পানীয় জলের একমাত্র উৎস। যাহোক, গুজরাট পানি সরবরাহ এবং স্যুয়ারেজ বোর্ড এই পাম্পগুলো পরিচালনা ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগ সমূহের ব্যবস্থা নিতেই ৬ মাস লেগে যায়। তাদের নিজস্ব সদস্যরা যারা মনে করেন যে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা সম্ভব, তাদের উদ্যোগের ফলে SEWA ৪১টি পাম্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরপত্র আহবান করে। কিন্তু গুজরাট ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড নারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। ফলে SEWA একটি এনজিও-কে হ্যান্ডপাম্প মেকানিকদের প্রথম ব্যাচ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এখানেই নারীদের লড়াই শেষ নয়, কারণ গ্রামবাসীরা নারীদের দক্ষতার চাইতে গুজরাট ওয়াটার স্াপ্লাই এন্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড-এর (GWSSB) প্রকৌশলীদের উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করে। পরবর্তীতে SEWA-এর কার্যকর সহায়তায় স্বশিক্ষিত নারী মেকানিকরা গুজরাট ওয়াটার স্াপ্লাই এন্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড-এর (GWSSB) বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং তাদের দক্ষতা গ্রামবাসীদের আস্থার মূল হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে SEWA-এর তৃণমূল পর্যায়ের মেকানিকরা ১৫ শ-এরও বেশি হ্যান্ডপাম্প রক্ষণাবেক্ষণ করছে এমনকী তারা অকার্যকর হ্যান্ডপাম্পগুলো দুই দিনের মধ্যে মেরামত করতে সক্ষম হয়েছে, আগে যা করতে তাদের ৬ সপ্তাহ সময় লাগতো।

সূত্রঃ ভারহাজান এবং SEWA, 2002.

মূল ভূমিকা পালনকারী সংস্থাসমূহ

পানি সংশ্লিষ্ট খাতে মূলধারার জেন্ডার বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন, কর্মসূচি, দাতা সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স এবং আইআরসি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সেন্টার, স্থানীয় প্রযুক্তি ও

সম্পদের উন্নয়নে জ্ঞান ও তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, কমিউনিটি সদস্য এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত রয়েছে। বেসরকারি সংগঠনসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক ভালো ভালো কার্যক্রম বের হয়ে আসলেও এর প্রতিফলন কম কারণ তাদের কর্মসূচির পরিধি খুবই সীমিত।

জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি বাড়ছে এবং অনেক দেশেই উদাহরণসরূপ ভারত এবং নেপালে পানি খাতের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অথবা জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাহোক, এই সেন্টারগুলোর জন্য মধ্যবর্তী ও কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপ্তি বাড়ানোর খুবই কম অবকাশ রয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডারকে আনয়নে দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিঃ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মূলধারার জেন্ডার উন্নয়নে কর্মীর দক্ষতার যাচাই এবং ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেখানে প্রয়োজনীয় আরো দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যেমন, মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং বেসরকারি সংগঠনগুলোতে জেন্ডার মূলধারায় আনায়নের পদ্ধতিসমূহ উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অভ্যন্তীণ জেন্ডার নীতিমালা ও কৌশলসমূহের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ব্যবহার ও প্রতিফলিত হয়। জেন্ডার সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সূচক নির্ধারণ করতে হবে।

সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতায়ন স্থানীয় কমিটিগুলোতে কীভাবে নারী এবং মেয়েদের জন্য লাভজনক হতে পারে তা তুলে ধরা হয়। এখানে দেখানো হয়েছে যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কার্যকর অংশগ্রহণে নারীদের সুযোগ দেয়া হলে প্রকল্প এবং কমিউটির উন্নয়নে তাদের সামর্থ কীভাবে বৃদ্ধি পায়

সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে স্বল্প পরিসরের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সামাজিক দাতা বৃদ্ধিতে কৃষি, মৎস্যজীবি এবং ভূমিহীন পরিবারসমূহের নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক অভিগম্যতা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (WMCA) সহজে সদস্য হওয়ার সুযোগ বাড়িয়েছে। এটা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শতকরা ৩০ ভাগ সংরক্ষিত কোটা নিশ্চিত করে এবং একজন নারী হিসেবে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হয়। সূত্রঃ বেগম, ২০০২।

অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়নে নারী-পুরুষ অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে। এগুলি জনসাধারণের পক্ষপাত এবং পূর্বানুমানমূলক ধারণাসমূহকে চ্যালেঞ্জ করে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে অনুধাবন, সাক্ষাতকার এবং দলীয় কাজকে চিহ্নিত করা হয়। কাঠামোগত বিশ্লেষণের সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক শিখন, জ্ঞান বিনিময় এবং সহজ গ্রহণযোগ্যতা। এই পদ্ধতিসমূহ উত্তর বা দক্ষিন গোলার্ধ যেখানেই হউক না কেন, বিভিন্ন সেক্টরসমূহে বা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে খুবই ফলপ্রসু হিসেবে গ্রমাণিত হয়েছে।

আঞ্চলিক কার্য প্রকল্প হিসেবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (আরএপি-ডব্লিউআরএম) কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক দেম হওটেস ইটুডেস কৃষিকর্মকর্তার একটি অংশরূপে বৃহত্তর উন্নয়নশীল প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ (সিআইইএএম) এবং ইইউ এর কার্যক্রমের কাঠামোবদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষের উৎসের উন্নতি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিমাণ তৈরি এবং আঞ্চলিক সম্পর্কের উন্নতি এই সব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, উত্তোলন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। বিশেষ ক্ষেত্রে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও খোলা প্রযুক্তির রূপান্তর এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি তৈরি করা।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b44/03001793.pdf

লিডংডি, আর. এ, ডি, আর.এ.ডি ডিজং, এন ব্রারোট, বি.এস নাহার, এন মহারাজ এবং এইচ ডারবাই সায়ার, ২০০৩। লিঙ্গ ও পানি রাষ্ট্রদূতগণের প্রতি আইনী দলিল, জি, ডব্লিউ এ, ডেলফট, নেদারল্যান্ড। ওয়েব সাইট দেখুন:

http://www.genderandwater.org/content/download/235/2112/file/00483_GWA_Advocacy_manual_insides.pdf

লিও, মারি ই, ২০০৪। লিঙ্গ ও পানি চাহিদা ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ শিক্ষা (মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রকল্পের তড়িৎ পানির আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ), ক্যারিও: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা (আইডিআরসি)মিনা অঞ্চলে লিঙ্গ ও পানির চাহিদার ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ হলো এই সংস্থার কাজ। এবং ডব্লিউএডিআই মিনা প্রকল্পে নারী-পুরুসের উন্নয়নের মুলধারায় আনয়নের পথ আবিষ্কার করা। এটি চাহিদা এবং প্রাপ্তি মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং তা সরবরাহ করে। ঐ অঞ্চলে আবিস্কার, নীতিসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগিতা নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রদান করে থাকে। মিনা অঞ্চলে নারী পুরুষ ও পানির চাহিদার ব্যবস্থাপনা এবং খালি স্থানগুলো পূরণ করা চিহ্নিত করতে হবে।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.idrc.ca/wadimena/ev-66734-201-1-DO_TOPIC.html

মোসার, ক্যারোলাইন ও. এন, ১৯৯৩। লিঙ্গ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন: তথ্য ব্যবহার এবং শিক্ষা দেয়া নিউইয়ক: রউটলেজ।

পার্কার, এ রানী, ১৯৯৩। অন্য একটি দৃষ্টিকোণ: তৃণমূল কর্মীর জন্য লিঙ্গ ব্যবস্থাপনার বিশ্লেষণমূলক ম্যানুয়াল।

রোজ, লিডনডি, ২০০১। লিঙ্গ এবং অংশগ্রহণ। জাম্বিয়ার, লুসাকায় অনুষ্ঠিত ২৭তম ডব্লিউইডিসি সভায় এই কাগজ প্রদান করা হয়।

ওয়েব সাইট দেখুন: http://www.lboro.ac.uk/wedc/papers/27/5%20-%20Institutional%20Issues/11%20-%20Lidonde.pdf

স্কলকডব্লিউকে, জে ২০০০। লিঙ্গ প্রধান ধারায় আনয়নে অনুশীলন। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সাপোর্ট প্রোগ্রাম জিবিএসপি-তে ব্যবহারের জন্য পাঁচটি সংঘ অনুশীলনমূলকভাবে তৈরি। এই অনুশীলনগুলো হাইপোফিটিক্যাল কেসস্টাডি ইউএনডিপি'র এলাকার নীতির উপর তত্ত্বাবধান, মানবিক আইনসমূহ, পানির সরবরাহ নির্ভর করে।

সুইচ এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোপাপরেশন (এসডিসি), ২০০৫। লিঙ্গ এবং শিক্ষা: নারী-পুরুষ সমতা আনয়নের প্রধান নীতি এবং পরিকল্পনা, বাস্তবতা এবং পরিচর্যা, শিক্ষা প্রকল্পের অংশ, বার্নি, ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেইন অ্যাফেয়ারস। এই দলিল প্রচার করে নারী-পুরুষের প্রধান

ধারায় আনয়নের পরিকল্পনা, যোগসূত্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রকল্পের তদারকি ইত্যাদি বিশদ আলোচনা প্রদান করে। ওয়েব সাইট দেখুন:

http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_24712.pdf

সুইচ এজেন্সি ফর ডেভালাপমেন্ট এন্ড কোপারেশন (এসডিসি), ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাফেয়ারস (ডিএফএ), ৩০০৩ বিরণ, টেলি-3003 Bern, Tel.: 031 322 44 12; Fax: 031 324 13 48; info@deza.admin.ch

ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে।

থমাস, এইচ. জে. স্কলকওয়াইকে এবং বেথ ওরনিউক, ১৯৯৬। পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিষয়াবলী: মূল ধারার হ্যান্ডবুক, স্টকহোম, সুইডিশ। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পানির উৎসের প্রচারণাসমূহ নং-৬।

ইউএনইপি, ২০০৩। পানির ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য উন্নয়ন কৌশলসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রশিক্ষণ দলিল: বৃষ্টির পানি দ্বারা চাষাবাদের উপর জোর প্রদান। বিশ্ব সেবা, আফ্রিকার পরিচর্যা সংস্থা, নাইরোবি, কেনিয়া।

ডব্লিউইডিসি, ২০০১। পানি প্রকল্পসমূহে লিঙ্গ বিষয়টি মূল ধারায় আনয়নের একটি ব্যবহারিক বই: পানি প্রকৌশলী এবং ব্যবস্থাপকের জন্য নির্দেশনাবলী, লাউরোরোউ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

ঝালডানা, ক্লাউডিয়া, ২০০০। একতাই শক্তি: অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া। ক্ষমতায়ন সিরিজের দিকে। নং-৫। সানজোস: ওয়াল্ড কনসারভেশন ইউনিয়ন এবং এ্যরিয়াস ফাউন্ডেশন।

সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি:

ক্যাপনেট হলো ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। বহুজাতিক এবং আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় স্থাপনাসমূহ এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। পানি ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য। http://www.cap-net.org

জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালায়েন্স (জিডাব্লিউএ):

"জেন্ডার ওয়াটার অ্যালায়েন্স" এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পসমূহ, নতুন উন্নত কৌশল, হাতিয়ার এবং যন্ত্রপাতির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে থাকে। http://www.genderandwater.org

বৈশ্বিক আবহাওয়া পর্যালোচনা ব্যবস্থা (ডিইএমএস):

বৈশ্বিক আবহাওয়া পর্যালোচনা ব্যবস্থা পানির মান নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং গঠনমূলক দুষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। একটি কোর্সের বিভিন্ন সিরিজসমূহ জিইএমএস পানি প্রকল্প এবং অংশীদারিত্বের দ্বারা প্রশিক্ষণমূলক বই প্রদান করা হয়। http://www.gemswater.org/capacity_building/index-e.html

বিশ্ব ব্যাংকের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যসমূহ:

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকার সাহায্যই সক্ষমতা বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। শেখা এবং করা এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক ইহা অনুসরণ করে সহায়তা প্রদান করে।

৩.১৩ পানি খাতে জেন্ডার পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিসমূহ

ভূমিকাঃ

নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য কীভাবে ধাপে ধাপে সমস্যাগুলো উত্থাপন, তথ্য বিশ্লেষণ এবং নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা যায়, জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামো তা নির্দেশ করে। এই কাঠামো নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সম্পদে অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে। এই বিশ্লেষণ পরিকল্পনাকারী এবং নীতি-নির্ধারকদের নীতিমালা ও কর্মসূচি পরিবর্তন করে জেন্ডার সমতার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সহায়তা দেয়। এছাড়াও যে সকল কর্মসূচি ও নীতিমালা নারীর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এ বিশ্লেষণ সেটিও স্পষ্ট করতে পারে। কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ের শুরুতেই জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসা উচিত। তা না হলে কর্মসূচি বা প্রকল্পের সমগ্র ধারণা এবং বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জেন্ডার বিশ্লেষণকে নীতিমালা এবং কর্মসূচি তৈরির সমগ্র প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা উচিত। জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচ্ছিন্ন কোনো ক্ষেত্র নয় বরং এটি পরিকল্পনা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এটি স্বাভাবিকভাবেই একটি স্বচ্ছ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে জেন্ডার পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। তাই পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

জেন্ডার পরিকল্পনাঃ

জেন্ডার পরিকল্পনা জেন্ডার সংবেদনশীলতা তৈরিতে জেন্ডার বহুমাত্রিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও প্রয়োজন এবং নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি লক্ষ্যভুক্ত করতে কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে। এটি শুধুমাত্র নারী-পুরুষের বাস্তব প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গি বাছাই করেই নয় বরং অংশগ্রহণের অসমতাপূর্ণ সম্পর্ক পরিবর্তন এবং কৌশলগত প্রয়োজনকে নির্দেশ করে সম্পৃক্ত হয়।[২]

কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে জেন্ডার মূলধারার অর্থ শুধুমাত্র নারী-পুরুষের প্রকল্পভুক্ত হওয়া নয়, বরং কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারী-পুরুষ উভয়েই কর্মসূচির সম-অংশীদার এবং সুবিধাভোগী হবেন। অধিকন্তু এই প্রক্রিয়া কর্মসূচির কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্বশীলতা এবং লক্ষ্য পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ঘটাবে।

নারীকে বাদ দিয়ে প্রকল্প বা কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হলে তা প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, নেপালে প্রকল্প পরিকল্পনায় নারীর প্রয়োজনের বিষয়টি অবহেলা এবং বিবেচনা না করায় নারীর কাজের বোঝা বেড়েছে। গবেষণায় নিয়োজিত বিভিন্ন কমিউনিটির কাছে নারীরা অভিযোগ করেছে যে, নিরাপদ পানি সেবা চালু হবার পর তাদের পানি সংগ্রহে সময় বেশি লাগছে (প্রায় চার থেকে পাঁচগুন)। এর কারণ পানির লাইন বা টিউবওয়েলগুলো রাস্তার পাশে অবস্থিত যেখানে নারীরা চলাচলকারী পুরুষদের নজর এড়িয়ে নিরাপদে গোসল বা কাপড়-চোপড় পরিস্কার করতে পারে না। এ ধরনের পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য পূর্ব নেপালের পার্বত্য গ্রামের নারীরা প্রতিদিনই কয়েকবার করে বাড়িতে পানি বয়ে আনতে প্রচুর সময় ব্যয় করে। তিনটি গ্রামের নারীরা বলেছে, গোসল এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য তাদের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাদের আরও অভিযোগ

[২] জেন্ডার ব্রিফিং কিট, জেন্ডার টারমিনলজি, ইউএনডিপি

রয়েছে যে, জরিপকারীরা পানির লাইন বা টিউবওয়েল বসানোর স্থান নির্বাচনে নারীদের সম্পৃক্ত করেনি।[৩]

জেন্ডার পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিসমূহ যেমন- জেন্ডার বিশ্লেষণ, সামাজিক মানচিত্র, লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য ইত্যাদি এমন পদ্ধতি যা নারী-পুরুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলোতে সাড়া প্রদান করা হচ্ছে কি না সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারে। পরিকল্পনায় জেন্ডার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্য শুধু কর্মসূচির সফলতা অর্জন এবং নারী-পুরুষের বর্তমান প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা নয় বরং নারীর অবস্থানের উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের সকল স্তরে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

পানি খাতে মূল ভূমিকা পালনকারী

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, আন্তর্জাতিক সংগঠন, বেসরকারি উদ্যোক্তা, এনজিও, নারীদের সংগঠন এবং প্রতিটি পরিবার পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্বিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালনকারী। নারী-পুরুষ ছাড়াও বয়সের বিভিন্নতা, শ্রেণী, বর্ণ, জাতি,সংস্কৃতি ও আদিবাসী সম্প্রদায় ইত্যাদি বৈচিত্রের প্রেক্ষিতে মনোযোগ দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দ্যোগ নেয়া না হয় তাহলে অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্মসূচি থেকে ছিটকে পড়বে।

নীতি নির্ধারকদের দ্বারা গৃহীত উপযুক্ত লক্ষ্য, কৌশল এবং নীতির ভিত্তিতে জাতীয়-আঞ্চলিক এবং জেলাভিত্তিক পরিকল্পনাকারীরা কর্মসূচি এবং প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়। এই পরিকল্পনাকারীরা অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, সমাজ বিজ্ঞানী বা কারিগরি বিশেষজ্ঞ হতে পারেন যারা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ, বিভিন্ন দপ্তর অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সংগঠনে কর্মরত। সফল কর্মসূচিতে সকল স্টেকহোল্ডারের চাহিদা ও স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক এবং জেন্ডার পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পানি খাতে জেন্ডার মূলধারা পরিকল্পনা পদ্ধতি সমূহ :

জেন্ডার সর্ম্পকের প্রতি মনোযোগ এবং পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতির ব্যবহার প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে পানি প্রকল্প ও কর্মসূচির সাফল্য বৃদ্ধি করতে পারে। জেন্ডারের প্রতি গুরুত্বআরোপ পানি খাতের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ নারী ও পুরুষ উভয়েরই পানি সম্পদে অভিগম্যতা এবং অধিকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে ।

কর্মসূচি বা প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের প্রয়োজন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পানির সেবা সংক্রান্ত অভ্যাসসমূহে জেন্ডার বিশ্লেষণ পদ্ধতি সহায়তা করতে পারে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, পানি সেবার জন্য 'ব্যবহারকারী কর্তৃক মূল্য পরিশোধ' প্রক্রিয়া পরিচালনা করা নারীর জন্য ব্যাপক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। কেননা নারীরা পানির যোগান দেয়ায় মূল দায়িত্ব পালনকারী হলেও মূল আয়কর্তা নন। এ ছাড়াও নারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারলেও সামাজিক ও সংস্কৃতিগত কারণে তাদের অর্জিত নতুন দক্ষতাগুলো তারা অভ্যাসক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না।

সমাজিক মানচিত্র পদ্ধতি কমিউনিটির গঠন, সম্পদের প্রাপ্যতা, কার্যক্রম, অভিগম্যতা এবং পানি সম্পদের ব্যবহার বিষয়ক তথ্য দিয়ে থাকে। উদাহরণসরূপ মানচিত্র পদ্ধতি জেন্ডার, শ্রেণী এবং

[৩] ডসরেশচন্দ্র রিগমী এবং বেনফাওয়াসেট,১৯৯৯" ইন্টিগেস্থটিং জেন্ডার নিডস ইন টু ড্রিংকিং ওয়াটার প্রজেক্ট ইন নেপাল ", জেন্ডার এন্ড ডেভলপমেন্ট, ৭ (৩):২

জাতিগতভিত্তিতে পানিতে অভিগম্যতা এবং ব্যবহারক্ষেত্রে পানি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেটি নির্ণয়েও সহায়তা করতে পারে। এ ধরনের পদ্ধতি কমিউনিটির অংশগ্রহণ বাড়াতে পারে যেহেতু তারা স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। পানির উৎস পছন্দের নির্দেশনা, স্থান ও নকশার সুযোগ এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রাধিকার নিরুপনে লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য সংগ্রহের জন্য এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি। অনুসন্ধানী এবং পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে সামজিক মানচিত্র ব্যবহার করে প্রকল্পের কর্মীরা কমিউনিটি পর্যায়ে পানিতে অভিগম্যতা ক্ষেত্রে অসমতা এবং পার্থক্যগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এমন কী এটি কমিউনিটিতে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাবও পরিমাপ করতে পারে। প্রকল্পে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতে এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি।

লিঙ্গ বৈষম্যগত উপাত্ত পদ্ধতি হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এক্ষেত্রে এটিই পর্যাপ্ত নয়। জেন্ডার বিষয়টি যখন জাতীয় পরিসংখ্যানের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন নারী-পুরুষের জীবন ও সম্পর্কের প্রতিফলন এবং বাস্তবতার পরীক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিনা পারিশ্রমিক এবং অনানুষ্ঠানিক কাজগুলোর সূচক নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উদাহরণসরূপ, আনুষ্ঠানিক তথ্যে দেখা দেখা গেছে, নারীর অর্থনৈতিক সহায়তা ক্ষেত্রকে অবহেলা ও অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে [৪]

লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য সম্পর্কিত বিষয় জেন্ডার সংবেদনশীল ধারণার সূচক। যা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে নীতিমালা বা কর্মসূচির পরিবর্তন এবং সুবিধার মনিটরিং করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, জেন্ডার সংবেদনশীলতার সূচক নারী ও পুরুষের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার প্রভাব এবং কার্যকারিতা পরিমাপ করতে পারে।

অপর একটি পদ্ধতি হিস্টোগ্রাম যা গবেষক এবং পরিকল্পনাকারীরা কমিউনিটির পরিস্থিতি সম্পর্কে গ্রাম এবং অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র্য এবং পানি সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর সাধারণ ধারণা পেতে ব্যবহার করে থাকেন। এই পদ্ধতি বর্তমান সমস্যাসমূহের উপাদানগুলো বিশ্লেষণে কমিউনিটিকে সহায়তা করতে পারে। হিস্টোগ্রাম পদ্ধতি কমিউনিটিতে অতীতে বিদ্যমান ছিলো এমন বিভিন্ন ঘটনা (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ) বিশ্লেষন করে এবং এটা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এটি সময়ের বির্বতনের সাথে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনসমূহের গতিশীলতা বোঝার জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কমিউনিটির সকল সদস্য বিশেষ করে বয়স্ক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তি এবং কমিউনিটি পর্যায়ের গুণগত আর্থ-সামাজিক এবং লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলোকে সংখ্যাতাত্ত্বিক রূপদানে গবেষকরা পকেট চার্ট পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও এটি নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারকেই শুধু চিহ্নিত এবং পরিমাপ করেনা বরং নেতৃত্বের পরিবর্তন চিত্র ও সুফলগুলোও পরিমাপ করে।

সম্পদের স্তর বিন্যাস পদ্ধতি কমিউনিটির নিজস্ব আর্থ-সামাজিক গঠনের শ্রেণী বিভাজনকে বের করতে সহায়তা করতে পারে। এটি কমিউনিটির জন্য কল্যাণকর সূচকসমূহ (যেমন- শিক্ষা, খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য, অবস্থান, সম্পদ, অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থান) খুঁজে বের করতে পারে। কমিউনিটির আত্মমূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অবস্থা নির্ণয়ে এটি একটি ভালো পদ্ধতি। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র নারী পুরুষের মত প্রকাশের ক্ষমতা এবং পানি সম্পদে অভিগম্যতা নিয়মিতকরণে মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সম্পদের স্তর বিন্যাস একটি কার্যকর পদ্ধতি।

[৪] ওয়াচ, এইচ. এ্যান্ড হাজেল রীভস,২০০০. জেন্ডার এ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট: ফেক্টস এ্যান্ড ফিগারস, রিপোর্ট নং:৫৬, ব্রিজ, ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলাপমেন্ট স্টাডিস, ইউকে.

জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি পানি সেক্টরের পরিকল্পনা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি, সামাজিক সমদর্শিতা এবং জেন্ডার সমতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কার্যাক্রমে জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করা না হয় তাহলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। নিয়মাবলী, নির্দেশনা সহায়িকা এবং পদ্ধতিসমূহ উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রত্যেক স্তরে জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করতে পরিকল্পনাকারীদের সহায়তা করছে। এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সাধারণ মতবাদ, কৌশল, পদ্ধতি এবং আদর্শসমূহকে একত্রিত করে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজতর করতে খুবই কার্যকর।

৩.১৪ পানির জেন্ডার সাড়াশীল বাজেটঃ

ভূমিকা

নারী ক্ষমতায়ন, নারী পুরুষের মধ্যকার সমতা, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার, মানবাধিকার এবং সম্পদ ব্যবহার ও সিদ্ধান্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা ও সমতার জন্য অসংখ্য সভা, ঘোষণা, কর্মপরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ত্রিশ বছরে পানি সেক্টরে এমন অসংখ্য প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল ।

যখন জেন্ডার সাম্যতা, পানি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং নীতিগুলোর উপর বিভক্তিকরণ বিশ্লষণ শুরু করে তখন তা ধীরগতিতে রূপ নেয় । এছাড়া ও এটি এবং নতুনভাবে সামন্যনীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন উপাদান বাধার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং প্রতিশ্রুতির অভাব পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের প্রতি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য/বিভাজন ।

Gender Responsive Budget Initiatives (GIRBIs) বাস্তবে নীতি এবং প্রতিশ্রুতির একটি মিশ্রিত উপকরণ সরবরাহ করে

জেন্ডারসাড়াশীল বাজেট উদ্যোগ সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি এবং বাজেটে জেন্ডার সমতার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি এবং বাজেট নারীদের বকেয়া মজুরী স্বীকার করে না এবং পুরষদের অবদানের তুলনায় জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদেরও যে বিভিন্ন অবদান রয়েছে, তা স্বীকার ও মূল্যায়ন করে না। জাতীয় বাজেট যেকোনো দেশের উন্নয়ন প্রাধান্যের মূল দলিল। যদি সরকারী জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল না হয় তবে, তা জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা ও অবদান হারিয়ে ফেলে এবং নারীদের প্রয়োজন ও প্রাধান্যকে সরবরাহ করে না । সকল দেশের নারী পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পদ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে অসমতা রয়েছে, যেগুলো বাজেট বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

জেন্ডার সাড়াশীল উদ্যোগঃ

জেন্ডার সাড়াশীল বাজেট উদ্যোগ জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে নীতি, কর, রাজস্ব, ব্যয় এবং ঘাটতি বিশ্লেষণ করে থাকে। এগুলোই সরকারের নীতি এবং কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ, ছেলে- মেয়েদের প্রতি পার্থক্য এবং অসমতার যে প্রভাব রয়েছে তা নিরূপনের মাধ্যমে বাজেট বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এই বাজেট নারী-পুরুষ, ছেলের মেয়ের জন্য পৃথক কোনো বাজেট নয়। তার জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটে বিশ্লেষণ। এই বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায়। এই প্রক্রিয়াটি বাজেট প্রণয়নের চাইতে বাজেট বিশ্লেষণেই সক্রিয়। এটি বাজেটের শুধু কোনো নির্দিষ্ট খাতকে বিশ্লেষণ করে না বরং সমগ্র বাজেটের জেন্ডার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে যান। একটি পূর্ণ জেন্ডার বাজেট বিশ্লষণে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ের উপর

সরকারের সকল খেত্রের বন্টন ব্যবস্থা নিরীখ্যা করে, তারা পরবর্তীতে আরো দূর যেতে পারে এবং জেন্ডার বয়স্ক দলের ছোট দলগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করতে পারে ।

জেন্ডার সাড়াশীল বাজেটের প্রধান লক্ষ্য সরকারের বাজেট পরিবর্তন করা হলেও এ প্রক্রিয়ায় আরো অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব বিশেষ করে এর মাধ্যমে । জনগণের অংশগ্রহণ ও অর্থ সংস্থানে স্বচ্ছতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং পরিচালনা উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র বৃদ্ধি করার উপায় । এটি হিসাব রক্ষক এবং সেবা নির্ধারণে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ- আধাসরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন সুবিধাভুগীদের অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়, পৌরসভা তাদের সংবিধানের প্রয়োজন ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে যেন সাড়া প্রদান করে, নীতিগুলো যাতে প্রয়োজনীয় বাজেটের মধ্যেই বাস্তবায়িত তাছাড়াও এটি নিশ্চিত করে ও আন্তর্জাতিক সভায় সরকারি প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করে ।

পানি খাতে জেন্ডার সাড়াশীল বাজেট

জেন্ডার সাড়াশীল বাজেটে পানিকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা একত্রিকরণে বহুখাতে সুবিধাভোগীদের বাজেট বিশ্লেষণ । উচ্চ পর্যায়ের ধীরগতির সিদ্ধান্ত দরিদ্র নারীদের উদ্দেশ্য নিয়োজিত বাস্তবায়ন সংস্থা এবং পানিখাতে জেন্ডার সাম্যতায় ইন্দ্ধন যোগায় । জেন্ডার সংবেদনশীল বিশলেষনে তানজানিয়ার জাতীয় বাজেট (২০০৩-২০০৪) এর প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে । অনুসারে অবস্থার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় বাজেটে আস্থাভাজন বাজেট সরবরাহ করে । সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দুস্প্রাপ্য সম্পদ বন্টনের পদ্ধতি প্রকাশ করে এবং অনুকুল নির্বাচক খুজে বের করে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা পলিসি অগ্রাধিকার জোর দেয় ।

কারা ভূমিকা রাখতে পারেঃ

জেন্ডার সাড়াশীল বাজেট প্রবর্তনে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় ও তাদের প্রাসংগিক মন্ত্রণালয় এবং নারীদের গ্রুপ ও স্থানীয় সমাজের সহযোগিরা প্রধান ভূমিকা পালন করে । যে দেশে এমনটি অনুশীলন করা হয় সেখানকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, নারীদের সংস্থা বা এনজিও বা গবেষণা কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগামীতা এবং সফলতা লাভ করে । কমনওয়েলথ সেক্রেটারি কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ে এর কেসস্ট্যাডি আছে, কেসস্ট্যাডিগুলো শুধু পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের এবং সরকারি পর্যায়ে যেখানে জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল ।

পানি সংশ্লিষ্ট খাতে জেন্ডার মূলধারাকরনের জন্য GRBIs:

GRBIs উপকরণ যেমন জেন্ডার বৈষম্যমূলক উপকারী নির্ণায়ক বর্তমান জনসেবামূলক কর্মকান্ড পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং তাদের সম্পর্কে বাজেট বণ্টনে বিদ্যমান । পানি বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে পলিসি নির্ধারণে বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ নারী-পুরুষ অর্থ উপার্জন ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এটা স্পষ্ট যে, যারা পানি সরবরাহে নিয়োজিত বা এর আওতাভুক্ত তাদের জন্য বাজেটে পূনঃবন্টন প্রয়োজন । একটি এক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনুপুস্থিতি বা দরিদ্র নারী-পুরুষের অধীনের কর্মকান্ড, নারী কেন্দ্রীক গৃহস্থালী, নারীর স্বত্ত্ববিহীন জমি, অল্প জমি থাকা নারী-পুরুষ ইত্যাদি বিবেচনায় আসবে ।

বাজেটের প্রভাবের উপর অসমন্বিত বিশ্লেষণ এমন একটি উপাদান যা নারীরা কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আওতায় কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে এসব ক্ষেত্রে তারা সরকারি সাহায্য ভাতা পেতে পারে ।

উদাহরণস্বরূপ নারীরা সাধারণত ক্ষেত্রে তাদের পরিবার ও সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণে যে সময় প্রয়োজন তা প্রদানে অখ্যম হয় । যে সব ক্ষেত্রে পানি সহজলভ্য নয়, সে সব ক্ষেত্রে নারীরা দূরবর্তী পানির উৎস হতে পানির সংগ্রহে অধিক সময় ব্যয় করে, পানির পুনঃব্যবহার ও সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রত্যাবর্তন করে এবং মৌলিক গৃহস্থালী কাজে প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিক সময় নিয়োজিত থাকে । যদি নারীদের সময়ের পরিমাণ অর্থের বিনিময়ের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে যা দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা ।

জেন্ডার বৈষম্যমূলক সাধারণ ঘটনা বিশ্লেষিত ব্যয় আরেকটি প্রয়োজনীয় উপাদান পানির বেসামরিকরণ পানি পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামোর সাথে জড়িত যা সরকারি বিনিয়োগ ও ঋণের উপর নির্ভরশীল এবং সুবিধাভোগী বিশ্লেষণ ব্যখ্যা করে যে, সরকার ধনীদের দিকে এগিয়ে যায় । দরিদ্র নারীরা যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প পরিমাণ পানি ব্যবহার করে এবং পানের জন্য অর্থ প্রদানে অক্ষম তাদের তুলনায় সুইমিং পুল এবং শিল্প অবকাঠামোতে অধিক পরিমাণ পানি ব্যয় হয় ।

অসমন্বিত আয়করের বিশ্লেষণ বাজার এবং গৃহস্থালী পর্যায়ে আয়কর নীতি নিরীক্ষণ করে, গৃহস্থালী পর্যায়ে পানি ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনায় নারীদের বেতনহীন কাজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক আয়কর গঠন করে । বেসামরিক পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পয়ঃনিষ্কাশন সরকারের দায়িত্বে থাকে । যার অর্থ-সংস্থানে রাজস্ব বিনিয়োগ করা হয় । বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে বিধি বর্হিভুত ক্ষেত্রে এর ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক হিসেবে নারীরা আয়কর প্রদান করে । যদিও পানি অবকাঠামো তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে কিনা তা এক্ষেত্রে অবিবেচ্য থাকে ।

কিছু GRBIs পানি ক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করে উদাহরণস্বরূপ জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট পানি ব্যবস্থা ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবায়, সেচের কাজে পানির ব্যবহার যোগ্যতা অথবা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হতে পারে । GRBIs দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীদের পানিসেবা ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সাধারণ মৌলিক সেবা যেমন- বিদ্যুতের ব্যবহারের অভাবের ইস্যুগুলো তুলে ধরে । সাম্প্রতিক তানজানিয়ায় TGNP পানি এবং পশু-পালন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশলেষনে GRBIs র উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে । জেন্ডার উগ্রতা এবং শান্তি, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আয়কর, পেনশন, খাদ্য সহায়তাানীতি এবং ভূমি বণ্টনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে GRBIs র প্রভাব বিস্ময়কারী ফল যা IWRMর জন্য মূল্যবান ।

অধ্যায় ৪: প্রকল্প চক্রের মূলধারায় জেন্ডার

উন্নয়ন কার্যক্রম বা প্রকল্পসমূহের মধ্যে জেন্ডার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকলেও দারিদ্র্য বা পরিবেশ বিষয়টি নিয়ে কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা হয়েছে। যদি জেন্ডার বিষয়টি প্রকল্প পরিকল্পনার শুরুতেই বিবেচনা করা হয় তাহলে জেন্ডার বিষয়টি প্রকল্পের নকশা, বাস্ত বায়ন এবং মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়। যে সকল প্রকল্প নারী ও পুরুষের চাহিদার ভিন্নতা এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা সম্পর্কিত বাস্তবতাকে প্রকল্পের বিভিন্ন স্ত রে বা পর্যায়ে বিবেচনা করে না, সে সকল প্রকল্প অকার্যকর, অপর্যাপ্ত ও অস্থায়ীত্বশীল হবার ঝুঁকি বহন করে। এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় হলো আঞ্চলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য একটি প্রকল্প চক্র। এছাড়াও এখানে প্রকল্প চক্রের প্রত্যেকটি পর্যায়ে জেন্ডার প্রেক্ষাপটকে বিবেচানা করে উপস্থানর করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এবং জেন্ডার বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহীগণ এই প্রকল্প চক্রটি ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পে জেন্ডার এবং সমতা বিষয়ক উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা প্রদান করা।

যেসকল প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন:

- নারী ও পুরুষের প্রয়োজনকে কীভাবে প্রকল্পে প্রতিফলিত করা হয় ?
- কার সাথে আলোচনা করা হয়েছে ?
- বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর নারী ও পুরুষের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে কিভাবে আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছিলো ?
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জেন্ডার বৈষম্যকে উপলব্ধি করে প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে কি?
- সময়ের প্রয়োজনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন, শ্রম এবং আর্থিক প্রতিশ্রুতিকে প্রকল্পে বিবেচনায় আনা হয়েছে কি?
- উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা প্রদান এবং মনিটরিং-এ সহায়তা প্রদান করার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল মানদন্ড চিহ্নিত করা হয়েছে কি?
- জেন্ডার সমতা এবং নারীদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যসমূহ কীভাবে প্রকল্পে অনুসরণ করা হবে? এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে কি?
- সমাজের সকল স্তরের নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের যে সকল বাধা বা সীমাবদ্ধতা আছে তা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধান করার জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে কি?
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে প্রয়োজনীয় জেন্ডার বিষয়ক দক্ষতা ও বৈচিত্র আছে কি?
- বৈচিত্রতা এবং জেন্ডার বিষয়টিকে বাজেটে বিবেচনা করা হয়েছে কি?
- মনিটরিং কী প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত সূচকের উপর লিঙ্গ-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে? (সূত্র: সিডা,১৯৯৬)
- প্রকল্প শেষ হবার পর জেন্ডার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে কি ?

প্রকল্প চক্রের মূলধারায় জেন্ডারকে নিয়ে আসার জন্য বিবেচ্য বিষয় ও প্রশ্নসমূহ

৪.১ কর্মসূচি এবং প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

ধাপ ১: কর্মসূচি বা প্রকল্প চিহ্নিতকরণে বহিস্থ: সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ

এখানে প্রধান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ধারার একটি চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও উল্লেখিত হয়েছে ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- কীভাবে জেন্ডার সমতা ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে জাতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণে বহিস্থ সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করতে পারে?
- নারী ও পুরুষের সমতায় সহযোগিতা করার জন্য যেখানে টেকসই সম্পদ ব্যবহারে (বিশেষকরে পানি) দ্বৈততা হচ্ছে সেসকল সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণে বহিস্থ সহযোগী সংস্থা সাহায্য করতে পারে কি ?
- সার্বিক সহযোগিতার কাঠামো জেন্ডার বিষয়ক অসমতার পরিবেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করে কি?
- জেন্ডার সমতায় দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে যুক্ত করা হয়েছে কি?
- নারী সংগঠনসমূহ এবং জেন্ডার সমতার সমর্থকদের অগ্রাধিকার প্রণয়নে যুক্ত করা হয়েছে কি?

ধাপ ২: নীতিমালাসমূহের বিশ্লেষণ

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- আইডব্লিউআরএম (IWRM)-এর ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়ক বিদ্যমান নীতিমালা ও কর্মসূচি বিশ্লেষণ জেন্ডার সমতা ও বৈচিত্রের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কি ?
- জাতীয় কর্মসূচি এবং বিনিয়োগে নারী-পুরুষ বিশেষ করে গরীব নারী-পুরুষের সুযোগ-সুবিধার প্রসারের ক্ষেত্রে আইডব্লিউআরএম (IWRM)-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি?

ধাপ ৩: গুরুত্বপূর্ণ সরকরি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার কাঠামো বিষয়ক সংলাপে অন্তর্ভুক্ত করা ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- জেন্ডার সমতা বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনা ও জড়িত করা হয়েছে কি?
- নারী সংগঠনসমূহ এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে কি ?
- আইডব্লিউআরএম (IWRM)- অভিজ্ঞ সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে জেন্ডার ইস্যু পরিচালনা করার আগ্রহ ও দক্ষতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে কি?
- সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

- তৃনমূল পর্যায়ে পর্যালোচনা ?
- পানি বিশেষজ্ঞ হিসেবে ?
- সরকারের সকল পর্যায়ে?

- নারীদের অংশগ্রহণের বাধাসমূহ বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী বাধা দূরিকরণে কোন কৌশল তৈরি করা হয়েছে কি?

ধাপ ৪: প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক বিষয়সমূহ কমিউনিটি পর্যায়ে নিরূপন

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- কারিগরি নকশা: প্রযুক্তির ধরন ও নকশায় নারী ও পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়েছে কি?
- ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ: শ্রম, উপকরণ বা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য নারী ও পুরুষের ইচ্ছা এবং সামর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি?
- সময়/কাজের চাপ বিবেচনা: সংশ্লিষ্ট নির্মাণের উদ্যোগের গ্রহণের ফলে আগে বা পরে নারী/পুরুষ/মেয়ে/ছেলেদের কাজের চাপ বেড়েছে কি? নারী ও মেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমের চাহিদা বেড়েছে কি ? চাহিদার সাথে কাজের কোন দ্বন্দ্ব আছে কি?
- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ: কিভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এবং দায়দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর নারী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে? এটা কি তাদের সেবা গ্রহণ কাজে কোনো প্রতিফলন ঘটায়?

৪.২ কর্মসূচি এবং প্রকল্প গঠন

ধাপ ৫: প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরার জন্য প্রকল্প যাচাইকরণ

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

- জেন্ডার প্রেক্ষাপটে কাজ করার জন্য সংস্থাসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের বর্তমান দক্ষতা কেমন?
- সর্বস্তরে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরার জন্য সংস্থাসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের বর্তমান দক্ষতা কেমন?
- কারিগরি ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে, এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য নারীদের ও পুরুষদের মধ্যে কোন বৈচিত্র পার্থক্য আছে কি?
- সংস্থাসমূহকে দিকনির্দেশনা দেবার কোনো নীতিমালা আছে কি?

ধাপ ৬: প্রকল্প উন্নয়নে জেন্ডারকে বিবেচনা

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- বিদ্যমান পানি অধিকারে জেন্ডার পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে কি?
- পানির উৎস অভিগম্যতা (Access)এবং নিয়ন্ত্রণের বিদ্যমান ধরন বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করা হয়েছে কি?

- উৎপাদনশীল সম্পদে নারী ও পুরুষের সম-অভিগম্যতার পক্ষে কাজ করার জন্য আইনগত কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানিক পুনঃর্গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কি?

- নারী ও পুরুষের চাহিদা, দায়দায়িত্ব ও কাজের চাপের বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে কি?

ধাপ ৭: প্রাথমিক জরিপের তথ্য ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনা

কার্যক্রম বা প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিকভাবে আর্থ-সামাজিক, জেন্ডার এবং জৈব-কঠামোগত বৈশিষ্ট্যসহ সার্বিক অবস্থার উপর একটি সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন ।

প্রকল্পর প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক জরিপ করার সময় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য, লিঙ্গ-অসমতা সম্পর্কে যথেষ্ট বা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে ।

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

পানি সেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি গোত্র, বয়স, প্রতিবন্ধী, বর্ণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর চাহিদা, সম্পদ এবং অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিশ্লেষণে আনা করা হয়েছে কি না? উদাহরণস্বরূপ-

- বর্তমান পানি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার আলোকে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব উপলব্ধি ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি (গৃহ ও উৎপাদনশীল, বাণিজ্যিক কৃষিকাজে ব্যবহার, জীবিকার জন্য উৎপাদন, শহরে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি)?

- বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর (ভূমির মালিকানা ও মূলধন, উত্তরাধিকারের ধরন, লাভ ইত্যাদি) নারী ও পুরুষের মধ্যে পানি বিষয়ক সকল সম্পদের উপর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তুলনা করা; শ্রমের সরবরাহ (বিনামূল্যে পারিবারিক শ্রম, কর্মসংস্থান ইত্যাদি) ।

ধাপ ৮: ভিশন তৈরি করা এবং সমস্যা নিরূপণ করা

সমস্যাসমূহের কারণগুলো প্রায়ই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দলের বা এককভাবে নারী এবং পুরুষের দ্বারা ভিন্ন ভিন্নভাবে গৃহিত হবে। পরিস্থিতির বিশদ ধারণা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অভিজ্ঞতা কার্যকরি প্রমাণিত হতে পারে ।

সমস্যা আলোচনা পক্রিয়ার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা দেশের মধ্যে বা অন্য কোনো জায়গার অভিজ্ঞতার গবেষণা করতে পারে ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- কার সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা কীভাবে আলোচনা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?

- নারী পুরুষ উভয়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল কি? জেন্ডার সমতা বিষয়ক অধিপরামর্শকগণ এবং বিশেষজ্ঞগণকে (বুদ্ধিজীবী, গবেষক, নীতি বিশ্লেষকগণ) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো প্রচেষ্টা ছিলো কি?

- নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক অধিপরামর্শকগণের অধিকাংশ মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আলোচনা প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল কি?

ধাপ ৯: বিকল্প কৌশল চিহ্নিতকরণ

স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কৌশলসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত যাতে উদ্ভাবনীমূলক বা নতুন সুযোগসমূহ বাদ না পড়ে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা যায় ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- বিকল্প কৌশলসমূহ দেখার সময় ঐ কৌশলগুলো থেকে সম্ভাব্য লাভ বিচার বিবেচনা করা যাতে করে নারীর অংশগ্রহণকে উন্নীত করা যায় এবং টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থপনার জন্য কাজ করা যায় ।

ধাপ ১০: সর্বাধিক ভালো কৌশলটি নির্বাচন করা

কোন কর্মসূচির কৌশল গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য প্রত্যাশিত ফলাফল ও সুযোগ সুবিধাগুলো বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ । কৌশল বিবেচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোনগুলো গ্রহণ করা বা একটি নীতির সাথে অন্যটির সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে ।

ঝুকি : যে কোনো উদ্যোগে কিছু ঝুঁকি থাকে এবং এর একটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে ।

সুযোগসমূহ: প্রস্তাবিত উদ্যোগের পরিধি কখনও কখনও নেতিবাচক প্রভাবের সমাধান খুঁজে বের করার অন্তরায় হতে পারে । তাই সৃজনশীল সমাধানের জন্য সুযোগসমূহ খুঁজে বের করতে হবে ।

সমন্বয়করন: বিভিন্ন নীতির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন ও সুযোগ গ্রহণের ব্যয় (opportunity cost) নির্ধারিত হয় তা জানা জরুরী ।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা, প্রতিষ্ঠন এবং ব্যক্তির কার্যক্ষমতা কিভাবে বাস্তবসম্মত, কার্যকর ও সফলভাবে সম্পাদন করা যায় তা অবশ্যই যাচাই করা প্রয়োজন ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নারীদের যেন ক্ষতি না হয় সেজন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়েছে কি?
- ঝুঁকি বিশ্লেষণে নারী, পুরুষ, কিশোর ও বৃদ্ধদের উপর সম্ভাব্য এবং বিভিন্ন নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কি?
- নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং সম্ভাবনার সুযোগ বিশ্লেষণ এবং নারী, পুরুষ, কিশোর ও বৃদ্বদের সমান সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে কি?
- মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতার পাশাপাশি জেন্ডার বিষয়ে কাজ করা এবং ইস্যু নির্ধারণে তাদের সেই দক্ষতা বা উদ্যোগ আছে কি? উদাহরণস্বরূপ:
  - জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্যে তাদের অভিগম্যতা আছে কি?
  - আইডব্লিউআরএম (IWRM) সংক্রান্ত জেন্ডার বিষয়ক প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিশ্লেষণে তাদের সেই দক্ষতা আছে কি?
- প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের অংশগ্রহণ এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়নে কোনো কৌশল উন্নয়ন করেছে কি না যা নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকার কে বুঝতে পারে?

ধাপ ১১: উদ্দেশ্য এবং ফলাফল নির্ধারণ

অংশগ্রহণকারীদের প্রকল্প প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার জন্য কাজ করা উচিত, যেমন- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ফলাফল, কার্যাবলী এবং ইনপুট নির্ধারণ ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- জেন্ডার সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা যথাযথ কি না তা বিবেচনা করা। জেন্ডার সম্পর্কিত প্রত্যাশিত ফলাফল যদি নির্দিষ্ট করা না হয় তাহলে তার ফলাফল আশানুরূপ হয় না। প্রকল্প পরিকল্পনা, ডকুমেন্ট অনুযায়ী সাধারণত কর্মপ্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফলাফলকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে ।

ধাপ ১২: লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াকের ব্যবহার :

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে এমন একটি ছক যা প্রকল্প নকশার মূল উপাদানের সারসংক্ষেপ করে ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াকে পরিস্কারভাবে জেন্ডার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে কি?
- জেন্ডার সমতা এবং বেচিত্র (Diversity) সম্পর্কিত ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে কি?
- সূচক সমূহ লিঙ্গের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়েছে কি?

ধাপ ১৩: কার্যাবলি নির্ধারণ

ফলাফল কি হবে তা নিয়ে মতৈক্য হলে কার্যক্রমসমূহ অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- জেন্ডার ইস্যুসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ নিশ্চিতকরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?
- প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি?
- কোনো বিশেষ বিষয়ে গবেষণা বা নির্দিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন আছে কি?
- অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে জেন্ডার বিষয়ের গুরুত্ব নিশ্চিত করতে সতর্ক পরিকল্পনার প্রয়োজন যাতে এটা হারিয়ে না যায় ।

ধাপ ১৪: ব্যবস্থাপনার বিষয় সমূহ নির্ধারণ

প্রকল্প প্রণয়নের কাজ কীভাবে সম্পন্ন হবে তা নির্ধারণ করা খুবই জরুরী যাতে নির্ধারিত সময়ে গুণগতমান ও ব্যয় ঠিক রেখে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অর্জিত হয় ।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার সমতা ও নারী উন্নয়ন অর্জনের ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি আছে কি ?
- প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব এবং প্রত্যাশা প্রকল্প দলিলে, সমঝোতা স্মারক অথবা চুক্তিতে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কি?

ধাপ ১৫: পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সূচক নির্দিষ্টকরণ

কার্যক্রম বা প্রকল্প তার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করছে কিনা তা নির্ণয়ে সূচকগুলো সহযোগিতা করে।

অংশগ্রহণকারীরা উপরোক্ত পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের অগ্রগতি পরিমাপ করবে এবং সফলতার সূচকগুলো কী হবে সে বিষয়ে সম্মত হয়।

কর্মসূচি অথবা প্রকল্প এবং এর উদ্দেশ্য প্রণয়নের সময় তা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- প্রকল্পসমূহে কমিউনিটি ভিত্তিক পদক্ষেপগুলো নেয়ার সময় ঐ কমিউনিটির নারী ও পুরুষ উভয়েই সূচকগুলো নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করছে কি?
- সূচকগুলো নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে কি?
- নারীর অংশগ্রহণ, জেন্ডার বিষয়ে সংগঠনের কাজ করার ক্ষমতা, পানি সংগ্রহে নারীদের সময় বাঁচানো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর অগ্রগতি দেখার কোন সূচক আছে কি ?

ধাপ ১৬: বাহ্যিক কারণ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ

বাহ্যিক কারণসমূহ হলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ যা কর্মসূচি অথবা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যার ফলে উদ্দেশ্য অর্জন, ফলাফল বাস্তবায়ন, কার্যাবলী সম্পাদন এবং যোগানের ব্যবহার ও বিতরণ ক্ষতিগ্রস্থ করে।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- এই কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেমন- বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সন্তান লালন-পালন, গৃহস্থলির দায়িত্ব, নিরক্ষরতা, সময়ের অভাব ইত্যাদি।

ধাপ ১৭: বাধ্যবাধকতা চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকি কমানোর সাধারণ পন্থা হলো কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের পরই শুরু করা যায়।

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

জেন্ডার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগদানের কথা ছিলো তা কি নেয়া হয়েছে?

৪.৩ বাস্তবায়ন

ধাপ ১৮: ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সাম্যতার জন্য দায়দায়িত্বশীল, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল কি?

- প্রকল্প টিমের মধ্যে আইডাব্লিউআরএম (IWRM) বিষয়ে অভিজ্ঞ সংস্থা গুলোর কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল কি?
- নারীদেরকে কারিগরি বিষয়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে কি?
- বাস্তবায়নের সময় এ সকল পদক্ষেপ কি নারী/পুরুষ/ছেলে/মেয়েদের বিনাপারিশ্রমিকের কাজের চাপ আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে?

৪.৪ পরিবীক্ষণ/(পর্যবেক্ষণ) ও মূল্যায়ন

ধাপ ১৯: পরিবীক্ষণ/পর্যবেক্ষণ

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পর্যালোচনা প্রস্তুতের সময় বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তণগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ-
  - নতুন আইন প্রণয়ন, সরকারি নীতিমালা অথবা জেন্ডার সমতার প্রতিশ্রুতি (এসম্পর্কিত ভূমি দখল, ঋণ, এনজিও এর নীতিমালা ইত্যাদি)
  - নারীদের নতুন নতুন নেটওয়ার্ক অথবা সংগঠন অথবা পরিবর্তিত রূপরেখা/বিদ্যমান সংগঠনের দক্ষতা
  - অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা বা ধারার পরিবর্তন যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার ও চাহিদার উপর প্রভাব।
- পরীবিক্ষণের জন্য উপাত্তগুলো কি লিঙ্গ সূচক দ্বারা পৃথক করা হয়েছে?

ধাপ ২০: মূল্যায়ন

বিষয় এবং প্রশ্নসমূহ

- মূল্যায়নের শর্তসমূহে (terms of reference) সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার ইস্যুসমূহ এবং মূল্যায়নের জন্য কী ধরনের প্রশ্ন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে কি ?
- মূল্যায়নে নারী ও পুরুষের চাহিদার ভিন্নতা এবং অগ্রাধিকারকে সামনে রেখে প্রকল্পের ফলাফলকে বিবেচনা করা হয়েছে কি?
- সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের (সেচ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, জলাবদ্ধভূমি ইত্যাদি) জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু দেখার জন্য মূল্যায়ন দলের জেন্ডার বিষয়ের দক্ষতা আছে কি?
- মূল্যায়নের সময় মূল্যায়নকারীগণ:
  - লিঙ্গ ভিত্তিক পৃথক উপাত্ত সংগ্রহ করে কি?
  - নারী ও পুরুষ উভয়ের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে কি?
- মূল্যায়নের সময় কি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার প্রেক্ষাপটে কাজের "শিক্ষনীয় বিষয়" সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তা দেখতে হবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে এর প্রতিফলন ঘটানো যেতে পারে ?

নীতি ও জিজ্ঞাসা সমূহঃ

- লিঙ্গ ভিত্তিক নীতিসমূহ চিহ্নিত করার জন্য 'রেফারেন্স-এর বিভিন্ন ধারাসমূহ মূল্যায়ন করা এবং বিভিন্ন জিজ্ঞাসাসমূহ মূল্যায়নের সাথে যুক্ত করা উচিত কি?
- নারী-পুরুষের চাহিদা ও প্রাধান্য প্রাপ্ত বিষয়সমূহ কি প্রকল্পের ফলাফলসমূহ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে ?
- লিঙ্গ ভিত্তিক ব্যাপারসমূহ (বিশষত: প্রকল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে) দেখাশুনার জন্য মূল্যায়ণের দলের অভিজ্ঞ লোকবল আছে কি? (প্রকল্প সমূহ হলো, সেচ-পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, সিক্তজমি ইত্যাদি ।
- মূল্যায়নের সাথে সংযোগ, মূল্যায়নকারীগণ কারা?
- লিঙ্গ বৈষম্যমূলক ডাটা কী?
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গ ভিত্তিক বিষয়াবলীর সাথে কাজ করার সময় কি বিষয়টির মূল্যায়ণের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়?

রেফারেন্সঃ

মনিকা এস,ওয়েনডি ওয়েকম্যান, এবং অঞ্জনাভূষণ ১৯৯৬ জেন্ডার ও পানি-পয়ঃনিষ্কাশণেরঃ বিশ্ব ব্যাংক, টুলকিট সিরিজ নং -০২ । জেন্ডার বিশ্লেষণ নীতি, দরিদ্রতা ও সামাজিক নীতির উন্নয়ন; ইউএনডিপি বিশ্ব ব্যাংক: পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প, বিনিময়, পানি ও শহর উন্নয়ন ক্ষেত্র ।

বৈদেশিক মন্ত্রণালয়, ডানিডা/এসকিউ, ১৯৯৯ জেন্ডার ও পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাষন: প্রশ্নসমূহ তত্ত্বাবধান, কার্যফল প্রকাশক কাগজ, আগষ্ট (মিমিও)

সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্পোরেশন সংস্থা (এসআইডিএ), ১৯৯৬। পানির উৎস্যসমূহ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক বিষয়াবলী, ষ্টকহোম ।

থমাস, হেলেন, জোহাননা, স্কালকডব্লিও এবং বেথ ওরোনিউক, ১৯৯৭, প্রধান প্রবাহের উপর হ্যান্ড বুক: পানির উৎস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক বিষয়াবলী। প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সিডার পরামর্শ।

জিটিজেড, ১৯৯৮, জেন্ডার প্রশিক্ষণের টুলকিট, ব্যক্তি উন্নয়ন ফান্ড প্রকল্প ।

অংশগ্রহণমূলক জেন্ডার বিষয়াবলীর প্রশিক্ষণ, জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান বিষয়াবলীর নিদ্দেশ ইত্যাদি এই টুলকিট গাইডলাইন প্রধান করে থাকে। বিভিন্ন টেকনিকসমূহ, অনুশীলনসমূহ, খেলাধূলাসমূহ এই টুলকীটের সম সংস্থাভুক্ত। জেন্ডার অনুভূতি সমূহ এই টুলের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা লিঙ্গ অনুভূতিসমূহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জন্য তৈরি হয়েছে।

সাইট : http://www.siyanda.org/docs_grnie/gtz/Gen.trng.in.doc

ইউএনডিপি শিক্ষা ও খবরাখবর প্যাক এর সাথে জেন্ডার প্রধান প্রবাহ তৈরি:

ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় লিঙ্গ প্রধান প্রবাহে আনয়নের বিষয়াবলীর সরবরাহ করা, এই তথ্য প্যাকের কার্যক্রম। তারা অন্যান্য কর্মশালার সাথেও যুক্ত হয়ে থাকে এবং জেন্ডার প্রধান ধারায় আনয়নের জন্য তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

সাইট : http://www.undp.org/women/docs/GM_INFOPACK/GenderAnalysis.doc

অলংকরণের পেছনে: জেন্ডার ও উন্নয়ননীতি এবং অনুশীলনে পুরুষের সাথে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

পুরুষের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন আর্টিকেলের প্রতিফলন এবং চিহ্নিতকরণ বিষয়ক সংগ্রহ। বিভিন্ন দেশের এবং সাংস্কৃতিসমূহ সহকারে:

সাইট : http://www.brad.ac.uk/acad/dppc/gender/mandmweb/seminer5.html

পানি জোট, ২০০২ পানি সরবরাহ এর ক্ষেত্রে জেন্ডার স্পর্শকাতর দৃষ্টিভঙ্গির দিক নির্দেশনা:

অধ্যায় ৫: পানি খাতের নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধারায় জেন্ডার

জেন্ডার নীতিমালা কী?

একটি জেন্ডার নীতিমালার সার্বিকভাবে গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, গোষ্ঠী, বয়স, সামর্থ এবং ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত, একটি দেশের জনগণের ভাষ্য অথবা একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয়া এবং একটি কাঠামো সংস্থার কাজের বাস্তবতা হিসেবে ব্যবহার করা। পানি সম্পদ ব্যবস্থপনায় জেন্ডার নীতিমালা নিম্নোক্ত দুটি বিষয়কেই সম্পৃক্ত করে-

- সংস্থার কাজ: যেমন- গৃহে পানি সরবরাহ, সেচ, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় নারী ও পুরুষের সম্পৃক্তকরণ;
- সংস্থার অভ্যন্তরীণ আচার আচরণ ও কর্মীনিয়োগ: কর্মক্ষেত্রে কিছু বিষয়সমূহ নারী ও পুরষদের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন- নিয়োগ, পদোন্নতি এবং নারী ও পুরুষ কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ, লিঙ্গ বৈষম্য ও হয়রানী এবং শিশুর যত্ন, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি ও নিরাপদ ভ্রমণ চুক্তি (জেন্ডার ও ওয়াটার এ্যালায়েন্স, ২০০৩)

কেন জেন্ডার নীতিমালার উন্নয়ন প্রয়োজন?

প্রতিষ্ঠান এবং এর কাজে সাধারণ প্রাথমিক সূচনা বিন্দু হতে জেন্ডার বিষয়ে মনযোগ রেখে জেন্ডার নীতিমালা প্রনয়ন করা প্রয়োজন। যেসকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (উদাহরণস্বরূপ কর্মী প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান), উক্ত পদক্ষেপসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং আনুষ্ঠানিকিকরণের জন্য জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন একটি সুযোগ এবং ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি কৌশলগত ভাবনা। একটা জেন্ডার নীতিমালা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রদান করে-

- কেন জেন্ডার ও সামাজিক সমতা সংস্থার কাজে গুরুত্বপূর্ণ সেটা চিন্তা করা এবং এটা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য কিনা তা চিন্তায় আনার জন্য কর্মী ও প্রধান স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্ত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ;
- জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেয়ার জন্য সংস্থার প্রতিশ্রুতিতে জনগণের মতামত
- জেন্ডার সম্পর্কিত পদক্ষেপ এবং পরিবর্তনের সূচক সমূহে একমত হওয়া;
- সংস্থার কাজের মূল্যায়নের জন্য স্বচ্ছতার একটি হাতিয়ার।

জেন্ডার নীতিমালার প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সকল সদস্য ও সহযোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে একটি চলমান প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। নীতিমালার উন্নয়ন কোনো সার্বজনীন (one-off) প্রক্রিয়া নয়। জেন্ডার নীতিমালার পুনঃপর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ন যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যমান কার্যকরতা মুল্যায়ন, শিখন পর্যালোচনা ও উন্নয়নের সূচনা করে থাকে। নিয়মিত নীতিমালা প্রনয়ণ কীভাবে করা যায় নিম্নোক্ত কাঠামোটি তা ব্যাখ্যা করে।

নীতিমালা গঠন একটা চলমান প্রক্রিয়া হওয়া উচিত:

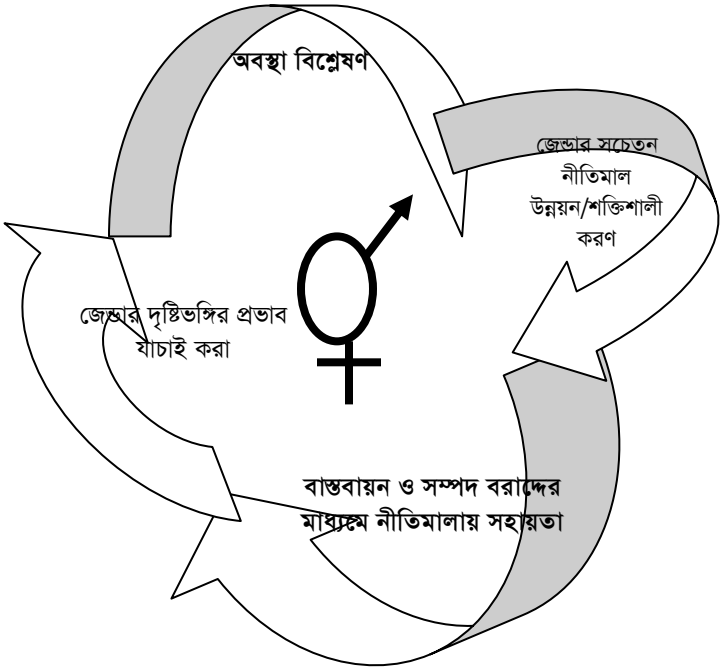

নীতিমালার উপাদান

একটি কার্যকরী জেন্ডার নীতিমালার জন্য তিনটি উপাদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

- অবস্থা বিশ্লেষণ: সুবিধাভোগী দল ও সংস্থাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে জেন্ডার ইস্যুসমূহ পরীক্ষা নীরিক্ষা করা। এরপর কর্মীদের জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিশ্রুতি ও অভ্যাসের পরীক্ষা নীরিক্ষা করা এবং কর্মীদের উপর প্রভাবসমূহ যেমন ; পদন্নোতির ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বা কর্মকালীন যৌন হয়রানী ইত্যাদি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা)

- নীতিমালা ক্ষেত্রে: এটা অবস্থা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে সংগঠিত হবে এবং প্রতিষ্ঠান কেন জেন্ডার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনায় আনবে তার ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করবে, সংস্থার ভিশনে জেন্ডার সংবেদনশীলতার চর্চা যাতে কাজে প্রভাব ফেলে এজন্য বিভিন্ন উপায়ে বিষয়টি বোধগম্য করতে সহায়তা করবে।

- বাস্তবায়ন কৌশল অথবা কর্ম পরিকল্পনা: সীমিত সময়ের লক্ষ্যমাত্রা, বাজেট, দায়িত্বাবলী এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন সূচক নির্ধারণ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কীভাবে নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি পুংখানুপুংখ বিবরণ প্রদান করবে।

সাধারণ ভাবেই নীতিমালাসমূহ সর্বসাধারণের দলিল। কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অভ্যন্তরীণ দলিল। কিছু কিছু সংস্থা আছে যারা সরকারি দলিলে তাদের অবস্থা বিশ্লেষণের প্রেক্ষপট অন্তর্ভুক্ত করে; এবং কেউ কেউ সরকারি দলিলকেই নীতিমালায় নির্দিষ্ট করে দেয়। নীতিমালাসমূহের আকার গুরুত্ব এবং সংস্থার পছন্দের ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক পৃষ্ঠার হয়ে থাকে।

সংস্থাসমূহকে সক্ষম করা

নীতিমালার বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে সহযোগিতামূলক সাংগঠনিক কাঠামোর উপর। সুতরাং এখানে সংস্থার মনোযোগ প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার অসমতার বিষয়টিকে নির্দেশ করে বোধগম্যতা, প্রতিশ্রুতি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্থায় পরিবর্তন আনা একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আর এজন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, বাজেট সংস্থান, জেন্ডার সমতায় সূচক নির্ধারণ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা বাস্তবায়নে সংস্থাসমূহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

ছক: জেন্ডার মূলধারার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক দিক

তদন্তের শ্রেণী (Category of inquiry)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Issues to consider)	সাংগঠনিক পরিবর্তণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ (Steps to be taken for organizational change)
কাজের কর্মসূচি		
নীতি কর্মপরিকল্পনা জেন্ডার নীতিমালাসমূহ: সকল নীতিমালায় জেন্ডার বিষয়ে মনোযোগ প্রদান	• এখানে জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালা আছে কি ? • কখন এটা গৃহিত হয়েছিল এবং কারা এতে সাথে সম্পৃক্ত ছিলো? • এটা কি নারী ও পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য ব্যবহার করে। এর বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ করা হয়েছে কি?	যদি জেন্ডার বিষয়ক কোন নীতিমালা নেই কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা সেক্ষেত্রে নির্দেশিত পদক্ষেপ অনুসরণ কর।
নীতিমালার প্রভাব	• জেন্ডার বিষয়ে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মনোভাব কেমন? আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মতামত প্রদানকারী নেতারা কারা? • সংস্থার উপর বাহ্যিক কোনো সংস্থা অথবা জনগণের প্রভাব আছে কি? • সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কী?	• কারা জেন্ডার সমতা ও সাম্যতার অগ্রপথিক তা যাচাই করা • সংগতিপূর্ণ ও সম্ভাব্য সকল কর্মী এবং ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা • নীতিমালার উন্নয়নের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা
মানব সম্পদ - জেন্ডারকেন্দ্রীক কর্মী - সকল কর্মী	• এখানে কোনো বিশেষায়িত জেন্ডার বিভাগ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে কি? • তারা কি করে ? কী সম্পদ মাধ্যমে? অন্যান্য কর্মীরা কি জেন্ডার বিষয়ে সচেতন ? • জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি কি কর্মীর কর্মবিবরণীতে ও কর্ম	• জেন্ডার বিভাগ/কেন্দ্রীয় ব্যক্তির জন্য স্বচ্ছ কর্মবিবরণী থাকা • প্রশিক্ষণে জেন্ডার মূলধারার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা এবং অধিপরামর্শকে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে লক্ষিত কাজের সাথে রাখা • শেষাবধি পেছন থেকে পেশাগত সমর্থন প্রদান

তদন্তের শ্রেণী (Category of inquiry)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Issues to consider)	সাংগঠনিক পরিবর্তণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ (Steps to be taken for organizational change)
	মূল্যায়নে নির্ধারণ করা হয়েছে কি ?	(Have professional back stopping support) ● বিদ্যমান প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিতে জেন্ডার বিভাগ/কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সম্পৃক্ত করা ।
আর্থিক/ সময় সম্পদ ● মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার সমতার পদক্ষেপ ● কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন পদক্ষেপ	● মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার কার্যক্রমের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা আছে কি ?	● কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময় বরাদ্দ করা । ● অগ্রগতি পরীবিক্ষণের জন্য সূচক তৈরি করা ।
কার্যপ্রণালী ও সরঞ্জাম (Systems procedures and tools)	● দৈনন্দিন ব্যবস্থা ও কার্যপ্রণালীতে (তথ্য ব্যবস্থা, মূল্যায়ণ, পরিকল্পনা ও পরীবিক্ষণ) জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে মনোযোগ দেয়া হয়েছে কি? ● জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসতে কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কি?	● কার্যপ্রণালী ও প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা ● নারী ও পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্যের জন্য পৃথক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া গড়ে তোলা । ● জেন্ডার ধারণাটি কর্মীর কর্মবিবরণীতে যুক্ত করা । ● জেন্ডার ধারণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালা উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের জন্য সূচক নির্ধারণ করা ● চেকলিষ্ট ও দিকনির্দেশনার উন্নয়ন করা
কর্ম সংস্কৃতি		
কর্মী পরিসংখ্যান	● কাজ ও বিভাগ অনুসারে সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে কতজন নারী ও পুরুষ আছে? ● চাকুরী ও গৃহীত নীতিমালা খতিয়ে দেখা	● শুধু সংখ্যাগত ভারসাম্যতা নয় জেন্ডার সংবেদনশীল সমতাপূর্ণ নীতিমালা থাকবে । ● সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
নারী ও পুরুষের ব্যবহারিক ও কৌশলগত চাহিদা	● সংগঠন নারী ও পুরুষের জন্য নিরাপদ ও বাস্তবসম্মত	● সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন

তদন্তের শ্রেণী (Category of inquiry)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Issues to consider)	সাংগঠনিক পরিবর্তণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ (Steps to be taken for organizational change)
	পরিবেশ যেমন- যাতায়ত, শৌচাগার, শিশু পরিচর্যা ও নমনীয় কাজের সময় তৈরি করেছে ?	চাহিদা বিশ্লেষণ করা • সংগঠনের সম্পদ যেমন- যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, শৌচাগারের নকশা ও অভিগম্যতা ইত্যাদির দিকে নজর দেয়া । এগুলো কি নারী ও পুরুষের জন্য উপযোগি?
সাংগঠনিক সংস্কৃতি	• কীভাবে তথ্য আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ অন্তর্ভুক্ত থাকে • পারস্পারিক মূল্যবোধগুলো কী কী? তারা কি সমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আওতাভুক্ত • সিদ্ধান্তগ্রহণ কেন্দ্রীভুত না কি বিকেন্দ্রিভূত? • নারী ও পুরুষ কর্মীদের পারস্পরিক মনোভাব কেমন?	• নারী ও পুরুয়কে সমানভাবে মূল্যায়ন করে এমন সংস্কৃতি গ্রহণ করা? • সকল নীতি ও কার্যক্রমে সংগঠনের জেন্ডার সমতার প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা । • নারী পুরুষ উভয়েই যাতে সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে বিকেন্দ্রীত করা ।
কর্মীদের উপলব্ধি (Staff perceptions)	• জেন্ডার বিষয়ে নারী ও পুরুষ কর্মীদের ধারণা কী?	• শুধুমাত্র দাতা গোষ্ঠীর চাহিদায় নয় সংস্থার মূল্যবোধ হিসেবে জেন্ডার বিষয়ক দক্ষতা সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ।
নীতিমালা ও কার্যক্রম (Policy and actions)	• সংগঠনে সমান সুযোগ সুবিধার নীতিমালা আছে কী? এইনীতিমালা কোন কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কীভাবে এটির আরও উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়?	• সংগঠনের কাঠামো, সংস্কৃতি ও কর্মী এবং একই সাথে কর্মসূচি, নীতিতে ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে সমতা আনয়নে মনোযোগ দেয়া । • সার্বিক পর্যালোচনার জন্য চলমান জেন্ডার সংবেদনশীল সূচকসমূহ ব্যবাহার করে পরিস্থিতির যাচাই ও মূল্যায়ন করা ।

Source: Adapted from Derbyshire, 2002.

তথ্যসূত্র (References)

ডেরবাইশির, হেলেন, ২০০৩, জেন্ডার ম্যানুয়াল: এ প্রাক্টিকাল গাইড ফর ডেভোলপমেন্ট পলিসি মার্কস এ্যান্ড প্রাকটিশনারস । স্যোশাল ডেভোলপমেন্ট ডিভিশান, ডিএফআইডি, ইউকে ।

জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এ্যালাইনস (জিডব্লিউএ), ২০০৩। পলিসি ডেভেলপমেন্ট ম্যানুয়াল ফর জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এ্যালাইনস মেম্বার এ্যান্ড পার্টনারস। ডেল্ফট, নেদারল্যান্ড।

ওয়েবসাইট: http://www.genderandwater.org

জিডব্লিউএ, ২০০৩ । জেন্ডার পারস্পেকটিভ ওন পলিসিস ইন দি ওয়াটার সেক্টর। লাইসেসটারসির, ইউকে, পাবলিশড বাই ডব্লিউইডিসি, লগবার্গ ইউনিভারসিটি, লাইসেসটারসির, ইউকে, ফর দি জিডব্লিউএ।

প্রধান তথ্যসূত্র (Key Resources)

শিচরেনার, বারবারা, বারবারা ভেন কোপেন এ্যান্ড ক্যাথি ইলিস, ২০০৩। জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং ইন ওয়াটার পলিসি এ্যান্ড ল্যেজিসলেশন: দি কেস অফ সাউথ আফ্রিকা। পেপার ডেভলপড ফর দি জেন্ডার ইন কোর্ট সেশন এট দি থার্ড ওর্য়াল্ড ওয়াটার ফোরাম, কিয়োটো, জাপান।

স্ট্যাটাস অফ ওমেন, কানাডা, ১৯৯৮। জেন্ডার-বেজড এ্যানালাইসিস: এ গাইড ফর পলিসি মেকিং গর্ভরনমেন্ট অফ কানাডা, রিভাইসড।

ওয়েবসাইট: http://www.swccfc.gc.ca/pubs/gbaguide/index_e.html

ওয়েকম্যান, ওয়েনডি, সুসান ডেভিস, ক্রিস্টিয়ান ভেন উইজিক এ্যান্ড এ্যালক নেইথিনি, ১৯৯৬, সোরস্ বুক ফর জেন্ডার ইস্যুস এট দি পলিসি লেভেল ইন দি ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর, ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন কোলাবরেশন কাউন্সিল।

ইনফরমেশন সারভিসেস (সিইজিআইএস) অন্যান্য জাতীয় সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ

গ্রহণ করে। এখানে বন্যা ঝুঁকির সাথে জেন্ডারের প্রভাব এবং আক্রম্যতা ও ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বন্যা প্রস্তুতি, তথ্য আদান-প্রদান বিশেষ করে গৃহে নারীদের উপর আক্রম্যতা ও ঝুঁকি হ্রাস এর সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ চিহ্নিত করা।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে এনজিও এবং ডিজাস্টার মিটিগেশন গ্রুপ (ডিএমআই) এর অংশগ্রহণে স্থানীয় সরকার সংস্থায় অনুষ্ঠিত একটি সংবেদনশীল সভা আয়োজনের মাধ্যমে। তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নোত্তর, দলগত (ফোকাস গ্রুপ) এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি ছিলো প্রথমে মাঠ পর্যায়ে প্রাক্-পরীক্ষা এবং এরপর বাস্তবায়ন। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপে শতকরা ৯৮ ভাগ পরিবার সাড়া দিয়েছিল।

শব্দকোষ Glossary

অভিযোজন (অভিয়োজনের সক্ষমতা ও অভিযোজন কৌশল):

অভিযোজন বলতে জীবিকায়ন পদ্ধতির যে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সামর্থকে বোঝান হয়। এর মাধ্যমে উপযুক্ত দক্ষতা-সক্ষমতা অর্জন সহায়ক সম্পদ যেমন ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদির সহায়তায় জীবিকায়নে বিভিন্নতা অর্জিত হয় এবং সম্পর্কিত বিপন্নতা হ্রাস পায়।

দুর্যোগ: দুর্যোগ হলো এমন একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কমিউনিটির, মানব, বস্তুগত, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের ক্ষতি সাধণ এবং সর্বোপরি নিজ নিজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকে চরম ভাবে বিঘ্নিত করে। দুর্যোগ হলো, আপদ + বিপন্নতা = দুর্যোগ

ক্ষমতায়ণ: ক্ষমতায়ণ বলতে নারী-পুরুষের নিজ নিজ জীবন, নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ, কাজ নির্ধারণ, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস অর্জন, সমস্যা সমাধান ও আত্ন-নির্ভরতা গড়ে উঠার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কেই আরেকজনকে ক্ষমতায়িত করতে পারে না। কেবলমাত্র একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে নারীই হোক বা পুরুষ হোক না কেন নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে পারে ব্যক্তিগত পছন্দ নির্ধারণ ও কথা বলার ক্ষেত্রে। যদিও সংস্থাগুলো স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা দলের ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করতে পারি।

জেন্ডার: জেন্ডার বলতে বুঝায় কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে যা নারী-পুরুষের সামাজিক ব্যবহার ও তাদের মধ্যকার সম্পর্কে চিহ্নিত করে জেন্ডার কেবলমাত্র নারী-পুরুষকে নির্দেশ করে না। বরং নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে নির্ধারিত আন্তঃজেন্ডার সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কের বিষয় যা অবশ্যই নারী ও পুরুষকে যুক্ত করেই সম্পন্ন হয়। মূলত শ্রেণী, বর্ণ ও স্বজাত্যবোধের মতো লিঙ্গ/জেন্ডার সামাজিক প্রক্রিয়া অনৃধাবনের একটি বিশ্লেষণধর্মী কৌশল। (নারীর অবস্থান: কানাডা, ১৯৯৬)।

জেন্ডার বিশ্লেষণ: জেন্ডার বিশ্লেষণ হলো উন্নয়ন ধারায় নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক ভূমিকা ও তাদের উপর উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব অনুধাবন করার একটি পদ্ধতিগত উপায়। নিশ্চিতভাবে সবসময় জেন্ডার বিশ্লেষণ "কে" প্রশ্নটি করে থাকে। অর্থাৎ কিসের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ আছে। কে কোথা থেকে সুবিধা ভোগ করতে পারছে-এই সব প্রশ্নই লিঙ্গ বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে। মূলত: নারী-পুরুষের বিভিন্ন বয়স, দল, শ্রেণী, ধর্ম, স্বজাত্য দল, বর্ণ ও শ্রেণীকে ঘিরে এই সমস্ত প্রশ্ন আবর্তিত হয় এছাড়াও জেন্ডার বিশ্লেষণ বলতে বুঝায়। জনসংখ্যাগত, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক দলের লিঙ্গ ভেদে সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যার ফলে নারী-পুরুষের প্রতি পৃথকভাবে সমান গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই জেন্ডার বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজনকে সবসময় একটি প্রশ্ন করতে হবে, সেটি হলো কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ, সিদ্ধান্ত অথবা পরিকল্পনা নারীদের তুলনায় পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। (রানী পার্কার, ১৯৯৩) জল/পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজটি কীভাবে নারী-পুরুষ ও বয়স দলে বিভক্ত যেমন- নারী-পুরুষ প্রকল্পের কোন কাজে, কোন ধাপে কীভাবে অংশ নিবে তা লিঙ্গ বিশ্লেষণে তুলে আনা সম্ভব। মূলত এর মাধ্যমে ঘরে বাইরে নারী-পুরুষের ভিন্নধর্মী কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জ্ঞান-এর উপরও কাজ করা যায়। (ভ্যান ইউজেক, ১৯৯৮)

জেন্ডার সমতা: সমতা বলতে নারী-পুরুষের সমঅবস্থান উপভোগ করাকে বোঝায়। এর অর্থ হলো যে, নারী-পুরুষ মর্মভাবে গণবাধিকার অর্জন এবং জাতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করতে পারে। জেন্ডার সমতা নারী-পুরুষের মিল-অমিলগুলো এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা যেমন পানি ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা প্রেক্ষিতে সমাজকর্তৃক কতমূল্যায়ণ।

জেন্ডার ন্যায্যতা: জেন্ডার ন্যায্যতা হলো নারী-পুরুষের সুস্পষ্ট সত্ত্বার প্রক্রিয়া/নারী ও পুরুষের জন্য ঐতিহ্যগত ও সামাজিক বঞ্চনাসমূহ দূর করে একটি সমতাপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায্যতা সমতা আনতে পারে। এজন্য সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত বঞ্চনাকে নির্দেশ করে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়োগের মাধ্যমে পানি খাতের ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ন্যায্যতা আনা দরকার।

মূলধারায় জেন্ডারঃ

জেন্ডার মূলধারাকরণ প্রাক্রিয়া হচ্ছে যে কোন পরিকল্পনায়, আইন প্রণয়নে ও সকল পর্যায়ের নীতি ও কার্যসূচিতে নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার বাস্তবায়ন। এটি একটি কৌশল যা নারী ও পুরুষের সংশ্লিষ্টতা এবং অভিজ্ঞতায় নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও পলিসির মূল্যায়ণ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কার্যসূচির একত্রিত মাত্রা যার ফলে নারী ও পুরুষ সমানভাবে লাভবান হয় এবং অসমতা চিরস্থায়ী হয় না। এর প্রকৃত লক্ষ্য হলো জেন্ডার সমতা অর্জন বা জেন্ডার মূলধারায় রূপান্তর (Ecosoc, ১৯৯৭, জোরপ্রদান সহ/সংযুক্ত)

জেন্ডার সম্পর্কঃ

জেন্ডার সম্পর্কের নিয়মকানুনগুলো পরিবার আইন প্রক্রিয়া অথবা ?? নির্ধারিত হয়ে থাকে। জেন্ডার সম্পর্ক হলো নারী-পুরুষের ক্ষমতা সম্পর্ক এবং নারীর বঞ্চনার ধারা এটি প্রাকৃতিক ভাবে হলোও এটি সামাজিকভাবে নির্দেশিত সম্পর্ক সংস্কৃতি এবং বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং প্রতি বিষয়ে এটি পরিবর্তণ হয়ে থাকে।

আকস্মিক ঘটনা

আকস্মিক ঘটনা হচ্ছে প্রাকৃতিক অথবা মানুষ কর্তৃক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু যা হতে পারে শারিরীক ক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতি যা মানুষের ভানো থাকার জন্য ভীতিকর। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা সন্দেহাতীত টেকসই জৈবপ্রতিবেশে ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানি, ভূমি ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণকে ত্বরান্বিত করে।

বিভক্তকরণঃ

বিভক্ত করণ হলো নারীর প্রতি বৈষম্য এবং মানবাধিকার বঞ্চনা শুধুমাত্র জেন্ডারের উপর ভিত্তি করেই নয় বরং জাতি, স্বত্ত্বাবোধ, গোত্র, শ্রেণী, বয়স, যোগ্যতা/অযোগ্যতা, ধর্ম এবং আরও অনেক বিষয়ের কারণে সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

বৈষম্য ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর মানবাধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার পিছনে, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বর্ণ, শ্রেণী, বয়স, যোগ্যতা/আযোগ্যতা, ধর্মের মতো আরো অনেকগুলো বিষয় জড়িত থাকে।

জীবিকাঃ

জীবিকা হলো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা, সম্পদ যেমন- বস্তুগত ও সামাজিক এবং কার্যাবলীর সমন্বয় একটি জীবিকা তখনই টেকসই/স্থায়িত্বশীল হয় যখন এটি বিভিন্ন ধরনের চাপ, সংকট ও নেতিবাচক ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পাদকের কেন্দ্র করে সক্ষমতার চর্চা বা বৃদ্ধি করে।

ঝুঁকি

ঝুঁকি বলতে বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ-এই দুইএর সমন্বয়ে ক্ষতি বা ধ্বংসের ইঙ্গিত বা আশংকাকে বুঝানো হয়। কোন একটি দুর্যোগের সাথে একটি জনগোষ্ঠী অভিযোজিত না পারলে তারা ঝুঁকির বাধ্যে আছে বলে ধারণা করা হয়।

সুবিধাভোগীঃ

সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রতিনিধি যাদের সিদ্ধান্ত সমূহের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে/এছাড়াও যারা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হবেন বা হতে পারেন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারেন তারাও সুবিধাভোগী বা স্টেকহোল্ডার ।

বিপদাপন্নতাঃ

বিপদাপন্নতা হলো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রেক্ষিতে কতগুলো পরিস্থিতি বা প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব/যা কমিউনিটির উপর আপদের প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছেন অথবা কমিউনিটিকে ঝুঁকির আশংকায় রেখেছে ।

অধ্যায় ৬ঃ বাংলাদেশ পানি বিষয়ক নীতিমালা ও অন্যান্য তথ্যাদি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। এটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে ভারত এবং দক্ষিণ - পশ্চিম কোণে বার্মা বা মায়ানমার। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ সমূহ হচ্ছে ভারত, নেপাল, ভূটান, চীন ও পাকিস্তান। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন শাখানদী ও উপনদী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।এদেশের বেশীরভাগ ভূমি সমতল। তবে দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে বেশ কিছু এলাকা পার্বত্যভূমি। যদিও দেশের জলবায়ু মাঝেমধ্যেই বিরূপ তবুও এদেশের ভূমি খুবই উর্বর। এই অঞ্চলকে প্রথমে পূর্ব বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। পশ্চিম বাংলা বলতে বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যকে বোঝায় তবে তাদের ভাষাও বাংলা।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এ দেশের প্রধান কৃষিজ পণ্য হলো চাল, গম, আলু, আটা, পাট, আখ, চা, তামাক প্রভৃতি। বাংলাদেশ একটি ষড়ঋতুর দেশ। যদিও বর্তমানে পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে প্রধান ঋতু ৪টি পরিলক্ষিত হয়, যথাঃ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্তকাল। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ। প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন লোকের বাস এর মধ্যে ১ মিলিয়ন আদীবাসি এবং উপজাতী আছে। তারা এদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী এবং বান্দরবানে বাস করে। দ্যা ওর্য়াল্ড হেরিটেজ সুন্দরবন বাংলাদেশে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ এবং সর্ব দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত।

বাংলাদেশ একটি নদীবহুল দেশ। এদেশের প্রধান নদী যেমন পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনার কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ও জমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বেশ কিছু সংখ্যক নগর এবং শহর যেমনঃ চাঁদপুর, রাজশাহী, এবং ফরিদপুর সহ নদী তীরবর্তি অঞ্চলগুলো হুমকির মুখে অবস্থান করছে।সাধারণত বন্যায় প্রতি বছর দেশে ২৫ শতাংশ প্লাবিত হয় এবং ৬০ শতাংশ বন্যা কবলিত থাকে। বন্যায় প্রতিবছর মানুষ, পশু, রাস্তা, বাঁধ ও খাদ্যশস্যর ক্ষতি হয়। প্রতিবছর দেশের প্রায় ১৮% খাদ্য বন্যার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। নদী বিধৌত অঞ্চল বলে এই এলাকায় ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। হাওর-বাওর , বিল-ঝিল ইত্যাদি মূলত মিঠা পানির উৎস হিসেবে কাজ করে।

প্রধান প্রধান নদী সমূহের গতি এবং স্রোতের কারণে এই সমস্ত জলচ্ছত্রগুলোর উৎপত্তি হয়। এই অঞ্চলে মানব সৃষ্ট নিঁচু জলাভূমির মাঝে আছে পুকুর, দিঘী এবং লেক। দেশের প্রধান কয়েকটি জলাশয়ের মাঝে আছে চলনবিল, আত্রাই-হ্রদ, পুণর্ভবা অঞ্চল, গোপালগঞ্জ - খুলনা এলাকার বিল সমূহ, আড়িয়াল খাঁ বিল, সুরমা-কুশিয়ারা নদী বিধৌত অঞ্চল সমুহ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সহ অবস্থানের জন্য এই সমস্ত নিঁচু ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই জলাভূমি সমূহের গুরুত্ব কেবল মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যই নয় একই সঙ্গে এই অঞ্চলের জীব পরিবর্তন, উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূলের জন্য, মাৎস্যায়ন, কৃষি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আরও অনেক কারণেই প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত জলাভূমি ধীরে ধীরে কমে আসার কারনে বিভিন্ন রকমের সমস্যা শুরু হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি, দেশীয় ও গৃহস্থালী প্রাণীর স্বল্পতা ,দেশীয় গাছ গাছড়া ,বিরুৎ,গুল্ম, শস্য, ধানের বিভিন্ন প্রকরণ,মাটিতে প্রাকৃতিক উপাদানের ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের বিলুপ্তির মতন ঘটনা। এর ফলশ্রুতিতে ঘন ঘন বন্যা ,জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল জীবিকা নষ্ট হয়ে যাওয়া,এর প্রভাবে আর্থ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্যতা ও বিঘ্নিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গনে প্রতিবছর গড়পড়তায় ১০০০০ হেক্টর জমি নষ্ট হয় এবং ২০০০০ পরিবার বাস্তুহারা হয়ে থাকে।

পানি সম্পদের বর্তমান অবস্থা :

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের বিরূপ প্রভাবে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো পলি পড়ে ভরাট হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে ছোট বড় ২৩০ টি নদী আছে, এগুলোর মধ্যে ৫৪ টি আন্ত সংযোগকারী ৫১ টি ভারতের সাথে সংযোগ এবং বাকী ৩ টি বার্মার সাথে সংযোগ। ২৩০ টি নদীর মধ্যে এখন কেবলমাত্র ১৭৫ টি নদ-নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। ঢাকা শহরের সীমানাঘেঁষা নদীগুলো অর্থাৎ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী মারাত্নক দূষণে আক্রান্ত। ঢাকার চারপাশে শিল্প কারখানা থেকে শিল্পবর্জ্য কোনো প্রকার শোধন ছাড়াই নদীগুলোতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ও পারদের মতো ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত বর্জ্যের ভারে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার পানি এতটা দূষিত হয়ে পড়েছে যে, পরিশোধন করে ও এ পানি পান ও ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব নয় । এর ফলে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম নগর এবং ১ কোটি বিশ লাখ জনঅধ্যুষিত ঢাকা শহরের পানির চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে । ঢাকা ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকা শহরের পানির চাহিদা দুই হাজার মিলিয়ন লিটারে দাঁড়িয়েছে । ১৯৯৬ সালে যেখানে ২৬ মিটার গভীরতার নলকুপ বসিয়ে পানির স্তর পাওয়া যেত, অতিরিক্ত পানি তোলার ফলে এখন তা গিয়ে ঠেকেছে ৬১ মিটারের ও নীচে।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোতে বর্ষাকালে প্রচুর পানি থাকে, কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। তাছাড়া বলা হয়ে থাকে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারনে এই বন্যা এবং ক্ষরা ভবিষ্যতে মারাত্বক আকার ধারণ করবে। তাছাড়া উজানের দেশগুলো কর্তৃক পানি উত্তোলনের কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট তীব্রতর হয়। ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানির তীব্র সংকটে পড়ে। ১৯৫০-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দেশের ২০ শতাংশ ক্ষরাতে আক্রান্ত হয়। এই সময় নলকূপের পানি অত্যন্ত নীচে নেমে যায়।

গ্রামাঞ্চলে সুপেয় এবং ব্যবহারযোগ্য পানির উৎস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানির কভারেজ হলো ৭৪%। পার্বত্য অঞ্চলে ও রয়েছে পানির মারাত্নক সংকট। বাংলাদেশে সুপেয় পানি সংগ্রহের কাজটি নারীরাই সম্পন্ন করে থাকে। অনেক দূরে পায়ে হেটে, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পানি সংগ্রহ করতে হয়। এই সকল অঞ্চলের একজন নারীকে গড়ে ২ থেকে ৩ ঘন্টা ব্যয় করতে হয় কেবলমাত্র খাবার ও রান্নার পানি সংগ্রহের জন্য।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯৮ সালেন বন্যা কে সবচেয়ে প্রলয়ংকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। সেই সময় দেশের প্রতিটি প্রধাণ নদীর পানির স্তরের উচ্চতা বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় । এর সঙ্গে বৃষ্টি ও ছোট ছোট নদীর পানিও যুক্ত হয় । এছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগটি সৃষ্টি হয় তা স্মরণকালের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ, যা সপ্তাহ গড়িয়ে মাসের পর মাস ধরে থাকে।

অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের ধ্বংসঃ

অনাবৃষ্টির ও অনাকাঙ্খিত বৃষ্টির কারণে প্রতিবছর প্রচুর পরিমানে অপরিপক্ক ফসল ফলনের আগেই নষ্ট হয়ে যায়।

সাইক্লোন

বাংলাদেশে দুর্যোগ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ,যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কোন নির্দিষ্ট এলাকা কে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাইক্লোন,ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন,টর্নেডো,ভূমিকম্প এবং অনাবৃষ্টি। তারমধ্যে সাইক্লোন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্নক। সাধারণত, এরকারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ, যেখানে সাইক্লোনের বাতাস ও নদীর জোরাল স্রোত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানে। আবহাওয়ার বিরুপ অবস্থার কারনেই তীরবর্তী স্থানগুলো এত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সাইক্লোন সংঘটিত হলে আরো যেসব দুর্যোগ দেখা যায়, নিম্নচাপ,বাতাসের তীব্র গতিবেগ,সাইক্লোন উত্তরকালে সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি। এই সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে যে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হয় তাকে বলে "প্রচন্ড জলোচ্ছাস"। বঙ্গোপসাগরে জলোচ্ছাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয় ১২মিটার। প্রচন্ড ঝড়ের ফলে উপকুলীয় অঞ্চল,লোকালয়, দূরবর্তী ভূমি,নদীর তীরবর্তী জমিতে বন্যা হয়।

বাংলাদেশে বেশীর ভাগ সাইক্লোন আঘাত হানে বর্ষা ঋতুর আগে(এপ্রিল,মে,জুনের শুরুতে)ও পরবর্তী সময়ে (সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবর,নভেম্বরে)। এই সময়টি মূলত বাংলাদেশের ধানর আবাদের সময়। বিশ্ব ইতিহাসের বেশ কিছু প্রধাণ প্রধাণ এবং প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই উপকূলীয় অঞ্চলের তীর ঘেষে বঙ্গোপসাগরে হয়েছে (সিম্পসন ১৯৮১)। ১৮৭৭ থেকে ১৯৭৮ সালের মাঝেই এই অঞ্চলে প্রায় ১০৫০ বার সামুদ্রিক দূর্যোগ (নিন্মচাপ) এই অঞ্চলে আঘাত হানে। যার মাঝে ২৫৪ বারই এই নিন্মচাপ গুলো সমূহ মাঝারিপালার সাইক্লোনে রূপান্তরিত হয় এবং ১৫৮ বার প্রচন্ড আকারের সাইক্লোনে পরিণত হয়। ১৯৭০ এবং ১৯৯১ এর প্রলয়ংকারী ঝড় ছিল অন্যতম। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ ৫ লক্ষ প্রাণ এবং ১৯৯১ সালে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার প্রাণ হারায়। ১৯৯১ সালের ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১.৭৮ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। দেশের ৭ শতাংশে প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ সাইক্লোন রিস্ক জোনে বাস করে।

সরকার কর্তৃক পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

১) পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রধান মন্ত্রনালয় হলো পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, যা দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা ও তার উন্নয়নের দিকটি তদারকি করে । এই মন্ত্রনালয় পানি সংক্রান্ত সার্বিক কলা-কৌশল, নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন, নির্দেশনা ও পরামর্শদান সহ সকল কাজ সম্পাদন করে। এছাড়াও পানি সম্পদ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল দপ্তরের মাঝে সমন্বয়ের কাজটিও করে থাকে।। এই মন্ত্রনালয় বন্যা নিয়ন্ত্রন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নদী ভাঙন সহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণ, সুইস গেট স্থাপন, খাল খনন, নাব্যতা বৃদ্ধিসহ প্রভৃতি কাজ গুলোও এই মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এফসিডি,এফসিডিআই, ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট সহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই মন্ত্রনালয়ের কার্যকরী সংস্থা হিসেবে কাজ করে । এছাড়াও এর সহায়তায় জলবিজ্ঞান সম্পর্কিত সবরকম তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণ করে তাকে কার্যে পরিণত করে। বন্যা উত্তর আশ্রয়কেন্দ্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বন্যা সংক্রান্ত খবর প্রচার করে।এই মন্ত্রনালয় দেশবাসীর জন্য বন্যা ও পানি সংক্রান্ত নির্দেশনাগুলো জানিয়ে দেয়।

এসব ছাড়াও এই মন্ত্রনালয়ের অন্যান্য প্রধাণ কাজের মাঝে রয়েছে সেচভূমির সংরক্ষণ, পানি সংরক্ষণ, পানির তলদেশ এবং উপরিভাগের ব্যবহার, সামুদ্রিক মোহনা সংরক্ষণ, মেরুকরণ প্রতিরোধ,

মৃত খাল পুর্নজীবিকরন, আর্ন্তজাতিক সহায়তা, আর্ন্তজাতিক সংগঠন সমূহের সঙ্গে লিয়াঁজো রক্ষা করা এবং আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন চুক্তি সাক্ষর সহ পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল কাজের অংীদারিত্ব রাখা ।

জাতীয় পানি নীতিমালা ১৯৯৯ অনুযায়ী এই মন্ত্রনালয় পানি সম্পদ সম্পর্কিত তার সমস্ত কার্যক্রমের দায় এবং ধারা সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ যে কোন জরুরী অবস্থায় এবং পানির অভার রয়েছে এবং সব জায়গা চিহ্নিত করে সেসব জায়গায় অধিক গুরুত্বের সঙ্গে পানির যোগানের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করবে ।

২. জনসাধারণের সুবিধার্থে অগভীর তলদেশের পানি তুলে জনসাধারণের চিহ্নিত এলাকা সমূহে বন্টনের ব্যবস্থা করা ।

৩. অনাবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট অভাব দূর করতে অভিজ্ঞতা আলোচনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

৪. যেকোনো প্রচন্ড দূর্যোগে স্থানীয় সরকার বা ব্যাক্তিকে ক্ষমতায়নের মাধম্যে পানি ব্যবস্থাপনার এবং নীতিমালা প্রণয়ণের মাধ্যমে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করা ।

৫. যেকোন মুহুর্তের প্রয়োজনীয় রক্ষণাত্নক অবস্থান এবং নাগরিক জীবনে পানি অধিকার এবং সংশিষ্ট নীতিমালা গুলো সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলা ।

৬. জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত পানিগুলোকে নালা বা খালের মাধ্যেমে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করা ।

এই সমস্ত কার্যাদীর সকল প্রকার দেখাশোনা এবং বাস্তবায়নের সমস্ত দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয় বহন করে । এই সকল কার্য়ক্রমই একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকে ।

৭. জলীয় গবেষণা এবং নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ।

৮. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিশন, যৌথ সীমান্ত নদী সংক্রান্ত কার্যাদী গ্রহণ করা ।

৯. অর্থায়ণ সহ যাবতীয় সাচিবিক কার্যাদি সম্পাদন করা ।

১০. প্রশাসনিক কাঠমোতে কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ভাবে সংগঠিত করে কর্ম সম্পাদন করা ।

১১. আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সর্ম্পক রক্ষায় বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সুবিধাদি এবং অন্যন্য বিষয়াদীতে যোগাযোগ রক্ষা সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নদী রক্ষা এবং পানি গবেষণা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ সাধণ করা ।

১২. এই মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত সকল আইন প্রয়োগ এবং প্রণয়ণ করে থাকে ।

১৩. এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সমস্ত বিষয়ে খোঁজ এবং অণুসন্ধান করা ।

১৪. আদালত কর্তৃক ধার্য্য কোন জরিমানা ব্যতিত এ সংক্রান্ত যে কোন জরিমানা ধার্য্য এবং গ্রহণ করা ।

২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডঃ

খাদ্য এবং শস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া বাংলাদেশের উন্নয়ণ কার্যংক্রমের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই এদেশের কৃষিজ উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চায়ণ সবচাইতে বেশি প্রাধাণ্য পেয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য দেশের কৃষি এবং উৎপাদন খাতে আধুনিকায়ণ এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে দেশের উৎপাদনকে বহুমুখী লক্ষ্যমাত্রায় পৌছে দেয়া। এই ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীণে এই ধরণের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার সবচাইতে অগ্রগণ্য সংস্থা। এই বোর্ড মূলত:

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃনিষ্কাষণ।
- সেচ কার্যক্রম।
- নদী তীর এবং শহর রক্ষা।
- বন্যা পূর্বাভাস এবং শতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা।
- ভূমি রক্ষা।
- জলোৎচ্ছাস এবং প্রচন্ড জোয়ার হতে রক্ষা এই কাজ গুলো করে।

বিডব্লিউডিবি তার সীমিত সম্পদ দ্বারা বিভিন্ন শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ কে নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।গত কয়েক শতক ধরে এ বোর্ডটি যমুনা ,গঙ্গা ও মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ,রাজশাহী ও চাঁদপুর শহরকে রক্ষা করে আসছে। কিন্তু সার্বিক ক্ষতির পরিমাণকে বিবেচণায় আনলে দেখা যায় এর পরিমাণ খুবই কম। কয়েক'শ কি.মি উপকুল নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে । এই সংস্থা কেবলমাত্র নদী ভাঙন সংক্রান্ত এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে পারে। একই সঙ্গে এই সংস্থা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য বিকল্প ব্যবস্থারও সংস্থান করে থাকে। ই এম আই এন এর তত্ত্বাবধাণে এবং কর্ম পরিকল্পনায় এই বোর্ড একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে যাচ্ছে যারা নদী ভাঙন প্রতিরোধে কাজ করবে।

৩) ওয়ারপো (জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থার আওতায়)

৪) জাতীয় পানি নীতি

৫) জাতীয় পানি সেক্টর এপেক্স বডি

৬) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৭) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-স্থানীয় সরকার বিভাগঃ

সমগ্র দেশের গ্রামীণ ও শহর এলাকার (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্রগ্রাম ব্যতিত) পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্টার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। ঢাকা- নারায়নগঞ্জ ও চট্রগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্টার দায়িত্ব যথাক্রমে ঢাকা ওয়াসা ও চট্রগ্রাম ওয়াসার।

এই মন্ত্রণালয় ৯০ দশকের শেষের দিকে অনেক নীতিমালা ও মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহন করেছে তাহলো:

- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো;
- বর্তমানের নলকূপ প্রতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০৫ জন হতে ৮০ জনে নামিয়ে আনা; নিরাপদ পানির উৎসের স্থান নির্বাচনের জন্য নারীর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার প্রদান ।
- সেবা এলাকা ও সেবা উপেক্ষিত এলাকার মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে ৫,২৯,০০০ নলকূপ স্থাপন এবং এনজিও এর মাধ্যমে ৪,০০,০০০ নলকূপ স্থাপন করা;
- স্যানিটেশন কভারেজ হার শতকরা ৭০ ভাগ এ উন্নীত করা;
- স্থানীয়ভাবে নলকূপ ও ল্যাট্রিন উপকরণ তৈরিতে উৎসাহ যোগানো;

২০০৩ সালে সরকার ২০১০ সালের মধ্যে ১০০ শত ভাগ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করে এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে ।কিন্তু বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যেমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করে ।

২০১৩ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করার ঘোষনা দিয়েছে । সেক্ষেত্রে সাধারণত পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । একই সাথে ল্যাট্রিন-এর যথাযথ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে । যদিও স্যানিটেশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনও সর্ম্পূণ সচেতন হয়ে ওঠেনি বিধায় এ কার্যক্রমের সাবটেনেবিলিটি একশতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম যেন শুধুমাত্র ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রমে রূপ না নেয় তাও নিশ্চিত করতে হবে । সবার বাড়িতে ল্যাট্রিন বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসানো হয় । পুকুর বা জলাশয়ের পাশে বসানো না হয় । সেগুলো কোনভাবেই যেন পরিবেশ ও পানি দূষণ না ঘটায় তা নিশ্চিত করতে হবে । ল্যাট্রিন বসানোর স্থানটি যেন মহিলাদের জন্য সুবিধাজনক হয় সে বিষয়ে ও নিশ্চিত করতে হবে ।

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এলাকাভেদে এর ভূ-প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান । ফলে একই ধরনের ল্যাট্রিন প্রযুক্তি সব এলাকায় কার্যকর হয় না । যেমন- সমতল এলাকায় যে ল্যাট্রিন প্রযুক্তি কার্যকর সেটা উপকূলীয় বা পাহাড়ী এলাকায় কার্যকর নাও হতে পারে । সেজন্য বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে স্যানিটেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিটি এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রকোপ, স্থানীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মহিলা বান্ধব, ক্রয়ক্ষমতাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে লাগসই, টেকসই ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটাতে হবে ।

viii) সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহের দিক-নির্দেশনা

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে মৌলিক নীতি হচ্ছে 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮' ।

এই নীতিতে বলা হয়েছে যে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে সাশ্রয়ী মূল্যে সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যবস্থা করা। এই নীতিতে স্বাস্থ্য-অভ্যাস পরিবর্তনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা,বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় ভাগাভাগিতে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের সুপারিশ করা হয়েছে। গ্রাম এলাকায় প্রতি পরিবারের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের যথাযথ অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

শহর অঞ্চলে এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি পরিবারের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সহজ অধিকার নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে গর্ত পায়খানা থেকে শুরু করে পানিবাহিত সুয়ারেজ ব্যবস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুল, বাস স্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগম এলাকায় গণশৌচাগার নির্মাণ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র এলাকায় যেখানে প্রতি পরিবারে পৃথক পৃথক পায়খানা বানানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা নাই সেখানে কমিউনিটি ল্যাট্রিন বা সবার ব্যবহারের সাধারণ পায়খানা স্থাপন করতে বলা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও জনগণ স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হবে। ব্যক্তিগত এবং এনজিও সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীদারগণ সরকারি নীতি অনুযায়ী এই খাতের উন্নয়নে অবদান রাখবে। এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

নির্দিষ্ট অঞ্চল, ভূতাত্বিক অবস্থা এবং সামাজিক গোষ্ঠী ভেদে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য অবিরাম গবেষণা ও উন্নযন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকার প্রসার ঘটানো হবে। এই জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বোর্ডসমূহে (পৌরসভা/ওয়াসা) তাদের অধিক হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

কোন স্থাপনার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে ব্যবহারকারীদের উপর। তারা এ বাবদ সমস্ত ব্যয় বহন করবে। অবশ্য অতি-দরিদ্র সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্টান, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যয় বাবদ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে। গণশৌচাগারে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে। পানি ও স্যানিটেশন সেবার জন্য ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্যানিটেশন কার্যক্রমে ব্যক্তিখাত ও এনজিও সংস্থাসমূহের অংশগ্রহন উৎসাহিত করা হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন প্রণয়ন করা হবে। অগ্রগতি পরিমাপ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৌশল পরিমার্জনের জন্য নিয়মিত মান ও সংখ্যাগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এই খাতের কার্যক্রম সম্পর্কে দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

ix) দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি)

পিআরএসপি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। সুশীল সমাজের উপস্থাপনা ও এই খাতের বিভিন্ন সংস্থার ক্রমবর্ধমান দাবী অনুযায়ী পানি ও স্যানিটেশন এখন স্বাস্থ্য অধ্যায়ের উপ-অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যেহেতু সরকারি বাজেট বরাদ্দ এবং দাতা সংস্থার সাহায্য পিআরএসপি অনুসারে হবে সেহেতু পানি ও স্যানিটেশন একটি আলাদা বিষয় হিসেবে সংযুক্ত হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সংযুক্তি বাংলাদেশে সবার জন্য পানি ও স্যানিটেমন সেবার নিমিত্তে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

x) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৪ এ আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এই পরিকল্পনায় বড় শহরগুলোতে পানিবাহিত সুয়ারেজ ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ বরাদ্দের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। তদানুযায়ী এই স্যানিটেশন কৌশল সার্বিক স্যানিটেশন উন্নয়নে নির্ধারিত সম্পদ পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

xi) খাত উন্নয়ন কাঠামো ২০০৪

বাংলাদেশ সরকার পানি ও স্যানিটেশন খাতের জন্য একটি খাত উন্নয়ন কাঠামো অনুমোদন করেছে। এই কাঠামো সকল ভবিষ্যত খাত উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা,সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ নির্দেশ করবে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টানগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহন, অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ, সরকারি- এনজিও-ব্যক্তিখাত অংশীদারিত্ব এবং নারী- পুরুষ ভিন্নতা বিষয়ে সংবেদনশীলতা । তদানুযায়ী জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল এই কাঠামো অনুসরণ করবে।

xii) Legislations

xiii) Reform in water sector

xiv) Participatory management of water resources

xv) Bangladesh water vision 2025

জেন্ডার, পানি এবং বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশেরে প্রেক্ষিতে জেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ইদানিং এই দেশে জেন্ডার এবং পানি সম্পর্কীত ইস্যু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এ সংক্রান্ত বিষয়ে তার নীতি বদলাচ্ছে। কারণ সামাজিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পানি ও জেন্ডার ইস্যু গৃহস্থালী এবং সেচ কাজে শ্রম বিভাজন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ধরণের দ্বন্দের সৃষ্টি করেছে যার মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ বিভাজন। সমাজ পরিবর্তন এবং সামাজিক দ্বন্দের জটিল অবস্থানে এসে বর্তমানে এটি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুস্থ এবং গঠনমূলক বিন্যাসের মাধ্যমে কিভাবে পানি এবং জেন্ডার ইস্যুর দ্বন্দ নিরসন করা যায়। পানির সঙ্গে এই সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কটা খুব অল্প লোকই বুঝতে পারে। সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত পানির জন্য অগভীর পানির যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য খাওয়া সহ অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যবহৃত হ্যান্ড মেশিন এবং নলকূপে পানির সংকট দেখা যায়। একারণে গভীর নলকূপের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক আজ গভীর নলকূপ সৃষ্ট আর্সেনিক দূষণের শিকার। পানির এই দুষণের কারণে চিংড়ি ঘেরগুলো ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে চিংড়ি রপ্তানীতেও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পানি, জেন্ডার এবং শ্রেণী বৈষম্যের আন্তসম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। জেন্ডার বিশেষণে সরকারী নীতি ,বিশেষত উন্নয়ন প্রজেক্ট এবং পানি সম্পদ গবেষণা এবং নারী সংগঠন প্রভৃতি বিষয় গুলো এই রিসোর্স গাইডটিতে ফোকাস করা হয়েছে।

পানির সঙ্গে এই সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কটা খুব অল্প লোকই বুঝতে পারে। নারী পুরুষ সর্ম্পকের বিষয়ে ঘাটতি থাকার কারনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় যেমন- যদি পুরুষরা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে পারিবারিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং এ সম্পর্কিত অভ্যাসগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম থাকে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে এমন কারনগুলো নিম্নে দেয়া হলো (সরেনসেন, ১৯৯২, ডানিডা, ১৯৯৭):

● পুরুষরা পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন কওে সেহেতু পুরুষরা সচেতন বা উদ্বুদ্ধ না হলে তাৎক্ষনিকভাবে নতুন অভ্যাস মেনে চলার ক্ষেত্রে তারা সহযোগিতা করে না।

● নারী ও পুরুষ পারিবারিক পর্যায়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং উভয়ই পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা উন্নয়নে কাজ করবে।

● পুরুষদের কাছে টাকা থাকে এবং তারাই কেনাকেটা করে। সুতরাং যদি সাবান কেনার উপকারিতা সর্ম্পকে পুরুষদের ধারনা থাকে তাহলে এটিকে বাড়তি খরচ মনে না করে স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্যে কিনতে থাকবে।

নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অর্থ হলো নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য, ভূমিকা,চাহিদা ও মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনায় এনে নিজ নিজ অবস্থান নির্ণয় । নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ উভয়ের খোলামন ও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মনোভাব থাকতে হবে । নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়টি সম্পদ, বয়স, ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, যুবক এবং বৃদ্ধ ইত্যাদি বিষয় গুলোকেও নজরে আনবে । এ প্রক্রিয়া নারী ও পুরুষকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গণ্য করে এবং উন্নয়ন কর্মসূচীতে তাদের যথাযথ সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা যাচাই করে।

উন্নয়ন কর্মসূচী বিভিন্নভাবে ধনী/দরিদ্র, যুবক/বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলাদের প্রভাবিত করতে পারে। নারী পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমাজের বিভিন্ন সদস্য বা গোষ্ঠী, উন্নয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় এবং কোন পর্যায়ে ও কিভাবে কতটুকু উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করবে এবং তা থেকে কি লাভ হবে তা পূর্বেই ধারণা করতে সহায়তা করে এবং উন্নয়নের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহন করে। এ প্রক্রিয়া শুধু উন্নয়ন কর্মসূচীতে ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকেই লক্ষ্য রাখে না বরং নারী পুরুষের যথাযথ সম্পর্কের বিষয়ের ওপরেও দৃষ্টি রাখে।

এ প্রক্রিয়া শুধু কে কি করছে তা দেখে না বরং কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কে কিভাবে তা থেকে লাভবান হচ্ছে তাও পর্যবেক্ষণ করে। অধিকন্তু সম্পদসমূহ যেমন - পানি, জমি,ঋণ ইত্যাদি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে তাও লক্ষ্য করে ।যদিও নারী পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেক বিষয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে একই রকমের তবুও ঐ বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় অবস্থার আলোকে নির্ণয় করতে হবে।

বর্তমানে নারী পুরুষ সম্পর্কের বিষয়টি বেশী বেশী আলোচিত হলেও তার বাস্তবায়ন কাগজ কলমে এবং সভা সমিতিতেই সীমিত। তবে বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে দ্রুত গুরুত্ব অর্জন করছে এবং মানব জাতি হিসেবে এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের কেন্দ্র বিন্দুতে স্পর্শ করছে। এটি মনে রাখা দরকার যে কোন কর্মসূচীতে যদি নারী পুরুষ সম্পর্কের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় তবে অনেক সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। গতানুগতিক নারী পুরুষ বিভাজনের কারণে পানি সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ধারণা ও অগ্রাধিকার প্রায়শই বিভিন্ন হয়ে থাকে (ভ্যান উইক,১৯৯৮)। যদি এ বিষয়গুলো নজরে না নেয়া হয় তাহলে স্থাপিত পানি সরবরাহ

ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা দেখা দিতে পারে, স্যানিটেশন ব্যবস্থার চাহিদা কমে যেতে পারে এমনকি স্থাপিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যে সমস্ত বিষয় নারী এবং পুরুষকে সরাসরি প্রভাবিত করে এবং যে বিষয়গুলোতে তাদের দায় দায়িত্ব আছে সে সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাইক্লোন,ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন,টর্নেডো,ভূমিকম্প এবং অনাবৃষ্টি। তারমধ্যে সাইক্লোন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্নক। সাধারণত, এরকারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ ,যেখানে সাইক্লোনের বাতাস ও নদীর জোরাল স্রোত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানে। আবহাওয়ার বিরুপ অবস্থার কারনেই তীরবর্তী স্থানগুলো এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাইক্লোন সংঘটিত হলে আরো যেসব দুর্যোগ দেখা যায়, নিম্নচাপ,বাতাসের তীব্র গতিবেগ,সাইক্লোন উত্তরকালে সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি। এই সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে যে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হয় তাকে বলে "প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস" বঙ্গপসাগরে জলোচ্ছাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয় ১২মিটার। প্রচন্ড ঝড়ের ফলে উপকুলীয় অঞ্চল,লোকালয়, দূরবর্তী ভূমি,নদীর তীরবর্তী জমিতে বন্যা হয়। এই সকল ইস্যুতে মহিলারাই সবচেয়ে বেশী ভূক্তভোগী ।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সী ১,১০,০০০ জন শিশু মৃত্যুবরণ করছে, যার গড় হিসাব দাড়াঁয় প্রতিদিন ৩৪২ জন । সবচেয়ে পীড়াদায়ক হল, এর ফলে শিশু মৃত্যুর পূর্বে কমপক্ষে ৩-৫ বার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২-৩ দিন ভোগে । এর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে । প্রতি বছর বাংলাদেশে ৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবায় । যার মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ । নিরাপদ পানির অভাব, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জনগোষ্টীর অজ্ঞতাই মূলতঃ এর জন্যে দায়ী । শিশু পরিচর্যা ও গৃহস্থালী কাজের মূল দায়িত্ব মেয়েদের উপরে র্বতায় ।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে শুকনো মৌসুমে ৩ কোটি লোক ও সারা বছর বিভিন্ন মেয়াদে ৬ কোটি লোক পানি সংকটে ভোগে। এ চিত্র সারা দেশের। আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশে পানির সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে পানি বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে নিরাপদ পানির জন্যে প্রায় ৮০ লক্ষ গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে এবং এ নলকূপগুলো দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষকে নিরাপদ পানির সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ১৩.১৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ৩.৫০ কোটি মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নিরাপদ পানি সংকটের পিছনে বহুবিদ কারণ বিদ্যমান। আমাদের দেশের নদ নদী, খাল বিল ও জলাশয়ের যে পানি অবশিষ্ট আছে তা পড়ছে মারাত্মক দূষনের কবলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে কোন না কোন নদীর তীরে। ফলে শিল্প কারখানা থেকে বর্জ্য নদীতে নিষ্কাষিত হওয়ার পানি অহরহ দূষিত হচ্ছে। তাছাড়া উচ্চ ফলনশীল শস্যের চাষ করতে হচ্ছে। যার ফলে প্রচুর পানি, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতি বছর। এসব দ্রব্য পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করছে অতি সহজেই।

আমাদের পানির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে ভূ-গর্ভের পানি। গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলন করে জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। অনাকাংখিত মাত্রাতিরিক্ত ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে আশংকাজনকবাবে ভূ-গর্ভের পানি স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে আর্সেনিক দূষণ। আবার কোথাও কোথাও অগভীর নলকূপে পানি উঠছে না এ কারনেই। এই সকল ইস্যুতে মহিলারাই সবচেয়ে বেশী ভূক্তভোগী।

সর্বোপরি ভূ-গর্ভের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সহজলভ্য নিরাপদ পানি প্রাপ্তির উৎসকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলায় মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি আমাদের শুধু উদ্বেগের সৃষ্টি করছে না, বরং ভয়ের ও জন্ম দিচ্ছে ।অপরিকল্পিত এবং অসচেতনতামূলক পয়ঃনিষ্কান ব্যবস্থা পানি দূষনের আরেকটি অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে এখনো ৬০ শতাংশ মানুষ অস্বাস্থ্যকর, খোলা মাঠ ও জংগলে বা নদীর পাড়ে মল ত্যাগ করে থাকে। এর ফলে প্রতিদিন ২০ লক্ষ টন মল ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা ধুলা বায়ু ও বাতাসে মিলে পানি ও পরিবেশকে প্রতিনিয়ত দুষিত করে তুলছে বলগাহীনভাবে। আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ রোগের কারণ দূষিত পানি ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার। আর এজন্য পরিবারগুলোর মোট আয়ের ৬৩ ভাগই চলে যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা চিকিৎসা সেবায়। সে কারণে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার সাথে সাথে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকলের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

আমাদের করনীয়ঃ

- নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসন ও এনজিও সংগঠনসমূহকে আরো সক্রিয় হতে হবে । সর্বোপরি জিও এবং এনজিও সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে ।

- পানি দূষন বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

- ভূ-গর্ভের পানি ব্যবহারে নিরুৎসাহী করতে হবে ।

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ধরে রাখার জন্য কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে । সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এর সংরক্ষণ কৌশল শিখাতে হবে ।

- বন্যার পানিকে ধরে রাখার জন্য খাল খনন ও সংরক্ষিত পুকুর খনন কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে ।

- চাষাবাদ প্রচলিত ফ্লাড সেচ এর পরিবর্তে ডীপ সেচ পদ্ধতি চালু করে পানির ব্যবহার ৩০-৭০%হ্রাস করতে হবে ।

- বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় নিরাপদ পানির অপ্রতুলতা ঠেকাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ।

- বাংলাদেশের ভরাট ও ভূমি দস্যুদের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়া খাল বিল ও পুকুরগুলো, সংস্কার ও সংরক্ষণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে । ছোট পরিসরে পানি শোধনাগার স্থাপন ।

- কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কলকারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য এবং মানুষের বর্জ্য থেকে সৃষ্ট দূষণ থেকে আমাদের পানি সম্পদকে রক্ষা করতে হবে ।

- জনগনকে নিরাপদ পানি বিষয়ে সচেতন করার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে ।

- জাতীয় পানি ও স্যানিটেশন নীতিমালা প্রনয়ণ এবং পরিবেশ রক্ষার বাস্তব সম্মত আইন তৈরী করতে হবে ।

- শিশুদের দূষিত পানি ও পরিবেশ দূষনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ।

- সকল কাজে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পরিশেষে এককভাবে শুধু স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করলেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে না। নিরাপদ পানি ওমানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অধুনিকীকরণ এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে স্যানিটেশনকে পরিবেশ বান্ধব করতে হবে।

- আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস ভারত থেকে তাই পানি ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে ভারতের সাথে দ্বি-বার্ষিক চুক্তি ছাড়া ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এই বাংলাদেশের পানি সমস্যা তুলে ধরে একটি গ্রহনযোগ্য সমাধানে পৌছাঁতে হবে।

পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রচলন করতে হবে। সর্বপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আর্থিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে গ্রহনযোগ্য স্থায়ীত্বশীল ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ বিকল্প নিরাপদ পানি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রচলন জোরদার করতে হবে যাতে নারীদের পানি সংগ্রহের ব্যয়িত শ্রমের লাঘব হয় যাতে অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে পারে। সর্বপরি, নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নারী পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আরো তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

১.পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, গবেষনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।

২. পানি অধিকারবণ্টন, স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহন।

৩. পানি এবং কৃষি, পানি, ফিশারিজ ও বন্য প্রাণী, পানি সংরক্ষণের জন্য হাওর, বাওর ও বিল ব্যবস্থাপনা ।

জাতীয় পানি সম্পদ নীতির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল গুলো হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ও স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহন, পানি অধিকারবণ্টন, ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ সেচ কাজের সুবিধার জন্য তলদেশের পানির উন্নয়ন এবং উপরি পৃষ্ঠের পানির বৃদ্ধিকরণ।

জাতীয় সরকার

সরকারকে এই পয়:নিষ্কাষণ এবং জেন্ডার এজেন্ডা ইস্যুটিকে বেশ ভালো ভাবে আওতায় এনে কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে জেন্ডার ইস্যুটি একটি প্রধাণতম ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ব্যপারে নিন্মোক্ত পদক্ষেপ সমূহ সরকার পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে:

পানি এবং পয়ঃনিষ্কাষনে নিরাপদ এবং গতিশীল ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে উদ্বুদ্ধ করা ঃ

নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন খাবার পানির এবং পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। সেই সমস্ত সামাজিক সংস্থা যারা মূলত নারীদের দ্বারা পরিচালিত সেসব সংস্থাকে সম্পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্টনের মাধম্যে সাম্যতার ভিত্তিতে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে সেই সমস্ত সংস্থাকে এলাকা ভিত্তিক খাবার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাষনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের জন্য ভূমি ব্যবহার সম্পর্কীত আইন প্রণয়ণ এবং বাস্তবায়ন করা ঃ

ভূমি এবং পানি সম্পদের ব্যবহারে নারীর ক্ষমতায়নকে স্বার্থক করতে পরিচিত এবং সফল নারী উদ্যোক্তাদের সাহায্য গ্রহনের মাধ্যমে সম্পদের সফল এবং উৎপাদনশীল ব্যবহার করা। নারীদের ভূমি স্বত্ব অধিকার বাস্তবায়ন করা। এবং উৎপাদক ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসেবে নারীদের সার্বিক সমর্থন দেয়া।

পয়ঃনিষ্কাষনের সুবিধা প্রদান এবং প্রচার ঃ

জাতীয় পর্যায়ে পয়ঃনিষ্কাষনের সুবিধা এবং কার্যক্রমগুলোতে জেন্ডার সচেতনতা নিশ্চিত করা। স্কুল এবং কলেজে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পয়ঃনিষ্কাষনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কমিশন তার গবেষণায় এই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেছে যেখানে জেন্ডার বিশেষনে সকলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্রমান্বয়ে জেন্ডার সুবিধা এবং পয়ঃনিষ্কাষনের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধান সংস্থাগুলো জেন্ডার নীতি এবং কার্যকৌশল প্রস্তুত করেছে এবং তা ফলোআপ করছে।

আমাদের দেশে খাবার পানি সংগ্রহ, সংরক্ষনসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্ম্পকিত সকল কাজের দায়ভার নারীকেই বহন করতে হয়। এখনও বাংলাদেশের বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী ও পাহাড়ী এলাকায় নারীদের প্রতিদিন ৩-৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। বহন করতে হয় ২০-৩০ লিটার ওজনের ভারী কলস। একাজে অনেক সময় সাহায্যে করছে নারী শিশু। পানি সংগ্রহ ও ভাইবোনের দেখাশুনাসহ সাংসারিক কাজের চাপে নারী শিশুরা স্কুলে অনিয়মিত হতে হতে একসময় ঝরে পড়ছে।

আমাদের দেশের নারী শক্তির একটি বিশাল অংশ এখন উৎপাদনশীল ও উর্পার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত। অসংখ্য পরিবার নারীর চাকুরী ও ব্যবসালব্ধ অর্থের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নারী তার চিরাচরিত গন্ডি পেরিয়ে উপার্জনমুখী কর্মের সাথে ব্যাপকভাবে যুক্ত হলেও পাশাপাশি পুরুষ পানি সংগ্রাহক সার্বিক স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা দৈনিক কার্যাবলীসহ অন্যান্য গৃহস্থালী কাজে অংশগ্রহণ বা দায়িত্বভার নিতে পারেনি। ফলে নারীর উপর কাজের চাপ বেড়েই চলছে।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে

- নারী পুরুষের শ্রমবিভাজন কমিয়ে আনতে হবে। পুরুষকে দায়িত্ব নিতে হবে অনেক কাজের।
- এ সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও নানামুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই পানি বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে এখনও অনেক বিষয়ের প্রাত গুরুত্বারোপ প্রয়োজন যাতে করে মানুষ নিরাপদ পানি সহজে পেতে পারে, নিরপিদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা সর্বত্র বিরাজ করে। সর্বোপরি নারী ও পুরুষ উভয়ের চাহিদাপূরনের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। সে লক্ষ্যে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবেই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ের বাস্তবায়ন সম্ভব।

অধ্যায় ৭: ভারতের বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক তথ্য

পশ্চিমঙ্গ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ অবলম্বনে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য
(তথ্যসূত্রঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ-এর পুরুলিয়ার "প্রদান" সংগঠনের মাধ্যমে প্রাপ্ত)

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক দিয়ে চতুর্থ। যার জনসংখ্যা ৮২ মিলিয়ন। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মোট আয়তনের (৮৮,৭৫২ কি.মি) দুই দশমিক আট শতাংশ। কিন্তু মোট জনসংখ্যার সাত দশমিক আট শতাংশ নিয়ে এই রাজ্যটি জনসংখ্যার ঘনত্বের (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯০৪ জন) বিচারে প্রথমে রয়েছে (২০০১ সালের পরিসংখ্যান তথ্য)। রাজ্যের উত্তর সীমানায় রয়েছে নেপাল, ভূটান এবং সিকিন রাজ্য, পশ্চিমে রয়েছে আমাদের গোয়াল পাড়া ও বাংলাদেশ, উড়িষ্যা এবং বঙ্গোপসাগর রয়েছে দক্ষিনে আর পূর্বে রয়েছে বিহার।

জনসংখ্যার শতকরা ৭২ জন বাস করে গ্রামাঞ্চলে। পরিকল্পনা কমিশন অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩১.৮৫% দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করে। চিহ্নিত বর্ণ এবং গোত্রের মোট জনসংখ্যার ২৮.৬% এবং ৫.৮% যথাক্রমে বাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং ১৯.৯% ও ১.৫% বাস করে শহর এলাকায়। তবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানরাই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮.৬%।

নিয়মিত হিসাব অনুযায়ী গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩.৩% ও ১১.৮। এছাড়া এটা লক্ষ্যনীয় যে, এই তিন শ্রেণীর (বর্ণ, গোত্র ও সংখ্যালঘু) লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এবং এরাই গ্রামের দরিদ্রতম তিনটি শ্রেণী। রাজ্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে এবং মানব উন্নয়নের দিক দিয়েও কম অগ্রসর।

২০০০-০১ সালে রাজ্যের সামগ্রিক আভ্যন্তরীন উৎপাদন ছিল বর্তমান মূল্যমানে ১৭৮৬০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু সামগ্রিক আভ্যন্তরীন উৎপাদন ছিল ১৬০৭২ টাকা। এটা জাতীয় গড় এর তুলনায় অধিক। এটা ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ২০০০-২০০১ সময়কালে ৭% বার্ষিক প্রবৃদ্ধিও হার এবং মাথাপিছু ৫.৪% প্রবৃদ্ধির একটি সামষ্টিক চিত্র উপস্থাপন করে। যা ঐ সময়কালে ভারতের দ্রুত উন্নতি লাভকারী রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে অর্ন্তভূক্ত করে। স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল খাদ্যে অপ্রতুল রাজ্য, সিংহভাগ সরবরাহের জন্য নির্ভর করতো কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে যা জন বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হত। দীর্ঘ কালের জন্য খাদ্য উৎপাদন স্থবির হয়ে যায় এবং সবুজ বিপ্লবের টেকনোলজিও রাজ্যকে পাশ কাটিয়ে যায়।

যাই হোক, ১৯৮০ সালের প্রথম দিক থেকেই কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুরু হয় এবং বর্তমানে এই রাজ্য খাদ্য শস্য সমৃদ্ধ। চাষাবাদেও বেশ কিছু নতুনত্ব আনার ফলে পাটের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ এখন সবজি উৎপাদনেও দেশের প্রধান উৎপাদক। চা যা কিনা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এর চাষ উত্তরবঙ্গের মোট জমির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে শিল্প খাতে মোট আয়ের পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল প্রায় ৯.৮% এবং এটা ১৯৯৭-৯৮ সালে ৫% এ নেমে আসে। যাই হোক, রাজ্যের কর্মক্ষেত্রের বিস্তার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক দ্রুততম।

জেন্ডার ইস্যু ঃ

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বৈষম্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি ও সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু হ্রাস পেয়েছে তারপর ও এটা বেশ লক্ষ্যনীয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যান যেখানে পুরুষ অপেক্ষা নারী স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়ন সূচিত করে, কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতা ও স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে এই জেন্ডার বৈষম্য অনেক বেশী স্পষ্ট।

এটা বেশ পরিস্কারভাবে জেন্ডার উন্নয়ন সূচকের (GDI)মধ্য থেকে উঠে এসেছে যা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। GDI-এ আয় সূচকে নিম্নমান শ্রমশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের নিম্ন অংশগ্রহনই প্রতিফলিত করে। এছাড়াও এটা সমন্বিতভাবে নারীর অর্থনেতিক এজেন্সির উপর নিষেধাঙ্গা, নারীর অবৈতনিক শ্রমের স্বীকৃতির অভাব সর্ম্পকে ধারণা দেয়। এই সবকিছুই সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের অন্তঃস্রোতকে উপস্থাপন করে।

জেন্ডার উন্নয়ন সূচক					
পশ্চিমবঙ্গ	স্বাস্থ্য সূচক	আয় সূচক	শিক্ষা সূচক	GDI	GDI অবস্থান
	০.৬৯৭%	০.২৭০%	০.৬৮১%	০.৫৪৯%	-

এই ধরনের জেন্ডার পার্থক্য সামগ্রিক প্রতিবেদন জুড়েই দৃশ্যমান। এর মধ্যে স্বাক্ষরতার হার এবং বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সুবিধা প্রাপ্তি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের নীতিগত হস্তক্ষেপ এর মিশ্র প্রভাব রয়েছে। সম্প্রতি ভূমি সংস্কারের সুবিধাভোগীদের মধ্যেও জেন্ডার অসমতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। যাই হোক, পঞ্চায়েতে নারীদের অংশগ্রহনের সংখ্যা বেড়েছে এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশী বাস্তবমূখী। রাজ্যের কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে সমাজে এর অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন- নারী ক্ষমতায়নের বহুমূখী দিকসমূহ।

মানব নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলা যায় ভারতের অনেক জায়গার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নারী নিরাপত্তার অবস্থান অনেক ভাল। রাজ্যে নারীদের সমস্যা সমূহের মধ্যে অর্থনীতিতে স্বল্প অংশগ্রহন একটি অন্যতম সমস্যা, যা কিনা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। যাই হোক, বিষয়গুলো ইতিবাচক পরির্বতনের পথেই রয়েছে। যদিও পরির্বতন যতটা দ্রুত করা যেত সেই হারে হচ্ছে না।

সংযুক্তিঃ
বিভিন্ন দেশের কেসস্ট্যাডিসমূহ

বিভিন্ন দেশের কেসস্ট্যাডিসমূহ

আফ্রিকা	:	আফ্রিকার দেশসমূহের জন্য পানি ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান সেটলমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএন-হ্যাবিটেট) এবং জেন্ডার ও পানি বিষয়ক জোট (জিডব্লিউএ)-এর মধ্যকার পার্টনারশিপ
বাংলাদেশ	:	সমাজভিত্তিক/এলাকাভিত্তিক বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারাকরণ
বাংলাদেশ	:	নারী, পুরুষ এবং পানির পাম্প
বাংলাদেশ	:	সমন্বিত উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডারঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
বাংলাদেশ	:	আর্সেনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ ।
ব্রাজিল	:	নারী নেতৃত্বের সচেতন প্রতিপালন
ক্যামেরুন	:	নারীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনার রূপান্তর
ঘানা	:	সামারি-নাকাওয়ানতা এলাকায় গ্রামীণ পানি প্রকল্পে জেন্ডার একত্রীকরণ
গ্লোবাল	:	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ: জেন্ডার এবং পানি বিষয়ক আন্তঃসংগঠন টাস্কফোর্সের ঘটনা বিশ্লেষণ
গুয়েতেমালা	:	এল নীরানজু নদীর জলাধার প্রতিষ্ঠানের নারী ও পুরুষদের পানির প্রয়োজনীয়তা পুরন
ভারত	:	বিচ্ছিন্নতা থেকে একটি জেন্ডার মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প পরিচালনা সম্প্রদায় - ক্ষমতাশালী তামিল নাড়ু
ভারত	:	অর্ধশুষ্ক এলাকায় অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জেন্ডার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ভারত	:	জেন্ডারের আলোকে অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা: একেআরএসপি-এর কেস
ভারত	:	জেন্ডার এবং জল সংক্রান্ত জোট-এর দৃষ্টিতে ঘটনা বিশ্লেষণ
ভারত	:	'জেন্ডার ও জল সংক্রান্ত জোট' পটভূমিকায় কামদেবচক (খানাকূল)
ভারত	:	কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ
ইন্দোনেশিয়া	:	একুয়া-ডানোন (Aqua-Danone) এ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম-এ নারীর অংশগ্রহণের প্রভাব-কেন্দ্রীয় জাভার ক্লাটেন (Klaten) জেলার একটি কেসস্ট্যাডি
ইন্দোনেশিয়া	:	জাভার পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে পৃথক সভাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ
জর্ডান	:	রাকিন গ্রামে পানি সিস্টার্ন স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের গৃহস্থালী পানি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
কেনিয়া	:	কমিউনিটি পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার পার্থক্য মাচাকোস
মিশর	:	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন
নিকারাগুয়া	:	পানি ও পয়ঃব্যবস্থায় অভিগম্যতার পূর্বশত হিসেবে জেন্ডার সমতা

নাইজেরিয়া	:	উত্তরাঞ্চলের প্রতিকূল নদী এলাকায় Obudu মালভূমি সম্প্রদায়ে জেন্ডার মূলধারার প্রক্রিয়া অনুসরনের মাধ্যমে সুপেয় পানির উৎসকে সংরক্ষণে সহায়তা করা
পাকিস্তান	:	পর্দা থেকে অংশগ্রহণ
পাকিস্তান	:	একজনের উদ্যোগ, সকলের মুক্তি-বানদা গোলরা পানি সরবরাহ স্কিমে নারীদের নেতৃত্ব
সেনেগাল	:	কায়ার-এর মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার কমিউনিটি মডেল
দক্ষিণ আফ্রিকা	:	মাবুলে গ্রামে নারীর জন্য পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ইট তৈরি প্রকল্প
দক্ষিণ এশিয়া	:	তৃনমূল পর্যায়ে পানি এবং দারিদ্র্য চিহ্নিতকরণ: দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পানির অংশীদারিত্ব এবং নারী ও পানি নেটওয়ার্কের একটি কেসস্ট্যাডি
তানজানিয়া	:	জেন্ডার এবং বিশুদ্ধ পানি সম্পদের সুরক্ষা
টোগো	:	বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে সমন্বিত জেন্ডার
উগান্ডা	:	নীতিমালায় জেন্ডার মূলধারা: উগান্ডার জেন্ডার পানি কৌশল পরিবীক্ষণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	:	পিছিয়ে আসতে অস্বীকৃতি মৌরিন টেইলর, মিশিগান ওয়েলফেয়ার রাইটস অর্গানাইজেশন
উরুগুয়ে	:	প্রতিবাদ এবং বেসরকারিকরণ
জিম্বাবুয়ে	:	চিপিঙ্গে জেলার মানজভিরে গ্রামে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীতে জেন্ডার মূলধারা
জিম্বাবুয়ে	:	কূপ খনন কর্মসূচির মাধ্যমে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে জেন্ডার মূলধারা প্রয়োগের উদ্যোগ

আফ্রিকা

আফ্রিকান দেশসমূহের জন্য পানি ইউএন-হ্যাবিটেট এবং জিডব্লিউএ-এর মধ্যকার পার্টনারশিপ

পটভূমিঃ

ইউএন-হ্যাবিটেট, ১৯৯৯ সাল থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশসমূহে, ওয়াটার ফর আফ্রিকান সিটিজ (ডব্লিউএসি) প্রকল্প দ্বারা পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সি নির্দেশ প্রদান করে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অংশগ্রহণ করাই ডব্লিউএসি প্রকল্পের লক্ষ্য। পর্যাপ্ত এবং কার্যকরী পানির চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহুরে পানির সংকট পূরণ করা এই প্রকল্পের কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পায়। শহরের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ দ্বারা নগরায়নের পরিবেশগত প্রভাব প্রশমনের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীলতা অর্জন এবং পানির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মৌলিক অংশ হিসেবে জেন্ডার মূলধারা আনয়নের জন্য ২০০০ সালের জুন মাসে জেন্ডার এন্ড ওয়াটার এলায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পটি নীতিনির্ধারক ও পানি বিষয়ক ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক জোটের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে এবং সাথে সাথে জেন্ডার বিশ্লেষণে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জেন্ডার সমতার বিষয়াবলী বোঝানো হয় এবং উপর থেকে নিচের দিকে প্রত্যেকের সাথে অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ রক্ষা করে।

ক) জেন্ডার মূলধারা আনয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ:

অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নারী ও শিশুদের পানি সংগ্রহ ও অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহের পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইউএন-হ্যাবিটেট জিডব্লিউএ-এর সাথে অংশগ্রহণমূলকভাবে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে জেন্ডার মূলধারা আনয়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জেন্ডার স্পর্শকাতর ব্যাপারসমূহের উন্নতির দ্বারা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারা আনয়ন জিএমএসআই-এর একটি কর্মকান্ড। জিএমএসআই নিচের আটটি প্রধান নীতির উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ-

- অংশগ্রহণমূলক গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি কিছু বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন- অংশগ্রহণ হলো শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রধান উপায়।
- স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও সম্পদসমূহ এবং বাইরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাথে প্রকল্প সমূহের সংযোগ স্থাপন।
- স্থানীয় জনগণকে এটুকু নিশ্চিত করা যে, তারা আগে থেকেই দরিদ্র এবং জেন্ডার অনুভূতিপ্রবণ যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থান নির্ধারণ, জ্ঞান এবং বিশ্লেষণধর্মী অবস্থা তৈরি করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহের দৃষ্টিভঙ্গির অংশগ্রহণ দ্বারা স্থানীয় সংরক্ষণশীলতা বৃদ্ধির নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ কর্মকান্ড।
- সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মকান্ডকে সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যকরী, বিশ্লেষণধর্মী এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগাযোগ কাঠামো তৈরি।

- টেকসই ফলাফল লাভে সমন্বিত পদক্ষেপসমূহের সমন্বয়সাধন।
- একটি টেকসই জেন্ডার মূলধারা আনয়নের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শহর কেন্দ্রিক কার্যকর কৌশলের জন্য তথ্য বিনিময়, কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়াবলীর সমকালীন বিশ্লেষণের নকশা প্রণয়ন ও প্রযোগ নিশ্চিতকরণ।
- সঠিক বাস্তবায়নের পুনর্বিবেচনামূলক সহায়তা প্রদান করা। এই দলিল শুধুমাত্র জেন্ডার মূলধারা আনয়নের নকশাই প্রণয়ন করবে না বরং এর বাইরেও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যকার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

খ) ইউএন-হ্যাবিটেট-এর সাথে জিডব্লিউএ-এর অংশগ্রহণমূলক প্রাপ্তিসমূহ:

২০০৫ সালে ইউএনহ্যাবিটেট জিডব্লিউএ-এর সাথে দ্রুততম সময়ে জেন্ডার পরিস্থিতি মূল্যায়নে ১৪টি দেশের ১৭টি শহরে যেমন- আবিডজান, কোটে ডিইভোইর, অ্যাকরা, ঘানা, অ্যাডিস, আবাবা, ডাইরি ডাওয়া, হারার, ইউথোপিয়া, বামাকো, মালি, কামপালা, উগান্ডা, কাইগালি, রুয়ান্ডা, লুসকো, জাম্বিয়া, নাইরোবি, কেনিয়া এবং ওউয়াগাডোউগোউ, বারকিনা ফাসো শহরে কাজ করার জন্য যুক্ত হয়।

এই দ্রুত জেন্ডার পরিস্থিতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিলো আফ্রিকার দেশসমূহের 'সকলের জন্য পানি' বিষয়ক ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের অতিদরিদ্র এবং জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিম্নোক্ত ৬টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য সনাক্ত, সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা। যেগুলো চিহ্নিত করতে আফ্রিকার ১৭টি দেশের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এই তথ্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছিলো।

১) অতি দরিদ্র পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরবর্তী বিনিয়োগ:

এখানে দরিদ্রদের বিশেষ করে নারীর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কীভাবে প্রাপ্তিযোগ্য মূল্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা সরবরাহ করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে।

২) দরিদ্রদের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন:

কমিউনিটি সকলের জন্য বিশেষভাবে দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য মূল্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ঐ সুপারিশসমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের লক্ষ্য। এজন্য নারী-পুরুষের আয় বর্ধক কর্মসূচির সুযোগ তৈরিতে সুনির্দিষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। যা পায়খানা নির্মাণ, পরিস্কার এবং কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগবে। এক্ষেত্রে আয়বর্ধক কর্মসূচি ঘর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিশেষ করে নারী প্রধান পরিবারের জন্য ঋণ, সঞ্চয় এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হবে।

৩) শহর এলাকার ব্যবস্থাপনা:

উপ-শহর এলাকায় বসবাসরত মানুষের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য, উপযুক্ত এবং নিরাপদ পানি সম্পদে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। ঐতিহ্যগত পানির উৎসসমূহ উন্নয়ন এবং পানির কার্যকর ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহারে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বার্তা প্রদানের মাধ্যমে সুপারিশসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি যুক্ত করেছে।

৪) পানির চাহিদা ব্যবস্থাপনা:

পানির সরবরাহ এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন নীতির কৌশলগত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে পানির চাহিদার সঠিক ব্যবস্থপনা হয় ।

৫) বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে পানি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ঘটানো:

প্রথাগত জেন্ডার নীতিসমূহের পরিবর্তন করতে হবে যা কিনা অনেক দিন থেকেই পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় চলে আসছে ।

নাটক, খেলাধুলার মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করা যায় যা কিনা পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করে ।

উপসংহার:

প্রতিটি শহরের বর্তমান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকলেও এই প্রক্রিয়ার মালিকানা এবং কাজের মাধ্যমে শিখন বিষয়টি উল্লেখ করার মতো । ইউএনহ্যাবিটাট এবং জিডব্লিউ-এ যৌথভাবে আফ্রিকার ১৭টি দেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনারসমূহের অগ্রগতির ভিত্তিতে উচ্চপর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে নীতি নির্ধারণী সভা জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং কৌশল নির্ধারণ এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ।

যোগাযোগের ঠিকানা:

মিসেস মরিয়ম ইউনুসা সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্রাঞ্চ পিও বক্স ৩০০৩০ নাইরোবি, কেনিয়া টেলিফোন: ২৫৪-২০-৭৬২৩০৬৭ ফ্রাক্স: ২৫৪-২০-৭৬২৩৫৮৮ ই-মেইল: mariam.yunusa@unhabitat.org Website: http://www.unhabitat.org	মিসেস জোকে মিউলউইক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জেন্ডার এবং পানি জোট পিও বক্স ১১৪, ৬৯৫০ এসি ডাইরেন ন্যাদারল্যান্ডস টেলিফোন: + ৩১৩১৩৪২৭২৩০ ই-মেইল:jokemuylwijk@chello.nl and secretariat@gwalliance.org Website: http://www.genderandwater.org

বাংলাদেশ

এলাকাভিত্তিক বন্যার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার

চ্যালেঞ্জসমূহ:

বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজ পুনঃসংঘটিত ঘটনাগুলোতে অধিক সাড়া ফেলে যেমন- বন্যায় তাদের ক্ষতিগ্রস্থ হবার ব্যাপ্তী, নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে খাপ-খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং দুর্যোগের তীব্রতা নির্দেশক। দুর্যোগ পূর্ব মুহূর্তের কার্যকর তথ্য তাদের আসন্ন বিপদের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

বন্যার পূর্বপ্রস্তুতি ২টি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রথমত, জাতীয়, স্থানীয় ও সামাজিক সংস্থাগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ করার ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন এবং প্রাধান্যেরভিত্তিতে যোগাযোগের মাধ্যম সর্ম্পকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও অগ্রাধিকার প্রদান করা। প্রচলিত হাইড্রোলোজিক পূর্বাভাসের অগ্রবর্তী সময় খুবই সীমিত এবং স্থানীয় জনগণ বিপদসীমার পরিভাষা বুঝতে পারে না।

নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও অবস্থার ভিন্নতার কারণে তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ ও সহ্যশক্তির ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণে তারা ভিন্নভাবে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের সাথে চলাফেরা, যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, বিভিন্ন সামাজিক সর্ম্পক ও দাপ্তরিক সর্ম্পকের সাথে জড়িত থাকার কারণে পুরুষরা দ্রুত পূর্বাভাসের সংবাদ পেয়ে থাকে। নারীরা ঘরের কাজে অধিক সময় নিয়োজিত থাকে এবং দুর্যোগ সর্ম্পকে স্বল্প জ্ঞান ও সামাজিক কর্মকান্ডে কম অংশগ্রহণের ফলে দুর্যোগের ঝুঁকি সর্ম্পকে তাদের তথ্য ও জ্ঞান সীমিত। দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা-ই যায় না।

প্রকল্প:

২০০৪ এর শুরুর দিকে Centre For Environmental and Geographical Information Service (CEGIS) এবং আরও কিছু দেশীয় সংস্থার সাথে প্রকল্পটি বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলোকে, অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থতা, ঝুঁকি প্রশমন এবং উন্নত পূর্বপ্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থতা ও ঝুঁকি কমানোর জন্য বন্যা-ঝুঁকি কর্মসূচিতে জেন্ডার মূলধারা আনয়নের প্রভাব বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি, প্রধানত নারীদের কাছে তথ্য প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থতা এবং ঝুঁকি কমানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সনাক্ত করা।

নারী ও পুরুষের প্রয়োজন বোঝার জন্য স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং দুর্যোগ প্রশমন দলের (DMI) অংশগ্রহণে একটি সংবেদনশীলতা সৃষ্টির সভার মাধ্যমে কর্মকান্ড শুরু হয়। তাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন বোঝার জন্য গবেষণাটি সাক্ষাৎকার, প্রশ্নাবলী, নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি পূর্বপরীক্ষার পর বাস্তবায়ন করা হয়। CEGIS-এর জরিপে পরিবার পর্যায়ের ৯৮ শতাংশ সাড়া দেয়।

গবেষণার ফলস্বরূপ সে বছর বর্ষা মৌসুমে বন্যা তথ্য সরবরাহের জন্য নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রামের জন্য নদীর পানির বিপদসীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। স্থানীয় ভাষায় পোস্টার, ছবি, এবং অডিওটেপসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যার সতর্কতা নেয়া হয়েছিল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণ, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্যের ব্যবহারযোগ্যতাসহ, শস্য, গবাদিপশু

অপসারণ এবং জরুরী বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ও অপসারণের জন্য নৌকা সংগ্রহের বিষয়গুলো নির্বাচন করা হয়েছিল।

ফলাফলঃ

২০০৪ সালের বন্যায় পূর্ব সতর্কতা পতাকার ব্যবহার, মসজিদে মাইকিং এবং ঢোল বাজানো ইত্যাদি নতুন পদ্ধতির কারণে প্রকল্পের আওতাধীন সমাজের নারী-পুরুষ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। এলাকার কিছু নারী বলেন যে, তারা এখন পতাকা ব্যবস্থা এবং বন্যা সতর্কতামূলক তথ্যের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করছে।

কর্মসূচিতে সাড়া দেয়াঃ

পদ্মা রানি বলেন যে, গ্রামের নারীরা নিয়মিত বন্যার যে সংবাদ পায় তা তাদের বন্যার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। *"যদি আমি পূর্বাভাসের ভাষা বুঝতে পারি তবে আমি শুকনো খাবার মজুদ, খামার ও ধান সরাতে পারি এবং আমার ঘরের ভিত্তিস্তম্ভ উঁচু করতে পারি।"*

ওমর সুলতান তার ধানের মজুদ (প্রায় ১৫০ স্তুপ) উঁচু স্থানে সরানো নিয়ে চিন্তিত ছিলো এবং প্রতিদিন পানি বাড়ার কারণে ধান স্থানান্তরে খরচ করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে যখন সতর্কতা ব্যবস্থার সাদা পতাকা দেখলো (যার অর্থ পানিসীমা কমছে) তখন আর স্থানান্তর করলো না। ওমর সুলতান ধান সে স্থানান্তরের জন্য খরচ করা থেকে রক্ষা পেল। *"আমরা পতাকা ব্যবস্থা পদ্ধতি বুঝতে পারি এবং এটি আমাদের জন্য সাহায্যকারী"।*

সাফল্যের কারণসমূহঃ

- *জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামোঃ*

জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামোটির উন্নয়ন ঘটেছিল এলাকা-বিস্তৃত দুর্যোগ সম্পর্কিত ধরনের বিশ্লেষণে যা প্রাসঙ্গিকভাবেই জেন্ডার সংশ্লিষ্ট। এটি দুর্যোগের আগে-চলাকালে-পরে প্রথাগত জেন্ডার ভূমিকা, যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা এবং অন্যান্য সম্পদ ও দুর্যোগের প্রভাবে যা জেন্ডারভেদে ভিন্ন হয় ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে।

- *অতিরিক্ত কাঠামেঃ*

জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামো জেন্ডার এবং দুর্যোগের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরার পর হার্ভাড বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ব্যবহার করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

প্রধান বাধাঃ

- *স্থানীয়ভাবে পূর্বাভাস মেলাতে না পারাঃ*

জরিপে অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষ বলেন যে, তারা পূর্বাভাসের সাথে স্থানীয় পেক্ষাপটের সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম নন। ভাষা এবং মেট্রিক পদ্ধতি তাদের সংস্কৃতিতে নতুন ছিলো অথবা বন্যাপ্রবণ এলাকায় নদীর পানি সম্পর্কিত যে সকল তথ্য তাদের দয়া হতো তা বন্যা এলাকার জন্য সহায়ক ছিলো না।

- *তথ্য গ্রহণে জেন্ডার অসাম্যতা :*

সাধারণত নারীরা সন্তান লালন-পালন, খাবার পানি সংগ্রহ, বীজ, জ্বালানী ও নগদ অর্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকায় বন্যা পূর্ববর্তী ও চলাকালীন তথ্য পুরুষের তুলনায় কম পেয়ে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগ ও রেডিও-টেলিভিশন ব্যবহারের কারণে সতর্কতামূলক তথ্যে পুরুষদের অভিগম্যতার বেশি।

অগ্রসরতার দৃষ্টি - টেকসই উন্নয়ন ও স্থানান্তরযোগ্যতা

বিভিন্ন স্থানে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য দুটি ভূমিকা সার্থকভাবে সম্পাদন করতে হয়-

- সম্প্রদায়/একাত্মতা: দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমণে একাত্মতা একান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য সমাজে বসবাসকারীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তারাই প্রাথমিক সুবিধাভোগী;

- সরকার: দেশীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই বন্যা পূর্ব প্রস্তুতি পরিমাপক নির্ধারণে পুরুষের সাথে নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষেব ভূমিকা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য বন্যা ঝুঁকি প্রশমণে জেন্ডার মূলধারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অন্যান্য তথ্যাবলী :

- গবেষক : এস.এইচ.এম ফখরুদ্দিন

  suddin@cegisbd.com

- Centre for Environmental and Geographical Information Service সর্ম্পকে তথ্যের জন্য : http://www.cegisbd.com

- নদী তীরবর্তী প্রযুক্তি সর্ম্পকে তথ্যের জন্য : http://www.riverside.com

উৎস:

জেন্ডার ইস্যু ও নারী অগ্রগতি, জেন্ডার, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন/স্বাস্থ্য ব্যবস্থ- এর বিশেষ উপদেষ্টার অফিস; সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনের গবেষণাপত্র নিউইর্য়ক, জাতিসংঘ (প্রেস)।

বাংলাদেশ

নারী, পুরুষ এবং পানির পাম্প

নব্য প্রবর্তিত যান্ত্রিক জলসেচ পদ্ধতি গ্রাম বাংলায় কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। যারা নিজেদের জমিতে জলসেচের জন্য পাম্প ব্যবহার করে অথবা পানি বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে সস্ত ায় এই প্রযুক্তি নেয়া যায়।

এই আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু এনজিও নারী এবং নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে জলসেচ দল গঠন করেছে এবং দলবদ্ধভাবে একটি পাম্প সংগ্রহ করেছে।

এর লক্ষ্য হলো গ্রামের দরিদ্র জনগণ যাতে উৎপাদান এবং সামাজিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচ বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়। নিম্নে চারটি ভিন্ন লক্ষ্য উল্লেখিত হলো-

- পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবারের নিকটস্থ হওয়া;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে নারীর নিজস্ব আয়ে অবস্থার উন্নতি করা এবং এই অয়ের মাধ্যমে নারীকে স্বকীয়ভাবে পাম্প সংগ্রহ এবং পরিচালনা করতে সহায়তা করা;
- দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এই আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে দরিদ্রদের পানি বিক্রির মতো লাভজনক ব্যবসায় যুক্ত করা;
- অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধে দায়বদ্ধ করা।

যদি জলসেচকে ব্যক্তিগত জমিতে ব্যবহারের জন্য গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে পুরুষের ব্যক্তিগত লাভ হবে। অন্যদিকে যদি পানি বিক্রি করাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে তা হবে নারীদের জন্য স্বাধীনভাবে অর্থ সংগ্রহ এবং শ্রমদানের ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ। একমাত্র একটি শক্তিশালী নারী জলসেচ গ্রুপ পারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানে সমন্বয় সাধন, নিজস্ব অর্থ ও শ্রমিক সংগ্রহ এবং সামগ্রিক জলসেচকার্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

কেসস্ট্যাডির ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী জলসেচ দল (ফিমেল ইরিগেশন গ্রুপ- এফআইজি) পুরুষের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত, তারা পানির পাম্প ক্রয়ের জন্য এনজিও ঋণ নিয়ে জলসেচ দল (ইরিগেশন গ্রুপ-আইজি) কে সরবরাহ করে এবং শষ্য উৎপাদনের জন্য নিজস্ব জমির সীমাবদ্ধতা থাকায় পানি বিক্রি করা মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। শক্তিশালী দলে যান্ত্রিক জলসেচ মূলত পানি বিক্রির মাধ্যমে নারীর দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে এবং নারীরা পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

জলসেচ প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ততায় তাদের অবস্থানের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা দেখার জন্য ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের আওতায় দু'টি ফিমেল ইরিগেশন গ্রুপ এবং অংশীদারিত্বের আওতায় দু'টি ইরিগেশন গ্রুপ-এর মধ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক এবং ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কারিগরি দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, সফল ও স্বাধীন সূচনা এবং পানি বিক্রয় এ যৌথ শিল্পোউদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত শ্যামপুরের শক্তিশালী ফিমেল ইরিগেশন গ্রুপ। এই শিল্পে জড়িত হওয়ার ফলে নারীদের সামাজিক অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হয়েছে, তাদের পুরুষ প্রধান পরিবারের পরিচিত অবস্থার তিন চতুর্থাংশ উন্নয়ন এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্ধেকাংশ উন্নয়ন ঘটেছে।

ফুলঝুড়ির একটি ঘটনায় দেখা গেছে, নারীর ধারাবাহিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কোনো শিল্পোউদ্যোগের শুরুতে নারীদেরকে ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ছয় বছর পূর্বে

ফুলঝুড়িতে একদল পুরুষ একটি নারীকে গ্রামীণ ব্যাংকের নারী কেন্দ্রে ডিটিডব্লিউ-এর (গভীর নলকুপ) জন্য ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, শর্ত ছিলো ঋণ নিতে হবে নারীর নামে এবং একজন নারী ব্যবস্থাপক সেটা নির্বাচন করবে। অবশ্য এই দৃশ্যমান নারী ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ডিটিডব্লিউ-এর প্রকৃত ব্যবস্থাপকরা ছিলেন পুরুষ এবং শেষ পর্যন্ত একটি একচেটিয়া পুরুষ ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্থাপিত হয়েছিলো। এ সত্ত্বেও গ্রামের নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের জনগণের আচরণের উন্নতি হয়েছে এবং তারা নিজস্ব-ধারণার উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে এবং কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে।

ব্র্যাকের অর্থায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সম্মিলিত জলসেচ গ্রুপকে নিয়ে জীবন নগরে একটি ডিটিডব্লিউ স্কিম চালু হয়। অধিকাংশ দরিদ্র নারী অংশীদারগণ আক্ষেপ করে বলেন যে, তারা অংশীদার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা স্কিম থেকে টাকা প্রত্যাহার করতে পারছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বের রাখা পূজিঁ ঋণ কোনো রকম ক্ষতি ছাড়া পরিশোধ হচ্ছিল। ব্র্যাক-এর স্কিমে পুরুষ প্রাধান্য আইজি'র সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে জেন্ডারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি। আইজিতে একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিচক্ষণতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, স্কিম কমিটি সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা, অধিকাংশ মহিলা অংশীদার কর্তৃক সমর্থন, স্বামীর অনুমোদন থাকলেই একজন নারী ব্যবস্থাপক হতে পারবে যদিও সে তার বিপরীতের পুরুষ প্রার্থীর চাইতে অধিকতর যোগ্য হয় এবং তার সামাজিক আদর্শ তাকে মাঠে যাওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনমনীয়। সার্বজনীনভাবে, নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এখানে উপেক্ষিত।

জানখালির ডিটিডব্লিউ শিল্পোদ্যোগে নারী ও পুরুষ ব্যবস্থাপকেরা দরিদ্র বিক্রেতা এবং ধনী ক্রেতা এবং এই দুই দলের মধ্যে সামর্থের ভারসাম্য তুলে ধরেন। নারী ব্যবস্থাপক ধনী লোকদের চাপ সৃষ্টি করছিলো তুলে নেয়ার জন্য এক মৌসুম পরই অন্য দলের থেকে যারা শিল্পে তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইছিল।

কেস-এ বর্ণিত চিত্রঃ

- নারীরা জলসেচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার্যকরীভাবে নিতে সক্ষম, বিশেষ করে ক্ষমতায়নের অধীনে।
- ব্র্যাকের অংশীদারিত্ব নারীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব এবং মজুরি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীতে উৎসাহিত করে না।
- যদিও অর্থনীতিতে নারীদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত, এফআইজি এর সদস্যদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থানের উন্নতি বিবেচনা সাপেক্ষ।
- নারীরা তাদের পুরুষ আত্মীয়ের জন্য ঋণ নেওয়ার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ফলে পুরুষদের উচিৎ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরোক্ষ উন্নতি ও সফলতার গুরু দায়িত্ব নেয়া।
- দরিদ্র নারী অংশীদারদের জন্য অলাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করে তাদের প্রদেয় কিস্তির পূঁজি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং আংশিক মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ।

তথ্যঃ অজানা; যদি কোনো পাঠক এই কেস স্ট্যাডি বিষয়ে জেনে থাকেন, তবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ

সমন্বিত উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডারঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও অপার প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। পাহাড়, সমভূমি, নদী-নালা ও সাগরের পারস্পরিক আবাহনে উপকূলীয় অঞ্চল অফুরন্ত বৈচিত্র্যে ভরপুর। পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার অনাবিল সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতার এক বিরল উদাহরন যেন বাংলাদেশের এই উপকূল অঞ্চল। নদীবিধৌত সমভূমি প্রধান বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। মোট আয়তনের ৩১% অর্থাৎ ৪৭,২০১ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে উপকূল অঞ্চলের বিস্তৃতি। মাটি, জলের লবণাক্ততার মাত্রা, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটা, সাইক্লোন না ঘূর্নিঝড়ের ঝুঁকির বিবেচনায় দেশের মোট ১৯টি জেলা এই উপকূল অঞ্চলের অর্ন্তগত। এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৩৬.৮ মিলিয়ন যার মধ্যে মোট নারীদের সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন (বিবিএস, ২০০৩)। একদিকে অপার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যদিকে নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন: ঘূর্নিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, নদী ও সমুদ্রতীর ভাঁঙ্গন, দ্রুত জমি জেগে উঠা, ভূমিক্ষয়, ভাঁঙ্গন, পানি ও মাটির লবণাক্ততা উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কেননা প্রাকৃতিক দূর্যোগের নিরন্তর কষাঘাত ও অফুরান প্রাকৃতিক সম্পদের বৈপরীত্য এই অঞ্চলের নারী পুরুষের জীবন ও জীবিকায় সীমাহীন অনিশ্চয়তা বয়ে আনে। কেননা, সম্পদের অধিকারে বৈষম্য, দ্বন্দ-সংঘাত এবং দূর্যোগের প্রভাবে উপকূল অঞ্চলের মানুষের চিরায়ত জীবনধারা ও জীবিকায়ন পদ্ধতি নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। আর তাই এই অঞ্চলে দারিদ্রতার মাত্রা দেশের জাতীয় চিত্রের তুলনায় বেশী।

দারিদ্র ও নারীদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে উপকূল অঞ্চলে আজ "পরিবার" প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ: হুমকির সম্মুখীন। গৃহের ভেতরে ও বাইরে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা পেতে ঘর ছেড়ে স্থানীয় শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এতে করে দক্ষতার অভাবে কায়িক শ্রমকে পুঁজি করে নারীদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন রকম বুদ্ধি বিবেচনা না করে আর্থিক নিরাপত্তার আশায় নারীরা স্বল্প মূল্যে শ্রম বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলস্বরূপ উপকূল অঞ্চলের রক্ষনশীল সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বাইরে এসেও এই নারী শ্রমিকরা ঐতিহ্য ও দারিদ্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলছে। সমাজ নতুন ভূমিকায় এইসব অগ্রনী নারীদের সার্বিকভাবে মূল্যায়ণ করতে পারছেনা। অন্যদিকে পুরুষরা ক্রমাগত: তাদের জীবিকা ও আয় উপার্জনের সনাতনী পথ পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজের প্রতি দক্ষতা ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এছাড়া মৌসুমী অভিবাসনের কারণে কাজের খোঁজে ঘর-সংসার ছেড়ে পুরুষরা দুরে অবস্থান করছে। এতে করে পরিবারে পুরুষ সদস্যের অভাবে মৌসুমী নারী-প্রধান গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে এই বিরাট অংশের নারী পুরুষের জীবন নিরন্তর অনিয়শ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে। মূলত: উপকূল অঞ্চলের অপার প্রাকৃতিক ও উন্মুক্ত জল সম্পদে এই সব প্রান্তিক নারী পুরুষের অধিকার না থাকার কারনে উপকূলের দরিদ্র ও প্রান্তিক নারী পুরুষ সারা বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তুলনায় আজ অনেক বেশী বিপদাপন্ন এবং ভয়াবহ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন।

প্রকল্পঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সমগ্র উপকূল অঞ্চলে জেন্ডার-সচেতন উন্নয়ন কমূসূচী পরিকল্পনা ও প্রণয়নের তাগিদ ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। আর তাই ২০০২

সালে প্রোগ্রাম গঠন কার্যক্রম- সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-র উদ্যেগ নেয়া হয়। পিডিও-আইসিজেডএম মূলত: বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাত ভিত্তিক ও বহু প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হল মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা হল মূল সরকারী সংস্থা। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পেশার জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জেন্ডার সচেতন-জনমূখী জাতীয় উপকূল অঞ্চল নীতিমালা প্রনয়নসহ উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে কৌশলগত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প রূপরেখা নির্ধারন। মূলতঃ নারী-পুরুষের টেকসই জীবিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ন ঘটানো এই প্রকল্পের আরেকটি মূল লক্ষ্য।

এই আইসিজেডএম প্রকল্পের আটটি প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল উপকূল অঞ্চলে জেন্ডার সমতা ও নারীদের অগ্রসরতা নিশ্চিতকরন। কেননা, উপকূলের বহু প্রান্তিক ও দরিদ্রতর নারীরা এখন পর্যন্ত উন্নয়ন ধারায় বাইরে রয়ে গিয়েছে। এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দারিদ্র্যের স্বরূপ প্রায় একইরকম। তবে সমাজের অতি দরিদ্র নারীরা দরিদ্রতম পুরুষের তুলনায় অতি দরিদ্র। আর এইসব হতদরিদ্র নারীদের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। ফলস্বরূপ উপকূল অঞ্চলে দারিদ্র্যের রূপ ক্রমশই: নারীমূখী হয়ে পড়ছে। এই অবস্থার উন্নয়নে উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উন্মুক্ত পানি সম্পদে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জীবিকায়নের নিশ্চয়তা ও জীবন মানের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আইমিজেডএম প্রকল্প বদ্ধ পরিকর। অংশীদারিত্ব, অগ্রাধিকার কর্মসূচী প্রণয়ন আর নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ আইসিজেডএম দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ফলাফলঃ জেন্ডার সচেতন উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নঃ এটি আইসিজেডএম প্রকল্পের একটি অন্যতম ফলাফল। উপকূল অঞ্চল নীতিমালায় নারী পুরুষের বিপদাপন্নতা ও জীবিকায়নকে পৃথকভাবে বিবেচনার জন্য তাদের জীবনমানের উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া উন্মুক্ত সাধারন বা প্রাকৃতিক ও পানি সম্পদে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার কোহিনুর বেগম (৩৫) স্বামী পরিত্যক্ত ও এক সন্তানের জননী। জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে তিনি বেঁচে নিয়েছেন জোয়ার ভাটার নদীতে চিংড়ি পোনা ধরা ও শুস্ক মৌসুমে চিংড়ি ঘেরে কাজ করা। তিনি বলেনঃ "দীর্ঘ সময় জলে জাল নিয়ে চিংড়ি পোনা ধরা খুবই কষ্টের কাজ। লোণা পানিতে চামড়ায় ফুসকুড়ির সৃষ্টি হয়। কিন্তু কি করব? চিংড়ি পোনার বাজার দর ভাল। গোন ও পূর্নিমার সময় ঝাঁকে ঝাঁকে চিংড়ি পোনা ধরা পড়ে। কিন্তু, নারী হিসাবে মধ্যরাতে পোনা ধরা নিরাপদ নয়। এছাড়া আমি নারী বলে বাজারের মহাজনরা উপযুক্ত দামে এই পোনা কিনতে চায় না। উপকূল অঞ্চল নীতিমালা আমাদের মতো নিঃস্ব ও হতদরিদ্র নারীদের জীবিকার্জনের বিকল্প পথ দেখায়। আমার এলাকায় খাওয়ার পানির তীব্র সংকট। খালে লোণা পানি আটকে ধরে চিংড়ি ঘের তৈরীর জন্য এলাকার খালের পানি ও মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। সপ্তাহে দুইদিন আড়াই ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে আমি খাওয়ার পানি বয়ে নিয়ে আসি। সরকারী নীতিমালার কারণে এলাকায় মাস্তানরা খালে লোণা পানি আটকে ধরে আগের মত আর চিংড়ি ঘের তৈরী করতে পারছেনা। নীতিমালা তৈরীর পূর্বে মাঠ পর্যায়ে আমাদের চাহিদা আলোচনা, যাচাই, বাছাই তাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতির সৃষ্টি করেছে। এটি চলমান থাকলে আমাদের খাওয়ার পানিসহ ঘরের কাজে ব্যবহারের পানির অভাব পূর্ণ হবে। বেঁচে থাকার জন্য পানি ও জীবিকা এই দুই-ই আমাদের বড় প্রয়োজন।"

জেন্ডার সচেতন ও পরিবেশবান্ধব উপকূল অঞ্চল উন্নয়ন কর্মকৌশলঃ এই প্রকল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপদ জীবিকায়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। এটি দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও তাতে নারী পুরষের সমান অংশগ্রহনের কথা বলে। এমনকি উন্নয়ন কর্মসূচী সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষার জন্য পদ্ধতিগত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর জোর দেয়। আর এই জন্য দরিদ্র নারী-পুরুষের দ্বারা চিহ্নিত মাপকাঠির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার নিশ্চিত করার পক্ষে গুরুত্বারোপ করে। মূলতঃ জেন্ডার সচেতন ও পরিবেশবান্ধব উপকূল অঞ্চল উন্নয়ন কর্মকৌশল দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের যথাযথ কৌশলগত প্রশিক্ষণ, তথা প্রযুক্তিগত উপাদান প্রদান ও বাজারজাতকরনের প্রশিক্ষণসহ বাজার ব্যবস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার সুষ্ঠু কৌশল নির্দেশ করে। পানি, বনজ, খাস সম্পত্তি বা সম্পদকে ঘিরে নারী-পুরুষের আশা আকাঙ্খাকে প্রকল্প ধারণা বা রূপরেখার উদাহরণস্বরূপ কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার খানসামা গ্রামের ৪ সন্তানের জননী লবন চাষী সাবেকুন্নাহার (৫১) এর কথা বলা যায়। তার ভাষায়ঃ "সাগরের লোণা জল সেচে রোদে পুড়ে লবণ চাষ করি। আমার স্বামী এই কাজে এই সময় দিতে পারে না। লবণ তোলার কষ্ট আমাকে একাই করতে হয়। আবার হাড়ভাঙ্গাঁ পরিশ্রমের পর যে লবণ ঘরে তুলি, তা বাজারে নায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারিনা। এলাকার দাদন ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কারণে স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিতে হয়। উপকূল অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলে আমাদের এই শোষণমূলক পরিস্থিতির উন্নয়নের কথা একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।"

জেন্ডার-সচেতন অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প/বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ আইসিজেডএম প্রকল্পের আরেকটি প্রধান ফলাফল হলো জেন্ডার-সচেতন অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প/বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন। উপকূল অঞ্চলের নারী-পুরুষের চাহিদার ভিত্তিতে ও তাদেরই চিহ্নিত ভবিষ্যত কার্য্যাবলীকে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে এইসব প্রকল্প/ বিনিয়োগ কর্মসূচী রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। উপকূল অঞ্চলে অপর্যাপ্ত দূর্যোগ পূর্বাভাস ও নারীদের চলাফেরায় রক্ষণশীলতার কারণে দূর্যোগে নারীদের ক্ষতিগ্রস্থ হবার প্রবনতা বেশী। কেননা, দূর্যোগ বার্তা পৌছানোর পর নারীদের ঘর-সংসার গুছিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাতে অনেক সময় লেগে যায়। অনেক নারীরা তাদের ঘর গৃহস্থালী, সম্পদ, গবাদী পশু, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চায়না। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপের রাবেয়া বেগম (৫০) বলেন ঃ "আমরা অত্যন্ত দরিদ্র জেলে পরিবার। ঘরে একটা রেডিও নাই। তাই ঝড়-ঝাড়ি কখন আসে যায়- হিসাব মিলাতে পারিনা। অনেক সময় অন্যের কাছ থেকে বোরখা ধার করে পরে দুই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দূর্যোগ পতাকা দেখতে যাই। আমাদের এলাকায় রেডিও চাই। যেন ঝড়-ঝাড়ি বইন্যার আগেই নিজেদের জান-মাল নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারি"। উল্লেখ্য, এই তাগিদ বা চাওয়া থেকেই আইসিজেডএম প্রকল্প কম্যুনিটি রেডিও প্রকল্প রুপরেখা প্রণয়ন করেছে। শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জলের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উপরও আইসিজেডএম গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া আর্সেনিক দূষণ মোকাবেলায় নারীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দূষণমুক্ত টিউবওয়েল চিহ্নিতকরন, পানি ফিল্টারকরন ইত্যাদি বিষয়ে এই প্রকল্প আলোকপাত করে।

নারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ ও বাজারজাতকরনের উপর্যুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণঃ আইসিজেওএম প্রকল্প উন্মুক্ত পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র জেলে নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ ও বাজারজাত করণের উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক

পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে। ক্ষুদ্র জেলে নারীদের ক্ষমতায়ণে "মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ধারনাটি এর একটি উজ্জ্বল নির্দশন। এই প্রকল্প রেখার মূলভাব নেয়া হয়েছে মাঠ থেকেই যা কিনা লক্ষ্মীপুর জেলার জেলে ও শুঁটকি প্রস্তুতকারী সালেহা বেগম (৪৭) এর কথায় প্রতিফলিত হয়ঃ "সমুদ্র তীরবর্তী ও উপকুলীয় জলাশয় থেকে মাছ ধরে আনার পর তা কাটা, বাছা ও পরিস্কার করার কাজটি অনেক কঠিন, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। এরপর রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরী করতেও অনেক সময় ও শ্রম দিতে হয়। আমাদের অনেক কষ্টে তৈরী করা এই শুঁটকিমাছ আমরা বাজারে নিতে পারিনা। কারণ একটাই, আমরা নারী। বাজারে অবাধ চলাচল আমাদের জন্য নয়। আমার গ্রামের কোন নারীই বাজার পর্যন্ত যেতে পারে না শুধুমাত্র রক্ষণশীল সমাজ কাঠামোর কারনে। আমরা চাই, এলাকার গণ্যমান্যদের একত্রিত করে তাদের বুঝিয়ে আমাদের জন্য প্রশিক্ষণ, অর্থ উপকরণ সাহায্য ও বাজারের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করলে আমাদের পথ চলা অনেক সহজ হবে।"

মুলত ২০টি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প ধারণাপত্রের প্রতিটিই উপকূলবাসীদের বিশেষত প্রান্তিক নারী পুরুষের জীবন থেকে নেয়া। তাই এই বাস্তব সম্মত প্রকল্প ধারনা উপকূলবাসীদের ভাগ্য উন্নয়নসহ সমগ্র উপকূল অঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশার ইংগিত বহন করে। আইসিজেডএম প্রকল্প বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় একটি অনন্য পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের **সার্থকতার প্রধান কয়টি কারণ হলোঃ**

নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণঃ প্রকল্পের ধারণায়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে সকল ধরনের প্রতিবেশগত ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে বিবেচনায় রেখে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। আর তাই উপকূল অঞ্চলের জনমানুষ সর্বোপরি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনগাথার মূর্ত প্রতিচ্ছবি যেন জাতীয় উপকূল অঞ্চল নীতিমালা, উপকূল অঞ্চল উন্নয়ন কৌশলপত্র ও প্রকল্প ধারনাপত্র সমূহ। **নারী পুরুষের জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণঃ** পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠা, গতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ইত্যাদির নিরিখে একই পরিবারের পুরুষ ও নারী সদস্যের মধ্যে ধারনাগতভাবে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর তাই তাদের নিজ নিজ চিন্তাধারার মূল্যায়ন বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। আইসিজেডএমপি মূলত উপকূল অঞ্চল সম্পর্কে নারী পুরুষের ধারণাকে সুষ্ঠুভাবে তুলে আনতে পেরেছে এইসব জীবনবৃত্তান্তের মাধ্যমে যা পরবর্তীতে নীতিমালায় উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করেছে। **জেন্ডার বিশ্লেষণ ঃ** আইসিজেডএম প্রকল্পের বিশেষত্ব এর জেন্ডার বিশ্লেষণে নিহিত। সমগ্র ১৯টি জেলার নারীদের জনসংখ্যাগত আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত তথ্যাদির গুনগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মাঠের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য নিরূপনে ও জেন্ডার অবস্থান অনুধাবনে সহায়তা করেছে। ফলে নারী-পুরুষদের চাহিদামাফিক উপযোগী নীতিমালা, প্রকল্প পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারন সম্ভব হয়েছে। **জেন্ডার মূলধারাকরণের দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণঃ** উপকূল অঞ্চলর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার মূলধারাকরণের দৃষ্টিভঙ্গী নিরুপন করা হয়েছে। যা কিনা বিভিন্ন ধাপে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে করণীয় বিষয়গুলোকে নির্দেশ করে। **প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ জেন্ডারভিত্তিক তথ্য উপাত্তের অনুপস্থিতি ঃ** সমগ্র উপকূল অঞ্চল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডারভিত্তিক বা নারী পুরুষের তথ্য সংকট অনেক ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। এতে করে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের মাঠের বাস্তবতা সম্পূরকে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। পুরুষের চাওয়া পাওয়াকে বাস্তবতার নিরীখে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ বিন্নিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার যথাযথ বিশ্লেষণ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার যথাযথ বিশ্লেষণের ফলে কাংখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা/ পরিবেশ সম্পর্কে সুপারিশমালা নিরূপন সহজ হয়েছে। কেননা, উপযুক্ত পরিবেশ ও সমন্বয়ন ব্যতীত উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন কোন ভাবেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। **সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বয়ণঃ** জেন্ডার সচেতন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারী-বেসরকারী এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারী পুরুষের যোগসূত্র স্থাপন আইসিজেডএমপি প্রকল্পকে জনমূখী করতে সাহায্য করেছে। **অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতাঃ** উপকূল অঞ্চলের নারী পুরুষের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প রূপরেখাগুলোর যথাযথ ও সময়মতো বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। সরকারী সংস্থার অনুমোদন প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রীয় পদক্ষেপের কারণে উপকূলের নারী-পুরুষের কাছে উন্নয়ন বার্তা পোঁছানোর বিষয়টি অনেক ভাবে পিছিয়ে পড়েছে। **ভবিষ্যতের প্রস্তুতি-স্থায়ীত্বশীলতা ও হস্তান্তরযোগ্যতাঃ** সমন্বিত উপকুল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়াকে চলমান রাখতে প্রয়োজন:

- অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং সবক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সরব ও বস্তুনিষ্ট উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- সরকারী বেসরকারী ও তৃনমূল পর্যায়ে উপকূল অঞ্চলে নীতিমালার পর্যালোচনা, সংযোজন বা বিয়োজন। কেননা, প্রতিবেশ ও সম্পদের উপস্থিতি, আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাগত কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশ সতত: পরিবর্তনশীল। এছাড়া একবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে নারীর ভূমিকা ঘরে ও বাইরে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পানি- বনজ- সামুদ্রিক সম্পদে অধিকার ও ব্যবস্থাপনার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহনে নারী-পুরুষের সনাতনী ভূমিকায় পরিবর্তণ আসছে। আর তাই নীতিমালার সময়োচিত পর্যালোচনা ও পরিবর্ধণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যঃ

- আফসানা ইয়াসমীন, প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞানী, E-mail : afsanayasmeen@yahoo.com

- সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যঃ http://www.iczmpbangladesh.org

উৎস ঃ

প্রোগ্রাম গঠন কার্যক্রম - সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ

আর্সেনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ

নাজমা এবং তার পরিবারের সদস্যদের চিন্তা, যেখানে মেয়েদের আকর্ষণ অনেকাংশে তাদের চেহারা, বিশেষ করে গায়ের রং ও মৃসন ত্বক নির্ভর, সে রকম একটি সমাজে নাজমা এবং তার বোনের জন্য বর/স্বামী খুঁজে পাওয়া যাবে তো? ছেলের পরিবার যখন জানবে এটি একটি রোগ, তখনই সমস্যা দেখা দিবে। এই পুরুষ শাসিত সমাজে নাজমা ও তার বোন দারুন দারিদ্র্য আর সামাজিক বিছন্নতার শিকার হবে।

নাজমার চোখের সামনে তার ছোট ভাই এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলো। তার শরীরে প্রথমে কালো কালো দাগ দেখা দিয়েছিলো। তার পেট ফুলে গেছে, মেদ ও পেশী নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে এবং দেখতে কঙ্কাল হয়ে গেলো। মাদারীপুরের সদর উপজেলার একটি গ্রামে তাদের বাড়ীর সামনের দিকের ঘরটিতে সে আটমাস বিছানায় শুয়ে থাকলো। এরপর ১৯৯৮ সালে মাত্র সতোর বছর বয়সে মারা গেলো। এর দুই বছর বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন এ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (বামাসপ)-এর তত্ত্বাবধানে 'সান' আবিস্কার করলো যে, উক্ত উপজেলার খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত টিউবওয়েলগুলোর ৮৭% আর্সেনিক দূষণযুক্ত। দু'বছর পরে নাজমাকে 'সান'-এর সহযোগিতায় ডাক্তার দেখানো হলে প্রমাণিত হয় যে, নাজমাও আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

'সান' ২০০৭ সালে নারী ও পুরুষের চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করে স্থানীয় এনজিও এবং তৃনমূলের লোকজন নিয়ে আর্সেনিক সংবেদনশীলতা সভার আয়োজন করে। তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে স্বাক্ষাতকার, প্রশ্নোত্তর, দলগত এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণ পরিচালিত হয়েছিলো। প্রক্রিয়াটি ছিলো প্রথমে মাঠ পর্যায়ে প্রাক পরীক্ষা এবং এরপর সামাজিক উদ্ধুতকরণ।

সামাজিক উদ্ধুতকরণ ও বিকল্প পানির ব্যবহারের কৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে এলাকার নারী ও পুরুষেরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। তারা উদ্ধুতকরণ কৌশলে ফলে তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে।

এখন নাজমার মতো, গ্রামের অশিক্ষতি ও অসহায় নারীরা টিউবওয়েলের রং দেখে (লাল এবং নীল) বুঝতে পারে আর্সেনিকমুক্ত কোনটি, এর ফলে এখন আর তারা মৃত্যু ভয় এবং স্বামীহারার ভয় করে না। এখন তারা অনেক সর্তক। পুরুষেরাও এখন পানির ব্যাপারে নারীদের সহযোগিতা করছে।

চ্যালেঞ্জঃ

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাঠামোর জন্য আর্সেনিক সমস্যা একটি বড় হুমকি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ দূরীকরণ এবং পানি সরবরাহ কর্মকান্ডে বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং সরকার একত্রে কাজ করছে।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার একটি অন্যতম সমস্যা হলো, কখনও কখনও এর লক্ষন দেখা যায় অনেক পরে। তবে বাহ্যিক লক্ষন দেখা না গেলেও শরীরের ভেতর ক্ষত বিস্তার লাভ করতে পারে। বিশেষ করে, ঐ টিউবওয়েলের পানি পান করার জন্য বহু বছরের সফল প্রচারণার পর মানুষকে এখন বোঝানো খুব কঠিন যে, তাদের টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ নয়।

বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা, পরিস্থিতির ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষেরা সহজেই বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হয়ে সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে। গৃহস্থালীর বাইরে তাদের যোগাযোগ বেশি থাকায় তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বেশি থাকে। নারীরা বিভিন্ন কর্মে দক্ষ

হলেও তাদের তথ্য ও ঝুঁকি সংক্রান্ত ধারণার সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে গমনাগমন সীমিত। ঝুঁকিহ্রাসের নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর নামমাত্র অংশগ্রহণ পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের বঞ্চিত করে।

সঠিক ভাবে অবহিত জনগণ সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে পারে, তারা বিপদের মোকাবেলায়ও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়। আর্সেনিকের ভয়াভয়তা বৃহত্তর পরিসরে দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত সুবিন্যাস্ত কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রতিস্থানসমূহের ব্যক্তিদের ধারণার পরিধি বৃদ্ধি এবং

দ্বিতীয়ত টিউবওয়েল ব্যবহারকারীর চাহিদা ও অগ্রধিকারভিত্তিতে অধিক আর্সেনিকযুক্ত এলাকার টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করার জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ।

সফলতার মূল কারণঃ

জেন্ডার বিশ্লেষণ কাঠামোটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় অধ্যায়ন এবং জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতিঃ টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতাঃ

অন্যান্য এলাকায় আর্সেনিক ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্সেনিককিট বিনামূল্যে সরবরাহ ও পারিবারিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন। ঝুঁকি হ্রাসে জেন্ডার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা প্রয়োজন।

যোগাযোগঃ নিজাম উদ্দিন আনন, নির্বাহী পরিচালক, 'সান', বাংলাদেশ।

ব্রাজিল

নারী নেতৃত্বের সচেতন প্রতিপালন

চ্যালেঞ্জসমূহ

ব্রাজিলের কেন্দ্রীয় প্লাটিউ অঞ্চলে অবস্থিত Sao Joao D'Alianca সম্প্রদায়, যেখানে বিনিময়যোগ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক গাছপালা ধ্বংস করা হয়েছে। এর ৬,৭০০ জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিকাজ করে। পৌরসভা কোন পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে নাই এবং শতকরা ২৩ জন নাগরিক পানির বিকল্প উৎস ব্যবহার করে। এই অঞ্চলের সমস্যাসমূহ হলো:

- জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট ডাস ব্রানকাস নদীতে এবং গৃহস্থালী আবর্জনা নদীর তীরে নিক্ষেপ;
- জনগন এবং পরিবেশের উপর খামারের কীটনাশকের প্রভাব;
- বর্ষকালে, কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদীতে পড়ার ফলে সেসময় ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি;
- পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য থেকে জেন্ডার বৈষম্য উদ্ভূত।

প্রোগ্রাম/ প্রকল্পসমূহ

২০০০ সালে এই অঞ্চলে পানির অবনতির কারণে কৃষকদের সমস্যায় সাড়া দিতে গিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন অব রুরাল ওয়ার্কার্স ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (UnB) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটির সাথে একটি পানি প্রকল্পের নক্শা প্রণয়ন করেছিল। প্রকল্পটি চিহ্নিত করেছিল যে, 'ওয়াটার উইমেন' প্রকল্প নামে নারী-নেতৃত্বে গৃহীত পদক্ষেপে ডাস ব্রানকাস নদীর দূষণ বন্ধ এবং নদীর তীরের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ পুনর্বাসনের জন্য যৌথ সহযোগিতার প্রয়োজন। এই উপস্থাপনের অভিপ্রায় ছিল প্রতিটি দলের নারীদের তাদের প্রাত্যাহিক কর্মকান্ডে পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলনে অভিযোজিত করা। কিছু কর্মকান্ড যা এই প্রকল্পের আংশিক গঠনে সংযুক্ত-

পরিবেশের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ:

- মৃত্তিকা সংস্কার, নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ, প্রাকৃতিক উদ্ভিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পানির গুণগতমান ও পানির স্তরের উন্নতির লক্ষ্যে বিস্তীর্ণ শূন্য নদীর তীরে দেশীয় বীজ বপনের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- যথোচিত বর্জ নিষ্কাশনের গুরুত্ব এবং স্থানীয় জীবন ও পরিবেশে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বর্জ নিষ্কাশন প্রচারাভিযান সংগঠিতকরণ;
- পানির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি এবং শিক্ষদেরকে তাদের বিদ্যালয়ের পাঠে এই বিষয়টি সুসংহত করতে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ১১টি স্থানীয় বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নের উপর একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা। স্থানীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ছাত্রদের কর্মশালা এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রবর্তন।

সমগ্র কমিউনিটিতে জেন্ডার মূলধারা ও সম্পৃক্ততা:

- জনগণের সম্পৃক্ততা এবং কমিউনিটির চাহিদা নিরূপণে সংগঠিত আকারে একটি নারী দল গঠন। প্রকল্পের পরিচিতি, কউিনিটির চাহিদা এবং তাদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে তারা কমিউনিটি সদস্যদের পরিদর্শন করতো এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার লক্ষ্যে তারা একটি সভারও আয়োজন করেছিল;

- স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-এর পদ এবং UnB এর টেকনিক্যাল সহকারী হিসেবে নিয়োজিতসহ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ছিল; এবং
- পুরুষ লোকেরা নতুন চারাগাছ সুরক্ষা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রচারাভিযানে সহায়তা করার জন্য শিল্পকর্ম এবং গান তৈরি করেছিলো ।

ফলাফল:

পারিপার্শ্বিক প্রভাব:

- নদীর তীরে দেশীয় উদ্ভিদের নতুনত্ব বৃদ্ধির ফলে নদীর মধ্যকার বর্জ এবং নদীর তীরে গৃহস্থ আবর্জনা দৃশ্যত অনুপস্থিত আছে এবং নদীভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে ।

সাম্প্রদায়িক প্রভাব:

- সকল বয়সের এবং পশ্চাদপদ জনগণের মাঝে সাম্প্রদায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- আসন্ন পরিবেশ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক সচেতনতার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছে ।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রকল্প নেতৃত্বে অংশগ্রহণ:

- নারীর সম্পৃক্ততা পারিপার্শ্বিক শিক্ষা, নদী ও উদ্ভিদের পুনর্বাসনে একটি সফল প্রক্রিয়ার নির্দেশক । এই প্রক্রিয়ায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ শক্তিশালী হয়েছিলো এবং তাদের নেতৃত্বের দক্ষতার বিবেচনায় জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল ।

ইতিবাচক প্রভাবে জাতীয় স্বীকৃতি:

- Sao Paulo চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ব্রাজিল-জার্মানীর অর্থায়নে ২০০২ সালে তৃতীয় স্থান অর্জন করে এনভায়রনমেন্ট প্রাইজ ভন মারটিআস পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে সংগঠনটি জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে ।

একটি এনজিও-এর জন্ম:

- প্রকল্পের শুরুতে অংশগ্রহণকারীগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাদের কাজকে চলমান রাখার লক্ষ্যে একটি এনজিও গঠন করবে । নারীদের অবস্থার উন্নতি, নতুন কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, যুব ও বয়স্ক শিক্ষায় সহযোগিতা এবং বর্তমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে অত্র অঞ্চলের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে 'ওয়াটার উইমেন' এনজিওটি ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে যাত্রা শুরু করে ।
- ওয়াটার উইমেন সংগঠনটি সম্প্রতি জাতীয় ক্ষুধামুক্ত কর্মসূচির স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুসংহত মোবিলাইজেশন কমিটির দক্ষ নেতৃত্বে নিয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে ।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:

- ওয়াটার উইমেন এনজিওটি কমিউনিটির পুরুষদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি অর্জন করতে পেরেছে; এবং
- কমিউনিটির প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণের ফলে কমিউনিটির নেত্রী হিসেবে নতুন ভূমিকা পালনের জন্য বর্তমানে গ্রহণযোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

সফলতার মূল কারণঃ

সামথ্য বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ:

- সামগ্রীক প্রক্রিয়ায় একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় দল হতে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রাপ্তি;
- পারিপার্শ্বিক শিক্ষা এবং অংশগ্রহণমূলক মাঠকর্মের সুযোগ, টেকসই জীবিকা প্রদানে নারীদের সহায়তা করার জন্য আয় বৃদ্ধির উপর কোর্সের সুযোগ; এবং
- বিভিন্ন বয়স এবং দক্ষতার সকল কমিউনিটি সদস্যদের একটি সক্রিয় স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যের পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণে যোগ্য করার লক্ষ্যে বিচিত্র কর্মকান্ড ব্যবহার ।

জেন্ডার ধারা:

- প্রকল্প নক্শায় জেন্ডার ধারার অন্তর্ভূক্তি, বিশেষ করে সকল প্রকল্পে নারীর নেতৃত্বকে উৎসাহ এবং সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

পুরুষের সমর্থন অর্জন করা ছিল একটি মন্থর প্রক্রিয়া এবং দলীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ প্রতিবেদন দিয়েছে যে, দু'জন নারী যারা প্রকল্প শুরু করেছিলো কিন্তু তাদের স্বামীদের সমর্থনের অভাবে তারা তা ত্যাগ করেছে । পুরুষের সমর্থনের বিষয়টি বিশেষ করে বিবাহিত নারীদের সম্পৃক্ততার জন্য এটি ছিলো চ্যালেঞ্জিং ।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ:

- তাদের কাজে ভর্তুকি দেয়ার জন্য নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং কাজের মূল্যায়ন ও যে সকল কার্যাবলী ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে তা কাছ থেকে মনিটর করার জন্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য নির্দেশক বিন্যস্ত করা;
- ওয়াটার উইমেন দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক সামর্থের উন্নয়ন; এবং
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পর্যটন এবং কৃষি বিভাগকে লক্ষ্য করে নগর প্রশাসনের সাথে অংশীদারিত্বেরভিত্তিতে কাজ করার উপায় খুঁজে বের করা ।

অন্যান্য তথ্য

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

সাবরিনা মেলো সৌজা: sabrimello@terra.com.br

- সংগঠনের সাথে যোগাযোগ: mulheresdasaguas@terra.com.br
- Sao Joao D'Alianca (পর্তুগিজ) এর ওয়াটার উইমেন প্রকল্প খোঁজার জন্য: http://www.prac.ufpb.br/anais/anais/meioambiente/mulheres.pdf

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস । নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন) ।

ক্যামেরুন

"এক হাতে আঁটি বাধা যায় না"
নারীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনার রূপায়ন - কুউন্দজা

এই ঘটনাটি স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে নারীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি উপস্থাপন করে

১৯৯৫ সালে **Nkouondja** কমিউনিটির পানি ব্যবস্থাপনা প্রণালী পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। গ্রামের পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি কর্তব্যপরায়ণ ছিল না। প্রণালীর কাঠামোর ভৌত অবস্থা এবং জনগণের মানসিকতা উভয়েরই অধপতন হয়েছিলো। সমিতির সভাপতি কখনও সভার আয়োজন করতেন না। তিনি একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অনিয়মিত অপব্যয় চালিয়ে গেছেন যান। রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বেচ্ছাকৃতভাবে গ্রামের কিছু অংশে পানি সরবরাহ বিঘ্নিত করেছিলো। কারণ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে কোনো প্রেরণা বা চালিকাশক্তি পাওয়া যায়নি। পাইপলাইনগুলোতে প্রচুর ছিদ্র থাকা এবং বারবার পানির কলগুলোর নষ্ট হয়ে যাওয়া পানি স্বল্পতার কারণ হয়ে দাড়ায়, বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং **Nkouondja** এবং **Fosset** এই দুই কমিউনিটির পানির ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রকল্পে স্পষ্টতা এবং কৈফিয়ত প্রদানের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জনগণ অর্থাদি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং এতে পানির উৎস ব্যবস্থাপনা তহবিলের সংকট দেখা দেয়।

Nkouondja-এর নারীরা পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্য ছিলেন না। তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় থেকে অনেকাংশে বিছিন্ন এবং মাসিক অংশগ্রহণের পারিশ্রমিক প্রদান প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে বেশ দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন।

একজন বহিরাগত পর্যবেক্ষক বলেন - "যারা অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়েজিত তারা সৎ নয়। তারা আমাদের অর্থ পরিশোধ করতে বলে যেখানে তারা এবং তাদের স্ত্রীরা অর্থ পরিশোধ করে না এবং প্রত্যাশা করে তাদের কাছেও, যাদের স্বামীরা অর্থ পরিশোধ করার মত অবস্থানে নেই।"

কমিউনিটির প্রতিটি সদস্যকে প্রতি মাসে ১৭ ইউএস সেন্ট-এর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতো। কিন্তু এর কোনো হিসাব রাখা হতো না। একটি নতুন ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছিলো এবং অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তালিকাটি কখনই অনুমোদিত হয়নি। কমিউনিটির সদস্যরা বলেছে, তাদের আর্থিক অংশগ্রহণের কেনো হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অর্থ সংগ্রাহক কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেছে, তহবিলের ব্যবস্থাপনাকারীদের কাছে তহবিল সম্পর্কিত কোনো তথ্য যেমন ছিলো না তেমনি প্রত্যাশা সম্পর্কিত কোনো ধারণাও তাদের ছিলো না। একজন নারী বলেন, এই লোকগুলো সচেতন নয়। আমরা অর্থ প্রদান করতাম, কিন্তু তারা তা লিখে রাখেনি এবং পরবর্তীতে বলেছে যে, আমরা কখনই অর্থ প্রদানে অংশগ্রহণ করিনি।"

পানির বর্ধিত চাহিদা পূরণে এবং প্রবাহ বৃদ্ধিতে নতুন এলাকা সম্প্রসারণে গ্রামবাসী স্থানীয় উপকরণ সরবরাহ করে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেনি।

যখন একটি **Participatory Action Team (PAR)** কমিউনিটির সমস্যা ও অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজসমূহ বিশ্লেষণে গ্রামে প্রবেশ করার পর এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। নতুন এলাকায় থেমে থাকা কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গ্রাম প্রধান সকল অঞ্চল প্রধানকে নিয়ে বসে ছিলেন। সেখানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়। পরে গ্রাম

প্রধান অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে **Participatory Action Team (PAR)** কে গ্রামে ডেকে পাঠায়।

PAR সহকর্মীরা গ্রামের নারীদের কথা বলার সুযোগ করে দিলে দ্রুততম সময়ে প্রকৃত কারণ ও সমাধানগুলোকে চিহ্নিত করা গেলো। পরবর্তীতে কমিউনিটি পুনরায় নতুন এলাকায় থেমে থাকা কাজগুলো গ্রহণ করল। অঞ্চলপ্রধানরা বলল তারা সম্প্রদায়ের সকল সদস্যদের সেই রাতেই জানাবে যে তাদের কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। সেই সাথে মনিটরিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিলো জানতে যে কারা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে না। নারীদের দলের সভাপতি স্বেচ্ছায় সব নারীর তদারকি করতে এবং খুব সকালে মনে করিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করলো।

গ্রামপ্রধান **PAR** দলকে বলল, যখন থেকে তোমরা এখানে এসেছো তখনই নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছো। কিন্তু এরূপ পরিবর্তন হবে তা আমরা কখনই ভাবতেই পারিনি। আমরা চাই যতদূর সম্ভব তাদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাও। এ সকল নারীকে **Foumbot** শহরের মেয়েদের মতো গাড়ি চালাতে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হব।

এটি ছিল আচরণগত পরিবর্তনের সূত্রপাত এবং যেটি অবকাঠামোগত পরিবর্তনও সাধন করেছে। নতুন পাইপ এনে পুরনো ছিদ্রযুক্তগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো। ঘাটতির সময়ে পানি বরাদ্দ দেয়ার পদ্ধতি আবারও করা হয়, ফলে প্রতিটি অঞ্চল সপ্তাহে দুদিন পানি পেলো। ব্যবস্থাপনা অঞ্চলগুলো বিকেন্দ্রিভূত হওয়ায় ভাঙ্গা পানির কল এবং স্ট্যান্ড পাইপগুলো যথাযথভাবে মেরামত করা হয়েছিল। মাসিক চাঁদার অর্থ এবং নতুন স্থাপনা বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ অঞ্চলভিত্তিক কিছু লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। ভূ-গর্ভস্থ পানির পাইপগুলোর চারপাশে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যে সকল নারী ভূ-গর্ভস্থ পাইপগুলোর আশে-পাশে থাকে তারা একত্রিত হয় এগুলোকে পরিষ্কার রাখতে।

এসব কিছুই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে নারী-পুরুষের একত্রিত প্রচেষ্টায়। নারীরা মূল্যায়ন করলো যে, তারা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির কাছ থেকে সম্মান পেতে শুরু করেছে এবং সেজন্য তারা উন্নয়নের জন্য শ্রম দিতে শুরু করলো।

নতুন এলাকায় পুনরায় কাজ শুরু হলে একজন নারী মন্তব্য করেন, ''এই কাজটি যখন শুরু হয়েছে তখন আমরা খামারের কাজে খুবই ব্যস্ত। কিন্তু সভাপতি আমাদের সাথে যেভাবে আলোচনা করেছেন যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।''

কমিউনিটির সভাপতি উল্লেখ করেন যে, নারী দলের সভাপতির সাহায্য ছাড়া তিনি সফল হতে পারতেন না।

গ্রামের অভ্যন্তরীণ তহবিল বৃদ্ধি, যথাযথ হিসাবরক্ষণ, জবাবদিহিতা-স্বচ্ছতা গুণগতমান অর্জন করেছে। যা ধারবাহিকভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়নসাধন করেছে এবং সামগ্রীক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হয়েছে।

নারী কণ্ঠ আজ সোচ্চার

আজকের দিনে পানি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গ্রামে আসলে নারীরা শুধু জানালা দিয়ে উঁকি দেয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা পুরুষের সাথে যৌথভাবে সভায় অংশগ্রহণ করে। ২০০১ সালের এপ্রিলে **International Centre for Water and Sanitation**-এর প্রতিনিধি যখন পরিদর্শনে আসেন, অনেক নারী তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন। এ সময় গ্রাম প্রধান বলেন, ''এতদিন আপনি এসে কেবল অস্থি পেয়েছেন, কিন্তু আজ আপনি অস্থি ও মাংস দুইই পাবেন। আপনি কেবল শুনেছেন এবং দেখেছেন পুরুষেরা কী করেছে, আজ শুনবেন ও দেখবেন নারীরা কী করছে।''

বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে মঞ্চে আগমন ঘটে নারী দলের নিবেদিতপ্রাণ সভাপতি আমিনাটোর। তিনি সাহসিকতার সাথে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। পরবর্তী সভায় পুরুষেরা যখন কটাক্ষ করে জানালো যে, তারা নারীদের কিছু সিদ্ধান্ত (যা নারীরা নিজেদের অংশগ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়েছিল) বাস্তবায়নে সহায়তা করবে না, তখন নারীর খোলামেলাভাবে তাদের জানিয়ে দেয় যে (পুরুষদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও), তারা নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। নারীরা জানায়, তারা পুরুষদের খাবার দিবে না। এটি নারী ও পুরুষদের মাঝে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত করে। জনৈক অল্প বয়স্ক লোক নারীদের অধিক জ্ঞানের বিষয়ে আশঙ্কা প্রদর্শন করে, যা গ্রামে তালাকের পথে প্ররোচিত করতে পারে। একজন নারী উঠে দাড়িয়ে আপত্তি জানায় এবং মন্তব্য করে যে, গ্রামে এর আগেও তালাক হয়েছিলো। লোকটি তখন পিছু হটে যায়।

দাতাদের প্রতি গ্রামবাসীর মনোভাব ক্রমশ ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে।

এক জনসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের গ্রাম প্রধান বলেন, আমরা জানি, আমরা সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা সাহায্য ছাড়া মরে যাবো। যখন কেউ রাগান্বিত ভাবে খাদ্য প্রদান করে, তা গ্রহণ করে কখনই খাওয়ায় তৃপ্তি পাওয়া যায় না।"

যুবক সংঘও আরো ইতিবাচক কর্মশক্তির প্রয়োগ ঘটাচ্ছে কমিউনিটির পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে।

একজন সদস্য ব্যাখ্যা করেন, "**One hand cannot tie a bundle.**"

উৎস:

অজানা; যদি কোন পাঠক এই কেসস্ট্যাডি পড়ে থাকেন, তবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘানা

সামারি-নাকাওয়ানতা এলাকায় গ্রামীণ পানি প্রকল্পে জেন্ডার একত্রীকরণ

চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রথাগতভাবে ঘানায় নারী এবং শিশুরা গৃহস্থালী পানির প্রাথমিক সংগ্রাহক, ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপক। পানি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হলে নারী এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয় কারণ গৃহস্থালী পানির খোঁজে তাদের অনেক দূর যেতে হয়। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকার কারণে নারীরা স্বাস্থ্যবিধি পরিবর্তন বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পয়ঃনিষ্কাশন নীতি পরিবর্তনে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা ও অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই প্রকল্পটি ঘানার সামারি - নাকাওয়ানতা সম্প্রদায়ের ৬৫০ জন বসবাসকারীকে নিয়ে করা হয়েছিল এবং যা ঘানার রাজধানী আক্রা থেকে ৩৭৩ কিমিঃ দূরে ছিলো। এটি ইজুরা - সেকিদুমাসী জেলায় অবস্থিত যা আশান্তি অঞ্চলের ৭ শতাংশ তুলে ধরে এবং World Vision Ghana (WVG)-র এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির কেন্দ্রস্থল। সম্প্রদায়টি গ্রামীণ এলাকাভিত্তিক, যেখানে কৃষিকাজ জীবিকার প্রধান উৎস এবং কর্মক্ষম লোকের ৬০ শতাংশ এ কাজে নিয়োজিত। প্রকল্পটির আগে এই এলাকার নারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৯ ঘণ্টা কাজ করতো যেখানে পুরুষরা প্রতিদিন ১২ ঘণ্টার মতো কাজ করতো। শুকনো মৌসুমে যখন তাদের পানির উৎস শুকিয়ে যেত তখন পরিবারের পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নারী এবং মেয়েদের বিপজ্জনক ভূখন্ডের উপর দিয়ে ৩-৪ মাইল হেঁটে যেতে হতো, মাঝে মাঝে দিনের একের অধিকবারও যেতে হয়েছে। তাদের পানির প্রাথমিক উৎসকে বলা হয় "এ্যাবেরোয়া ননকো" যার অর্থ 'বৃদ্ধ মহিলারা সেখানে যেতে পারে না'। অনেক মেয়েরা পানি সংগ্রহের জন্য বিদ্যালয় ছেড়েছে।

প্রকল্প/অনুষ্ঠান

এলাকায় কয়েক যুগ ধরেই গিনি ওয়ার্ম ছড়িয়ে পড়েছিলো যা প্রতিরোধের জন্যে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছিলো। ঘানার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে যেখানে স্বল্পসংখ্যক কূপ আছে এবং মানুষ খাবার পানি পুকুর এবং নালা থেকে সংগ্রহ করে সেখানে গিনি ওয়ার্মের প্রার্দুভাব ব্যাপক। এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং স্থায়ী অক্ষমতার কারণ হতে পারে। এই সমস্যার সাথে অস্বাস্থ্যকর খাবার পানি ব্যবহারের ফলে এখানে সামারি-নাকাওয়ানতা পানি এবং পয়ঃনিষ্কাষন প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে নেয়া হয়েছিল।

১৯৮২-১৯৮৩ সালের তীব্র খরার কারণে যে এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহ WVG এর মাধ্যমে পরিচালিত তাদের উপর একটি জরিপ চালানোর জন্যে WVG 'ঘানা পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন কর্পোরেশন' (পুনঃনামকরণ ১৯৯৩- ঘানা পানি সংগঠন) এবং 'ঘানা পানি সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান' গবেষণা পরিচালনা করে। ১৯৮৪ সালে পরিচালিত জরিপের প্রতিবেদনে পানযোগ্য পানির স্বল্পতাকে WVG-এর গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান বাধা হিসেবে প্রকাশ করে। পরে 'ঘানা পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প' গৃহীত হয়। প্রকল্পটি কঠোর প্রযুক্তি নির্ভরতা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জনগণের সাথে সর্ম্পকযুক্ত এবং সমাজভিত্তিক হয়ে ওঠে, যা জেন্ডার ইস্যু, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সন্তানের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করে।

GRWP উদ্যোগের মাধ্যমে WVG সামারি-নাকাওয়ানতা গ্রামে দু'টি হস্তচালিত পাম্পযুক্ত সেচযন্ত্র, জনসাধারণের জন্য বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত উন্নত ২টি পায়খানা এবং মূত্রধানী সরবরাহ করে। উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক অংশগ্রহণ ও জেন্ডার একত্রীকরণের কারণে এলাকাটিতে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পকে চিনতে পারে যা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশান্তি এনে দিয়েছে।

ফলাফলঃ

প্রকল্পের ইতিবাচক ফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে-

- *জেন্ডার সাম্যতায় উৎসাহদান:* ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে **WATSAN** কমিটিতে পুরুষ শাসনকে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানান্তর;
- *জেন্ডার ভূমিক:* নারীরা গড়ে প্রতিদিন ৫ ঘন্টার বেশি সময় খামারের উৎপাদনে, গৃহস্থালীর এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় করে;
- *শিক্ষা:* বতর্মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৩ শতাংশ মেয়েরা পড়ছে যা ১৯৯৫ সালের ৪৩ শতাংশ ছিলো;
- *পানি ব্যবহারযোগ্যতা:* পানির নির্ভরযোগ্য উৎস চাষাবাদ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে;
- *স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি ঃ* সকল পানি ব্যবহারকারী গোষ্ঠী থেকে গিনি ওয়ার্ম বিতাড়িত হয়েছে;

সর্বিকভাবে প্রকল্পটি কমিউনিটির অধিক সংখ্যক সদস্যকে শিক্ষায় উৎসাহী, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলে। নারীরা এখন তাদের পরিবারের সাথে অধিক সময় কাটাতে পারে। গ্রামবাসীদের একজন বলেন, 'আমার বৈবাহিক সম্পর্ক আগের চাইতে সুন্দর ও আন্তরিক হয়েছে। আমাদের এখন অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সময় আছে'।

সাফল্যের কারণসমূহঃ

প্রকল্পটির সাফল্যের মূল কারণ হলো-

- প্রকল্পটির শুরুতে সবাইকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দিয়ে উৎসাহিত করা;
- নারী পুরুষ উভয়ই WATSAN কমিটিতে সমান অধিকার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাবার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- নারী পুরুষ উভয়েরই পানি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- কমিউনিটির নারী-পুরুষ উভয়কে সংবেদনশীল করে গড়ে তোলা।

এছাড়া জেন্ডার মূলধারা এবং অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণভাবে অবদান রাখেঃ

- WATSAN কমিটিতে পুরুষের ন্যায় নারীর ভূমিকা নিশ্চিতে পরিচিতি ও দৃষ্টিগোচর করা এবং এলাকাটিতে PMV এবং ল্যাট্রিন নির্মাণের কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- সামারি এলাকায় নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সম্পদের অধিকার সম্পর্কে উপলব্ধির উন্নয়ন।

প্রধান বাধাঃ

ঘানার মুসলিম কমিউনিটিগুলোতে প্রথাগত জেন্ডারের ভূমিকা ও পুরুষ শাসন ব্যবস্থার যে ব্যাপকতা দেখা যায়, সামারি-নাকাওয়ানতায়ও তাই পরিলক্ষিত হয়। নারীরা ধারণা করে যে, পানি ব্যবস্থাপনায় তাদের নতুন ভূমিকা না খোঁজা এবং পুরুষের ভূমিকায় নারীদের নিযুক্ত হওয়ায়

নিরুৎসাহিত করা উচিত। WVG সিদ্ধান্ত নেয় নারী পুরুষ উভয়ই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে কমিউনিটির সদস্যদের বর্তমান জেন্ডার ভূমিকাকে পুনঃমূল্যায়ন করবে। WVG নতুনভাবে চালু এবং নিশ্চিত করে যে, WATSAN কমিটিতে নারী পুরুষ সমান অধিকার পাবে। নারীদের পানি ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সমান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতিঃটেকসই উন্নয়ন এবং স্থানান্তরযোগ্যতা

প্রাথমিকভাবে কমিউনিটির লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে নিরাপদ পানি ও স্বস্থ্যবিধিতে সমান অংশগ্রহণের সুবিধা পায়। কারণ প্রকল্পটিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় ছিলো যেমনটি ছিলো 'ঘানা সরকার' ও 'ওয়ার্ল্ড ভিশন ঘানার' মধ্যে।

অন্যান্য তথ্যাবলী ঃ

- গবেষক: নানা আমা পকু স্যাম

  Ns394@bard.edu

- ঘানা এবং ঘানায় ওয়ার্ল্ড ভিশনের অংশগ্রহণ সর্ম্পকে তথ্যের জন্য: http://www.wvi/country_profile/ghana.htm
  http://wedc.iboro.ac.uk/publications/pdfs/24/akama.pdf

উৎসঃ

জেন্ডার ইস্যু ও নারী অগ্রগতি, জেন্ডার, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন/স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশেষ উপদেষ্টার অফিস; সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনের গবেষণাপত্র নিউইর্য়ক, জাতিসংঘ (প্রেস)।

গ্লোবাল

পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ:
জেন্ডার এবং পানি টাস্কফোসের আন্তঃপ্রতিনিধিদের কেসস্ট্যাডি

ক. স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা উদ্যোগে অর্থায়নের নতুন মডেল

অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং কলেরা রোগের মতো মারাত্মক সমস্যা দূরীকরণে দক্ষিণ আফ্রিকার মাবুল (Mabule) গ্রামে 'মাবুল স্যানিটেশন প্রজেক্ট' গৃহীত হয়। নিম্নমানের নির্মাণ এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের ফলে অনেক নারী এবং বালিকাদের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তি কঠিন ছিলো। প্রকল্পটি ছিলো এমভুলা (Mvula) ট্রাস্টের অর্থায়নে পানি ও বন বিষয়ক দপ্তর (Department of Water Affairs and Forestry) এবং কমিউনিটির যৌথ উদ্যোগের। পানি ও বন বিষয়ক দপ্তর (DWAF) যে সকল কমিউনিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেন্ডার ভারসাম্যতা রয়েছে সেখানে অর্থায়নে সম্মত ছিলো। প্রকল্পটি ইট উৎপাদনে অর্থায়নের মাধ্যমে ইট উৎপাদন এবং পাকা পায়খানা নির্মাণ এবং নারীদের স্বাস্থ্যবিধির শিক্ষা উন্নয়নে কার্যক্রম হাতে নেয়।

যার ফলে কমিউনিটিতে এখন নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং আকর্ষণীয় শৌচাগার এবং উন্নতস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে। কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার এবং এনজিও-তে নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে নারী-পুরুষদের যৌথ সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইট তৈরি প্রকল্প দশ জনকে নিযুক্ত করে যার ভেতরে ৬ জন ছিল নারী এবং কমিউনিটির ইট কেনায় সামর্থ সৃষ্টি হয়েছে।

[জাবু, এম, (আসন্ন), দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রামে স্বাস্থ্যবিধি এবং ইট তৈরি প্রকল্পতে নারীরা। অফিস অব দ্য স্পেশাল এ্যাডভাইজার অন জেন্ডার ইস্যুস এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন, কেসস্ট্যাডিস অন বেস্ট প্র্যাকটিসেস, নিউইয়র্ক; জাতিসংঘ (ইন প্রেস)]

পাকিস্তানের একটি ছোট গ্রাম বান্দা গোলরার দরিদ্র নারী রাহিমা বিবি সরহ্যাড গ্রামীণ সহায়তা কর্মসূচি (SRSP) থেকে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (CBO) গড়ে তোলে। সংগঠনটির সদস্যরা সঞ্চয় প্রকল্প চালু করে এবং ২ বছরের মধ্যে SRSP থেকে ২১ জন নারী ঋণ গ্রহণ করে যার সবগুলোই সফলভাবে পরিশোধও হয়েছে। মাসিক সভায় নারীরা তাদের প্রধান কর্মসূচি হিসেবে পানি সরবরাহের বিষয়টিতে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যেটি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সাতটি নতুন হ্যান্ডপাম্প প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ কমিউনিটি এবং ৮০ ভাগ এসআরএসপি বহন করে। প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী পরিবারকে এ কাজে ১ হাজার রুপি প্রদান এবং হ্যান্ডপাম্প ড্রিলিং-এ নিয়োজিত শ্রমিকদের খাদ্য এবং বাসস্থানের সংস্থান করতে হয়েছিলো।

প্রতিটি পাম্পের অর্থায়নে ৭টি পরিবারকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। বান্দা গোলরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছিল এবং প্রতিটি পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পানি এবং ঋণ স্কীম, জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। [বোখারী, জোহদাহ (আসন্ন)।

পাকিস্তান: ইনিশিয়েটিভ অব ওয়ান, রিলিফ ফর অল, উইমেনস লিডারশীপ ইন দ্য বানদা গোলরা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, ইন: অফিস অফ দ্য স্পেশাল এ্যাডভাইজার অন জেন্ডার ইস্যুস এ্যান্ড

এ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্র্যাকটিসেস, নিউইয়র্ক, জাতিসংঘ (ইন প্রেস)]

ভারতের Swayam Shikshan Prayog ১ হাজার নারীকে সঞ্চয়ী এবং ঋণগোষ্ঠী তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেছিলো যা তাদের নিজেদের সঞ্চয় এবং এক অন্যকে ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে। নারীরা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে পানি সরবরাহের উন্নয়নে সংঘবদ্ধ হওয়া শুরু করলো। [Swayam Shikshan Prayog প্রজেক্ট। ওয়েবসাইট, http://www.sspindia.org/index.html]

ইন্ডিয়ায় সেল্ফ এমপ্লয়েড উইমেনস এ্যাসোসিয়েশন উৎপাদনশীল কর্মপ্রচেষ্টায় পানি প্রাপ্তির ক্ষমতার উন্নয়নের উপর আলোকপাত করে যা আত্মকর্মসংস্থানকারী শ্রমিকদের বিভাগ হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে শ্রমজীবীদের শতকরা ৯৩ ভাগেরও বেশি শ্রমিক আত্মকর্মসংস্থানকারী শ্রমিকদের যার অর্ধেকেরও বেশি নারী তাদের গুরুত্ব দেয়। নারী আত্মকর্মসংস্থান এসোসিয়েশন পানি সংরক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ায় প্লাস্টিক লাইনের পুকুর স্থাপনে এলাকা নির্ধারণে এবং ফাউন্ডেশন ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট (FPI)-এর সহায়তায় প্রযুক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

স্থানীয় নারীরা এখন তাদের নিজেদের গ্রামের পুকুরগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করছে। গুজরাট জেলার বানাশকাঁথার ৮টি গ্রামে নারীরা নিজেদের পানি কমিউনিটি গড়ে তুলেছে। এর মাধ্যমে তারা পাড়গুলো বাঁধাই, চেকড্যামস নির্মাণ, গ্রামের পুকুর এবং অন্যান্য পানি সংরক্ষণকারী অবকাঠামো মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মাফিকো, ডব্লিউ (২০০৪), এসইডব্লিউএ-দ্য সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন'স এ্যাসোসিয়েশনস অফ ইন্ডিয়া: সেলফ এমপ্লয়েড উইমেন ওয়ার্কারস। দেখুন এই ওয়েবসাইটে:http://www.gdrc.org/icm/makiko/makiko.html and http://www.sewa.org]

খ. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

উগান্ডা ২০০৩ সালে ওয়াটার সেক্টর জেন্ডার স্ট্র্যাটেজি প্রবর্তন করেন যেটি ছিলো একই সাথে হ্যাঁ সূচক কার্যক্রমও। এর সারবস্তু ছিলো মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত সকল প্রশাসনিক স্তরে শতকরা ৩০ ভাগ নারীকে সম্পৃক্ত করা। ফলে নারীরা গ্রামে পানির উৎস নির্ধারণ, সুবিধাজনক অবস্থানে পানির উৎস স্থাপন এবং পাম্প মেরামতের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। এতে দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

নারীরা এখন ব্যবসায় অংশগ্রহণ করছে এবং গ্রামীণ এলাকায় দোকান প্রতিষ্ঠা করছে যেখানে চোঙ্গগর্ত স্থাপনে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় এবং শহর এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করছে। পানি ব্যবহারকারী সংগঠনের নারীরা অর্থ সম্পর্কিত দায়িত্বে থাকেন। বিদ্যালয়ভিত্তিক স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির কর্মসূচি পানি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছিলো যার মূল দায়িত্বে ছিলেন নারীরা। এ বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা নারীদের প্রযুক্তগত শিক্ষা এবং পেশাদারী অভিজ্ঞতা অর্জনে ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। [এইচ, ই, মারিয়া মুটাগাম্বা, স্টেটমেন্ট টুসিএসডি; এপ্রিল ২০০৫]

দক্ষিণ আফ্রিকায় পানি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ইতিবাচক কর্মসূচি হিসেবে 'পানিতে নারী' শীর্ষক '(Women in Water)' পুরস্কার এবং বৃত্তি প্রবর্তন অর্ন্তভুক্ত করা হয় যাতে অল্পবয়স্ক নারীরা পানি সংশ্লিষ্ট খাতে তাদের পেশা বেছে নেন। এই কর্মসূচি সফলভাবে নারীর ক্ষমতায়ন করতে পেরেছিল। এছাড়াও ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় নন-সেক্সীজম নীতি প্রণীত হয় এবং সকল খাতে নারীর জন্য কোটা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পথ সংক্ষিপ্ত করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার আইন 'জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট' যেমন - সরকার শুধুমাত্র সেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য ও সেবাকর্মের তত্ত্বাবধান করে যেখানে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা চাকুরিজীবি। এ ধরনের বলপূর্বক অংশগ্রহণ নারীদের শৃঙ্খলমুক্ত করার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। এটা প্রমাণীত যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং মৌলিক সেবা প্রদানে নারীদের ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ। [এইচ, ই, বুয়েলআ সোনিজিকা, স্টেটমেন্ট টু সিএসডি; এপ্রিল ২০০৫]

ইউক্রেনে রেলপথের তেলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার এবং অপর্যাপ্ত পয়ঃপ্রণালীর কারণে রাস্তাঘাট এবং ঘরবাড়িতে নোংরা আবর্জনা উপচে পড়ত। যখন নারীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের সমস্যা জানালেও কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে তহবিল বরাদ্দে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক এনজিও-র সাহায্যে নারীরা আবাসিক লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে, রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করে। পরে সরকার পয়ঃনিষ্কাশনের পাম্প স্থাপনে অর্থ বরাদ্দ করেছে। পারিপার্শ্বিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ তেলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার বন্ধ করে দেয়া হয়। [খোশলা প্রভা (২০০২), এমএএমএ-৮৬ এবং ইউক্রেনে সুপেয় পানির জন্য প্রচারণা, জেন্ডার এবং পানি বিষয়ক জোটের জন্য প্রস্তুতকৃত]

অনেক উদাহরণ থেকেই দেখা যায় যে, প্রকল্পগুলো তখনই বেশি কার্যকর হয় যখন মহিলারা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলম্বিয়া লা সিয়েনা শহরের নারীরা কানাভেরালজো নদীর পানির গুণগত উন্নয়ন করেছিলো যা পূর্বে ছিলো খুবই দূষিত। ১৯৯৫ সালে নারীরা এ্যাকশন বোর্ডে তাদের নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলো। বোর্ডটি পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত হতো এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পুরুষদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে হয়েছে।

যে সময় নারীরা তাদের যোগ্য হিসেবে প্রমাণ এবং নেতৃত্বের অবস্থানে নিজেদের আসন স্থায়ী করতে পেরেছে, সে সময় একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছিলো। এরপর থেকেই নানাবিধ উন্নয়ন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডায়রিয়া এবং শিশুদের চর্ম রোগ হ্রাস পেয়েছিল এবং শহরটি কলেরা মহামারী থেকে মুক্ত হয়েছিল। [আই, আর, সি, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন সেন্টার (আইআরসি) (আনডেটেড)। কমিউনিটি ওযাটার সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট, কেস স্টাডিজ। লা সিরেনা: উইমেন টেকিং লিডিং পজিশনস।

http://www.irc.nl/manage/manuals/cases/sirenia.html(accsessedon 26 March 2004)]

গ. সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সামাজিক শিখন

টোগো-র পূর্ব মোনো অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর শতকরা ১০ ভাগের সুপেয় পানির উপর অধিকার ছিল। একটি প্রকল্প পানির অবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা সুবিধার উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিলো, কিন্তু তা সবার চাহিদা মেটাতে পারেনি এবং সুযোগ-সুবিধাগলো ছিল অব্যবহৃত। এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে

একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। যেখানে সকল গ্রামবাসী, ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষ, শিক্ষক এবং প্রশাসক সবাইকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারার পর স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়গুলো এবং গ্রামবাসীদের দ্বারা সমর্থিত একটি কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। কর্মসূচিটি পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং একই সাথে প্রতিটি গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণও সরবরাহ করে। ছাত্রদের মধ্যে জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা চিহ্নিত এবং সমগ্র কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ হওয়া এবং এর প্রভাব ও ফলাফল ছিল প্রত্যক্ষ।

মেয়েরা নেতৃত্বের ভূমিকা নেয় এবং এতে তাদের আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। জেন্ডার ব্যালান্সড বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি উপকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছে। [আলুকা, এস, ইন্টিগ্রেটিং জেন্ডার ইন টু দ্য প্রমোশন অব হাইজিন, ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেইস স্টাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)।]

নাইরেজিয়ায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ওবুডু মালভূমিতে বৃক্ষশূণ্যতা সৃষ্টি করেছিলো এবং পানি সম্পদের উপর পূর্বের চাপ এবং পরিবেশের উপর চাপ যেমন- পশুচারণ, এবং কৃষিজ প্রথার টিকে থাকতে না পারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। স্থানীয় Becheve নারীরা পানি সংগ্রহে তাদের সময় নষ্ট হওয়া, পানির গুণগতমান এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের নিম্নমান নিয়ে অভিযোগ করেছিল।

ফলে নাইজেরিয়ান কনজারভেশন ফাউন্ডেশন (NCF) ১৯৯৯ সালে ওবুডু মালভূমিতে ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং নারীদেরকে প্রকল্পের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

নারী নেত্রীরা ব্যবস্থাপনা সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলো। এটি কমিউনিটির নারীদের জন্য একটি গর্বের উৎস এবং তারা পানির চৌবাচ্চার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হয়েছিল। পানি সংগ্রহের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং নারীদের আয় সৃষ্টিকারক কর্মকান্ডে (খামার ও কেনাবেচা) সময় ব্যয়ের সুযোগ হয়েছিলো।

Becheve নারী ও Fulani উপজাতিদের মধ্যে পানির উপর অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হয়েছিল এবং নারীদের সময়মত পানি ব্যবহার নিশ্চিত সম্ভব হয়েছিলো। এছাড়াও নারীদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস পায়; যেমন- ২০০৪ সালে ডায়রিয়া কমেছিল শতকরা ৪৫ ভাগ

[মাজেকোডুনমি, এ, এ, (আসন্ন), নাইজেরিয়া: ইউজিং জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং প্রসেসেস্ টু হেল্প প্রটেক্ট ড্রিংকিং ওয়াটার সোর্সেস অফ দ্য ওবুডু প্লাটু কমিউনিটিজ উন সাউদার্ন ক্রস রিভার স্টেট, ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)]

ভারতের তামিল নাড়ু প্রদেশের তিরুচিরাপাল্লি জেলার ৮টি বসতিতে, পৌরসভা নির্মিত শৌচাগারগুলো ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল। নিম্নমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও দূষিত পানি পরিবারের সকলকে যেমন আক্রান্ত করেছিল, তেমনই বৃদ্ধি করেছিলো তাদের চিকিৎসা ব্যয়ও। পুরুষ গোত্র প্রধানরা উন্নত সুবিধা সরবাহের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ভালো সেবার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ সত্বেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন একটি এনজিও 'গ্রামালয়'-এর সাথে একত্রে প্রকল্পভিত্তিক কাজ শুরু করে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের কোনো সাড়া মেলেনি। প্রকল্পটির কর্মপরিকল্পনা ছিল সুপেয় পানি, প্রত্যেকের জন্য শৌচাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; একই সাথে জেন্ডার মূলধারায় আনয়নের জন্য কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পে ওয়াটার এইড যন্ত্রাংশ এবং স্থাপন ব্যয় বহন এবং গ্রামালয়া দক্ষতা ও কমিউনিটির গতিশীলতা উন্নয়নে কাজ করেছে। এই প্রকল্পে সরকার জমি, বিদ্যুত ও পানির সরবরাহ এবং কমিউনিটির সদস্যদের ঋণ প্রদান করে। কমিউনিটি কেবল নিরাপদ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে সুস্বাস্থ্যই উপভোগ করছে না, পাশাপাশি নারীরাও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে।

এককালে যে নারী প্রশাসনে উপেক্ষিত ছিলো, আজ তারা সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান পাচ্ছে। [বার্না, আই. ডি, (আসন্ন), ইন্ডিয়া: ফ্রম ইয়েনেশন টু এন এমপাওয়ারড কমিউনিটি: এ্যাপ্লায়িং জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং এ্যাপ্রোচ টু এ স্যানিটেশন প্রজেক্ট; ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)]

ঘ. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জ্ঞানের প্রয়োগ

অস্ট্রেলিয়ার উইটজিরা জাতীয় পার্কে মেষপালকদের জন্য গ্রেট আর্টিজিয়ান অববাহিকায় **'mound springs' (Tjurkurpa sites** ও বলা হয়ে থাকে) এর ব্যাপক অবনতি হয়েছিল। হাঁস-মুরগির ঘের এবং পানির উৎসের ক্ষতিসাধনের ফলে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবোরোজিয় উপজাতির সদস্যরা উচ্চ সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অন্যত্র ভ্রমণ বা যেতে পারতো না। যখন মেষপালকেরা মজুদের জন্য পানির উৎসের সন্ধানে 'mound spring'-এ স্থানান্তরিত হতে শুরু করে; তখন সেই অ্যাবোরোজিয় যারা ঐ স্থানে বসবাস করতো তারা তাদের ঐতিহ্যগতভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রথায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

আদিবাসী জনগণ mound springs পুনরুজ্জীবিত করতে ঐতিহ্যবাহী ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্মিলন ঘটায়। তারা জাতীয় পার্কের সহযোগী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করে। তাদের একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ রয়েছে, যেখানে Irrwanyere সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিলো এবং যাদের অনুকূলে পার্কটির ৯৯ বছরের ইজারা ছিলো।

পার্কটির মালিক ছিলো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সরকার, কিন্তু উজারা শর্তানুসারে Irrwanyere সম্প্রদায় পার্কে বসবাস, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার অনুমতি লাভ করে। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর কিছু এলাকা পুররুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। [ডিন, আহ, চি (১৯৯৫)। ইনডিজিনাস পিপলস কানেকশন উইথ কোয়াটে (ওয়াটার) ইন দ্য গ্রেট আর্টিসিয়ান বেসিন। ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস ১৯৯৫। উইটজিরা ন্যাশনাল পার্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ডিইএনআর।

http://www.gab.org.au/inforesources/downloads/gabfest/papers/ahchee_d.pdf]

ব্রাজিলের মধ্যভাগে সান জোয়াও ডি আলিঅনকা (São João D'Aliança) গোষ্ঠী ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসিলিয়ার সহায়তায় স্থানীয় ইউনিয়ন অব রুরাল ওয়ার্কার্স একটি সামাজিক পানি প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিলো, ব্রাংকা নদীর দূষণ রোধ এবং নদী তীরে

গাছপালা পুনঃরোপন। নারী নেতৃত্বে নেয়া উদ্যোগটির নাম ওয়াটার উইমেন (Water Women) যেখানে নারীদের প্রতিটি দলই তাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে পরিবেশবান্ধব প্রথা গ্রহণ করেছিলো। ওয়াটার উইমেন এনজিও নারীর জন্য স্যানিটেশন পরিস্থিতির উন্নয়ন, নতুন চাকুরী এবং আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি, কম বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা প্রদান এবং প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রথা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রদেশের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০২ সালের এপ্রিলে কার্যক্রম শুরু করে।

কমিউনিটি শিক্ষা আবর্জনা নদীতে না ফেলা এবং স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ নদী তীরে রোপণ করতে কমিউনিটকে উদ্বুদ্ধ করে। এতে নদীতে আবর্জনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, স্থানীয় প্রজাতির উদিদ্ভদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে নদী ভাঙ্গনের বিপদ। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ শক্তিশালী হয়েছিলো এবং নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিলো। [সুজা, এস, এম (আসন্ন)। ব্রাজিল: কনসাস ফস্টারিং অফ উইমেন'স লিডারশিপ। ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)]

গুয়েতেমালার El Naranjo নদীর পানি প্রবাহে পরিচ্ছন্ন পানি ছিল। কিন্তু এই পানি প্রবাহের উপরিভাগে এখন আছে কেবল দূষিত এবং অপর্যাপ্ত পানির সরবরাহ। কমিউনিটি এই পানির উপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ, শহর-গ্রাম ভেদে তাদের এই নির্ভরশীলতার পার্থক্য রয়েছে। নির্ভরশীলতার এই পার্থক্য নানা রকম সংঘর্ষের জন্ম দেয় যা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের এবং গতানুগতিক কলহ নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ার সামর্থের বাইরে। তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং নেতাদের সামনে বর্তমান আইনি বিধান এবং পানি প্রশাসনে এর প্রয়োগ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

২০০২ সালে Fundación Solar NOVIB (Oxfam Netherlands) সহায়তায় সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে টেকসই কমিউনিটি সম্পর্ক নির্মাণের জন্য একটি ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করে। পরিকল্পনাটি ব্যবহারকারীদের অধিকার, বাধা-বিপত্তি, চাকুরির যোগানদাতা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নজর রাখে এবং পানি ব্যবহারের প্রবণতা মনিটর করে।

প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিকল্পনার এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃবর্গ এবং কর্তৃপক্ষ কমিউনিটির চাহিদা মেটাতে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা শিখতে পারে। [ভ্যান ডেন হুভেন, এল (আসন্ন)। গুয়েতেমালা: মিটিং উইমেন'স এন্ড মেন'স নিডস ইন দ্য এল নারানজোচ রিভার ওয়াটারশেড অর্গানাইজেশন; ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)]

ঙ. অভীষ্ট ফল, মনিটরিং এবং বাস্তবায়নের মূল্যায়ন

মরক্কোতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রকল্প রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট প্রথাগতভাবে যে সকল বালিকা পানি সংগ্রহের কাজে যুক্ত তাদের কর্মভার লাঘব করে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়াতে মরক্কোতে বিশ্ব ব্যাংকের প্রজেক্ট কাজ শুরু করে। যে ৬টি প্রদেশে এই কাজ শুরু হয় সেখানে ৪ বছরে বারিকাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে। যেটি ছিলো পানি সংগ্রহের কাজে বালিকাদের কর্মভার লাঘবের ফলাফল।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সুপেয় পানির সহজলভ্যতার দরূণ নারী ও বালিকদের পানি আনার কাজে ব্যয়িত সময় শতকরা ৫০-৯০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। [সূত্র: ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক (২০০৩), ইমপ্লিমেনটেশন কমপিলশন রিপোর্ট অন এ লোন ইন দ্য অ্যামাইন্ট অফ ইউ, এস, টেন মিলিয়ন ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য কিংডম অফ মরক্কো ফর এ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট; রিপোর্ট নং-২৫৯১৭।

দেখুন: http://www-wds.worldbank.org/ servlet/ WDSContentServer/ WDSP/ IB/ 2003/06/17/000090341_20030617084733/Rendered/PDF/ 259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf (accessed on 22 March 2004)]

বাংলাদেশে বালক-বালিকাদের জন্য আলাদা সুবিধা সম্বলিত একটি স্কুল স্যানিটেশন প্রকল্প বালিকাদের উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করেছিল। উক্ত স্কুলে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সালে মেয়েদের বার্ষিক উপস্থিতির হার গড়ে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। [ইউনাইটেড নেশনস্ চিল্ডেন্স্ ফান্ড (ইউনিসেফ) (২০০৩), স্যানিটেশন ফর অল। দেখুন: http://www.unicef.org/wes/sanall.pdf (accessed on 22 March ২০০৪)]

দ্য স্কুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন এডুকেশন (SSHE) প্রচারাভিযান- UNICEF, IRC International Water and Sanitation Centre, the Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) এবং অন্যান্যদের একটি যৌথ অভিযান। যার লক্ষ্যবস্তু ছিল বিদ্যালয়গুলোতে পানি ও স্যানিটারি সুবিধা সরবরাহ করা, যাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং বালিকারা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে আগ্রহী হয়।

গবেষণা ও জরিপ থেকে জানা যায় যে বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা উচিত, যাতে বালিকারা স্কুলে উপস্থিত হতে অনাগ্রহী না হয়। এই কর্মসূচিটি ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারিতে বারকিনা ফাসো, কলম্বিয়া, নেপাল, নিকারাগুয়া, ভিয়েতনাম এবং জাম্বিয়ায় শুরু হয়। স্থানীয়দের অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়ে SSHE স্বল্পমূল্যে শিক্ষা সরঞ্জাম, সামাজিক উন্নয়ন সহায়ক সস্তা প্রযুক্তি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় জীবনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শিক্ষা দেয়া হয়।

[দেখুন: http://www.unicef.org/wes/index_schools.html].

ঘানায় Ejura-Sekyedumasi জেলায় ঘানা রুরাল ওয়াটার প্রজেক্ট (GRWP), ঘানা ওয়ার্ল্ড প্রজেক্ট (WVG) গিনি পোকার মারাত্নক উপদ্রব এবং সুপেয় পানির সরবরাহ সমস্যার সমাধানার্থে প্রবর্তিত হয়। গোষ্ঠীভিত্তিক, জনস্বার্থ বিবেচনায় এবং চাহিদার উপর আলোকপাত যেমন- জেন্ডার মূলধারা, দারিদ্র্য প্রশমন এবং শিশুদের ভালো থাকা ইত্যাদির প্রতি কর্মসূচিটি প্রযুক্তি নির্ভর ভূমিকা পালন করে।

GRWP-এর উদ্যোগের মধ্য WVG গ্রামগুলোতে দুটি হ্যান্ডপাম্প সম্বলিত চোঙ্গগর্ত, দুটি উন্নত ভেন্টিলেটেড পিট শৌচাগার (VIP) এবং একটি মূত্রাগার সরবরাহ করেছে। গোষ্ঠীটি পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রকল্পের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার একীভূতকর কে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এটি নারী শিক্ষাকে উন্নত করেছে; ১৯৯৫-এ যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে বালিকাদের সংখ্যা ছিলো মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৪৩ ভাগ, ২০০৫ সালে এসে তা ৫৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। গিনি পোকার সংক্রমণও প্রায় সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে [

পোকু স্যাম, এনএ (আসন্ন); ঘানা: জেন্ডার ইন্টিগ্রেশন ইন আ রুরাল ওয়াটার প্রজেক্ট ইন দ্য Samari-Nkwanta কমিউনিটি; ইন: অফিস অব দ্য স্পেশাল এ্যাডভাইজার অন জেন্ডার ইস্যুস এ্যান্ড

এ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন, কেসস্ট্যাডিস অন বেস্ট প্র্যাকটিসেস, নিউইয়র্ক; জাতিসংঘ (ইন প্রেস)]

ইন্দোনেশিয়ার জাভার অন্তর্গত ক্লাটেন (Klaten) ২০০২ সালে বোতলজাত ওয়াটার প্ল্যান্ট চালু হয়, যা বিপুল পরিমাণে ঝরনার পানি এলাকার প্রধান পানির উৎস থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে নিয়ে যায়। যার দরূণ জেলায় প্রচন্ড পানির অভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কমিউনিটির সেচের পানিতে ঘাটতি দেখা দেয় এবং স্থানীয় জলকূপগুলো শুকিয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণ ২০০৩ সালে Klaten People's Coalition for Justice (KRAKED) এর ব্যানারে একত্রিত হয় ন্যায়বিচারের দাবিতে। KRAKED-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বটলিং প্লান্টটি বন্ধ করে দেয়া এবং এর স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য ছিল নিষ্কর্ষণ পরিমাণ কমানো এবং কমিউনিটির পাহারা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

যদিও চিরায়তভাবে নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ ও ক্ষমতা স্বল্প, তথাপি তারা উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এবং কমিউনিটির পানি ব্যবহারের উপর বটলিং প্ল্যান্টটির প্রভাব নিরীক্ষণের জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প স্থাপন করে। কর্মসূচিটি স্থানীয় সরকার, সংসদ সদস্য, সাংবাদিক ও কোম্পানি কর্মকর্তাদেরও লক্ষীভূত করে। নারীদের অংশগ্রহণের দরূণ KRAKED একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে সাড়া জাগায়। নারী ও পুরুষের মাঝে তথ্য বিনিময়ের পার্থক্য বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জিত হয় এবং এই পার্থক্য সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আরধিআনি; এন; (আসন্ন)। ইন্দোনশিয়া: দ্য ইমপ্যাক্ট অফ উইমেনস্ পার্টিসিপেশন ইন দ্য এ্যাকুয়া-ডানোন এ্যাডভোকেসি প্রোগাম-এ কেসস্ট্যাডি ইন ক্লাটেন ডিস্ট্রিক্ট, সেন্ট্রাল জাভা। ইন: অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুস এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)]

গুয়েতেমালা

"আল নারানো" নদীর জল প্রবাহ প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষদের পানির প্রয়োজনীয়তার উপর সভা

চ্যালেঞ্জসমূহ

আল নারানো নদীর জল প্রবাহ গুয়েতেমালার San Marcos Ges Quetzaltenango দপ্তরের মাঝে অবস্থিত। এই জল প্রবাহ থেকে পূর্বে যে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যেত, তা এখন দূষিত এবং স্বল্প পরিমাণে পানি সরবরাহ করে। যে কমিউনিটি এই পানির উপর নির্ভরশীল তাদের মাঝে নারী-পুরুষ, শহর-গ্রামভেদে প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুরুষরা পানি ব্যবহার করে তাদের পশু, সেচ ও নির্মাণ কাজে অপরদিকে নারীরা গৃহস্থালী কাজে, যেমন-রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধোয়া ইত্যাদি কাজে পানি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিদিন নারীরা পানি টেনে আনার কাজে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করে। এই প্রয়োজনের ভিন্নতা নানা রকম সংঘর্ষের জন্ম দেয় যা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং গতানুগতিক কলহ নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ার সামর্থের বাইরে। তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং নেতাদের সামনে বর্তমান আইনি বিধান এবং পানি প্রশাসন কর্তৃক এর প্রয়োগ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

পানিতে অভিগম্যতা এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটির পুরুষ ও নারীদের একত্রিত হতে হবে যাতে তারা উৎপাদনশীল কমিউনিটি, পারিপার্শ্বিক কর্মসূচির জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করতে পারে। পাশাপাশি তাদের পৌরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণেও আপন চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই পরিকল্পনার অত্যাবশ্যকীয় একটি অংশ হলো কমিউনিটির স্বার্থ নির্ধারণ এবং উপস্থাপনে নারীদের সমান অংশগ্রহণ।

কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ:

Fundación Solar গুয়েতেমালার একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান যেটি প্রকল্পের অংশীদারদের সমাজিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিতকরণ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ঘটায়। এই মডেলে নারীরা জেন্ডার মূলধারায় এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় সমঅংশগ্রহণকারী যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা এবং দক্ষতা বাড়ায়।

২০০২ সালে Fundación Solar Gi NOVIB (Oxfam Netherlands) সহায়তায় সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে টেকসই সম্পদ-কমিউনিটি সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহারকারী, সেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধিকার ও বাধ্যবাধকতার প্রতি আলোকপাত করে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিও-এর সমর্থনে একটি ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি পানির ব্যবহার, পৌরসভা কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ, তৃণমূল নেতা এবং সামাজিক পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়ার প্রবণতা নিয়ে গবেষণা করে, যাতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষ কমিউনিটির প্রয়োজন মেটাতে টেকসই ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে যৌথ পরিকল্পনা সম্প্রসারণ এবং সম্পাদন করে।

ফলাফল

- একক উদ্দেশ্যে একত্রে যোগদান: এই কর্মসূচির পূর্বে লোকেরা স্বাধীনভাবে কাজ করতো এবং নিজেদের স্বার্থ দেখতো। তারা পানি সম্পদ নিয়ে যুদ্ধ করতো। এখন ১০টি বৈধ সংগঠন ৭৪ হাজারেরও বেশি পুরুষ এবং ৭৮ হাজারেরও বেশি নারী সুবিধাভোগীকে একত্রিত করেছে। সংগঠনগুলো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সামাজিক কৌশল প্রণয়নে নিবেদিত।

- প্রশিক্ষণ, সংবেদনশীলতা এবং পুরুষ ও নারীদের অংশগ্রহণ: কর্মসূচিটি কমিউনিটিতে প্রশিক্ষণম প্রদান এবং সংবেদনশীলতার সম্প্রসারণ ঘটায়। জনগণ প্রশিক্ষণে এবং সংগঠনের কার্যাবলীতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কর্মশালা পরিবেশ ও জল প্রবাহের যত্ন, বৃক্ষরোপণ, জেন্ডার সমতা, সংঘর্ষ মীমাংসা এবং সংগঠন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখন মানুষ তাদের ভাবনা, সমস্যা ও অন্যের চাহিদা নিয়ে অনেক বেশি খোলামেলা। শতকরা ৫১ ভাগ নারী কমিউনিটি সংগঠনের পরিচালক এবং কিছু নারী পরিষদের পরিচালক। তারা কমিউনিটির অন্যান্য নারীদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

- পানির নীতিমালা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি: পানির সমস্যা এবং অভাব এখনও রয়েছে, কিন্তু মানুষ এখন অনেক সংঘবদ্ধ। তাদের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে গ্রামীণ পানির সমস্যা এবং কমিউনিটির বিচ্ছিন্নতা এখন পৌরসভা গুরুত্বে সাথে বিচার করছে।

- আয় সৃষ্টি: সংগঠনগুলো কিছু তহবিল সংগ্রহ করেছে, যা তারা ব্যয় করছে ক্ষুদ্র উৎপাদনশীল পারিপার্শ্বিক এবং কমিউনিটির কর্মসূচিতে, যেমন-গ্রীনহাউস। এই ছোট কর্মসূচি অন্যান্য কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করার জন্য সম্পদ সরবরাহ করে যা অনেক মানুষের চাহিদা মেটাতে সংগঠনগুলোকে সক্ষম করে।

সাফল্যের প্রধান উপাদানসমূহ:

কমিউনিটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা:

- সংগঠনগুলো মূলত গ্রামীণ ও শহুরে কমিউনিটির নারী-পুরুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়।

- সংগঠনগুলোতে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি সদস্য নারী এবং তারা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

জেন্ডারের মূলধারা:

- পুরুষ ও নারীদের পানির চাহিদার পার্থক্যকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

- 'নারীরা পানির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী এবং সেজন্যই তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন'- এ বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

- নারীরা সংগঠনের কাজে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে এবং সাথে সাথে সম্প্রদায়ের আয় সৃষ্টির কর্মসূচিতেও তারা ভূমিকা রেখেছে।

- আপন আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড:

- নাগরিক সমাজের পৌরসভার পানি সংশ্লিষ্ট নীতিমালার প্রণয়ন করেছে।

- গুয়েতেমালায় প্রথম সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভা সংগঠন গঠিত হয়েছিলো ।

- পানি সম্পদ বিষয়ে পৌরসভা এবং নাগরিক সমাজ যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

কার্যক্রমের শুরুতে জনগণকে একত্রিত করা সহজ কাজ ছিলো না। গণ-তথ্য এবং শিক্ষা প্রচারাভিযান স্থানীয় ভাষায় চালু, রেডিও, পোস্টার, জনগণের আলাপ-আলোচনা এবং যানবাহনে

প্রচারের মধ্য দিয়ে তথ্য প্রচার করতে হয়েছে। এরপরই জনগণকে জল প্রবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে একত্রিত হতে ইচ্ছুক হয়েছে।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

অর্জিত শিক্ষা: পানি, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে কমিউনিটি শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন অনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে। কমিউনিটির সদস্য Yolanda Pérez Ramírez-এর ভাষায়-

'আমরা এই কর্মসূচিতে অনেক শিখেছি। আমরা সংঘ, আয় সৃষ্টি কর্মসূচি এবং পরিবেশের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেছি। এখন আমাদের গ্রীনহাউস রয়েছে যেখানে আমরা বৃষ্টির পানির সাহায্যে মরিচ জন্মাই, যা আমাদের আয় এনে দেয়। আমরা এটাও জেনেছি, কীভাবে পানি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হয়। এছাড়াও গাছ কাটলে পুনরায় লাগাতে হবে তাও জেনেছি, এতে আমরা বাঁচার জন্য পানি পাবো। নারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, কারণ এটাই প্রথম যখন আমরা সাংগঠনিক কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করেছি। লোকেনা এখন আমাদের সমস্যাগুলোকে শুনছে। এটা আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে এবং অন্যরা আমাদের কথা শুনতে আগ্রহী হচ্ছে।'

বিস্তারিত তথ্য:

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

  লিওনটাইন ভ্যান ডেন হুভেন (Leontine van den Hooven):

  lvdhooven@fundacionsolar.org.gt

- Fundación Solar সম্পর্কে তথ্যের জন্য:

  www.fundacionsolar.org.gt and solar.nmsu.edu/funsolar/eng_index.shtml

- গুয়েতমালায় **NOVIB's** ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য :

  www.novib.nl/en/content/?type=article&id=5754&bck=y

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন)।

ভারত

বিচ্ছিন্নতা থেকে ক্ষমতাশীল কমিউনিটি - তামিল নাড়ুতে জেন্ডার মূলধারায় একটি পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প

চ্যালেঞ্জসমূহ

ভারতের শতকরা মাত্র ৪৩ জন নগরবাসীর পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা রয়েছে। নিম্ন আয়ের বস্তি বাসীদের মধ্যে শতকরা ১৫টি গৃহবাসীর নিজস্ব শৌচাগার এবং অন্যান্যদের মধ্যে শতকরা ২১ টি গৃহের কমিউনিটি শৌচাগারের সুবিধা রয়েছে।

এই কেসস্ট্যাডি দলিল দক্ষিণ ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের তিরুচিরাপল্লী জেলার আটটি বস্তির একটি কমিউনিটি পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের। গবেষণাকৃত বস্তিতে ছয়টি কমিউনিটি শুষ্ক পায়খানা আছে যেখানে মানুষের বর্জ উন্মুক্ত গর্তে ফেলা হয় এবং দু'টি নিরাপদ ট্যাংকি সম্বলিত পায়খানা আছে যা পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত। অবশ্য এপ্রিল ১৯৯৯ সালের পূর্বে নির্মিত এসব পায়খানা পৌরসভার সীমিত রক্ষণাবেক্ষণের ফলে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

ভিরাগুপেট্টাই-এর নারীরা প্রতিবেদন দিয়েছে যে, "অরক্ষিত এসব পায়খানা গুবরে পোকার জন্ম ও বৃদ্ধিসাধন করছে এবং এসব পোকা পানির কলের আশে-পাশে এমনকী তাদের বাড়ীর দেয়ালের পাশেও দেখা যায়।" সীমিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং দূষিত পানির প্রভাবে প্রতিটি পরিবারই রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাদের চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

পুরুষ কমিউনিটি নেতারা সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উন্নত সেবা প্রদনের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ ও গ্রামালায়া নামক একটি এনজিও যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটির সাথে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের উপর কাজ শুরু করেছে।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

এমতাবস্থায় ২০০০ সালে তিরুচিরাপল্লীর নগর বিষয়ক রাজ্য কর্তৃপক্ষ 'নামাক্কু নেইম থিট্টাম (আমরা নিজেদের জন্য)' কর্মসূচির আওতায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রস্তাব করে। ওয়াটার এইডের অর্থায়নে গ্রামালায়া এবং অন্য দু'টি এনজিও প্রকল্পটি প্রণয়ন করেছিলো। জেলা কালেক্টর ও সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কমিউনিটির সর্বমোট ২৫টি স্থানীয় বস্তিতে সেবা প্রদানে সক্ষম ছিলো। গ্রামালায়ায় ৮টি বস্তি এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছিল।

গ্রামীণ অঞ্চলে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং তথ্য প্রচার ও পরিবর্তনের আঙ্গিকে নারীদের দলসমূহের সাথে কাজ করার প্রকৃত অভিজ্ঞতা গ্রামালায়ার ছিলো। খাবার পানির সুযোগ-সুবিধা এবং স্বতন্ত্র শৌচাগার স্থাপন, এমনকী জেন্ডার মূলধারায় কমিউনিটিকে সংগঠিত করার জন্য প্রকল্পের নক্শা আহ্বান করা হয়েছিলো। ওয়াটার এইড যন্ত্রপাতি ও সংস্থাপন ব্যয় এবং গ্রামালায়া দক্ষতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটি সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলো। সরকার জমি, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং কমিউনিটি সদস্যদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করেছিলো।

ফলাফল

- নারীর ক্ষমতায়ন;
- পুরুষের সম্পৃক্ততা;
- মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে শৌচাগার ব্যবহার থেকে আয়;

- নারী কর্তৃক কমিউনিটির উন্নয়ন;
- জৈবসার প্রস্তুত - পয়ঃনিষ্কাশন এবং অর্থ আয়;
- শিশুদের জন্য নব্য প্রবর্তিত শিশু-বান্ধব শৌচাগার (child-friendly toilet - CFT) সৃষ্টি;
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপর উন্নয়ন; এবং
- মৌলিক স্বাস্থ্যবিধির চর্চায় পরিবর্তন ।

সফলতার মূল কারণ

এই যৌথ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পের সফলতার মূল কারণসমূহ ছিল-

- প্রকল্পটি নারী পরিচালিত নারীদের আত্ম-সহায়ক দল এবং সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পসমূহ নারীদের ক্ষমতায়নের উপর নিবদ্ধ;
- কমিউনিটির মঙ্গলার্থে পরিবার ও নারীর ক্ষমতায়নে কমিউনিটির পুরুষ সদস্যদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা;
- জবাবদিহিতা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নারী দলসমূহের দক্ষতাবৃদ্ধি;
- পারিবারিক সহিসংতা ও সাম্প্রদায়িক সমম্যাসমূহের উপর পারিবারিক পরমর্শ (কাউন্সেলিং) প্রদান;
- কমিউনিটির পরিচালনায় কমিউনিটি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;
- মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ব্যবহার উদ্যোগ গ্রহণ যা সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ ও কমিউনিটির উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উভয়ক্ষেত্রেই সহায়ক; এবং
- সরকার, এনজিও এবং কমিউনিটির মধ্যে সমন্বয়সাধন ।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- কমিউনিটির সংশয়: প্রকল্প কর্মচারীদের প্রারম্ভিক কাজ ছিল মন্থর এবং জটিল । অতীতে প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় কমিউনিটি সদস্যরা সরকার, রাজনীতিবিদ এবং এনজিওসমূহের প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখতে অনীহা প্রকাশ করে । গ্রামালায়া নারীদের আত্ম-সহায়ক দল গঠন, নারীদের নতুন ভূমিকা এবং বর্জ ও আবর্জনা পরিষ্কারে সমর্থনের জন্য পুরুষদের প্রত্যয়ী করার মাধ্যমে উক্ত পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে কমিউনিটির সাথে কাজ করেছিল ।
- সরকারের কাছ থেকে অর্থপূর্ণ সাহায্যে অপূর্ণতা: সাধারণত সরকার কমিউনিটির সদস্যদের সাথে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই বর্জ এবং পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সংস্থাপনে কোম্পানিদেরকে চুক্তিবদ্ধ করতো । পর্যবেক্ষণের অভাবে কাজগুলো অসমাপ্ত থেকে যেতো এবং কোনো একসময় ঠিকাদারেরা নতুন শৌচাগারগুলো তালাবদ্ধ করে রেখেছিলো যেগুলো দু'বছরেও খোলা হয়নি । গ্রামালায়ার প্রকল্পের জন্য সরকার ভূমি, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং কমিউনিটির জন্য ঋণ প্রদান করলেও সেবা প্রদানের প্রত্যাশা ছিলো না ।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

- উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে জেন্ডার মূলধারার সফলতা: যেখানে অধিকাংশ জনগণ এখনও পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে সেখানে নারীর ক্ষমতায়নেরভিত্তিতে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকে আদর্শ হিসেবে ব্যবহার একটি দেশের সফলতা বয়ে আনবে। এই প্রকল্পটির প্রভাব থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকতর কার্যকারিতা এবং সর্বাধিক লাভের জন্য প্রত্যেক উন্নয়নমূলক কাজে জেন্ডার বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর গুরুত্বের সাথে যুক্ত করা উচিৎ।

- কমিউনিটি থেকে সরকার এবং বিশ্বব্যাপী নারীর সম্মানের সম্প্রসারণ: তিরুচিরাপল্লীতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং কমিউনিটির উন্নয়নের পদক্ষেপে সহায়ক সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কেবলমাত্র কমিউনিটি উপকৃত হয়েছে এমন নয়, উপরন্তু নারীরা তাদের প্রভূত আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করেছে। একসময় যে নারীরা সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট হীন বলে গণ্য হতো বর্তমানে তারা সম্মান পাচ্ছে এবং সরকারি অফিসে গেলে তাদের বসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুধুমাত্র পরিবারের পুরুষ কর্তৃক নয় বরং সমগ্র পৃথিবী আজ তাদের সম্মান করছে এবং সর্বত্রই বিশেষভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের জীবন নতুন আশায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

অন্যান্য তথ্য

গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

বেরনা ইগনেটিআস ভিকটর berna@wateraidindia.org

- গ্রামালায়া সম্পর্কিত তথ্যের জন্য: http://www.gramalaya.org
- তিরুচিরাপল্লীতে গ্রামালায়ার কাজ সম্পর্কে অধ্যায়ন:
  http://www.gramalaya.org/sanitisedslums.html

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন)।

ভারত

অর্ধশুষ্ক এলাকায় অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জেন্ডার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

পটভূমি :

মূলধন প্রতি আয়ে[৫] সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম ভারতের গুজরাট রাজ্যের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত ক্রমবর্ধমান পানি স্বল্পতার কারণে হুমকির সম্মুখীন। ১৯৯৯ সালে গুজরাটের এক বিশাল অংশ বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচাইতে তীব্র খরার সম্মুখীন হয়। এখানে প্রতি ৩ বছরে গড়ে ১ বার খরা দেখা দেয়। জনসংখ্যার দরিদ্র অংশটুকু খরায় বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বারবার খরা তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জীবিকার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং তাদেরকে দারিদ্রতার ফাঁদে পড়তে হচ্ছে।

বানাসকান্থা[৬] গুজরাটের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা এবং খরা এখানে সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে আঘাত হানে। বানাসকান্থার ৯০ শতাংশ জনগণ (১৯৯১ সালে ২,১৬২,৫৭৮ জন) এখানকার গ্রামে বাস করে। এই গ্রামগুলোর অধিকাংশেই নিরাপদ খাবার পানি, বিদ্যুৎ এবং বিদ্যালয়ের ন্যায় অবকাঠামোগুলোর অভাব রয়েছে।

কৃষিকাজ ও গবাদি পশুপালন বানাসকান্থার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড। জনসংখ্যার ৫২ এবং ২৩ শতাংশ তাদের জীবিকা হিসেবে চাষাবাদ ও কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ কৃষক ও কৃষিশ্রমিকেরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এবং তাদের উপার্জন বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্রের উপার্জন প্রকৃতিগতভাবে অনিশ্চিত। বৃষ্টির অভাবে পুরো এলাকায় কাজের এবং গবাদি পশুর খাবার সংগ্রহে ৬-৮ মাসের জন্য স্থানান্তরিত হতে হয়।

বানাসকান্থার অর্ধশুষ্ক অঞ্চলগুলো পানির উপর কতখানি নির্ভরশীল তা ২০০০ সালের খরা তুলে ধরে। অধিকাংশ পরিবার খাবার এবং ঘরের কাজের জন্য পানির ব্যবস্থা করে যদিও পানির মূল্য অনির্ধারিত-ই রয়ে য়ায়। গবাদি পশু হারানোই হচ্ছে খরার তীব্র প্রভাব। বৃষ্টির অভাব কৃষিকাজ ও গবাদি পশুপালনের ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। পানি স্বল্পতা ও উপার্জনের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগ হচ্ছে নারীরা যে সময়টুকু পানি সংগ্রহের কাজে ব্যয় করে।

বেসরকারি ও সরকারিভাবে প্রচলিত পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো সাধারণত উষর এলাকাগুলোতে খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে। এই প্রকল্পগুলো বিশেষ সুবিধা পরিচালনার জন্য নয় বরং সাধারণ সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির আশা করে। প্রকল্প পরিকল্পনাগুলোর অর্থনৈতিক বিনিয়োগ কোনো প্রকার আর্থিক লাভ প্রাপ্তির চাইতে কারিগরি সম্ভাব্যতার সাথে সম্পর্কিত।

নতুন প্রজন্মের পানি সরবরাহ প্রকল্প যেমন, বানাসকান্থার সানতালপুর প্রকল্পে দেখা যায়, পরিবারে ব্যবস্থাপক হিসেবে নারীরা পানি সরবরাহ এবং ব্যবহারে প্রধানত অংশগ্রহণ করে। সামাজিক বিনিয়োগগুলো সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো নারীর কল্যাণ ইস্যুতে বিশেষ প্রভাবের

---

1 ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে গুজরাটের মূলধন প্রতি আয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে (উৎসের ক্রম হতে); মহারাষ্ট্রে এর মূলধন প্রতি আয় বৃদ্ধির হার দ্বিতীয় (বিকল্প জরিপ দল, ১৯৯৯: ১৫৮-১৬৫)।

Error! Bookmark not defined. বানাসকান্থা থেকে পাটান নামের একটি নতুন জেলা পৃথক হয়েছে, সানতালপুর এবং রাধানপুর ব্লক দু'টি পাটান জেলায় হওয়া সত্ত্বেও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকা বানাসকান্থা ধরা হয়েছে। এই বিভাগের সকল তথ্য প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।

1 ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে গুজরাটের মূলধন প্রতি আয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে (উৎসের ক্রম হতে); মহারাষ্ট্রে এর মূলধন প্রতি আয় বৃদ্ধির হার দ্বিতীয় (বিকল্প জরিপ দল, ১৯৯৯: ১৫৮-১৬৫)।

Error! Bookmark not defined. বানাসকান্থা থেকে পাটান নামের একটি নতুন জেলা পৃথক হয়েছে, সানতালপুর এবং রাধানপুর ব্লক দু'টি পাটান জেলায় হওয়া সত্ত্বেও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকা বানাসকান্থা ধরা হয়েছে। এই বিভাগের সকল তথ্য প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।

কারণে তাদের হীন কাজ থেকে পরিত্রাণ এবং গৃহস্থালীর কাজে বেশি সময় ও পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে। এটি আশা করা যাচ্ছে যে, নারীরা তাদের এ অর্জন ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে এবং গৃহস্থালীর কাজে অধিক সময় ব্যয় করবে। এ কাজে থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পূর্ণ পরিবারের কল্যাণে এবং স্বাস্থ্য অবস্থায় ও সুবিধা দেবে।

প্রধান প্রযুক্তিগত অবকাঠামো (যেমন- পাইপ, কল এবং পাম্প) সরবরাহের পরই এই সুবিধাদি পাবার আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে নারীদের অংশগ্রহণের অধিকার এবং পরিকল্পনার কর্মকান্ড যে প্রয়োজনীয় চাহিদা সরবরাহ করতে পারবে সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ও যুগপৎ ব্যবস্থা ছিল না। নারীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে জোগান সীমিত। কীভাবে পুরুষ এবং নারী ও পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্ক কল্যাণ সুবিধার উপলবিধকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিলো না।

গবেষণার লক্ষ্য/উদ্দেশ্য :

ভারতের গুজরাটের বানাসকান্থা জেলার সানতালপুর এবং রাধানপুর ব্লকের ২৭টি গ্রামে অর্ধশুষ্ক অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরীণ পানি প্রকল্পগুলো যে শুধু কল্যাণ এবং পরিবার স্বাস্থ্যের জন্য নয় বরং অর্থনৈতিক সুবিধাদির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ এই ধারণা নিরীক্ষা করার জন্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ফলিত গবেষণা করা হয়। এই এলাকাটি নির্বাচন করার কারণ ছিলো এখানে একটি উন্নত গ্রাম্য পানি সরবরাহ ' সানতালপুর পাইপলাইন' ব্যবস্থা রয়েছে যার সাথে নারীভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত। উপার্জন পরিচালনা কার্যক্রম এই কর্মসূচির একটি অংশ যা ক্ষুদ্র উদ্যোগে নারীদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সমর্থন যোগায়। এই কর্মসূচিটি Self-Employed Women's Association (SEWA)-এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং Dutch Bilateral Development Cooperation এর অর্থায়নে চালিত হয়।

এই গবেষণাটি IRC এর মাধ্যমে SEWA এবং FPI এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্ত বায়িত হয়েছিল [৭]। যেখানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলো Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)। গবেষণাটি জেন্ডার এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যভিত্তিক ছিলো। অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল অর্ধশুষ্ক অঞ্চলগুলোতে পানি এবং সময়ের উৎপাদনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধিকে সমন্বয় করা। এর বিশেষ লক্ষ্যগুলো ছিল- (১) অর্ধশুষ্ক অঞ্চলগুলো নারীদের সময় ও পানির উৎপাদনশীল ব্যবহারের জন্য ব্যবহারযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য পানির প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা। (২) নারীদের অর্থ-উপার্জন কর্মকান্ড জেন্ডার সম্পর্কের কারণে যদি পরিবার ও সমাজে কোনো পার্থক্যর সৃষ্টি করে তা নিরীক্ষা করা ; এবং (৩) অংশগ্রহনমূলক গবেষণার জন্য নারী উদ্যোগের সাথে অংশগ্রহনমূলক শিক্ষার উপাদান এবং প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের সামর্থকে শক্তিশালী করা।

প্রক্রিয়া

গবেষনাটিতে অংশগ্রহনমূলক গ্রাম্য মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সময়োপযোগী জেন্ডার ও কর্মপ্রচেষ্টার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু উপাদান গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়স্তরের উৎসগুলো ছিল আদমশুমারী তথ্য এবং উদ্যোগ বিবেচনা করা। নারী উদ্যোক্তা সদস্যদের প্রতিনিধিত্বকারী গবেষণা পরিকল্পনা, সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনাও গবেষণার উপসংহারে অংশগ্রহণ করে।

[7] IRC International water and Sanitation Centre
SEWA Self-Employed Women's Association
FPI – Foundation of Public Interest

নিয়ন্ত্রিত পাঁচটি গ্রাম এবং নয়টি গ্রামের এগারো জন নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে সমাজ পর্যায়ে অংশগ্রহনকারীর সকলেই নারী ছিল। অন্য আরও দশটি গ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিলো। সময় এবং পানি হচ্ছে সকল নারী উদ্যোক্তাদের (শিল্প, গবাদি পশুপালন, লবণ চাষ, আঠা সংগ্রহ এবং ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ) কাজের প্রধান উপাদান।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

গবেষণাটির ফলাফলে দেখা যায় যে, পানি ব্যবস্থা উন্নত হওয়া সত্বেও পানি সংগ্রহের কাজটি এখনও সময় সাপেক্ষ। বছর জুড়ে নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোতে সাধারণ ও উদ্যোগী পরিবারের মহিলাদের কর্মদিবস ১৫-১৬ ঘন্টা। গড়ে এ সময়ের ৩ ঘন্টা তারা পানির খোঁজে ব্যয় করে। এছাড়া কন্যা ৮৩, পুত্র ১২ এবং স্বামী ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করে। এটি পানি সংগ্রহের মোট সময়কে প্রায় ৫ ঘন্টা করে দেয়। কাগজে কলমে এখনও পানি সংগ্রহের কাজে এতটা সময় ব্যয় হয় যেখানে পাইপের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতাধীন পরিবারগুলো পানি সংগ্রহের ন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারছে।

নারীরা পরিবারে ৪ ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, (১) আঙ্গিনায় কৃষিকাজ (২) ব্যয় সঞ্চয় কর্মকান্ড যেমন- গবাদি পশুর খাবার সংগ্রহ এবং সবজি চাষ (৩) দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ এবং (৪) ক্ষুদ্র উদ্যোগে কাজ করার মাধ্যমে। পরিবারের বিশেষ মুহূর্তে যেমন- শুষ্ক মৌসুমে যখন অন্যান্য আয়ের উৎস বন্ধ থাকে তখন এই অংশগ্রহণ হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষত কুটির শিল্পে কাজের মাধ্যমে পরিবারের আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের নারীরা বর্ষা এবং গ্রীষ্মকালে আয়-উপার্জন কর্মকান্ডে অধিক সময় ব্যয় করতে পারে।

পানির ব্যবস্থার প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবদান রয়েছে। পানি ব্যবস্থায় যে কোনো ক্ষতি নারী উদ্যোগের সদস্যদের উপার্জনে জনপ্রতি মাসে ৫০ টাকা ক্ষতি হয়। সংঘের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মূলক্ষতি ভিন্ন হয়ে থাকে। দু'টি ব্লকের SEWA এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগের গড় ক্ষতি পৃথক করলে দেখা যায় যে পানি ব্যবস্থায় অপর্যাপ্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ৪০,০০০ নারীর প্রায় ২০ লক্ষ পরিমাণ ক্ষতি হয়ে থাকে। মূলত ক্ষতির পরিমাণ আরোও বেশি কারণ আয়ের যে তথ্য নেয়া হয়েছিলো তা তীব্র খরার সময়কার যেখানে পশুপালন, বৃক্ষরোপণ এবং কৃষিকাজের আয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর্থিক ক্ষতির সাথে প্রতিটি নারী গ্রীষ্মকালে পুনঃউৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত কর্মকান্ডে মাসে গড়ে ৭ ঘন্টা হারায়। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি যেখানে মহিলারা পানি সংগ্রহে দিনে ১ ঘন্টা ব্যয় করে, তাদের বাৎসরিক আয়কে উদ্যোগ ও স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৭৫০-৫৫২০ টাকা পর্যন্ত উন্নীত করতে পারে। বিকল্পভাবে, প্রতিটি নারী বছরে ৪৫-১৫২ ঘন্টা তাদের গৃহস্থালী, সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডের জন্য অর্জন করতে পারে।

জেন্ডার সম্পর্কের উপর আলোকপাত

শেষ দশ বছরে সকল গ্রামে নারীদের আনুকূল্যে সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলো থেকে নারী উদ্যোগের সদস্যেদের সম্পত্তিতে অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন এবং সমাজ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বেশি।

সকল ক্ষেত্রে সমাজের বিষয়াদিতে নারী অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোর চেয়ে উদ্যোগী পরিবারে বেশি ছিল। এর ফলে তারা নিজ ও অন্যান্য গ্রামের জনসমাবেশে উপস্থিত, কথা বলা এবং নিজ ও অন্য কয়েকটি গ্রামের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছে। সমাজের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী পরিবারের নারীরা আরো বেশি সক্রিয় থাকতো। দু'ধরনের গ্রামের জেন্ডার সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছিলো।

অধিক সংখ্যক নারী একা বের হয় এবং বাচ্চারা স্কুলে যায় । নারী উদ্যোক্তাদের সঞ্চয় ও নিজস্ব সম্পত্তি আছে । পুরুষরা পরিবারে একাই আর্থিক সুবিধা প্রদান করাতে নারীর প্রথাগত ভূমিকায় নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যতা এবং নারীর ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটেছে ।

অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আবেদন এবং উপসংহার ঃ

ফলপ্রসূ আয় উপার্জনকারী প্রকল্পকে উন্নত, কার্যকরী অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহের সাথে একত্রিত করলে ফলস্বরূপ জীবিকার জন্য বাড়তি আয় এবং উন্নত জেন্ডার সম্পর্ক পাওয়া যায় । পানি সরবরাহের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পানি ও সময় সঞ্চয়ের অর্থনৈতিক ব্যবহারের সাথে সমন্বিত করা হয় না । যখন নারীদের ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নকশা নিয়ে বলার অধিকার থাকে না, পানি বন্টন, সেবা ঘন্টা এবং মেরামতের দ্রুততার ব্যাপারে কোনো প্রভাব থাকে না তখন উৎপাদনশীল মূল্যবান সময়, পানি ব্যবহার ও আয়ের ক্ষতি হয় এবং এই ব্যবস্থাটি এর আর্থিক দক্ষতাকে সর্বোচ্চ করে না ।

উৎস

অজানা । যদি আপনি গবেষণাটির উৎস জেনে থাকেন, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানাবেন ।

ভারত

জেন্ডার মূলধারায় অংশগ্রহণমূলক জলসেচ ব্যবস্থাপনা: একেআরএসপি-এর ঘটনা বিবরণী

ভারতের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আগাখান রুরাল সাপোর্ট পোগ্রাম (একেআরএসপি) ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গুজরাটের তিনটি জেলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগণ বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক সংগঠনকে জেন্ডারভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং কৌশল সরবরাহ করে সহায়তা করছে। এছাড়াও একেআরএসপি ১৯৯০ সালের শুরু থেকে অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা (পিআইএম)-এর উপর পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং পানি ব্যবহারকারী সংগঠন ও জলসেচ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের নিজস্ব জলাশয়ে জলসেচ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য সংগঠিত করাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি উন্নয়নের সাথে নারীদের সম্পৃক্ত, পিআইএম-এর জেন্ডার সমতা সম্পর্কে একেআরএসপি-র নিজস্ব চিন্তাধারা এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে সাংগঠনিক রূপদান করতে সহায়তা করছে। এক ব্যক্তি জেন্ডার বৈষম্যের ব্যাপারে অঙ্গিকারাবদ্ধ হলে একেআরএসপি-র দ্বিতীয় পরিচালক এই প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। একেআরএসপি ধারাবাহিকভাবে কৃষি এবং জলসেচে প্রাথমিকভাবে পুরুষ পেশার অন্তরালে বৃহত্তর কৃষি এবং জলসেচ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করছিলো।

জেন্ডার বৈষম্যের বিপরীতে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগণের দ্বারা একেআরএসপি প্রকল্প জলসেচের জন্য খালভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে (দক্ষিণ গুজরাটের স্বদেশী জনগণ)। শিল্প ভাসাভাডা (২০০০) উল্লেখ করেছিলো যে, নারীরা জলসেচের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত যেমন- খাল পরিচালনা, মাঠ প্রস্তুত, পানিসিঞ্চিত করা অথবা রাতে ও দিনে তত্ত্বাবধান করা এবং মাঠ ও খালের দেখাশুনা এবং তত্ত্বাবধান এবং দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা। যদিও খালভিত্তিক সমাজের (ক্যানেল সোসাইটি) নামমাত্র সদস্য হওয়া ছাড়া সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের তেমন কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না।

অংশগ্রহণমূলক জলসেচ এবং পরিস্থিতি

১৯৯৫ সালে গুজরাট সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের অংশগ্রহনের আহ্বান জানিয়ে অংশগ্রহনমূলক জলসেচ ব্যবস্থাপনার উপর একটি নীতিমালা ঘোষণা করে। নীতিটি বাস্তবায়নে সরকার এনজিওদেরকেও অনুঘটক হিসেবে সহায়তা করার অহ্বান জানান। এসময় এনজিও এবং কৃষকদের সম্পৃক্ত করার একটি নীতিগত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কাখিংত লক্ষ্য অর্জনে পিআইএম-র অধীনে ২০০৩ সালে চিহ্নিত মোট সেচযোগ্য জমির শতকরা ৫০ ভাগকে নেয়া হয়।

যাহোক, একেআরএসপি এর মতো বহু এনজিও-র সীমিত কিছু প্রচেষ্টা ব্যতীত তৃতীয় স্তরের কৃষকদের মাঝে পানি বণ্টনের দায়িত্বে খুব কমই অর্জন হয়েছে। এর মূল কারণ ছিলো, কৃষকদের সাথে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সামর্থকে ভাগ করে নেয়ায় আমলাতন্ত্রের নির্ভেজাল অনীহা অথবা ভাড়া অন্বেষণ চর্চা ত্যাগ করা যা বর্তমানে গণ- ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। জলসেচ কর্যক্রমে আমলাতন্ত্রের মনোভাব ও আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এ ধরনের প্রশিক্ষণে বিরূপ মনোভাবের ফলশ্রুতিতে শেষপর্যন্ত এই পদক্ষেপ পরিত্যাক্ত হয়েছিলো।

একেআরএসপিঃ জেন্ডার বিষয়ক মনোভাব

ইতোমধ্যে, একেআরএসপি-এর উদ্যোগে জেন্ডার বিষয়টি জলসেচ কার্যক্রমে অঙ্গীভূত করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিলো। কিছুসংখ্যক কর্মচারী সদস্য জেন্ডার সমতার নীতিকে স্বীকার করে নিলেও বর্তমান প্রকল্পের সাথে একে অঙ্গীভূত করাকে কষ্টসাধ্য বলে মনে করেন। শুধুমাত্র সংগঠিত (পুরুষ) কৃষকদের সুসংহত করা নয় বরং যে কোনো ধরনের সামর্থ ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনীহা ছিলো এমনকি জেন্ডার বিষয়টিও বিবেচনাধীন ছিলো। এটা ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত ছিলো না, ঐ সুযোগ একেআরএসপি-এর জন্য নতুন খাল প্রকল্পের শুরু থেকে নারী অধিকার বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিলো। পিআইএম সমাজের বর্ধমান নারী সদস্যদের জন্য একেআরএসপি-এর উদ্যোগে আদিবাসী পুরুষদের থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। পিআইএম সমাজের আদিবাসী পুরুষদের বিভিন্নশ্রেনীর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় যে, সংঘাত মোকাবেলায় নারীদের সামর্থ সহজাতভাবে পুরুষদের চাইতে বেশি এবং নির্মাণ ও বিধি-বিধান আরোপে নারীরা অধিকতর নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় দেয় (ভাসাভাডা, ২০০০)। পুরুষরা অভিযোগ করে বলেন যে, নারীরা জলসেচের নায্য পাওনা সংগ্রহ এবং পরিবার পর্যায়ে অর্থ সঞ্চয় উভয়ক্ষেত্রেই অধিকমাত্রায় আন্তরিক। আবার খাল পরিদর্শনকারী হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা পুরুষদের থেকে অধিকতর নিশ্চয়তা দেয় যে, পানির অপচয় হবে না এবং অতিরিক্ত পানি গ্রহণ করবে না।

এছাড়া, জলসেচ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণে নারীদের সম্পৃক্ততার প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিষয়ে একেআরএসপি-এর ঘটনা বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, নারীরা খালের পানিকে গোসল, কাপড় পরিষ্কার করা, গবাদি পশু ধৌত ইত্যাদি বহুবিধ কাজে ব্যবহার করে থাকে। পিআইএম সমাজ কর্তৃক জলসেচ প্রক্রিয়ার নক্শা এবং পানি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে জেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর স্বীকৃতি পাচ্ছে। যাহোক, এ ধরনের উদ্যোগ স্থায়ী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে বৃহত্তর পরিসরে যেখানে ভূমিহীন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের পানির প্রয়োজনে পিআইএম স্থাপিত হবে।

একেআরএসপি এর কৌশলের কিছু মূল তথ্যের সংক্ষিপ্তসারঃ

- একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক দিকনির্দেশনা হিসেবে একেআরএসপি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও সামর্থকে উপলব্ধি করতে এর প্রতিটি স্তরের কর্মচারী পর্যায়ক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

- সফলতার সমধর্মী প্রচেষ্টার নির্মাণ কৌশল গুরুত্বপূর্ণ-উদাহরণ স্বরূপ, পিআইএম-এ নারীদের সম্পৃক্ত করতে একেআরএসপি চিন্তা করার পূর্বেই অন্য প্রকল্পের গ্রামের নারীরা দলবদ্ধ জলসেচ স্কিম সফলতার সাথে পরিচালনা করছিলো।

- সামর্থ সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য উন্নয়নশীল প্রতিষ্ঠান যেখানে জলসেচ ব্যবস্থাপনায় নারীদের কার্যকরী হস্তক্ষেপ রয়েছে তার প্রদর্শন এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- জলসেচ সোসাইটির কার্যকরী কর্মকান্ড শুরু করার জন্য অপেক্ষা করার চাইতে প্রথম থেকেই নারীদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন যাতে তারা জলসেচ কার্যক্রমে আমলাতন্ত্রের সাথে আলাপ-আলোচনা প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারে।

- পিআইএম-এ নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করার জন্য শুধুমাত্র নারীদের বোঝালেই চলবে না বরং তাদেরকে অন্যান্য উন্নয়নশীল সংস্থা যা সঞ্চয় এবং ক্রেডিট দলের মতো বাস্তবসম্মত জেন্ডার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার সাথে সম্পৃক্ত করতে

হবে। পিআইএম-এ নারীদের অংশগ্রহণে একেআরএসপি-এর উদ্যোগের সফলতায় শক্তিশালী মিশ্র এবং শুধুমাত্র নারী উভয় দলের তথ্যই অপরিহার্য।

একেআরএসপি-এর সফলতা থেকে এটা প্রকাশ পায় যে, এনজিও পারে এবং এনজিও-র উচিৎ ভূমির মালিকদেরও পানি অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সদস্যদের জন্য আইনী লড়াইয়ে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আদর্শ ভূমিকা পালন করা। এ ধরনের আদর্শ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের সম্পৃক্ততা শুধুমাত্র তাদের ক্ষমতায়নকেই নির্দেশ করে না বরং নীতি এবং আইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শক্তিশালী ভূমিকার প্রেক্ষিতে অধিকতর দক্ষতার সাথে, কার্যকরীভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে কমিউনিটি জলসেচ প্ররিচালনায় সহায়তা করে।

উৎস:

সারসংক্ষেপ: ভাসাভাডা, শিল্প, ২০০৫।

"মেইনস্ট্রিমিং জেন্ডার কনসার্নস ইন পারটিসিপেটরি ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট: দি রোল অব একেআরএসপি (ওয়ান) ইন সাউথ গুজরাট," - সারা আহমেদ।

ফ্লুইং আপস্ট্রিম: ইমপাওয়ারিং উইমেন থ্রু ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনিসিয়েটিভ ইন ইন্ডিয়া, আহমেদ: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন এন্ড নিউ দিল্লী: ফাউন্ডেশন বুকস।

ভারত

জেন্ডার এবং জল সংক্রান্ত জোট-এর দৃষ্টিতে ঘটনা বিশ্লেষণ

সারাংশঃ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা কৃষি ও শিল্পে উন্নত হিসেবে স্বীকৃত। এ জেলার ৩১টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে জামালপুর একটি। জামালপুর সমিতি অফিস থেকে মাত্র ১৫/১৬ কিমিঃ দূরে হুগলী জেলার সীমান্তে দামোদার নদ ও মুন্ডেশ্বরী নদীর মাঝে অবস্থিত সাতখানি গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা কীভাবে বেঁচে আছেন, তাঁদের বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানীয় জলের যোগান, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও 'জেন্ডার ও জল সংক্রান্ত জোট' বিষয়ে সচেতনতা কোন পর্যায়ে তা সংক্ষেপে বর্ননা করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণণাঃ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা কৃষি ও শিল্পে 'উন্নত' বলে স্বীকৃত। এ জেলার জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত (পার্শ্ববর্তী জেলা হুগলীর সীমান্তে) জ্যোৎশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শিয়ালী, মাঠশিয়ালী, কোড়া, অমরপুর, উজিরপুর, মুইদিপুর ও রেশালাতপুর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের কাছে এই স্বীকৃতি প্রদীপের নিচে গাঢ় অন্ধকারের মতো। এ গ্রামগুলি অবশ্যই কৃষি পণ্যের (মূলত ধান, পাট ও আলু) উৎপাদন ক্ষেত্র এবং এ সব পণ্য সুলভে ঠকিয়ে কিনে নেওয়ার জন্য দালাল ও ব্যবসায়ীদের আনাগোনাও এখানে অবাধ। মাত্র ১৫/১৬ কিমিঃ দূরে ব্লক উন্নয়ন অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতি থাকলেও নদের পারের ঐ গ্রামগুলি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে 'দুর্গম'; কারণ নদ পারাপারের কোনো পাকা সেতু নেই। এই পটভূমিকায় দামোদার নদের বাঁধের ধারে কৃষি শ্রমিকদের বাসস্থান হিসেবে সারি সারি ঘর। এমন একটি বাসস্থানের ছবি পাশে (চিত্র-১) দেয়া হলো।

কৃষি শ্রমিকের কাজ বলতে বর্ষায় ধান চাষে দু-আড়াই মাস, ব্যাস সর্বসাকুল্যে পাঁচ-কি-ছ'মাস! তারপর কাজ পাওয়া-নাপাওয়া, খাওয়া-নাখাওয়া নিয়ে দিন গুজরান! 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' কী, 'স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা' কী তা এরা আজও জানেন না! নিজ নিজ উদ্যোগে ছাগল ও মুরগী কেউ কেউ পালন করেন বটে, কিন্তু সেখানেও রোগের ভয়-এই বুঝি মরে যায়, কিংবা সরকার মেরে ফেলে [কালিং, culling, (মুরগী) নিধন]।

খড়, বাঁশ, কঞ্চি আর ছিটে-বেড়ার তৈরি কুঁড়ে ঘরে এদের বেশীর ভাগের বাস। অদূরে দামোদার নদ ও মুন্ডেশ্বরী নদীর জল (এই দুই নদ ও নদী দিয়ে গ্রামগুলি ঘেরা) দিয়ে এদের গৃহস্থালীর কাজ সারা হয়; গ্রীষ্মে সে জলেও টান পড়ে বা নদ বা নদী প্রবাহহীন হয়ে পড়ে। তখন শ্যাওলা সরিয়ে মানুষের স্নান, জলশৌচ ও গরু-মোষের গা-ধোওয়ানো হয় পাশাপাশি একই বদ্ধ জলে। পায়খানার জন্য নারীদের ক্ষেত্রে নদ-নদীর তীর বা চর, আর ভোরের আধাঁর! পুরুষদের যেখানে-সেখানে-ঐ নদ-নদী ঘেঁষা অঞ্চলেই। পানীয় জলের জন্য নলকূপ, তার জল কোথা ও ঘোলা (চিত্র-২), কোথাও স্ফটিক। এগুলি অকেজো হ'লে তদ্বির-তদারক করে পঞ্চায়েত থেকে সারাই হতে ১-২ মাস বা কখনও এক বছর সময় গেগে যায়। তখন দূরের অন্য কোনো পাড়ার নলকূপই ভরসা, রান্না ও পানীয় জল সংগ্রহ সেখান থেকেই!

এই সব কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে 'জেন্ডার এবং জল সংক্রান্ত জোট **(GWA)**'-এর বিষয়গুলি আলোচনা করছেন 'শিয়ালী হৃষিকেশ স্মৃতি সংঘের' সেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দ।

এই হলো কৃষি-শ্রমিকদের প্রতিদিনের কাজের মোটামুটি প্রচলিত রুটিন। ওদেরই একজন বৈদ্যনাথ রায় ('মাল' পদবি থেকে 'রায়'; মাল বললে তপসিলী জাতি-উপজাতি বোঝায়, শুনতে খারাপ, অবমাননাকর, সুতরাং 'মাল' নয় রায়! এদের 'উন্নতি' বলতে এইটুকুই)। এই বৈদ্যনাথ ও নারায়নীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা যা বলেন সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: তুমি এবং তোমার স্ত্রী দুজনেই তো মাঠে কৃষি শ্রমিকের কাজ করো কিন্তু বাড়ি ফিরে তোমার স্ত্রী কাজ করলেও তুমি কিছু করনা কেন?

উত্তর: আমি আবার কি করবো?

প্রশ্ন: কেন? রান্না ও খাবার জল আনা, জ্বালানী-যোগাড় করা, ময়লা জামা-কাপড় কাচা, বাচ্চাগুলো সারা শরীরে ধুলো-বালি মেখে থাকে সেগুলো পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজতো করতে পারো ।

উত্তর: 'ও সব ও'র কাজ' বলে বৈদ্যনাথ উঠে চলে গেলো ।

নারায়ণী রায়কে প্রশ্ন: বাড়ির কাজে তোমার স্বামী তোমাকে সাহায্য করে?

উত্তর: না, না, না এ আবার কি বলছেন? ও পুরুষ মানুষ ও আবার এ সবের কী করবে?

প্রশ্ন: রেডিও/টিভি-এ সব শোন বা দেখ?

উত্তর: কোথায় পাবো ওসব যে দেখবো? মাঝে মাঝে বাবুদের বাড়ি যাই, দেখি । সব দিনতো আর যাওয়া যায় না, দরজাও খোলে না ।

প্রশ্ন: বছরের মধ্যে তো ৫/৬ মাস কাজ পাও, বাকি দিনগুলো সংসার চালাও কি করে?

উত্তর: পরে কাজ করে শোধ দেবাব শর্তে কানাই বাবু, কার্তিক বাবুদের কাছ থেকে ধার করি

প্রশ্ন: 'জব-কার্ডে' কাজ পাও না?

উত্তর: সে আর কয়দিন? ৫-১০ দিন, এই যা!

এদের জীবন এভাবেই কেটে যায় । তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলমুখী হয় সে জন্য 'শিয়ালী হৃষিকেশ স্মৃতি সংঘের' স্বেচ্ছাসেবীরা চেষ্টা করে যাচ্ছে (চিত্র-৩) । আর চেষ্টা করা হচ্ছে পশুপালনে ওদের আগ্রহী ও দক্ষ করে তোলার, এ সব খাতে সরকারি সাহায্যও কিছু মেলে ।

বিস্তারিত তথ্য:

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

  বাসুদেব দে, জগৎবেড়, পোস্ট: শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০৩ ।

  E-mail-basudebde@gmail.com

ভারত

'জেন্ডার ও জল সংক্রান্ত জোট' পটভূমিকায় কামদেবচক (খানাকূল)

সারাংশঃ

কামদেবচক গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ২নং খানাকূল ব্লকের অধীনে। মুন্ডেশ্বরী নদী এবং কামদেবচকসহ পাশাপাশি গ্রামের মাঝখানে বালির বাধ (আক্ষরিক অর্থেই), সাইকেল ছাড়া অন্য কোনো যান চলাচল অসম্ভব, অবশ্য তা চলেও না এবং নেইও। এই গ্রামের ১০৫ ঘর বাসিন্দা তপসিলী জাতিভুক্ত; সুতরাং টিভিতে এদের ছবি না দেখানো রীতি। বাস্তুভিটের চারপাশে বাশঁবন, কারণ বন্যার জলে বাঁশ মরে বা পচে না এবং এটি অর্থকরী গাছও। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর মাঠ-ঘাট জলে ডুবে থাকে, ফলে এসব মাসে মাঠে চাষও হয় না কাজও নেই। জলে এখন মাছও পাওয়া যায় না। কারণ দামোদার, মুন্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী নদ-নদী সমূহের অববাহিকা ধোয়া-মোছা জলে সব ধরনের কীটনাশক বর্তমান। তবে ডিভিসির ড্যাম তৈরির আগে এখানে মাছ ছিলো। গৃহস্থালীর সব কাজ প্রায় সকল নারীরাই করেন। আলুচাষ ও গ্রীষ্মকালীন ধান চাষে কৃষি শ্রমিকেরা দুদফায় মাত্র আড়াই-তিন মাস কাজ পান। তরুনের 'সোনা-রূপার কাজে' মুম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি ভিন্ন রাজ্যমুখী; সামগ্রীক ছবি বড়ই করুন, টিকে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা এখানকার জনগোষ্ঠীর থাকলেও সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানকূল ব্লক (১ ও ২ নম্বর) বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এক নম্বর ব্লকের বাসিন্দারা ২ নম্বর ব্লক অঞ্চলকে গাবাল (নিচু) বলে। অর্থাৎ এক নম্বর অঞ্চল বন্যায় যত ডোবে ২ নম্বর ব্লক অঞ্চল তার চেয়ে ৫ থেকে ১০ ফুট বেশি ডোবে। ২ নম্বর ব্লকের অধীন কামদেবচক, হরিশচক, শশাবতা ও সুন্দরপুর গ্রাম চারটির বাসিন্দাদের সীমাহীন দুর্দশার ছবি সংবেদনশীল মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে! মানুষ এভাবে ও বাঁচে! এ গ্রামগুলো মুন্ডেশ্বরী নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। এ অঞ্চলে মুন্ডেশ্বরী নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে ভায়া রূপনারায়ন নদ ও হুগলী নদী। মুন্ডেশ্বরী নদীর পূর্ব-পাড় ভাঙ্গন প্রবণ। আক্ষরিক অর্থেই বাধঁটি বালির; বর্ষাকালে হরহামেশাই এখানে/ওখানে ভেঙ্গে যায়, প্রতিটি বর্ষায় ডুবে যায় এই চারটি গ্রাম। এলাকার মানুষ অবশ্য বাধের সমান বা তার চেয়েও বেশি উঁচু করে তৈরি ঢিঁবির উপর বাড়ি বানিয়ে (চিত্র-১) বাস করে।

বর্ধমান ও হুগলী জেলায় দেখা যায়, নদ-নদীর যে দিকে শহর বা উন্নত গ্রাম আছে সে দিকের পাড় শক্ত করে বাঁধা এবং সে বাধ সুরক্ষায় নিয়মিত পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা ও আছে। সুরক্ষিত এ সব বাধ বড় এবং শক্ত, বন্যায় ভাঙ্গে না, বিপরীত দিকের দূর্বল বাধ ভাঙ্গে! কামদেবচক এলাকায় মুন্ডেশ্বরীর বাধ দূর্বল তাই প্রতিবছর বন্যায় এ বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামগুলি ডুবে যায়। পশ্চিমবঙ্গে এক প্রকার হুজুরসেবী ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা বলেন, 'বন্যা রোধ করতে হলে নদ-নদীর খাত ড্রেজিং করা দরকার, কৃত্রিম ড্রেজিং-এ খরচ বেশি, সুতরাং প্রাকৃতিক ড্রেজিং দরকার, অর্থাৎ মাঝে মাঝে নদ বা নদীর মধ্যে 'ফ্ল্যাশিং ডোজ' পাঠানো প্রয়োজন। এঁরা জানেন না যে, তাদের 'ফ্ল্যাশিং ডোজ' বাধের দূর্বল অংশ ভেঙ্গে গ্রামে বন্যা ঘটাবে, 'ডোজ' হুগলী নদী পর্যন্ত পৌঁছাবে না। কারিগরি, সরকারি ও চালাকীর এই গ্যাঁড়াকলে পড়ে উক্ত গ্রামের প্রায় ১২ শত পরিবারের বাসিন্দা বড় অসহায়। গ্রামগুলিতে মাহিষ্য ও তপসিলী জাতির বাস। কামদেবচকের ১০৫ ঘর বাসিন্দাই তপসিলী জাতিভুক্ত। প্রশাসকদের সুবিধা এখানেই, কারণ দুঃখ-দুর্দশায় বাসিন্দারা নিজ নিজ অদৃষ্টকেই দায়ি করে বসে আছেন। প্রত্যেক বছর জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এলাকার মাঠ-ঘাট জলে ডুবে থাকে, ফলে মাঠে কৃষিকাজ না থাকায় নারী-পুরুষ কারোরই এ কয়মাস কাজ থাকে না। কিন্তু বাড়িতে রান্নার কাজ ও যোগাড়, জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই নারীদের অভাব-অনটনের মধ্যেও করতে হয়। সরকারি টিউবওয়েলগুলো বর্ষায় জলে ডুবে থাকে, ফলে এলাকার

যে সব অবস্থাপন্ন গৃহস্থের উঁচু বাড়িতে টিউবয়েল আছে তাদের বাড়ি থেকে নারীদেরকেই জল সংগ্রহ করে আনতে হয় (চিত্র-২)। গ্রীষ্মকালের ছবিও প্রায় অনুরূপ, কারণ বন্যায় ডুবে থাকা নলকূপগুলি সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে (চিত্র-৩)। শীতকালে আলুচাষের সময় দেড়-দুমাস, গ্রীষ্মে ধান রোপন ও কাটার সময় দেড়-দুমাস সাকুল্যে বছরে ৩-৪ মাস কৃষি শ্রমিকদের কাজ জোটে, বাকি দিন বেকার। অবশ্য যে সব গৃহস্থের ভিটের কাছাকাছি কিছু জমি-জায়গা আছে সেখানে তিনি বাঁশবন করেছেন। বাঁশবন এ এলাকার একটি বৈশিষ্ট্য (চিত্র-৪)। এসব বাড়ির তরুণেরা এখন মুম্বাই, গুজরাট, দিল্লি প্রভৃতি শহরে 'সোনা-রূপার দোকানে' কাজ করতে যাচ্ছে, বাড়ির জন্য টাকাও কিছু কিছু পাঠাচ্ছে। তাতে বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের খাওয়া-পরা জোটে! এ অঞ্চলে উদ্যমী নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীরা অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, কিন্তু সরকারিভাবে পঞ্চায়েত থেকে কোনো উদ্যোগ নিয়ে এদের পাশে প্রায় কেউ-ই দাঁড়ায় না। পাশেই মুন্ডেশ্বরী নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে; জোয়ারের জলকে পর্যায় ক্রমে ধরে রেখে ও টারবাইনের মাধ্যমে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এলাকার গ্রামগুলিতে রাতে বিদ্যুৎ দেয়া যায়, তাতে গৃহস্থ নারীদের 'কাপড়ের উপর জরির' কাজে সুবিধা হয়! কিন্তু করবেন কে?

বিস্তারিত তথ্য:

- যোগাযোগ: রতন লাল ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট অফিস: হেলান, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন-৭১২৪১২।

ভারত

কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক ধারার প্রক্রিয়া সমূহ

ভারতের অর্ন্তগত পশ্চিম বাংলা প্রদেশের শেষ প্রান্ত পাহাড় বেষ্টিত ঝাড়খন্ড প্রদেশের পাশে পুরলিয়া জেলার বলরামপুর থানার গকুল নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এর একটি গ্রাম বেড়াদা। এখানকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর জন্য পানির সমস্যা একটি বড় ধরনের হুমকি স্বরূপ কাজ করত। পানির জন্য এখানকার কৃষিকাজ থেকে শুরু করে তৃষ্ণা নিবারনের সমান্য ব্যবস্থাটুকু ছিল না। তৃষ্ণা নিবারনের জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য তাদের গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ ১০ কিলোমিটার দূর থেকে সকালে কলস নিয়ে পাহাড়ী নদী থেকে দু'এক কলস জল মাথায় নিয়ে আসতে হয়। সেই পানি শুধুমাত্র খাবার পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করত গ্রামের লোকজন অতিরিক্ত হলে দু'এক দিন গোসলের ব্যবস্থা করে নিত। পয়ঃ নিস্কাসনের জন্য কোন পানির ব্যবস্থা কল্পনা করা যেত না। ফলে নানা ধরনের অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হত। বছরের তিনমাস বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। ফসলের আবাদ করা হত যদি বৃষ্টি সময় মত না হতো তবে তাদের কৃষি কাজ ব্যহত হতো। ফলশ্রুতিতে তাদের বেরিয়ে পড়তে হতো কাজের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে এখানে তাদের কাজের মজুরি হতো অসম্ভব ভাবে কম দৈনিক মাত্র ১.৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং ১ কেজি চাল। অর্থনৈতিক অভাবে কোন দিন একবেলা খাবার জুটত কোনদিন তাও জুটত না, মেয়েরা বেশীর ভাগ দিন ধানের কুড়ো পানিতে মিশিয়ে খেয়ে নিত। ভাত বা ভাতের মাড় টুকুও তাদের কাছে দুস্প্রাপ্য ছিল। যার ফলে পুষ্টিহীনতা এবং বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধি সমূহ ছিল নিত্যসঙ্গী। যার ফলে ঝরে যেত বহু প্রাণ।

সাওতাল এবং সনাতন ধর্মী এই বেড়াদা গ্রামে নারী ও শিশুদের এই দুর্বিসহ অবস্থায় ১৬ বছরে বয়স্ক কিশোরী মাঙ্গলী হাসনা বেড়াদা গ্রাম থেকে ৬৫ কিলোমিটার দুরে পুরলিয়া জেলা শহরে অবস্থিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা প্রদান এর সাথে যোগাযোগ করে "প্রদান" এর কর্মিরা মঙ্গলী হাসনার সাথে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচী কার্যক্রম চালু করে, কর্মসূচী শুরু কালিন সময়ে সাত্ততাল পুরুষের বিভিন্ন ভাবে নারীদের কে বাধা প্রদান সহ শারিরিক ভাবে নির্যাতন চালত এবং কোন কোন সময়ে মেয়েদের কে তাদের বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত। বিভিন্ন ধরণের বাধা বিপত্তি থাকা সত্তেয় মাঙ্গলী হাসনা দৃঢ় মনোবলের কারনে "প্রদানের" কর্মিরা স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যায় এবং এক বছরের মাথায় স্থানীয় সাওতাল নারীরা একত্রিত হয়ে সমিতি গঠন করে। সমিতি গঠনের মাধ্যমে তারা তাদের পুরুষদের কে বুঝাতে সক্ষম হয় তারাও মানুষ তাদের বেচে থাকার জন্য তাদের স্বামীদেরকে সহযোগিতা করতে চায়। কিন্তু সাওতাল পুরুষরা কোন ভাবেই তাদের ঘরের মেয়েদের কে সমিতি গঠন কার্যক্রম মেনে নিতে পারছিলনা। সাওতাল মেয়েদের অসীম ধর্য্য এবং সাহসিকতার মনোবল দিয়ে তাদের সমিতির কার্যক্রম ধরে রাখে।

প্রথমেই তাদের বেচে থাকার প্রদান উপাদন পানি সংগ্রহের চেষ্ঠা চালয় । কিন্তু সরকার বা বেসরকারী সংস্থা কোন ধরনের পানির ব্যবস্থ করতে পারছিলনা তার প্রধান কারন পানি স্তর অনেক নিচে আর মাটিতে পাথরের অস্তিত থাকা। এমতাবস্থায় প্রদানের কর্মীদের সহযোগিতায় মাঙ্গলী হাসনার বাড়ীর বিকল্প পানির ব্যবস্থা স্বরুপ ১০ ফুট গভীর ৩৫ ফুট লম্বা ৩৫ ফুট চওড়া হ্যাপা (ছোট পুকুর) খনন করে তাতে র্বাষার পানি ধরে রাখা যায়। উক্ত পরিক্ষা মূলক কার্যক্রম সফল হওয়ার পেক্ষাপটে সাওতাল নারীরা তাদের সমিতীর মাধ্যমে পর্যক্রমে হ্যাপা (ছোট পুকুর) খনন করা শুরু করে। উক্ত হ্যাপার পানি মরুভূমি সদ্দৃশ্য এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহার শুরু করে, যেখানে তার প্রতি বিঘা জমিতে ৪/৫ মন ধান পেত এবং বছরের অন্য সময়ে শাকসবজি ও অন্য কোন প্রকার ফলমূলের উৎপাদন ছিল না সেখানে (হ্যাপায়) ছোট কুপের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে এখন তারা বিঘা প্রতি ২৫/৩০ মন ধান উৎপাদন করে এবং সারা বছর বিভিন্ন ধরনের সাক সবজি উৎপাদন করে নিজেদের শারীরিক পুষ্টি

হিনতা দুর করা সহ সমাজ এবং নিজেদের ঘরে সাওতাল নারীরা এখন যে কোন সিন্ধান্ত গ্রহনে পুরুষের পাশাপাশি মুখ্য ভুমিকা পালন করছে। উক্ত এলাকার পুরুষ এবং নারীদের বর্তমানে অন্য এলাকায় কাজের সন্ধানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। পুরষেরা এখন নারীদের সিন্ধান্তকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি তারাও হ্যাপা তৈরীর কাজে এগিয়ে আসছে এবং সমাজ গঠন এবং নিজেদের জীবন মান উন্নয়নে নারীদের পাশাপাশি নিজেরা ভূমিকা পালন করছে।

চ্যালেঞ্জঃ

ভারতের পশ্চিম বাংলার অন্তগর্ত পুরলিয়া জেলায় পাহাড় বেষ্টিত সাওতাল এবং সনাতন ধর্মী অবলম্বী নারীও পুরষের সামাজিক অবস্থায় করনে ভিন্ন ভুমিকা এবং পরিস্থিতির ঝুকি সমূহ ভিন্ন। সামাজিক অবস্থার কারনে ভিন্ন ভুমিকা এবং পরিস্থিতির ঝুকি সমূহ ভিন্ন, সামাজিক অবস্থার কারণে পুরুষেরা সহজেই বিভিন্ন রোগ সমূহ নিয়ে সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে। পুরষদের বাইরের যোগাযোগ বেশী থাকায় তাদের তথ্য পাওয়ায় সুযোগ বেশী থাকে। নারীরা বিভিন্ন কর্মে দক্ষ হলোও তাদের তথ্য এবং ঝুকি সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এবং তাদের নিজেদের মধ্যে গমনাগমন সীমিত। ঝুকি হ্রাসে এ নীতি এবং সিন্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারী কণ্ঠ নাম মাত্র শোনা যায়, যার ফলে পারিবারিক সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে তাদের লাঞ্চনা বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়। সঠিক ভাবে অবহিত জনগন সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে পারে তারা বিপদের মোকাবেলায়া ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। এবং ক্ষতির ঝুকিকে হ্রাস করতে পারে পানীর অভাব ভয়াবহতা বৃহত্তর পরিসরে দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ সুবিন্যাস্ত কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যক্তি বর্গের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং *দ্বিতীয়তঃ* পানি ব্যবহার কারীর প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক হ্যাপা তৈরী তথা প্রয়োজনীয় বিকল্প পানি সংরক্ষন ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান সরবরাহ।

সফলতার মুল কারণঃ জেন্ডার বিশ্লেষন নির্মান কাঠামোর পুর্নতর হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ন যা জেন্ডার ভিত্তিতে বিশ্লেষন করা হয়।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতিঃ বেড়াদি এলাকার মত কৃষি/ পানি ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় কারগরী জ্ঞান সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পরিমানে পারিবারিক এবং সামাজিক কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন। ঝুঁকি হ্রাসে জেন্ডার সমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপদান করা প্রয়োজন।

যোগাযোগঃ নিজাম উদ্দিন আনন, নির্বাহী পরিচালক, সান, বাংলাদেশ।

ইন্দোনেশিয়া

একুয়া-ডানোন (Aqua-Danone) অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের প্রভাব - কেন্দ্রীয় জাভার ক্লাটেন (Klaten) জেলার একটি কেসস্ট্যাডি

সমস্যাসমূহ

ইন্দোনেশিয়ার জাভার ক্লাটেন জেলায় Aqua-Danone ২০০২ সালে একটি বোতলজাত পানির কারখানা উদ্বোধন করে। কোম্পানিটি এলাকার পানির প্রধান উৎস কারখানা হতে মাত্র ২০ মিটার দূরে অবস্থিত সিজেডাং (Sigedang) ঝরণা হতে প্রচুর পানি উত্তোলন করে। যা থেকে এই কারখানায় প্রতিমাসে ১৫-১৮ মিলিয়ন লিটার বোতলজাত পানি উৎপাদিত হয়। এ কারণে জেলার পানি সরবরাহে আকস্মিক ঘাটতি সৃষ্টি হয়। কারখানা উদ্বোধনের পর থেকেই এলাকার কৃষক সম্প্রদায় জলসেচে পানির স্বল্পতায় ভূগছে এবং কূপগুলোতে পানি শুকাতে শুরু করেছে। সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্ত পানি উত্তোলনের ফলে এলাকার কূপগুলোর এই অবস্থা। কিছুসংখ্যক কৃষক কৃষিকাজ বন্ধ করে নির্মাণকর্মী অথবা বাজার শ্রমিকের কাজ খুঁজতে বাধ্য হয়েছে।

কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ

পানি সংশ্লিষ্ট এই সমস্যাবলী মোকাবেলায় সমাজের লোকেরা একত্রে এলাকার লোকের হয়ে কথা বলার জন্য কেআরএকেইডি (ন্যায়বিচারের জন্য ক্লাটেন এর জনগনের ঐক্য) প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যমান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সত্ত্বেও কেআরএকেইডি (KRAKED) অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। কেআরএকেইডি-এর স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য একুয়া-ডানোন কারখানার পানি উত্তোলনের হার কমিয়ে আনা এবং সামাজিক তদারকি প্রতিষ্ঠা করা। আর এর প্রধান লক্ষ্য হলো ক্লাটেন-এ একুয়া-ডানোন কারখানা বন্ধ করা।

সমাজে নারীরা প্রতিদিন গৃহস্থালী এবং অন্যান্য প্রয়োজনে পানি ব্যবহার করে। নারীদের ছিলো প্রথাগত ভূমিকা আর মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো পরিবারের পুরুষ-বাবা, স্বামী এবং ভাই। এ অবস্থায় কেআরএকেইডি-এর সাথে যুক্ত হয়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হলো এবং কার্যক্রম সম্পাদনও সম্ভব হয়েছিলো। অতীতের সভাগুলোতে অন্যান্য সদস্যদের খাবার এবং পানীয় প্রস্তুতকরণে তাদের ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। পরে একুয়া-ডানোন-এর ক্লাটেন কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র পাওয়ার জন্য কেআরএকেইডি একটি গবেষণা প্রকল্প প্রনয়ণ করে। আটজন নারী এবং দু'জন পুরুষ স্বেচ্ছাশ্রমে গবেষণা পরিচালনা করেন। এই প্রকল্পের আরও লক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিলো স্থানীয় সরকার, সংসদ সদস্য, সাংবাদিক এবং একুয়া-ডানোন-এর কর্মকর্তাগণ। পানি ঘাটতি সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং তথ্য যত বেশী সংখ্যক লোকের সাথে সম্ভব বিনিময় করার জন্য KRAKED তার সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছিলো।

ফলাফল

তথ্য প্রদান, সংগঠিতকরণ এবং সক্ষমতা তৈরি:

- KRAKED-এর তথ্য বিনিময় পদ্ধতিতে সমাজের অধিক সংখ্যক লোককে পানি ঘাটতি ইস্যুতে সচেতন করা হয়েছে, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় সমাজের লোকের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে; এবং
- অন্যান্য স্বত্ত্বভোগীর সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনে অংশগ্রহণকারীগণের সক্ষমতা বেড়েছে।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের প্রভাব:

- নীতিনির্ধারকগণ যেমন- স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সাংসদ এবং একুয়া-ডানোন সকলে KRAKED কে তাদের সভা এবং আলোচনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ শুরু করেছে।

- স্থানীয় সাংসদ ৭ মার্চ, ২০০৫ তারিখে KRAKED-এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে KRAKED কে একুয়া-ডানোন কোম্পানির পানি উত্তোলন অনুমতির বিষয়টি পূনর্মূল্যায়নের অনুরোধ জানায়। কোম্পানির অনুমতিপত্রের মেয়াদ শীঘ্র শেষ হচ্ছে এবং কোম্পানি বেশী হারে উত্তোলনের অনুমতি চাওয়ার পরিকল্পনা করছে। ফলশ্রুতিতে, সংসদের পূনর্মূল্যায়ন অনুরোধ KRAKED হতে ব্যাপক সাড়া এবং প্রচার পেয়েছে।

তথ্য প্রদানে জেন্ডার প্রেক্ষিতা:

- এই প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ আরও কার্যকরী হয়েছে এবং KRAKED-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত তথ্যবিনিময়ে নারীর অন্ত র্দৃষ্টি পরিশীলিত হয়েছে এবং এই পার্থক্যগুলো সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

- সাধারণভাবে তথ্য বিনিময়ে নারীরা পরিবারের অভ্যন্তরে অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে এবং পুরুষেরা পরিবারের বাইরে আনুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কে বেশী কার্যকরী বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন:

- অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নারীর আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। তারা গবেষণা পরিচালনা, তথ্য কেন্দ্রিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো সদস্যদের সাথে কার্যকরীভাবে আলোচনা করতে শিখেছে।

- সমাজে নারীরা পানিসম্পদ বিষয়ে অধিক সচেতন হয়েছে, পানির মূল্যায়ণ এবং অধিক দক্ষতার সাথে পানির ব্যবহার শিখেছে। নারীরা অধিক সচেতন হয়ে জেন্ডার অসমতা বিষয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

- অ্যাডভোকেসি প্রকল্পে সম্পৃক্ত নারীরা এখন অ্যাডভোকেসি ও গবেষণা কর্মকান্ড এবং পুরুষের সমান সুযোগ প্রদানকারী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী।

- KRAKED-এর পুরুষ সদস্যরা সবশেষে যা বলেছে তাহলো- নারী এবং পুরুষ উভয়ই একুয়া-ডানোন কাজের নেতিবাচক প্রভাবাক্রান্ত সুতরাং উভয়েরই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সমান অধিকার থাকা উচিত।

<u>সাফল্যের প্রধান কারণসমূহ:</u>

সাংগঠনিক কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা:

- অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ নারী সদস্য ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোক্তা নেটওয়ার্কেরও সদস্য এবং ইহা ক্লাটেন-এ সফলভাবে নারী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর প্রবেশ:

- ক্লাটেন এর অধিকাংশ গৃহিনীর না হলেও KRAKED-এর অধিকাংশ নারী সদস্যের নিজস্ব ক্ষুদ্র ব্যবসা আছে।

পরিবার এবং সমাজের পুরুষ সদস্যদের সমর্থন:

- বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গৃহস্থালীর কাজ ভাগ করে নেয়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে যাতে নারীরা অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারে; এবং

- KRAKED-এর পুরুষ সদস্যেরা অ্যাডভোকেসি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে এবং তাদের সহযোগী হিসেবে দেখছে।

সমাজের সকল সদস্য কর্তৃক মূল্যায়ন:

- কার্যক্রমের সাথে জড়িত অথবা জড়িত নয় এমন ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিটির স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্য দলে আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রম প্রতিবেদনকে তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে জানার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

● KRAKED-এর দ্বায়িত্ব বণ্টনের শুরুতে জেন্ডার সমতা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর ভূমিকা ছিল না, তারা প্রথমে কাজে এবং পরে আলোচনা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে।

● এই প্রকল্পের একটি খারাপ দিক হলো নারীরা অ্যাডভোকেসি কর্মকান্ডে যতবেশি সময় ব্যয় করছে ততোই তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আয় কমে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

এই গবেষণা নির্দেশ করে যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জটিল পদ্ধতির বিশেষায়িত কার্যক্রম নিষ্প্রয়োজন। প্রারম্ভিক অংশগ্রহণের সুযোগ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষমতায়ন করতে পারে। অ্যাডভোকেসি সংস্থাগুলো স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রধান সভাগুলোতে নারীর নেতৃত্ব নিশ্চিত, নারীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুরুষদের নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে। এলাকায় একুয়া-ডানোন এর কাজের প্রভাবের উপর গবেষণা পরিচালনা করে নারীরা তাদের ভূমিকা বজায় রাখা এবং বিস্তৃত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

অন্যান্য তথ্য

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

  নিলা আরধিআনি (Nila Ardhianie) : n_ardhianie@yahoo.com

- ক্লাটেন এর পরিস্থিতি জানার জন্য:

  http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/klaten_aqua/

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন)।

ইন্দোনেশিয়া

জাভার পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে পৃথক সভাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ

২০২০ সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়ার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ৭০% ধানক্ষেতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণে সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই দ্বীপের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে আসছে। ১৯৯০ শতকের শুরুতে টানজিরাং (Tangerang)-এ সিডুরিয়ান আপগ্রেডিং (Cidurian Upgrading) এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (Water Management Project)-এ প্রকল্প পরিকল্পনায় নারী কৃষকের অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি পাইলট প্রকল্প চালু করেছিলো। তখন থেকে এটা পরিস্কার হয় যে, নারীর অংশগ্রহণের অভাব পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলোর প্রকৃত সম্ভাবনা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রথাগতভাবে ইন্দোনেশিয়ান নারীরা ধান চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও জলসেচ উন্নয়নের সকল পর্যায়ে খুব কমই জড়িত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ৯০ দশকের শুরুতে সিডুরিয়ান আপগ্রেডিং (Cidurian Upgrading) এবং ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (Water Management Project)-এ দেখানো হয়েছে, নারীরা জলসেচ কার্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত। নারীরাই ক্ষেতে সেচের পানির অবৈধ প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণে পানির অব্যবস্থা তদারকি, খাল নষ্টকারী মহিষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গৃহস্থালী কাজের জন্য তারা তৃতীয় পর্যায়ে সেচের পানি ব্যবহার করতো। আর তাই সিডুরিয়ান প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারীদের একীভূত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বোত্তম পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট জানুয়ারী ১৯৯১ হতে এপ্রিল ১৯৯২ পর্যন্ত একটি পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি স্পষ্ট করে দেখায় যে, ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ নারীদের জন্য আনুষ্ঠানিক সংস্থার অনুপস্থিতি এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নারীদের বর্ধিত সভাগুলোতে যোগদান থেকে বিরত রাখে। এসব গ্রামের নারীদের কম শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে বিশেষ কৃষিভিত্তিক তথ্য কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। তাই নারী কৃষকদের জন্য পৃথক সভা এবং চারটি বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্ব আয়োজন করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল নারীদের মাঝে প্রকল্পের মূল তথ্যবলী সরবরাহ, তাদের প্রারম্ভিক লজ্জাবোধ থেকে বের করে আনা, অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পানি ব্যবহারকারী সমিতির সম্ভব্য নেতা ও প্রতিনিধি চিহ্নিত করা।

কৃষি বর্ধন ও কমিউনিটি উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী মূল্যায়ন এরকম যে, পৃথক সভায় অংশগ্রহণ করে নারীরা পুরুষের সাথে যৌথ সভায় তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরী এবং লজ্জা কমাতে পেরেছে। পৃথক সভার ফলস্বরূপ, পুরুষের সাথে কাজ বন্টন এবং মজুরী বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তিতে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছে। ইহা নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং পানি ব্যবহারকারী সমিতিতে অধিকভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

পাইলট প্রকল্প শেষে, পানি ব্যবহারকারী এসোসিয়েশনের বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য নারীদের উৎসাহিত করা কঠিন ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাম্য নারীরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে শুরু করলো; যেমন, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ, বোর্ডের সচিব ইত্যাদি। তারা নারী-পুরুষ পানি ব্যবহারকারীদের প্রশাসনের, সেচ সেবার মূল্য সংগ্রহ ও সেবা নিবন্ধন এবং এসোসিয়েশনে নারী সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো।

এই প্রকল্পের চূড়ান্ত ফল হলো সেচের খালে অবৈধ দখল (off-take) কমে এসেছিল এবং নারীদের আত্মনির্ভর কর্মকান্ডের সূত্রপাত করেছিলো। একটি গ্রামে তারা নারী স্বাক্ষরতা শ্রেণী গঠন করেছিল এবং অন্য দু'টি গ্রামে সমষ্টিগত সঞ্চয়ের জন্য নারী গঠন ও কমিউনিটির মালিকানাধীন জমিতে (community-owned fields) 'শুষ্ক জমির শষ্য চাষ' (dry field-crop cultivation) চালু করেছিলো।

এই কেসস্ট্যাডি যা প্রদর্শন করে:

- সেচের পানি ব্যবস্থাপনায় একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

- অধিকতর যোগ্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নে একটি সহজ কৌশল।

উৎস:

অজানা। যদি পাঠকবৃন্দের এই কেসের উৎস সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

জর্ডান

রাকিন গ্রামে পানি সিস্টার্ন স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের গৃহস্থালী পানি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

ভূমিকা:

যদি একটি দেশের ভাগ্য তার প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে জর্ডানের ভবিষ্যত মূলত তাদের যৎসামান্য পানি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। জর্ডান পৃথিবীর প্রধান ১০টি পানির অভাবসম্পন্ন দেশের একটি (ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৩)। জর্ডানের মোট পানির পরিমাণ মাথাপিছু বার্ষিক ১৮০ কিউবিক মিটার, যা বিশ্বের ন্যূণতম মাত্রার।

উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানের দরূণ জর্ডান এমন একটি এলাকার অংশ যার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রবল সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রকৃতপক্ষে, জর্ডানের পানি স্বল্পতার অন্যতম কারণ অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যা ১৯৪৮, ১৯৫৭ এবং ১৯৯১ সালে সংঘটিত এলাকার প্রধান সামরিক সংঘাতের সময় শরণার্থীদের আগমনের ফলশ্রুতি।

জর্ডানের গ্রামীণ কমিউনিটিই পানির অভাব সর্বাধিক ভোগ করে থাকে, এবং তারা আপন পরিবার, খামার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পানি এবং পয়ঃপ্রণালী নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। কমিউনিটিভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন দানের প্রচেষ্টা জর্ডানীয় পানি নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রদর্শনী প্রকল্পের সাফল্যের দরুণ কমিউনিটি পর্যায়ে পানি সম্পদের উপযুক্ত (optimal) ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক প্রকল্পের সবচেয়ে সফল উদ্যোগগুলোর একটি - যা পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারার উপর গুরুত্বারোপ করে - রাকিন গ্রামের স্থানীয় নারীদের দল একটি যৌথ কর্মসূচি, যা গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটির (জিইএফ) ক্ষুদ্র অনুদান প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত। রাকিন গ্রামের পানি সিস্টার্ন নির্মাণ এবং পানি সংগ্রহ ব্যবস্থার জন্য রাকিন নারী সংগঠন একটি ঘূর্ণায়মান ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। প্রকল্পটি অনেক নারীকে উপকৃত করেছে এবং অধিকতর স্থিতিশীলতার সাথে পরিবারগুলোতে নিরাপদ পানি সম্পদ সরবরাহ করে।

পরিবেশগত অবস্থান:

জর্ডানের দক্ষিণাঞ্চলের কারাক প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একগুচ্ছ গ্রাম এবং ছোট শহরের কেন্দ্র হলো রাকিন। রাকিনের মোট জনসংখ্যা হল ৫৫০০। রাকিনকে তার জনগোষ্ঠীর নিম্ন গড় আয়ের ভিত্তিতে একটি দরিদ্র গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামবাসীরা জীবিকার জন্য মূলত সামরিক এবং সরকারী কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীল। এখানকার অর্থনীতি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিকাজে প্রদত্ত সেবার উপর নির্ভর করে। মৌলিক সুবিধাগুলো (পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ এবং রাস্তাঘাট) এখানে সহজলভ্য। ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় সমন্বয়ে এলাকার শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতিতে এমন সব ঢাল আছে যা ২৩-৩০% খাড়া। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০-৩০০ মি.মি. - এর মত। গ্রামের প্রধান কৃষিজ পণ্য হলো-

- ফল এবং বাদাম বাগান: প্রধানত জলপাই ও আখরোট ।
- ভূমি ফসল: গম ও বার্লি ।
- বনজ ফসল: পুরাতন এবং নতুন বপিত অরণ্যের সংমিশ্রণ ।
- মশলা ।
- গবাদি পশু: ১৫ হাজার ভেড়া ও ছাগল এবং
- এপিকালচার (মৌমাছি পালন)

রাকিন মহিলা সংঘ ১৯৯১ সালে একটি সমিতি রূপে গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য রাকিনের গ্রামীণ নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়ন ।

চ্যালেঞ্জঃ

এলাকার ভূ-তত্ত্ব, ভূমির উপর মানুষের চাপ এবং অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার অভ্যাস ইত্যাদি ভূমির অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান ভূমিক্ষয়ের জন্য দায়ী, যার ফলশ্রুতিতে উৎপাদনশীল ভূমি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । বার্ষিক বৃষ্টিপাতের একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায় অতিরিক্ত চারণের কারণে ।

নারীরা গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করে, যার মাঝে পানি সংগ্রহ এবং ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত । অধিকাংশ পরিবার তাদের মৌলিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য নূন্যতম চাষাবাদের উপর নির্ভর করে, যেখানে পানিসম্পদের প্রাপ্যতা গৃহস্থালী খাদ্য সুরক্ষার আবশ্যকীয় উপাদানের ভূমিকা রাখে ।

মানুষ, গবাদি পশু এবং সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানির অপর্যাপ্ত সরবরাহ একটি গুরুতর সমস্যা । রাকিন প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর দিনে ৬ ঘন্টার জন্য পাইপের মাধ্যমে পানি পেয়ে থাকে, যা অধিবাসীদের মৌলিক চাহিদাটুকুও মেটাতে পারে না । এখানে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে পানি কিনতে হয় । সংরক্ষণ উপকরণ হিসেবে সিস্টার্নের অভাবে পরিবারগুলো ট্যাঙ্কার কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির পুরোটাই সংরক্ষণ করতে পারে না, যদিও তাদের ঐ পানির জন্য অর্থ পরিশোধ করতে হয় ।

প্রকল্প মূল্যায়নঃ

মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পানির অপর্যাপ্ততাকে রাকিন নারী সংগঠন চ্যালেঞ্জে হিসেবে নিয়ে মোকাবেলা করার অনুপ্রেরণা যোগায় । তারা তাদের প্রথম অনুদান লাভ করে জি, ই, এফ ক্ষুদ্র অনুদান প্রকল্প হতে, গ্রামে পানির সিস্টার্ন স্থাপন এবং গৃহস্থালীতে পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা । গ্রামে এই প্রকল্পটির সাফল্য এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে সংগঠনের বোর্ডের নিকট বিপুল সংখ্যক ঋণ আবেদন জমা পড়ে । প্রকল্পটি ৬৬ শতাংশ অনুদান পুনঃপরিশোধ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয় এবং অচিরেই তার প্রথম পর্যায়ে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ খরচ করে ফেলে ।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ১৯৯৮ সালে, এটিও জর্ডানস্থ জিইএফ ক্ষুদ্র অনুদান প্রকল্পের সমর্থনেই। জি, টি, জেড, ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট মহিলা সংগঠনকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। এই নতুন প্রকল্পটি একটি ঘূর্ণায়মান তহবিলের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত, গ্রামের ১৫০টি ঋণের জন্য আবেদনকারী পরিবারের চাহিদা মেটাতে শতকরা ১০০ ভাগ অনুদান পুনঃপরিশোধ হওয়া আবশ্যক। একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়, যা প্রশিক্ষণ, ঋণের ফলো-আপ এবং পুনঃপরিশোধ ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ; পাশাপাশি কতিপয় মানদন্ডের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং গ্রুপসমূহের সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করে থাকে।

প্রকল্পের ফলাফলঃ

ঘূর্ণায়মান ঋণ ব্যবস্থা এমন ভাবে গঠন করা হয়েছিলো যাতে শতকরা ১০০ ভাগ ঋণ পুনঃপরিশোধ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে প্রকল্পের সম্পদসমূহের স্থিতিশীলতা এবং স্বতন্ত্র প্রকল্পের গুরুত্বও নিশ্চিত হয়।

প্রকল্পের প্রধান প্রভাব ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

১. সেচ এবং খাদ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিটি গৃহস্থালীতে একটি স্থায়ী পরিষ্কার পানির উৎস নিশ্চিতকরণ।

২. ট্যাঙ্কার থেকে পানি ক্রয়ের মূল্য এবং গৃহস্থালী পানি ব্যবহার বিলের হ্রাস, যদিও প্রকৃতপক্ষে পরিবারের পানি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. স্ব স্ব পরিবারের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ আনয়নের মাধ্যমে রাকিন মহিলা সংগঠনভুক্ত নারীদের ক্ষমতায়ন। এটি পরবর্তীতে তাদের পরিবারের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহযোগীর ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

৪. অনুদান ব্যবস্থাপনায় নারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্জিত শিক্ষাঃ

১. প্রকল্পটি প্রমান করে যে, শতভাগ ঋণ পুনঃপরিশোধ ব্যবস্থাটি স্থিতিশীল; প্রাপ্য মূলধনকে বিস্তৃত পরিধির সুবিধাভোগীদের মাঝে বণ্টন করা সম্ভব এবং তা অল্প সময়ের মধ্যে ব্যয় হয়ে যায় না; এবং উচ্চ পরিশোধ প্রবণতার মূল চালিকাশক্তি হলো গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে নারীদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

২. প্রকল্পটি প্রদর্শন করে যে গ্রামীণ নারীদের সুব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের দক্ষতা রাখে, যদি তাদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য মৌলিক সমর্থন এবং দক্ষতার বৃদ্ধির সুযোগ সরবরাহ করা হয়। নারীদের সম্পৃক্ততা প্রকল্পটির কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভুমিকা রাখে।

৩. প্রকল্পটি প্রমাণ করে যে, গৃহস্থালী পর্যায়ে স্থানীয় কমিউনিটির সম্পৃক্ততা তাৎক্ষণিক প্রভাব রাখে। এই প্রভাবটি পানির অভাবসম্পন্ন এলাকায় স্থায়ী পানির উৎস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

৪. ঘূর্ণায়মান ঋণ ব্যবস্থাটি কেবল পানি সিস্টার্নই নয়, পাশাপাশি মৌমাছি পালন কর্মসূচি এবং সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনেও সহায়তা করে। ঋণ ব্যবস্থার প্রভাবকে স্থিতিশীল রাখার জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের বৈচিত্রময়তা আবশ্যক।

৫. কমিউনিটিভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পানি সংরক্ষণ প্রকল্প পানির স্বল্পতা সম্পন্ন একটি দেশে পানিসম্পদ রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি অত্যাবশকীয় উপাদান।

গবেষকঃ

বাটির এম, ওয়ারডাম (Batir M. Wardam)

আই,ইউ, সি, এন, ডব্লিউ, ই, এস, সি, এ, এন, এ, লিঁয়াজো অফিসার

জর্ডান পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়

পিও বক্স - ১৪০৮২৩

আম্মান ১১৮১৪, জর্ডান

batir@nets.jo

কেনিয়া

কমিউনিটি পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার পার্থক্য

মাচাকোস

নারীদের অভিজ্ঞতায় মাস্তানদের শারীরিক আক্রমণ কেনিয়ার মাচাকোস জেলার ইয়াট্টা পানি সেচ প্রকল্প থেকে পানি সংগ্রহকারীদের বহু সমস্যার একটি। খরার দরূণ মাচাকোসে পানি নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। অধিকাংশ লোকেরা তাদের ফসলের জন্য সেচের পর্যাপ্ত পানি পেত না। সরকার কমিউনিটি পানি ব্যবহারকারীদল এবং পানি ব্যবস্থাপনা কমিউনিটির অংশগ্রহণে কমিউনিটি পানি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছে। তথাপি, আইডিআরসি-এর একটি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৫% ব্যক্তি জানায় যে, সকল নারী এবং শিশুর যারা পানি সংগ্রহের চেষ্টা চালায়, তারা পুরুষ কর্তৃক হয়রানী এবং সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়।

পানিতে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকেন। তারা এই জরিপ থেকে স্বাভাবিক ধাচের কিছু বিষয় খুঁজে পান সেগুলো হলো-

● যদিও ৭৫% অধিক পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পুরুষপ্রধান হলেও জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিশ্লেষণ দেখায় যে, ৩৫% ক্ষেত্রে, নারীরা প্রকৃতই অর্থনৈতিকভাবে প্রধান যাদের উপর পরিবারের ৫-১০ জনের জীবনধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত। এখানে এক-চতুর্থাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১-এর অধিক!

● ৭৬% পরিবারে জমির মালিক ছিল পুরুষেরা। পুরুষেরা বড় বিনিয়োগ যেমন - জমি ও গবাদি পশু কেনার মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। নারীদের কেবলমাত্র গৃহস্থালীর পানি এবং সাধারণ বিনিয়োগ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ সেচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিলো।

● ৯৬% পরিবার তাদের ফসল সপ্তাহে ৩-৪ বার সেচ দিত। যেখানে ৪৪% শ্রম নারী, মাত্র ২৯% পুরুষ দ্বারা সরবরাহ হতো এবং বাকি ১২% প্রদান করতো শিশুরা।

● অধিকাংশ (৯২%) পরিবার তাদের কৃষিজমিতে রাতে সেচ দিত। এতে নারীরা একাধারে মাস্তানদের সহজ শিকারে পরিণত হত, সেচ কাজে ব্যস্ত থাকায় শিশুদের প্রতিপালন বাধাগ্রস্ত হতো এবং রাতের হিমশীতল বাতাসের প্রভাবে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ফেলতো।

● পুরুষ চাষীরা যারা সেচকার্য পরিচালনা করতো তারা বেআইনিভাবে খালের পানি আপন খামারে প্রবেশ করাতো। এ সকল ব্যক্তি কলহের ভয়ে অন্যান্য পুরুষ চাষীর উপস্থিতিতে এই কাজ করতো না। নারীর পানি ব্যবহাররত অবস্থায় তারা এই কাজ করতো। নারীরা পুরুষদের এই কাজকে তাদের প্রতি নিপীড়ন বলে অভিহিত করেছে। তারা জানায় এটি তাদের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে নিদারূণভাবে পিছিয়ে রেখেছে।

● ৮৫% অংশগ্রহণকারী একটি পানি অভিগম্যতা দলের **(water access group)** সদস্য ছিলো। কিন্তু সামান্যসংখ্যক নারী পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনায় বসতো। কেননা তারা পুরুষদের সামনে আপন মতামত প্রকাশে ভয় পেতো এবং গৃহস্থালী কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো যে, সভায় উপস্থিত থাকার সময় তারা পেতো না।

● গবাদি পশুদের স্নান এবং প্রতিপালনের কাজ নারীরা করলেও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণকালে তাদের পরামর্শ চাওয়া হয়নি। ফলে এমন কোনো সুযোগ সেখানে সৃষ্টি করা হয়নি, যাতে

নারীরা তাদের কর্ম সম্পাদনে সুবিধা প্রাপ্ত হয়। যেমন- পশুদের পানি প্রদানের জন্য নর্দমা এবং পরিস্কার গোসল করার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

● জরিপে অংশগ্রহণকারীরা জানান যে পানি স্বল্পতার সময়ও যারা সর্বাধিক পানি পেতো তারা হলো- যারা পানি মূল প্রবাহ বা খালের কাছাকাছি থাকতো সর্বাধিক পানি পেতো (২৪%); সবচেয়ে আক্রমণাত্মক এবং আইনভঙ্গকারীরা (২৪%); ধনী এবং প্রভাবশালীরা (১৫%) এবং পুরুষরা (১৫%)।

● যারা পানি পাহারা দিত তাদের ৯৯% ছিলো পুরুষ এবং জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ জানায় যে তারা ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ এবং জটিল প্রকৃতির।

জরিপ পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকরা সুপারিশ করেন যে-

● নারীদের সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সভার সময় নির্ধারণ করতে হবে;

● নারীদের সভায় অংশগ্রহণে এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদে নেতৃস্থানীয় পদ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে; এবং

● বিত্তশালীদের দুর্নীতি রোধ করার জন্য কমিউনিটিকে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে।

এই কেসটি প্রদর্শন করে যে-

● লিঙ্গ বৈষম্যগত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সৃষ্ট পার্থক্য

● চিরাচরিত নারী-পুরুষ ক্ষমতাসম্পর্কের দরূণ নারীরা যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং

● জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব নারীদের কাঠামোগত দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়।

উৎস:

আইডিআরসি ম্যানেজমেন্ট অফ ওয়াটার ডিমান্ড ইন আফ্রিকা এন্ড দ্য মিডল ইস্ট।

মিশর

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন

চ্যালেঞ্জঃ

কীভাবে Better Life Association for Comprehensive Development (BLACD) জেন্ডার একত্রিকরণ পদক্ষেপকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন/স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মিশরের উন্নত গ্রাম নাজলেট ফারগালাতে জানুয়ারী-২০০৩–ডিসেম্বর-২০০৪-এ বাস্তবায়ন করেছে, এই গবেষণাটি তা তুলে ধরছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিলো প্রায় ৭০০ পরিবারে যারা পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধা বঞ্চিত, যার মধ্যে ৬০% ছিলো নারী। বসবাসকারীর বেশিরভাগই ছিলো কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা সাময়িক শ্রমিক এবং তাদের নির্দিষ্ট আয় সামান্যই। গ্রামটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিলো। প্রকল্পের শুরুতে নাজলেট ফারগালায় ১৫০০ পরিবারের অর্ধেকের বেশির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং ব্যবহারযোগ্য পরিস্কার ও বিশুদ্ধ পানির অভাব ছিলো। সাধারণ প্রতিরোধযোগ্য রোগ এবং ডায়রিয়া ও কিডনি রোগ খাবার পানি এবং অনুন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। নারীরা তাদের পরিবারে খাবার পানি, ধোওয়া-মোছার এবং বর্জ নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্পের আগে তাদের পানির প্রধান উৎস ছিল স্থানীয় হস্তচালিত পাম্প।

নাজলেট ফারগালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে-

পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা:

- পানি সংগ্রহের কাজে একজন নারীকে দিনে ৪ বার যেতে হয় যার জন্য প্রচুর সময় এবং সামর্থের প্রয়োজন। এতে নারীর গৃহস্থালী কাজের, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য কাজের সময় নষ্ট হচ্ছে;
- নর্দমার পানি মিশ্রিত পানি দিয়ে কাপড়-চোপড় এবং থালা-বাসন ধোয়া;
- মনুষ্য বর্জ/মানুষের মল খালে ফেলার অভ্যাস যা পানিতে মিশে হলুদ বর্ণ ধারণ করে পানিকে বিশ্রী গন্ধ ও স্বাদযুক্ত করে;
- মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য মহিলা এবং মেয়েদের অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো এতে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতো এবং তারা দুর্বল হয়ে যেতো।

প্রথাগত জেন্ডারের ভূমিকা এবং জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা:

- প্রথাগত জেন্ডারের ভূমিকা নারীদের স্বল্প অধিকার দিয়েছে। নারীরা পানি সংগ্রহ, বাচ্চাদের দেখাশুনা ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকতো। তারা বাইরের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতো না এবং তারা বেশিরভাগই নিরক্ষর ছিলো; এবং
- সামাজিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বাধা। নারী হওয়ার কারণে তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। এমনকী তাদের জন্মনিবন্ধনও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো না।

প্রকল্প/অনুষ্ঠানঃ

নাজলেট ফারগালার বাসিন্দারা প্রতিবেশী গ্রামের পায়খানা ও পানির কল স্থাপনে সফলতা দেখে BLACD- র কাছে সর্বপ্রথম সাহায্য চায়। নাজলেট ফারগালার প্রকল্পে ৩ টি প্রধান উপাদান ছিলঃ

- পানি সংযোগ স্থাপন
- গৃহস্থালী পর্যায়ে পায়খানা স্থাপন এবং
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ।

BLACD তাদের নতুন প্রকল্পে জেন্ডার ভূমিকাকে একত্রিকরণে, জেন্ডার মূলধারাভুক্তকরণ উদ্যোগকে শক্তিশালী করা এবং প্রকল্পের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে কর্মতৎপর ছিলো। এটি স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পর্যবেক্ষক মডেল উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীদের অংশগ্রহণে পুরুষদের আপত্তি থাকা সত্বেও নারীরা এখনও সক্রিয় ভূমিকা রাখে ।

BLACD গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সচেতনতামূলক পরিকল্পনার প্রচারনা এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাধারণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সাথে যোগাযোগ দক্ষতার উপর প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করে। প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে সকলের সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিদর্শক নেয়া হত। নারী ও পুরুষ উভয়ই প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা এবং গৃহস্থালী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিতো ।

ফলাফল/প্রাপ্তি:

BLACD-র সাফল্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত:

স্বাস্থ্য এবং পয়ঃনিষ্কাশনের উপর প্রভাব:

- ৭০০ পরিবারকে ২টি পানির কল ও ১টি পায়খানা প্রদান এবং পরিষ্কার ও সহজ পানির উৎস, সরাসরি ব্যবহার করার সুবিধা ও আরো স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তাদের বর্জ্য অপসারনের ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রদান করে;
- রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আচরণ পরিবর্তনে প্ররোচিত করা, এবং
- পানি সংগ্রহ ও বর্জ ব্যবস্থাপনায় (প্রধানত নারী) সময় অপচয় কমানো ।

জেন্ডার মূলধারাকরণ ও ক্ষমতায়ন:

- প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, প্রকল্পে সার্থকভাবে জেন্ডার এবং নারীর নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও আগ্রহ একত্রীকরণ;
- সমাজে নারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকরাও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করা;
- স্বাস্থ্য, সুস্থ জীবনযাপন এবং জীবিকার সাথে সমাজ ও পরিবার পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টিগোচরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই তাদের গৃহস্থালীর পানি ব্যবহারে আত্মনির্ভরশীলতা, তাদের মধ্যে গৌরবের উপলব্ধি এনেছে;
- নারীদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতা বেড়েছে ।

অন্যান্য কর্মকান্ড ও উন্নয়নের লক্ষ্য:

- প্রকল্প শেষ হবার পরও যারা তাদের সামাজিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে আগ্রহী তাদের নিয়ে নারীকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংঘ স্থাপন করা;
- ব্যবহারযোগ্য পানির সুবিধার সাথে নারীর অন্যান্য অধিকার প্রদানের ভিত্তি তৈরি করা;

- একই ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সাফল্য বৃদ্ধি করা ।

প্রধান বাধাঃ

ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বর্তমান কাঠামো নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্থ করেছে । প্রাথমিকভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা ছিল যদিও প্রকল্পটি গ্রামবাসী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিলো । স্থানীয় নেতারা পন করে যে, শুধুমাত্র পুরুষরা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবে । কিছু সংখ্যক নারীরা পানি সংযোগ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরিবারের পুরুষ সদস্যেদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল ।

অসংখ্য বাধা সত্ত্বেও, প্রকল্পের ফলস্বরূপ যে উন্নয়ন সংস্থা গঠিত হয়েছিলো তা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে ।

সাফল্যের মূলমন্ত্র/মূলভিত্তিঃ

প্রকল্পটি জেন্ডার সহানুভূতিপ্রবণ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি ফলপ্রসূ কাঠামো প্রদান করে । পরিবার পর্যায়ে পানির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করায় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করে । গৃহস্থালীর কাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উৎসাহিত করা এবং নারী পুরুষ যৌথভাবে ফলপ্রসূ কাজ করার জন্য প্রকল্পটি পরিচিত ।

দৃষ্টিপাত-সহনশীলতা এবং স্থানান্তরযোগ্যতাঃ

এই প্রকল্পটি দেখিয়েছে যে, প্রান্তীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রথাগত জেন্ডারের ভূমিকা পরিবর্তন করে সাড়া দেয়া সম্ভব । উন্নয়নমূলক সংঘটিত প্রকল্পটির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য কর্মকান্ডের ভিত্তি তৈরি করেছে ।

অন্যান্য তথ্যাবলী:

- গবেষক : গাহাধা মাহমুদ হাম্মান

ghada.hamman@pdpegypt.org

- Better Life Association for comprehensive development-সর্ম্পকে তথ্যের জন্য: http://www.novib.nl/content/?type=Article&id=3572

(সংস্থার পরিচিতি)-অথবা ইমেইল:info@blacd.org

- **Diakonia** সর্ম্পকে তথ্যের জন্য: http://www.diakonia.se/main_eng.htm

উৎসঃ

জেন্ডার ইস্যু ও নারী অগ্রগতি, জেন্ডার, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন/স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এর বিশেষ উপদেষ্টার অফিস; সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনের গবেষণাপত্র নিউইর্য়ক, জাতিসংঘ (প্রেস) ।

নিকারাগুয়া

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় অভিগম্যতার পূর্বশর্ত হিসেবে জেন্ডার সমতা

চ্যালেঞ্জসমূহ

নিকারাগুয়াতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ গ্রামে বাস করে যার মাত্র ৪৬ ভাগ সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করে। লিঁও এবং চিনানদেগা বিভাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিপুল ভূ-গর্ভস্থ পানি উৎস; তথাপি স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং কর্তৃপক্ষ পানিস্বল্পতাকে মূল সমস্যারূপে চিহ্নিত করে থাকে। এই সমস্যাটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে শিল্পায়নের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে প্রকট হয়ে উঠেছে।

১৯৯৮ সালের শেষার্ধে হ্যারিকেন মিচ নিকারাগুয়ায় আঘাত হানে এবং ৪ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। এই হ্যারিকেন-এ দেশের উত্তর-পূর্বার্ধে অবস্থিত লিঁও এবং চিনানদেগা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আজও তারা সেই বিপর্যয়ের ক্ষত বহন করে চলেছে। ১৯৯৯ সাল নাগাদ অত্র এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী একটি দ্বি-মুখী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়; খরা মৌসুম (যা এলাকার স্বাভাবিক ঘটনা) এবং তাদের স্বল্প পানি উৎসের অতিমাত্রায় দূষণ।

এলাকাবাসীর জন্য পানি সরবরাহ, ব্যবহার এবং পানির উৎসের ব্যবস্থাপনা, পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত কার্যাবলী নারী ও শিশুদের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত ছিল। ঐ সময় এমন কোনো ব্যবস্থা ছিলো না যা এ সকল কার্যাদি সম্পাদনে জেন্ডার সমতাকে সমর্থন দিতো অথবা নারীদের সমস্যাগুলোর কোনো সামাজিক স্বীকৃতি দিতো।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

মানবিক এবং পরিবেশগত প্রভাব এবং হ্যারিকেন মিচের দরূণ ক্ষয়ক্ষতির ফলশ্রুতিতে এলাকায় বেশ কয়েকটি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও পূর্বক্তো কার্যক্রম বর্ধিত হয়। কেয়ার-লিঁও (CARE-Leon) ইতোমধ্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা ছিলো ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত পানি, শৌচাগার এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প (প্যালেসা-১)-এর কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফল। ১৯৯৯-এর শুরুতে সুইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন এজেন্সির (সিওএসইউডিই) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প (এজিইউএএসএএন) কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের লিঁও অফিসের সাথে একটি সহযোগিতামূলক প্রকল্পের সূচনা করে। এর মাধ্যমে পূর্বোক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় (প্যালেসা-২) এবং পরবর্তীতে প্যালেসা-৩ প্রকল্প (যা ২০০২-২০০৩ এর মাঝে পরিচালিত হয়) বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল নিকারাগুয়ার উক্ত দুটি দপ্তরের আওতাধীন ৪৫টি কমিউনিটির ১৭ হাজার অধিবাসীর পানিতে অধিকার ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠা করা। এটি পায়খান নির্মাণ এবং পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়।

প্যালেসা-২ এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো উভয় এজেন্সি কর্তৃক জেন্ডার সমতা অর্জনে গঠনতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা যা 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা একটি চ্যালেঞ্জরূপে বিবেচিত হয়।

প্রকল্পের উন্নয়নকর্মী (প্রোমোটর) নারী ও পুরুষ উভয়েই কমিউনিটিতে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন থাকতো, যাতে তাদের প্রতি কমিউনিটি সদস্যদের বিশ্বাস স্থাপন হয়। তারা সেই সময়ের অপেক্ষা করতো যখন পুরুষেরা ঘরে থাকতো (সাধারণত সন্ধ্যাবেলায়) এবং সেক্টর ভেদে কমিউনিটি সমাবেশে আমন্ত্রণ জানাতো। কর্মীরা পানি সরবরাহ, ব্যবহার এবং পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতো। একটি জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মশালা চালু করা হয় যেখানে নারী ও পুরুষ

উভয়কে পানি ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা, নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনায় তাদের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হতো। তিনটি অধিবেশন পরিচালনার পর (একটি পুরুষদের, একটি নারীদের, এবং একটি নারী-পুরুষের মিশ্র দলের সাথে) সুপেয় পানির ব্যবহার এবং পয়ঃনিষ্কাশন সর্ম্পকে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে। ফলশ্রুতিতে ৮৫ শতাংশের অধিক পুরুষ বুঝতে সক্ষম হন যে হস্তনির্মিত কূপসমূহ সুপেয় পানির নিরাপদ উৎস নাও হতে পারে। তারা আরো মেনে নেন যে, গৃহস্থালী সংযোজন নারী ও পুরুষ উভয় গোষ্ঠীকে বিপুলভাবে সহায়তা করবে।

ফলাফল

● ***অধিকতর অংশগ্রহণ:*** ২০০১ ও ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত নারী ও পুরুষদের জন্য জেন্ডার কর্মশালা নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ (শতকরা ৫৬ ভাগ) নিশ্চিত করে। নারীরা কমিটির ৭০ ভাগেরও বেশি পদে নির্বাচিত হয়ে যুক্ত হয় যা পূর্বে ছিলো পুরুষদের। যেমন- সমন্বয়কারী, সহ-সমন্বয়কারী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপকের পদসমূহ ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ, ২৭৬টি পানি সংশ্লিষ্ট কাজের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। যা ছিলো নারী অংশগ্রহণের হারের ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি। একটি পানির উৎস স্থাপন করার পর নারী নেতৃবৃন্দ আপন সক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে অন্য উদ্যোগে মনোনিবেশ করে।

● ***শিক্ষা:*** সেক্স, জেন্ডার ভূমিকা, আত্মসম্মান, পরিচিতি, অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা নারীদের সরাসরি উপকৃত করে। উপরন্তু আলোচনাসমূহ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ উপকরণে প্রযুক্ত কর্মকৌশল পূর্বে অনগ্রসর গ্রামীণ নারীর জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক ধারণার উন্নয়ন ঘটায়, যারা ভূমিকায় ছিল।

সাফল্যের প্রধান উপাদানসমূহ

● *জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কমিউনিটি চাহিদা নিরীক্ষণ:* এই দৃষ্টিভঙ্গি গৃহস্থালীর পানি উৎস নির্মাণকে একটি অধিকার রূপে স্বীকৃতি দিতে পুরুষদের অনুপ্রাণিত করে। তারা যদিও কমিউনিটির অভ্যন্তরে আপন মতামত দানের ক্ষমতা রাখে, তথাপি এটি প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিটির অধিকাংশ সদস্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কমিটির নেতৃত্বে নারীদের অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করে।

● *প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন এবং পদ্ধতি:* পানি প্রকল্পের আওতায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভিগম্যতা, ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা সমাকলনের সফলতা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন এবং কর্মপদ্ধতির ফলাফল। একদিকে COSUDE-AGUASAN এবং কেয়ার- লিঁও উভয়ের জেন্ডার এ্যাপ্রোচ এবং পলিসির সমন্বয় প্রকল্পের লক্ষ্যকে গ্রামীণ কমিউনিটিতে সমতাসম্পন্ন এবং অংশগ্রহণমূলক অভিগম্যতা নিশ্চিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অপরপক্ষে, লিঁও প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, সামাজিক এলাকা সমন্বয়কারী এবং নারী ও পুরুষ প্রোমোটরেরা লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করেন।

● *নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ:* জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের (বিশেষত গ্রামীণ নারীদের) সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্পের বিভিন্ন অংশে নবীন, মধ্য-বয়স্ক এবং প্রবীণ নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যাদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী মা-এরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

● *প্রাকৃতিক দুর্যোগ:* ভূ-গর্ভস্থ পানি উৎস থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৮ সালের হ্যারিকেন মিচের আক্রমণ এবং ১৯৯৯ সালের খরা পানিতে অভিগম্যতাকে কঠিন করে তুলেছিলো।

● নারী ও পুরুষদের মাঝে পানির চাহিদা বিষয়ক বৈষম্য: একটি ঐতিহ্যবাহী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে পুরুষেরা পানির কেবল ২টি ব্যবহার চিহ্নিত করতে পারে, বিপরীতক্রমে নারীরা পারে ১১টি; পানি সরবরাহের উন্নয়ন সমাজপতিদের নিকট একটি অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ায়নি ।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: স্থায়ীত্বশীলতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ পানি প্রকল্পে শিক্ষা উপাদানের অর্ন্তভুক্তির গুরুত্ব প্রদর্শন করে । শিক্ষা উপকরণ বিশেষত পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায় এবং পানিকে একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজন রূপে বিবেচনা করতে শেখায় । তারা উপলব্ধি করে যে, পানির প্রতি অভিগম্যতা একটি মানবাধিকার যা সকল নারী, পুরুষ এবং শিশুদের সমানভাবে প্রাপ্য ।

বিস্তারিত তথ্য:

● গবেষকের সাথে যোগাযোগ Magda Lanuza. arados02@yahoo.com.mx

● সুইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন এজেন্সির (সিওএইউডিই) সম্পর্কিত তথ্যের জন্য:

http://www.deza.admin.ch/index.php?userhash?34814011&navID=1&l=e

● নিকারাগুয়ায় সুইস ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন এজেন্সির (সিওএইউডিই) কাজ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য (স্প্যানিশে):

http://www.cosude.org.ni/

● নিকারাগুয়ায় কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের কাজ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য:

http://www.careinternational.org.uk/cares_work/where/nicaragua/

উৎস:

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস । নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন) ।

নাইজেরিয়া

উত্তরাঞ্চলের প্রতিকূল নদী এলাকায় Obudu মালভূমি সম্প্রদায়ে জেন্ডার মূলধারা ব্যবহারের মাধ্যমে পানীয় জলের উৎস সংরক্ষণে সহায়তা করা

চ্যালেঞ্জসমূহ

Obudu মালভূমি নাইজেরিয়ার দুটি পর্বত প্রণালীর একটি এবং এটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমিসম্বলিত, যা বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল। একই সাথে ইহা একটি বৃহৎ পশুচারণভূমিও। মালভুমিটির উপরিভাগ Becheve কৃষিজ সম্প্রদায় এবং Fulani মেষপালকদেরও আবাসভূমি। ১৯৯৯ সালের Cross River State সরকার একটি বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র এবং Obudu গবাদি পশু প্রজনন ও আশ্রয় কেন্দ্র মালভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাপক হারে হোটেল নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি বৃক্ষহানির কারণ হচ্ছে। পরিবেশের উপর বিরাজমান চাপের সাথে অতিরিক্তি পশুচারণ এবং প্রথাগতভাবে টিকে থাকতে পারা পানি সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি করে। আয়ের উৎস বৃদ্ধির সাথে কমিউনিটির উন্নয়ন হলেও স্বল্প পানিতে চাহিদার ভিন্নতায় দ্বন্দ্ব বাড়ছে। Becheve-এর নারীরা তাদের পরিবারের ভগ্ন স্বাস্থ্য, পানি সংগ্রহে সময় অপচয় এবং পানির স্বল্পতা ও নিম্নমান নিয়ে অভিযোগ করেন।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

পানি পরিস্থিতির অবনতির ফলে Nigerian Conservation Foundation (NCF), একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মালভূমিতে কাজ করছে। তারা একটি পানির প্রবাহ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু করেছিলো। NCF তার প্রাতিষ্ঠানিক নীতি এবং জাতীয়ভাবে জেন্ডার মূলধারাকে গুরুত্ব দিয়েছে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে নারীদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সব্রাগ্রে এসেছে। নারীরা কর্মসূচির প্রতিটি ধাপে যেমন- প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উপদেষ্টা পদে সম্পৃক্ত আছে।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে Obudu মালভূমির জন্য একটি ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন করা হয়। সদস্যরা ছিলেন NCF, Development in Nigeria (DIN), Cross River National Park, Obudu গবাদি পশু প্রজনন ও আশ্রয় কেন্দ্র, Becheve Nature Reserve, and the Fulani পশুচারকগোষ্ঠীর। বিশদ আলোচনায় সকলেই একমত হয়েছিলেন যে, ব্যবস্থাপনা সমিতিতে Becheveসহ প্রতিটি গ্রামের প্রতিনিধিদের তিনজনের ভিতরে একজন নারী প্রতিনিধি থাকবে। সভার শুরুতে মালভূমির পানি প্রবাহের স্থায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা সমিতি বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য দুদিনের একটি কর্মশালা আয়োজন করে। NCF সভাটিকে একটি আলোচনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করে, কমিউনিটিকে অংশগ্রহণমূলক পানির প্রবাহ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের প্রতি অযাচিত কর্মকান্ডের ভয়াবহতা এবং একই সাথে Obudu কমিউনিটি এবং Fula-এর পশুচারণ ভূমিতে তাদের জেন্ডার বৈষম্যের সংবেদনশীলতা এবং নারীদের পানি সংগ্রহের গুরুত্বের উপর শিক্ষা দিতে।

প্রথম ধাপে ২০০০ থেকে ২০০১ সালে মালভূমির সুপেয় পানির প্রবাহ এবং জলপ্রণালী মানচিত্র জরিপ করা হয়েছিল। ২০০২ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব পানি প্রবাহ পরিবেশের উপর শিক্ষা এবং উপদেশ NCF-এর দ্বারা প্রদান করা হয়েছিলো। নারীদের ৬টি দল এবং যুবকদের একটি ছোট দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পরিবেশ সংরক্ষণ করে বালি খননের উপর। তাদের পরামর্শ দেয়া হয় সুপেয় পানির উৎসের চারপাশে ফলের গাছ লাগানোর জন্য যাতে মাটির ক্ষয় এবং পলি জমা রোধ হয় এবং আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। সংরক্ষণকারী সংগঠন পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শুরু করলো। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে নারীরা শুধু ব্যবস্থাপনা সমিতির সভায় নয় পূর্ব থেকেই প্রভাবশালী পুরুষ সমাজে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে প্রেরণা পেয়েছিলো। তৃতীয় পর্ব ২০০৩-২০০৪ সালে

স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা চিকিৎসালয়ের সাথে পানিসংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষত ডায়রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়, সেই সাথে দুটি চৌবাচ্চা নির্মিত হয় ।

ফলাফল

নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতার উপর:

● নারীদের কণ্ঠ প্রথম শোনা গেল তখন যখন তারা কমিউনিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয় । নারীরা শুধু ব্যবস্থাপনা সমিতির সভায় অংশগ্রহণ নয়, পুরুষদের কর্তৃত্বের রাজ্যেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো । ব্যবস্থাপনা সভায় নারী নেত্রীর নির্বাচিত হওয়া সকল নারীর জন্য গর্বের বিষয় ।

● নারীরা চৌবাচ্চা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো ।

● সময় হ্রাসের বিবেচনায়, নারীরা পানি সংগ্রহের সময় ব্যয়ের চেয়ে খামার এবং কেনা-বেচার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সময় বেশি ব্যয় করতো, ।

● ২০০৪ সালে নারীদের স্বস্থ্যসেবার সম্পর্কিত দায়িত্ব বিশেষ করে ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে ।

● মেয়ে শিশু ও নারী উভয়েই বাড়তি সময় পাওয়ায় বিদ্যালয়ে গমনের হার বেড়েছে ।

● কমিউনিটির পুরুষরা নারী অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে সরাসরি লাভবান হওয়া যায় তা দেখাতে সংবেদনশীল ছিলো ।

● Fulani পশুপালক এবং Becheve নারীরা সমঝোতার মাধ্যমে একে অপরের পানির উৎসের প্রয়োজনীয়তার সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছে ।

সমগ্র কমিউনিটির ক্ষমতায়ন:

● পানি প্রবাহের টেকসই প্রতিবেশ, পরিবেশের গুরুত্ব এবং নিকটবর্তী কমিউনিটি সম্পর্কে কর্মসূচিটি সার্বিকভাবে সচেতন ছিলো ।

● প্রক্রিয়া ও প্রকল্পে মালিকানাবোধের উপলব্ধি থেকে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বেড়েছিলো ।

● কমিউনিটির উন্নয়ন বিষয়ে কীভাবে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে পেরেছিলো ।

● উন্নত স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিকটবর্তী পানির উৎস সম্পর্কিত বিষয়ে প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছিলো ।

সাফল্যের প্রধান উপাদানসমূহ

স্বেচ্ছাসেবী:

● BNR-এর কর্মচারীদের সাথে চারজন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছে এবং যার ফলাফল ছিলো ইতিবাচক । স্বেচ্ছাসেবীদের দুজন ছিলেন কানাডিয়ান (২০০০-০৩) যেখানে অন্য দুজন ছিলেন নাইজেরিয়ান (২০০৩-বর্তমান) । এই স্বেচ্ছাসেবীদের তিনজন ছিলেন নারী, যারা Becheve-এর নারীদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগকে সহজ করে দিয়েছিলেন । নারীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে উপস্থিতি হয়ে কাজ করার মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের অবস্থান প্রদর্শন করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে ।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা:

● পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীরা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রণয়ন করেন যেখানে তারা Fulani পশুপালকদের বেঝাতে সক্ষম হন যে, তারা সময়মতো পানি ব্যবহার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য করেছিলেন। এই নতুন সচেতনতা এমন একটি চুক্তিকে সমর্থন করে, যেখানে পানির নিম্নাঞ্চল থেকে খাওয়ানো গবাদিপশুকে পানি খাওয়ানো হবে যাতে নির্মিত চৌবাচ্চার পানি দূষিত না হয়।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

● গ্রামগুলো ঐতিহ্যগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষদেরকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

● Fulani পশুপালক এবং Becheve নারীদের মাঝে পানির প্রাপ্তি নিয়ে সংঘর্ষ দেখা দেয়।

● পর্যটন উন্নয়নের পূর্বে অত্যধিক পশুচারণ এবং কৃষিজ প্রথার টিকে থাকার অসমর্থতার কারণে পানি সম্পদ নিষ্পেষিত হতো।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

নারীরা সংরক্ষণ সংগঠন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তাদের সন্তানদের মাঝে বিতরণে আগ্রহী হয়েছিলো। এতে বর্তমানে বিদ্যালয় সংরক্ষণ সংগঠন গড়ে উঠেছে যা আনুমানিক পানির প্রবাহ বরাবরে ১ হাজার গাছের চারা রোপণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বিস্তারিত তথ্য:

● গবেষকের সাথে যোগাযোগ, আদেকানা এ, মাজেকোডুনমি

(Adekana A. Majekodunmi): ademajekodunmi@yahoo.com

● নাইজেরিয়ান কনজারভেশন ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য:

http://www.africanconservation.org/ncftemp/

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন)।

পাকিস্তান

পর্দা থেকে অংশগ্রহণ

এই কেসটি দেখায় যে-

- নারীরা পানি ব্যবস্থাপনার উপর কখনও কখনও বাস্তবাদী সমাধান দিতে পারে ।
- নারীর সম্পৃক্ততাকে আরো সক্রিয় করতে পারে সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন ।
- প্রচলিত ধারার নেতারা ধৈর্যসহ প্রচেষ্টা চালিয়ে নারীদের সম্পৃক্ত করে জয়ী হতে পারে ।
- সফলতাভিত্তিক নারীদের সম্পৃক্ততা নারী ও পুরুষদের আচরণে পরিবর্তন আনতে পারে ।

বালটিসানের হোটো গ্রামের নারীরা কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা পালন করে । তারা গোষ্ঠীর বাইরের অন্য লোকদের বিশেষ করে পুরুষদের সাথে দখা করতো না । তারা গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় পানির সাথে সম্পর্কিত কাজ এবং সেচের কাজের অনেকাংশে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রথাগতভাবেই পুরুষদের ছিলো ।

হোটো গ্রামের পানির মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি সদস্যদের । ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা কমিউনিটির সকল সদস্যের জন্য সমান বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো । কিন্তু প্রচলিত সংগঠনটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিচালনায় দুর্বল ছিলো ।

১৯৯৪ সালে একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পরিচালনাকারী (Participatory Action Resarch-PAR) দল গ্রামে যায় এবং পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহায্যের প্রস্তাব করে । কিন্তু এক বছর পর্যন্ত হোটো গ্রামের পুরুষেরা নারীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়নি । দীর্ঘ মতবিনিময় প্রক্রিয়ায় PAR দলের নারী সদস্যরা তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পায় । ঐ সকল নারীদের পানীয়জল সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনায় সম্ভব হয় ।

নারীরা বলেন যে, 'আমরা সভা সর্ম্পকে কোনো তথ্যই জানতাম না' । তারা বলেন, 'পুরুষেরা সভার ব্যাপারে জানায়নি, আমরা সভায় যোগদানে সক্ষম ছিলাম । যাহোক, সভায় আমাদের করণীয় কী? এর সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতাই বা কী? এটি পুরুষেদের দায়িত্ব, আমাদের নয় ।'

গ্রামে আরও অনেক বাধা ছিলো । হোটো বিস্তৃত হয়েছে এবং এখানে অনেক অভ্যন্তরীণ বিভাজনও রয়েছে । এটি ১৮০টি গৃহস্থালী নিয়ে গঠিত ৫টি মহল্লায় বিভক্ত বৃহৎ গ্রাম । এখানে মহল্লাভিত্তিক পানি বিষয়ক কমিটি সংগঠিত হয়েছে যেগুলো প্রতিটি পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো । মহল্লার নারী সদস্যদেরও আলাদা সংগঠন গড়ে উঠেছিলো ।

কমিউনিটির অল্পবয়স্ক এবং শিক্ষিত সদস্যরাই পর্যায়ক্রমে এই কমিটিগুলোর নেতা নির্বাচিত হয়েছে । কেননা প্রচলিত নেতৃত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে শিক্ষা এই দায়িত্বগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে । এর মাধ্যমে প্রচলিত নেতৃত্ব থেকে অন্যদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে শুরু করে যা তাদের জন্য সহজ ছিলো না । প্রতিটি সংগঠনের দুইজন করে সদস্য নিয়ে বৃহদাকারে 'পানি কী কমিটি' [পানির জন্য কমিটির (উর্দু ভাষায়)] মহল্লা কমিটিদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি কমিটি গঠন করা হয় ।

পুরুষরা নারীদের প্রস্তাব গ্রহণ করে

ঘটনাক্রমে, পুরুষরা পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কৌশল উদ্ভাবনে যৌথ সভায় অংশগ্রহণে রাজি হয়। পুরুষেরা একটি সরকারি পুরাতন পানি সরবরাহ স্কীমের অধীন পাইপগুলো বঞ্চিত এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করে।

নারীরাও একটি বিকল্প প্রস্তাব রাখে। তারা অনুভব করে যে অব্যবহৃত ভূমিতে নতুন একটি পানির ট্যাংক প্রয়োজন, যা প্রথমত বর্তমানে অকার্যকর গণ-স্ট্যান্ডপাইপগুলোতে পানি সরবরাহ করবে। তাদের প্রশ্ন ছিলো নতুন পাইপ দিয়ে কী হবে যদি না পুরনো পাইপুগলোর সদ্বব্যবহার হয়?"তাদের সমাধানটি ছিলো অনেক বেশি কার্যকর এবং সভায় সেটিই গৃহীত হয়।

এই ঘটনা গ্রামের চিন্তাধারায় একটি বড় পরিবর্তন আনে। পূর্বে নারীরা সুপেয় পানি ব্যবস্থার উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখতো, পুরুষরা 'গৃহস্থালীর পানির কাজ পুরুষের নয়'- এই ভাবনায় গৃহস্থালীর পানিন সমস্যা বিষয়ে অনাগ্রহী ছিলো। নারীরা বর্তমানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং এটি তাদের জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

সম্প্রতি তাদের একজন বলেন, 'এখন আমাদের পানি আনার ঝামেলা নেই। আমরা ঘরে থেকে সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারি।' তারা আরও মনে করেন, তারা এখন ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দিতে পারছে। 'পানি কী কমিটি' সমিতির এক নারী সদস্যের মন্তব্য, 'আমরা আমাদের পোশাক পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারি, যে পানি 'মালকা' (পানি) প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত।'

বর্তমানে এই নারী সদস্যরা কমিউনিটির নারীদের পক্ষ থেকে নতুন চাহিদার সৃষ্টি করছে। যেমন- স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর শিক্ষা এবং তারা যে বিষয়গুলো জানতে আগ্রহী সেগুলো নির্ধারণ করা। তারা পানির সঞ্চয়ের উপর মনোযোগ দিচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছে এবং তারা মনে করেন রোগ-ব্যাধি সংক্রমণের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পানি কী কমিটির নারীরা পরে তাদের পানির উৎসের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১০ রুপি করে সংগ্রহ করেন। এই অর্থই তহবিল সরবরাহ করে। আজ পানি কী কমিটির সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহরে পরিবর্তে তহবিলকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিকল্প উপায় খুঁজছে। তারা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে হোটোবাসী নিতান্তই দরিদ্র, তাই তারা কোনো অর্থনৈতিক খাতে নিয়মিত অংশ নিতে পারবে না।

কমিটির সভাপতি বলেন, 'আমরা প্রতিটি গৃহস্থালী থেকে ১ কিলোগ্রাম এপ্রিকটের শাঁস সংগ্রহ করে যাচ্ছি। এটি অধিকতর সহজ, কেননা সব ঘরেই এপ্রিকট আছে। আমরা (সমিতির সদস্যরা) শাঁস বিক্রি করবো এবং প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে যাবে।'

সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ছিলো নারীরা কর্তৃক তাদের মেয়েদের শিক্ষাদানের দাবি করা।

পানি কী কমিটির একজন সদস্যা মন্তব্য করেন, 'আমি চাই আমার মেয়ে শিক্ষিত হোক। আমরা যখন বালিকা ছিলাম তখন গ্রামে কোনো বিদ্যালয় ছিলো না। আমরা জানি বয়স্ক মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারবে না। এ জন্য আমাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছি। আমাদের মেয়েরা আমাদের মত করে বাঁচুক এমনটি চাই না, বরং চাই তারা যেন আমাদের চেয়ে ভালো থাকে।'

১৯৯৮ সালে বালিকাদের জন্য হোটোতে একটি স্কুল খোলা হয়।

অন্য গ্রামের উদ্বুদ্ধ হওয়া

স্থানীয় প্রচলিত ধারার নেতারা প্রাপ্ত ফলাফলে খুবই সন্তুষ্ট ছিল। হোটোর প্রথাগত নেতা শেখ আলী আহমাদ বলেন, 'PAR প্রকল্প কমিউনিটিকে সাহায্য করেছিলো তাদের বড় বড় সমস্যা সমাধানে, যা একসময় ভাবাও যেত না। আমরা শিখেছি কীভাবে আমাদের সম্পদকে একত্রিত করতে হয় এবং একত্রিত করে কাজ লাগানো যায়।'

আরেক ঐতিহ্যবাহী নেতা শেখ আগা সাহেব, যিনি গ্রামের বাইরে বাস করেন তিনি যখন হোটো গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং দেখেন যে, গৃহস্থালীগুলো কলের পানি ব্যবহার করছে এবং লোকজন নিজেরাই তাদের পানি সমস্যার সমাধান করছে। তখন 'আল্-মুনতাজির' নামক সংগঠন গড়ে তুলেন, যার উদ্দেশ্য অন্য হোটো গ্রামের সংগঠনের মতো করেই অন্যান্য গ্রামগুলোকেও সমকক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তাদের সামষ্টিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো।

উৎস: অজানা; যদি কোনো পাঠক এই কেসস্ট্যাডি পড়ে থাকেন, তবে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাকিস্তান

একজনের উদ্যোগ, সকলের মুক্তি - বানদা গোলরা পানি সরবরাহ প্রকল্পে নারী নেতৃত্ব

চ্যালেঞ্জসমূহ

বানদা গোলরা ১২০টি গৃহ সম্বলিত পাকিস্তানের একটি ছোট গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ পুরুষ লোকই দিনমজুর হিসেবে কর্মরত ছিলো, যখানে নারীরা গৃহস্থালীতে প্রথাগত ভূমিকা পালন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব কমই অংশ নিতে পারতো। নারীরা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় এখানকার পরিবারগুলো ছিলো। বেশির ভাগ নারীই নিরক্ষর হলেও অধিকাংশ পুরুষই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে। নারীরা ঘরের কাজ, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ করতো। বান্দা গোলরায় দীঘদিন থেকেই পানির সমস্যা ছিলো। গ্রামে পানির উৎস বলতে ছিলো দু'টি প্রাকৃতিক ঝরণা, যা গ্রামবাসী, হাঁস-মুরগী ও বন্য পশুরা ব্যবহার করতো। পানীয় জল সংগ্রহের দায়িত্ব ছিলো নারীর আর এ জন্য তাদের দৈনিক ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হতো। উপরন্তু, গবাদি পশু ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পানির জন্য সপ্তাহের একটি পুরো দিন তাদের ব্যয় করতে হতো। গ্রামের একমাত্র সরকারি পাইপলাইনে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন পানি আসতো, যা স্থানীয় চাহিদার তুলনায় ছিলো অপ্রতুল। ডায়রিয়া ছিলো শিশুদের একটি সাধারণ সমস্যা। এসব কারণে, উন্নত পানি এবং স্যানিটেশন এই গ্রামে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় ছিলো।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

বানদা গোলরা গ্রামের নির্মাণ শ্রমিকের স্ত্রী, দরিদ্র নারী নাসিম বিবি যার কোনো চাষযোগ্য জমি ছিলোনা। তার নেতৃত্বে গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে নিজেদের জন্য পানি সরবরাহ প্রকল্প গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়। নাসিম বিবি ২০০২ সালে সারহাদ রুরাল সাপোর্ট প্রোগ্রাম (SRSP)-এর ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে মিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (CBO) গড়ে তোলেন। SRSP একটি স্থানীয় বেসরকারি সংগঠন যেটি কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোকে অর্থ ঋণ প্রদান করতো।

CBO সদস্যরা ২ বছর ব্যাপী সঞ্চয়ী প্রকল্প চালু করে। ২১ জন নারী এখান থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছিলো। যাদের প্রত্যেকেই ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে। তাদের মাসিক সভায় নারীরা পানিতে অধিকার বৃদ্ধির বিষয়টিকে চিহ্নিত করে গ্রামে পানির সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কর্মসূচিটির আওতায় গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ৭টি নতুন হ্যান্ডপাম্প স্থাপিত হয়। এই পাম্প স্থাপনের মোট ব্যয়ের ২০% কমিউনিটি এবং ৮০% SRSP বহন করেছিলো। এই কেসস্ট্যাডি প্রমাণ করে যে, কীভাবে সংগঠনটি গ্রামে পানি আনায় সফল হয়েছিলো। নাসিম বিবির একক নেতৃত্ব এবং নারীদের কৌশল পানি প্রকল্পের জন্য গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলো। নাসিম বিবির ভূমিকা অন্যান্য নারীদের সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সে নিজেও পানি প্রকল্প ব্যবস্থাপনাকারী হিসেবে করেছে। এই কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছিলো। যে সকল শ্রমিক হ্যান্ডপাম্প ড্রিলিং-এ নিয়োজিত ছিলো, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পরিবার পর্যায়ক্রমে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গ্রামের নারীরাও ড্রিলিং-এর জন্য মাটি নরম করা এবং হ্যান্ডপাম্প প্ল্যাটফরম নির্মাণে সাহায্য করেছিলো।

প্রাপ্তিঃ

পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা:

● পরিবারগুলোতে, বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের গোসল করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাপড় ধোয়ার সময় ব্যবধানও সাপ্তহিক থেকে প্রাত্যহিকে পরিণত হয়েছে।

● পানি সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত সময় আগের তুলনায় কমে এসেছে। ফলে অন্যান্য কাজ করার ক্ষেত্রে বহুলাংশে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

● তাদের নতুন পানির উৎসের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে নিরাপত্তাবিধানের বোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

● পশু-পাখির দ্বারা পানির উৎসের দূষণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি:

● বর্তমানে বারবার গর্ভধারণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বিষয়ে কমিউনিটির নারীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে। ৩৫শোর্ধ অনেক নারীই জানায় যে, তারা এখন তাদের পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

● অধিকাংশ নারী পানি এবং ঋণ প্রকল্পে যুক্ত হওয়ায় পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টিও অধিক হারে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

● কীভাবে এ সকল কর্মকান্ড নারীদের পরিবারের উপকারে আসতে পারে সে সম্পর্কে ধারণাগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং পুরুষদের মাঝে নারীর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

● সার্বিকভাবে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধির ফলে ঘরের বাইরে নারীদের সামাজিক সম্পর্ক এবং স্বাধীনতার ধারণা তাৎপর্যপূর্ণভাবে তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষা:

● শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অভিগম্যতা বেড়েছে। গ্রামে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেটি মেয়েদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়াতে শুরু করেছে।

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং উচ্চমত্রার অংশগ্রহণ:

● পুরুষ সদস্যদের সমর্থনে CBO সদস্যের সংখ্যা তাৎপর্যপূণভাবে বেড়েছে। গ্রামের যারা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেনি তারাও এখন এটিকে সমগ্র কমিউনিটির স্বপক্ষে পরিচালিত কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করছে।

সাফল্যের প্রধান উপাদানগুলো:

● CBO-এর নারীরা পানির প্রকল্পে পুরুষদের সমর্থন অর্জনে করতে সক্ষম হয়েছিলো। কারণ এখানে একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মাঝে পারিবারিক বন্ধন ছিলো। নাসিম বিবিকে তার স্বামী ঋণ ও পানি উভয় সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদানে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছিলো।

● SRSP-এর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীরা তাদের পরিবারে বর্ধিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে আগের চাইতে বেশি সম্মান পেতে লাগলো। একই সাথে পরিবার এবং কমিউনিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেলো।

● CBO সদস্যদের পুরুষ আত্মীয়রা বুঝতে পেরেছিলো যে, নারীদের অংশগ্রহণ সমগ্র পরিবারকে উপকৃত করছে। এটিই পানি প্রকল্পে নারীদের প্রতি পুরুষদের সমর্থন অর্জনে সাহায্য করেছে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, নারীরাও যৌথ ব্যবস্থাপনার মডেলে গ্রামের পুরুষদের সচেতনভাবে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলো।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

পুরুষরা ঘরবাড়ি ও জমিসহ গ্রামের অধিকাংশ সম্পদের অধিকারী ও নিয়ন্ত্রক। রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি পায় না অথবা তাদের পুরুষ আত্মীয়দের কাছে তাদের উত্তরাধিকার ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতো। গ্রামের পুরুষরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের তুলেনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। যদিও বেশির ভাগ নারী পানি ও ঋণ প্রকল্পে যুক্ত এবং দেখাগেছে, কমিউনিটির সদস্যরা তাদের মতামত শুনতে শুরু করেছে। অনেক নারী এখন CBO কর্মকান্ডে পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে বাধা না পেয়ে বরং সমর্থন পাচ্ছেন।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতিঃ টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

ঋণ ও পানি সরবরাহ প্রকল্প সাফল্যের সাথে সম্পাদনের পর, কমিউনিটির সদস্যরা নাসিম বিবিকে একজন অনানুষ্ঠানিক নেত্রী এবং এনজিও-এর সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক আছে বলে মনে করতো এবং অনেকেই তার কাছে চাকরি এবং ঋণ সাহায্যের জন্য আসতো। গ্রামের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারার বিষয়টি ছিলো এই প্রকল্পের একটি দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল। নারীদের সাক্ষাতকার নির্দেশ করে যে, তারা পরবর্তীতে কমিউনিটি সংগঠনের (CBO) সভায় গ্রামের পয়ঃনিস্কাশন কার্যক্রমের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রস্তাব করবে।

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)।

সেনেগাল

কায়ার-এর মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক পরিবেশের কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার মডেল

এই কেসস্ট্যাডিটি সেনেগালের, কায়ার (Cayar) এর মৎস্য এবং উপকূলীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করে। ফসল কাটার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে এটিকে দেখা হয়েছে। কায়ার-এর মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা মডেল একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল, যেখানে প্রচলিত মৎস্য শিকার প্রথাকে বের করে আনা হয়েছে এবং সেখানে নারীরা শুধুমাত্র প্রান্তিক নয় বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

ভূমিকা

কায়ার রাজধানী ডাকার থেকে প্রায় ৫০ কিমিঃ উত্তরে অবস্থিত মৎস্যজীবিদের একটি গ্রাম। যেখানে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও দক্ষ মৎসজীবিদের গোষ্ঠীর বসবাস।

কায়ার, সেনেগাল

গত বিশ বছর ধরে বিশেষ করে আশির দশকের মধ্যভাগে কৃষিক্ষেত্রে ঘাটতির সময় থেকে, সামুদ্রিক সম্পদের উপর খুব বেশি চাপ পড়তে থাকে। এতে মৎস্য ঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় বিশেষ করে গভীর পানির মৎস্য প্রজাতি এবং শামুক অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দলবদ্ধভাবে যে মৎস্যকূল পানির উপরিভাগে সাতার কাটে অধিকাংশ মৎস্য এলাকায় সেগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। এই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তর দিকের দেশগুলোতে, যারা নিজেদের পানিতে অতিরিক্ত মৎস্য শিকারের পর পশ্চিম আফ্রিকাতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, সেখানে মৎস্য শিকার বহুলাংশে অনিয়ন্ত্রিত এবং এভাবে দ্রুত মৎস্য সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর সেনেগালের Exclusive Economic Zone (EEZ) -এ ৪০০০০০ টন মৎস্য ধৃত হয়। মৎস্য শিকার সেনেগালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত।

● এই খাত শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ সেনেগালের খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীকে জীবিকা প্রদান করে (৬০০,০০০ লোক)।

● টাটকা মৎস্য এবং মৎস্য পণ্য ইউরোপ, এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে রপ্তানির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ইউরো আয় হয়, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩০ ভাগ।

● সেনেগাল সরকার ইউরোপীয় ও এশীয় বাণিজ্যিক মৎস্য শিকারী জাহাজগুলোকে সেনেগালের Exclusive Economic Zone (EEZ)-এ প্রবেশ করতে দিয়ে রাজস্ব আয় করে।

● সেনেগালের মানুষের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৫ ভাগ আসে মৎস্য ও মৎস্য দ্রব্য থেকে।

মহিলারা মৎস্য শিকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাদের প্রধান কার্যক্রম হল-

● মৎস্য দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ যেমন- বিশুদ্ধ পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ।

● নারীরা স্থানীয় বাজারে, রেস্টুরেন্টে এবং অন্যান্য স্থানে মৎস্য দ্রব্যের কেনা-বেচার সাথে সম্পৃক্ত।

মৎস্য ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, তা শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় পর্যায়ে সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িত।

নারী মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী:

World Wildlife Fund (WWF) এর পশ্চিম আফ্রিকা অফিস তাদের *YAKAR* প্রকল্প (স্থানীয় Wolof ভাষায় Yakar অর্থ আশা) প্রথম শুরু করেছিলো। "Yakar, Community Management of Marine Resources and the Environment in Cayar"-যে পরিকল্পনাটি উক্ত এলাকায় মৎস্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধানে সহায়তা প্রদানের একটি রূপরেখা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিলো মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, জেলেদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামুদ্রিক পণ্যের স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন করা।

YAKAR প্রকল্প কার্যক্রম ২০০৩ সালে শুরু হয়। কিন্তু প্রকল্পটি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকান্ডে অধিক গুরুত্ব দিলেও অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়নি। কিন্তু প্রাকৃতিক জীবিকা সম্পদ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যকার যে সংযোগ রয়েছে তা বিবেচনায় নেয়া ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

এমতাবস্থায় *"Safeguarding Natural Marine Resources for Coastal Communities"* কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই কর্মসূচিটি প্রাকৃতিক জীবিকা সম্পদ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য WWF, the IUCN Netherlands Committee and Friend of the Earth কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি শুরু হয়। যার সার্বিক উদ্দেশ্য ছিলো প্রাকৃতিক সামুদ্রিক সম্পদ এবং এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা।

এই কর্মসূচিতে দারিদ্র্য বিমোচনকে মূল বিষয় হিসেবে নিয়ে তিনটি মডিউল প্রণীত হয়েছে। মডিউলগুলো হলো- ১) উপকূলীয় মৎস্যজীবি কমিউনিটির ছোট ব্যবসায়ীদের সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচন, ২) উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের জন্য বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে যেমন-জেলেদের আয়, সরবরাহ ও উচ্চমূল্যের স্থায়ীত্ব ধরে রাখতে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ৩) দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের জন্য উন্নত কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা পালনে নাগরিক সমাজের সংগঠনের সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততা গড়ে তোলা।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সেতুবন্ধন রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকান্ড হলো-

● ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি "Mutuelle d'Epargne et Credit" প্রয়োগের মাধ্যমে ২০০৪ সালের মার্চে শুরু হয়েছিল যেটি ৬ মাস পর অক্টোবর-২০০৪-এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই কার্যক্রমসমূহ প্রাকৃতিক জীবিকা সম্পদ এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির (Programme on Natural Livelihood Resources and Poverty Alleviation)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে।

● সকল স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে মৎস্য আহরণকারী ও যে সকল নারী মৎস্য সংরক্ষণ ও বিক্রি করেন তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কায়ার-এ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিষয়টির গুরুত্ব:

মানুষ কীভাবে একে অন্যের প্রতি এবং পরিবেশের প্রতি আচরণ করে সে সম্পর্কিত জ্ঞান কার্যকর সম্পদ নীতিমালার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নীতিনির্ধারণ বিশেষ করে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা সম্পর্কিত নীতি স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিতে তথ্যবহুল ও যুগোপযোগী বলে স্বীকৃত। যদিও সারা পৃথিবী জুড়ে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারে নারীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে তবু ঐসব সম্পদের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় নারীদের পুরোপুরি অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের বাধা প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষা সংক্রান্ত অথবা সাংস্কৃতিক হতে পারে এবং সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যার প্রভাব

সামুদ্রিক সম্পদ ও উপকূলীয় সম্প্রদায় উভয়ের উপর পড়তে পারে। এই কেসস্ট্যাডিটি সেনেগালের নারীদের মৎস্য শিকার ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ মাত্রায় সম্পৃক্ততার প্রচেষ্টার প্রতি আলোকপাত করে।

ঘটনা বিবরণী

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠায় নারীদের সম্পৃক্ততা:

অধিকাংশ দেশে নারীরা পরিকল্পনা, উন্নয়ন অথবা সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অসম্পৃক্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে উপেক্ষিত। সৌভাগ্যক্রমে, কায়ারে MPA প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া জেন্ডার এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি মনে করে।

তাদের পৃথক ভূমিকার কারণে, নারী ও পুরুষের উপর MPA প্রভাব ভিন্নতর হয়ে থাকে; প্রকৃতপক্ষে, MPA বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। জেন্ডার পার্থক্যের স্বীকৃতি এবং MPA পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রকল্পে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও উপকৃত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে, যা কার্যত MPA-এর সাফল্যে অবদান রাখে।।

MPA স্টেকহোল্ডার হিসেবে নারী:

যখন পরিকল্পনাকারীরা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষদের সাথে শলা-পরামর্শ করে, তখন তারা কেবলমাত্র জনসংখ্যার অর্ধেকের নিকট পৌছাতে পারে। কার্যত, তারা অর্ধেক তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে কমিউনিটির নারীরা পুরুষদের সাথে MPA-এর প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত। নারীদের অংশগ্রহণ কেবল সংখ্যা পূরণ নয়, কেননা প্রায়শই তারা ভূমির বিভিন্ন অংশের দখল পায়। এতে তারা একটি সামগ্রীক চিত্র তুলে আনতে পারে এবং তারা শুধুমাত্র পুরুষদের চাহিদা এবং প্রাধান্যকেই আলোকপাত করে না।

বিভিন্ন নারী সংগঠন (“*Groupements de Promotion Feminine,* মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংগঠন উপকূলীয় পরিচ্ছন্নতাকারী কমিউনিটি ইত্যাদি) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইভাবে, নারীদের অংশগ্রহণের গুণাবলী বিভিন্ন কমিউনিটি এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের গুণাবলী ফুটে ওঠে।

কায়ার-এ জেলেদের অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে, মাছের আকার দামের সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলেরা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারীরা (নারী) কীভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধারণা লাভ করে। যদিও যৌথ ব্যবস্থাপনায় সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পুরুষ জেলেরা এবং নারী সংগঠন নিজেদের ক্ষমতায়ন অনুভব করতে পেরেছিলো এবং তাদের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মান নিয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন।

নারীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা

সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের উপর অস্থায়ী চাপ হ্রাস করা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি কার্যকরী উপায়। কিন্তু ঐ চাপ যখন মৎস্য আহরণকারীদের পক্ষ থেকে আসে, তখন পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে, কেননা এতে মানুষের জীবনধারণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্য মৎস্য ব্যবসায়ীদের আরও পরিবেশ বান্ধব উপায় গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং এই ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনো জীবিকাতে নিয়োজিত হতে তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন। এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যয়বহুল কর্ম নয়, তবে কিছু অর্থের প্রয়োজন এখানে আছে এবং খুব কম সংখ্যক মৎস্য ব্যবসায়ীর সেই পরিমাণ পুঁজি রয়েছে। এ জন্যই জেন্ডার সংবেদনশীল কমিউনিটিভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় WWF সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ পর্যন্ত কায়ার-এর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সন্তোষজনক। ঋণদান পরিষদ অর্থের চেয়ে আরও বেশি কিছু দেয়। তারা ক্ষমতায়ন সৃষ্টি করে। ঋণ পরিষদ দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় প্রেরণার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কায়ারে মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল থেকে সবজির

খামার, হাঁস-মুরগি পালন, দোকান পরিচালনা এবং মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে বিক্রির পরিবর্তে খুচরা মৎস্য উৎপাদিত পণ্য ব্যবসার প্রবর্তন করেছে। এই কার্যক্রম ২০০৪ সালে শুরু হওয়ার পর ২০৬টি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। এই তহবিলটি প্রথম শুরু হয়েছিল WWF-এর ঋণের ১৫ হাজার ইউরো এবং সদস্যদের সঞ্চয়ী ৭৫০০ ইউরো দিয়ে। বর্তমানে ঋণ পরিষদ ৯ হাজার ইউরোর চেয়ে বেশি ঋণ পরিচালনা করেছে এবং একই সময়ে WWF-এর প্রায় ৪০০০ ইউরো ঋণ পরিশোধ করেছে। এটা প্রত্যাশা করা যায় যে, WWF যে তহবিল প্রদান করেছে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে তা শোধ হয়ে যাবে এবং একই সাথে ঋণ পরিষদ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

ঋণ পরিষদের সদস্যপদ কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন গ্রামীণ কমিউনিটিগুলোতে খুবই দৃঢ় হওয়ায় ঋণ গ্রহণ ও যথাযথভাবে পরিশোধে একই বন্ধন সামাজিক চাপ নিশ্চিত করে থাকে। নির্ধারিত দিনের মধ্যে একটি ঋণও অপ্রদেয় থাকে না। শুধুমাত্র শতকরা ৯ ভাগ ঋণ প্রত্যাশা অপেক্ষা দেরিতে শোধ করা হয়েছে।

ঋণ দেয়া ও নেয়ার নিয়ম-নীতি সেনেগালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কমিউনিটিও কিছু অতিরিক্ত নিয়ম নির্ধারণ করতে পারে (যেমন- কোন কাজগুলো মনোনীত হওয়ার যোগ্য)। একটি কমিউনিটি পরিষদ; যা সদস্যদের নিয়ে গঠিত এবং সাধারণ পরিষদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সভায় মিলিত হতো। প্রতিটি ঋণ পরিষদের কমিউনিটির দ্বারা তৈরি কার্যকরী নীতিমালার সাথে একমত হতে হবে, যেখানে তহবিলের অর্থ কীভাবে এবং কারা দ্বারা ব্যবহৃত হবে তা স্পষ্টভাবে বলা আছে। কায়ারের কমিউনিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রাধান্য পাবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে সে সকল ক্ষেত্রেই ঋণ অনুমোদন করা হবে।

একটি ঋণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনায় কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন। এ WWF কমিউনিটিকে সংগঠিত এবং ঋণ পরিষদের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও তারা সরকারি এবং কমিউনিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরীক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছে।

সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে বৈচিত্র আনয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি কার্যকর এবং শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কমিউনিটি বিশেষ করে নারীদের সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও জনগণের সচেতনতা এবং প্রযুক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা, নতুন কার্যক্রম শুরুর জন্য কমিউনিটিতে চলমান ঋণ কর্মসূচিসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থাও করেছে। যা একজন মৎস্য ব্যবসায়ী এবং তার পরিবারকে নিজের কমিউনিটির ভেতর যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে অন্যের সাথে কাজ করতে সমর্থন করবে। এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার কেননা একজন মৎস্য ব্যবসায়ীর কাছে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানে অপর একজন মৎস্য ব্যবসায়ীই অনেক বেশি সমর্থ।

ফলাফল/শিক্ষণীয় বিষয়:

কি কাজ করেছিল এবং কেন?

চাহিদাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিকল্প কাজের সুযোগ না থাকায় কায়ার-এর মৎস্যজীবিরা জীবনধারণের জন্য সম্পূণভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল ছিলো। সম্পদের পূর্বাবস্থায় সংরক্ষণের জন্য পূর্বশর্ত হলো পরিস্থিতির পূনঃঅবনতি রোধ। প্রকৃতপক্ষে, কায়ারের জেলেরা নিজেরাই এক দশক পূর্বে ১৯৯৪ সালের আর্থিক সংকটের কারণে মৎস্যশিকারের টেকসই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। কমিউনিটিকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে WWF-এর ভূমিকা ছিলো নির্দিষ্ট। যা করা প্রয়োজন এবং জনগণকে উপদেশ প্রদান করা যাতে কমিউনিটির প্রয়োজনের পথে হস্তক্ষেপ বন্ধ থাকে। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিলো গ্রামের লোকদের অত্যন্ত স্পষ্ট দাবি। নারীরা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য তথ্যভান্ডার এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর (হিসাবরক্ষণ, বাজেট নির্ধারণ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা

উল্লেখ করেন। WWF-এর কর্মকান্ড ছিলো কমিউনিটির ক্ষমতার বাইরের সমস্যা সমাধানে সমর্থন করা।

কায়ারের স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠন সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত। কায়ার কমিউনিটি ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন সেনেগালের একমাত্র মৎস্য নির্ভর গ্রাম। প্রায় ক্ষেত্রেই সংগঠনগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রম রয়েছে যেমন-*Groupements d'Interêt Economique* (GIE) এবং এগুলোতে নারীদের আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই সংগঠনগুলো সরকারি "Service de Pêche" বা মৎস্য বিভাগের স্থানীয় শাখায় মৎস্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। কিছু গ্রামে প্রতিটি দল থেকে প্রতিনিধিসহ আন্তঃপেশাদারী সমিতি রয়েছে, যা জেটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের গুণাবলী এবং ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে এক মৎস্য কমিউনিটি থেকে অন্য মৎস্য কমিউনিটির সাথে পার্থক্য করে।

২০০০ সালে শুরুর পর থেকেই, WWF একদিকে মৎস্য ব্যবসায়ীদের সামুদ্রিক সম্পদ শোষণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের যে নিবিড় সম্পর্ক, তা নিয়ে এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত শোষণের ভয়াবহতা এবং অতি সংরক্ষণশীলতার জটিলতা নিয়ে সচেতন ছিলো। কায়ার-এ WWF মৎস্য কমিউনিটির মধ্যে প্রচলিত ধারাকে প্রভাবিত করতে বিচিত্র কৌশল উদ্ভব এবং সংরক্ষণের ভিতরে যে ব্যবধান আছে তাকে চিহ্নিত করে। জীবিকার জন্য যে আশু প্রভাব তা এসেছে মূলত মৎস্য শিকারীদের ব্যবস্থাপনা নীতির সমর্থন, নারীদের দ্বারা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ওভেন নির্মাণ এবং ঋণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে। এই তহবিল মৎস্য ক্ষেত্র (নৌকা, আউটবোড মোটর, গিয়ার) এবং এর বাইরে (উদ্যানপালন বিদ্যা, বাণিজ্য) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতি এং বাস্ত বায়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণ প্রকল্প দ্বারা সমর্থিত এবং কার্যপ্রক্রিয়ার মালিকানা এবং বশ্যতার জন্য চূড়ান্ত। নারীরা সংগঠনের পরিকল্পনা এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে।

কী কাজ করেনি এবং কেন?

সেনেগাল সরকারের দৃষ্টিতে কায়ার মডেল একটি উদাহরণ সেনেগালের বাকি অংশ এর বাইরে। কিন্তু, এই প্রকল্প প্রসারণের পূর্বে কমিউনিটিগুলো এবং তাদের সংগঠনগুলোর জন্য আইনগত বৈধতা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা তাদের বিরুদ্ধচারণকারী দেশান্তরিত মৎস্য ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটির বিচ্যুত সদস্যদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অনুমোদন দিতে পারে। কায়ার-এ এরকম আইনগত সহায়তার ব্যবস্থাই হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে রহস্যজনক ঘটনার প্রধান ব্যাখ্যা। সেনেগালের সকল মৎস্য কমিউনিটির কম-বেশি একই সমস্যা রয়েছে এবং একই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, কেবলমাত্র একটি কমিউনিটিই এই পরিস্থিতিতে সফল হয়েছে।

অনেক উদাহরণ আছে, নারীদের অংশগ্রহণ যেখানে প্রকল্প কর্মকান্ডের ভেতরে সীমাবদ্ধ (যেমন- প্রশিক্ষণ, সেমিনার, জীবিকা প্রকল্প উন্নয়ন, সমর্থন এবং লবিং-এ অংশগ্রহণ) তাদের এই অংশগ্রহণ থেকেই জেন্ডার ন্যায্যতার সুযোগ-সুবিধাগুলো আসতে পারে (যেমন- সম্পদ, উৎপাদনের কাঁচামাল, অতিরিক্ত মূলধন, বাজার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ) যেটি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। এটা লক্ষ্যণীয় যে কীভাবে নারীরা লভ্যাংশ বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যা টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে, সংরক্ষণ/পুনর্বাসন এবং কমিউনিটির নারী-পুরুষের সমান প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে।

জ্ঞান বিনিময় এবং পুনরাবৃত্তির প্রধান বিষয়গুলো:

স্থানীয় কমিউনিটিগুলোতে জেন্ডার কাঠামো সম্পর্কে জানতে এবং কেন নারীরা পুরুষদের মত সমান অংশগ্রহণ করতে পারে না তা খুঁজে বের করতে এবং এ বিষয়ে সমাধানের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে নারী-পুরুষের মতামত নেয়া হয় এবং একই সাথে পুরুষদের সমর্থন অর্জন করা হয়।

● জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে নারীদের জ্ঞানের ব্যবহার, যেহেতু পুরুষদের চেয়ে সামুদ্রিক পরিবেশের সাথে নানাভাবে তারা মিথস্ক্রিয়া করে। (যেমন- পোস্ট হারভেস্ট কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা এবং গাটিং ফিস তাদেরকে মৎস্য প্রজনন ঋতু সর্ম্পকে জ্ঞান দান করে)

● সকল কর্মকান্ডে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতসহ উভয় স্টেকহোল্ডার ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা (অংশগ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না) এর অর্থ সভার সময়সূচি ও স্থান নারীদের উপযুক্ত হতে হবে (যেমন- পুরুষদের প্রথাগত সভার স্থানে নয়)।

- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার যেমন- একই লিঙ্গের ফোকাস গ্রুপ গঠন এবং নারী-পুরুষদের আলাদা সভা।
- কীভাবে উপকূলীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ ও উপকৃত হয় তা লক্ষ্য করা।
- চাকুরি, প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়ি দলের ঋণ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিন্নতার তথ্য-উপাত্ত্ব সংগ্রহে রাখতে হবে। যাতে বাজেটে ব্যয়ের অনুপাত এবং উভয় জেন্ডারের অংশগ্রহণের প্রবণতা ধার্য করা যায়।
- রোল মডেল সৃষ্টি এবং নেতৃত্ব ও জেন্ডার সমতা উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

লেখক এবং অন্যান্য তথ্যর জন্য যোগাযোগ:
ড. আরোনা সোমারি
WWF WAMER
ইমেইল- asoumare@wwfsenegal.org
ফোন: +২২১৮৬৯৩৭০০
ফ্যাক্স:+২২১৮৬৯৩৭০২

দক্ষিণ আফ্রিকা

মাবুল গ্রামের পয়ঃনিস্কাশন এবং ইট তৈরির কর্মসূচিতে নারীরা

চ্যালেঞ্জসমূহ

দক্ষিণ আফ্রিকার মাবুল গ্রামে ৪৫০টি গৃহস্থালী রয়েছে। মাবুলের লোকেরা সাধারণত অভিবাসী শ্রমিক। তাদের অনুপস্থিতিতে শিশু ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা, পরিবারের সদস্যদের খাওয়ানো এবং একই সাথে জ্বালানি কাঠ ও পানি সংগ্রহের মতো অধিক সময় ব্যয়ের কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব নারীদের পালন করতে হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উপযুক্ত পয়ঃনিস্কাশন সুবিধার অভাবে এই গ্রাম কলেরা রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। এখানে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপর কম নজর দেয়া হতো। এখানকার সবচেয়ে কাছের পানির উৎসটি ছিলো ১০ কিমিঃ দূরে অবস্থিত। নিম্নমানের নির্মাণ ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে অনেক নারী এবং বালিকার জন্য পয়ঃনিস্কাশন সুযোগের ব্যবহার ছিলো অতিশয় দুষ্কর। বালক ও পুরুষেরা প্রায়শই তাদের প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনে নিকটবর্তী ঝোপ ব্যবহার করতো। স্বাস্থ্য সচেতনতা, নির্মাণ উপকরণের (যেমন- ইট) অভাব এবং গ্রামবাসীদের অদক্ষতা এই পরিস্থিতির পরিবর্তনকে জটিল করে তোলে।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

এসব সমস্যার সমাধানার্থে ডিপার্টমেন্ট অব ওয়াটার অ্যাফেয়ার্স এন্ড ফরেস্ট্রি (DWAF) এবং Mvula ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে দ্য মাবুল ওয়াটার স্যানিটেশন প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। Mvula ট্রাস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার একটি এনজিও যা নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, কেননা নারীরাই সচরাচর সেবাসমূহ সকলের চাহিদা মেটাচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করে থাকে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DoH) মাবুল গ্রামে স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। যদিও উক্ত কর্মসূচি শিশুদের জন্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার মতো বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তবু এটি উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারেনি। গ্রামের একদল নারী গ্রামের স্বাস্থ্যগত অধঃপতন নিয়ে নিজেদের দঃখ প্রকাশ করেন এবং অচিরেই এই অবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

মাবুলের নারীদের উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীলতায় সন্তুষ্ট হয়ে Mvula ট্রাস্ট এবং DWAF স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য সম্পদ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। সরকারি পর্যায়ে পয়ঃনিস্কাশন কর্মসূচিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে DWAF যেখানে জেন্ডার ভারসাম্য আছে সেখানেই অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মসূচিটি কমিউনিটি কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এই কমিটিতে সদস্য নির্বাচনের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারিত ছিলো। যে সকল নারী DoH কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলো, শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তারাই ১০টি আসনের ৮টিতে নির্বাচিত হয়েছে। শৌচাগার নির্মাণের সরঞ্জাম এবং অর্থ উপার্জনার্থে একটি ইট তৈরি কর্মসূচি স্থাপিত হয়। পয়ঃনিস্কাশন ও ইট তৈরি উভয় কর্মসূচি জেন্ডারভিত্তিক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কমিউনিটির সদস্যদের কমিউনিটি এবং প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বোঝাতে জেন্ডার শ্রমবিভাগের বিশ্লেষণ প্রকল্পটির একটি অংশ হিসেবে নেয়া হয়েছিলো। সমিতির সদস্যরা উন্নত স্বাস্থ্যব্যববস্থার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়েছিলো।

ফলাফল:

স্বাস্থ্য এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা:

● কমিউনিটি এখন নিরাপদ, তাদের শৌচাগার স্বাস্থ্যসম্মত এবং আকর্ষণীয় ।

● কমিউনিটি উন্নত স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভোগ করছে, বিশেষত বর্জ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।

নারীর ক্ষমতায়ন:

● কমিউনিটির সদস্য, স্থানীয় প্রশাসন এবং এনজিও-র কাছে নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে । পাশাপাশি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতাও বেড়েছে ।

● কমিউনিটি নারীরা কর্মসূচির সমগ্র জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা করতে শিখেছে ।

কমিউনিটি উন্নয়ন:

● ইট তৈরি কর্মসূচি ১০ জন লোককে কর্মে নিয়োগ করেছিলো, যার মধ্যে ৪ জন পুরুষ ৬ জন নারী; এবং সমিতির সদস্যরাও ইট কেনায় অংশগ্রহণ করছে ।

● অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কমিউনিটির নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই অর্থ সমাগম ঘটেছে ।

সাফল্যের প্রধান উপাদানগুলো

সমগ্র কমিউনিটির গতিশীলতা এবং মূল্যায়ন:

● জনগণ তাদের কমিউনিটির জেন্ডার ইস্যুতে সংবেদনশীল ছিল ।

● নারী ও পুরুষের আগ্রহ এবং কল্যাণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ছিলো ।

● ব্যাপক অংশগ্রহণেরভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধির চর্চায় পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন উপায়ের ব্যবহার করা হয়েছিলো ।

● সমগ্র কমিউনিটি, শহর উপদেষ্টা এবং নেতারা নিজেদের কর্মসূচির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কমিউনিটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করেছিলো ।

জেন্ডার বিশ্লেষণ ও মূলধারা:

● পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার সাথে নারী ও পুরুষদের সময়ের বাধা সম্পর্কিত বিষয় মূল্যায়ন ।

● সংবেদনশীল এবং অভীতিকর অবস্থায় জেন্ডার ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলো পরিবর্তন করা যায় কিনা তা পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিলো ।

● এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যাতে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে, যেমন- সভার সময়কাল এমনভাবে দেয়া হতো যাতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় এবং

● পুরুষ ও নারীদের বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হত ।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

● উন্নয়ন প্রকল্পে নারী নেতৃত্বের ধারণা শুরুর দিকে কমিউনিটি সমর্থন করেনি। পৌরসভা চায়নি নারীরা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলুক, কারণ তারা ভেবেছিলো করেছিলো যে প্রকল্প বাস্তাবায়ন কমিটির তহবিল ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দক্ষতা নেই।

● কিছু কিছু স্বামী চায়নি তাদের স্ত্রীরা পয়ঃনিস্কাশন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করুক। কেননা এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা নিষিদ্ধ।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

কমিটির কিছু সদস্য কমিউনিটির ভিতর শৌচাগার নির্মাণের পরও স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে থাকলো। বিচক্ষণ সুকৌশলী প্রকল্প পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সমর্থনের উপর নির্ভর করে মাবুলের নারীরা অন্য কমিউনিটির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রবর্তনে তাদের পুরুষকর্মীদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যায়।

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)।

দক্ষিণ এশিয়া

তৃনমূল পর্যায়ে পানি এবং দারিদ্র্য চিহ্নিতকরণ: দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পানির অংশীদারিত্ব এবং নারী ও পানির নেটওয়ার্কের একটি কেসস্ট্যাডি[৮]

ভূমিকা

বর্তমান দশকে অধিকারের ধারণায় এবং দারিদ্র্যের সাথে জনসংখ্যা ও পরিবেশের (পানিসহ) সংযোগের[৯] বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী কাজ হয়েছে। এই কাজ নারীরা কীভাবে পুরুষদের চাইতে প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

পারিপার্শ্বিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি ও পানি সম্পদে মালিকানা এবং অভিগম্যতা একটি মৌলিক বিষয়। দক্ষিণ এশিয়ায় জেন্ডার অসমতা ভূমি এবং পানি অধিকার খর্ব করেছে। যেখানে নারীরা পানি সংগ্রহ এবং পরিবারের জন্য খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দায়িত্বে নিয়োজিত সেখানে তাদের সীমিত অধিকার খাদ্য ও পানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।[১০] বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব উত্তরাধিকার আইনের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে এবং আইনগত কাঠামোর অপর্যাপ্ততা নারীদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার সীমাবদ্ধ করে ফেলে।[১১]

দরিদ্র বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের বন, পশুচারণভূমি, জলাভূমি এবং ভাসমান মৎস্য ক্ষেত্রের মতো 'সার্বজনীন সম্পদের' উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রচন্ড দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার পরিবারগুলো তাদের জ্বালানী, গবাদি পশুর খাদ্য ও পানি এই 'সার্বজনীন সম্পদ' থেকে আহরণ করে। ভারতের শুষ্ক এলাকার ভূমিহীন মানুষ তাদের বার্ষিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ এবং একইসাথে বাজার বহির্ভূত পণ্য-দ্রব্যসমূহ সাধারণত এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আহরণ করে থাকে।[১২] ভারতীয় উপমহাদেশে গো-চারণ ভূমি (গরু চরানোর জন্য চাষবিহীন ভূমি যা স্থানীয় জনগণের সম্পদ)-এর সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত পূনর্বাসনে একটি প্রাচীন পন্থা রয়েছে।

পরিবারের পানি ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সাবর্জনীন সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ম্যনগ্রোভ বনের অভাব নারীদের জীবিকা ধ্বংশ এবং বাংলাদেশের অনেক উপকূলীয় পরিবারকে দারিদ্র্যপীড়িত করেছিলো। এসব অঞ্চলের নারীরা যখন প্রথাগতভাবে কৃষিজ কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনায় ছিলো তখন প্রমাণ করেছে যে, তারা পুরুষের তুলনায় অধিকতর কৃতিত্বের দাবিদার। এসময় নারীরা কৃষিজ ক্ষুদ্র ঋণে সামান্যই অভিগম্যতা পেয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের নীতি অথবা কৌশলসমূহে পরিবেশ কিংবা পানি অথবা উভয় বিষয়ই পরিলক্ষিত হয়। দেশগুলোর নারীদের অগ্রগতি সাধনে কৌশল ও পরিকল্পনাও ছিলো যেখানে নারী ও পানির বিষয়টি উল্লেখ আছে। অনেক দেশেরই দারিদ্র্য নীতি থাকলেও পানি, দারিদ্র্য এবং নারী এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। যদি কোথাও জেন্ডার বিষয়ক কোনো

---

[৮] এই কেসস্ট্যাডিটি সিমি কামাল এবং জ্যাসডিন জাইরাথ এর ২০০২ সালে জেন্ডার ও পানির জোটের জন্য উদ্ভূত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

[৯] ১৯৯১ সালে এল মেলিসা ও মারনস আর এর 'এনটাইটেলমেন্টস' আর বেস্ট ডিসকাস এবং 'পোভারটি এন্ড দি এনভায়রনমেন্ট ইন ডেভলপিং কান্ট্রিজ: এন ওভারভিউ স্ট্যাডি', ইএসআরসি সোসাইটি এন্ড পলিটিকস গ্রুপ/জিইসিপি এন্ড ওডিএ-এর ধারণা থেকে নেয়া।

[১০] বিস্তারিত দেখুন-'রুরাল উইমেন এন্ড ফুড সিকুইরিটি'-কারেন্ট সিসুয়েশন এন্ড পারসপেকটিভ, এফএও, রোম-১৯৯৮।

[১১] বিস্তারিত দেখুন-'ইফেক্ট অব দি ইন্টারপ্লে অব ডিফরেন্ট ফরমাল এন্ড কাস্টমারি ল'স অন উইমেন ইন পাকিস্তান', ২০০২, সিমি কামাল।

[১২] বিস্তারিত দেখুন - ২০০০ সালে ইউএনইএসসিএপি কর্তৃক-পোভার্টি এন্ড এনভায়রনমেন্ট চ্যাপ্টার ফর: স্টেট অব দি এনভায়রনমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক, ২০০০।

কিছুর উল্লেখ থাকে তাহলে সেটিও একেবারেই মোটাদাগের (অথবা কখনও গৃহস্থালীর কাজের জন্য পানি, পায়ে হেঁটে পানি বহণ এবং পানির অধিকার)। পানির সাথে জেন্ডারের সুনির্দ্দিষ্ট সম্পৃক্ততা (যেমন- জলাভূমি সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন অথবা ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা পালন সম্পর্কিত), কিংবা দারিদ্র্য এবং পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক পরিকল্পনায় নারীদের ব্যাপক ভূমিকার বিষয়টি (সুবিধাভোগী, ব্যবহারকারী এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে) খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

যাহোক, এটা হতে পারে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কিছু প্রকল্পের দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নারীরা পানি ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যা পরোক্ষভাবে দরিদ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু জাতীয় কিংবা প্রাদেশিক নীতি ও কৌশল-এ এর উল্লেখ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের বোম্বের নিকট একটি বিশ্ববিদ্যালয় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং স্থানীয় প্রতিবেশের পুনুরুৎপাদনের মাধ্যমে পরিত্যাক্ত স্থান ব্যবহার করে ১৭টি কৃত্রিম লেক তৈরি করেছে। এই প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকারীর সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় নারী ছিলো। যারা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্থানীয় কমিউনিটির নারী। একইভাবে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি প্রকল্পে স্থানীয় নারী ও শিশুরা নিয়মিত ড্রেনে পানি প্রবাহ পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলসেচ ও ড্রেনের লাইন পৃথক রাখার কাজে সহায়তা করতো।

পদক্ষেপের গুরুত্ব

দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্রদের জন্য 'দারিদ্র্য হ্রাস'-এর অর্থ পানি, খাদ্য এবং জীবিকার নিরাপত্তা। এই অঞ্চলে বিশেষ করে তৃনমূল পর্যায়ে প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারভিত্তিতে পানি, খাদ্য ও জীবিকার (দারিদ্র্য বিমোচনের বিশেষ তিনটি বিষয়) উন্নয়নে সুস্পষ্ট ও কার্যকরী কর্মসূচি গ্রহণ যা নারীকে সম্পৃক্ত করে। নিম্নোক্ত দু'টি ঘটনা (একটি পাকিস্তান এবং অপরটি ভারত থেকে নেয়া) প্রদর্শন করে কীভাবে তৃনমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি পানি, খাদ্য এবং জীবিকা নিরাপত্তাকে মোকাবেলা করে।

ঘটনা: পাকিস্তান-একটি ব-দ্বীপ অঞ্চলের দরিদ্রতা

ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত সিন্ধু নদ (indus) ১৪টি মুখ বিশিষ্ট একটি বৃহৎ ব-দ্বীপ দ্বারা আরব সাগরে মিলিত হয়েছে। সিন্ধু ব-দ্বীপে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ভূমি (করাচি থেকে কাস-এর পথে) এবং ১.৫ মিলিয়ন লোকসংখ্যা রয়েছে যার ০.৫ মিলিয়ন মৎস্যজীবি।

কট্রি বাঁধ থেকে নিচের দিকে সিন্ধু শুকিয়ে যাওয়ায় পরিবেশ স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমুদ্র অবাঞ্ছিতভাবে ১৫০ মাইল (প্রায় ২২৫ কিমিঃ) পর্যন্ত স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেছে।[১৩] চিংড়ি উৎপাদন এক-দশমাংশ হ্রাস পেয়েছে, ০.৬ মিলিয়ন একর ব্যাপী ম্যানগ্রোভ বনভূমি কমে ০.২৫ মিলিয়ন একরে পরিণত হয়েছে। ব-দ্বীপের শুষ্কতা এবং পরবর্তীকালে চিংড়ি ও মাছ উৎপাদনের স্বল্পতা অঞ্চলটির এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মৎস্যজীবির জীকিকার উপর প্রভাব ফেলেছে।

যখন পানি প্রাপ্যতার বাস্তবতা, এর পরিচালন ব্যবস্থা, আবহাওয়া, জলবায়ু, ব-দ্বীপ পরিস্থিতি এবং বাজার পরিবর্তিত হয়েছে তখনও কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহারে পরিবর্তন হয়নি। শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ জমি চাষের আওতায়। দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সেচের অপ্রতুলতায় ভূমির এক বিরাট অংশ চাষ অযোগ্য হয়ে পড়েছে ফলে শষ্য উৎপাদন কমে গেছে এবং হাজার হাজার স্থানীয় কৃষক যাদের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল তারা অর্থনৈতিক দূরাস্থার সম্মুখীন হচ্ছে।

সিন্ধু প্রদেশের পাচটি জেলায় (কেসস্ট্যাডির অঞ্চলসহ) সংঘটিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রত্যেকে যাদের মাসিক আয় ৬,৯৫৪ রুপি (১১৭ ডলার) অথবা তারও কম তারা দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত। ১নং টেবিলে থাট্টা জেলার (যার একটি বৃহৎ অংশ সিন্ধু ব-দ্বীপ অঞ্চলের ওয়াটার পার্টনারশিপের আওতাধীন) দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত ৫টি প্রধান শ্রেণীর- ক্ষুদ্র কৃষক, অংশিদার চাষী,

[১৩] "ভিশন এন্ড প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট" ইন্দাস ডেল্টা পার্টনারশীপ (আইডিপি), ডিসেম্বর ২০০১।

দিনমজুর, জেলে এবং পশুপালনকারী পরিবারের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয়ের অনুপাত দেখানো হয়েছে। এটা দেখানো যেতে পারে যে, মোট পরিবারের শতকরা ৫৬টি পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে (যা মোট পরিবারের অর্ধেকেরও বেশি)।

সিন্ধু ব-দ্বীপের (থাট্টা জেলা) পরিবারসমূহ যাদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় দারিদ্রসীমার নিচে

	ক্ষুদ্র কৃষক %	অংশিদার চাষী %	দিনমজুর %	জেলে %	পশুপালন %	মোট %
যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ৬,৯৫৪ রুপি (১১৭ ডলার) অথবা তারও কম	৬৭	৪৮	৬৩	৪৯	১০০	৫৬

উৎস: সিন্ধু রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট, পিএন্ডডি, জিওএস/এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক/রাসটা/এগ্রোডেভ, ২০০০

প্রতিটি পরিবার এমনকি অধিকতর দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যসীমা নির্ণয়ে ইউএস ১ ডলার ব্যবহার করা হয়েছে। যখন ইউএস ডলার ১/ব্যক্তি/দিন সূত্র (যেখানে ইউএস ডলার ১ = ৫৯.২৫ রুপি) ব্যবহার করা হয়েছে তখন দেখা গেছে যে, প্রতিটি পরিবারই মাসে ৫,০০০ রুপি পর্যন্ত আয় করে যা চরম দারিদ্রসীমার নিচে। অর্থাৎ, সিন্ধু ব-দ্বীপের শতকরা ৬৭টি পরিবার (দুই-তৃতীয়াংশ) দরিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। এমনকি যে সকল পরিবারের মাসিক আয় ১০,০০০ রুপি তারাও মূলত দারিদ্র্য সীমার প্রান্তে অবস্থান করছে।

সিন্ধু ব-দ্বীপের অঞ্চলের ওয়াটার পার্টনারশিপ ২০০১ সালের জুন মাসে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ-এর অংশ হিসেবে কাজ করার পদক্ষেপ নিয়েছিলো। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো পানি, খাদ্য এবং জীবিকার নিরাপত্তা প্রদানে সহযোগিতা করা (এবং এভাবে দারিদ্র্য মোকাবেলা করা)। এর সদস্য স্থানীয় এনজিও, সরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, এছাড়াও স্থানীয় কৃষক এবং স্টেকহোল্ডারগণ।

এই পার্টনারশীপ-এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো-

● সিন্ধু ব-দ্বীপের প্রাণসঞ্চার: উপকূলীয় নবতেজোদ্দীপ্ততা, কৃষি, মৎস্য, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন।

● পানি, খাদ্য এবং জীবিকার নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে পানি সমস্যা বিষয়ক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরসমূহের সাথে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে পানি সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন করা।

সিন্ধু ব-দ্বীপ অঞ্চলের ওয়াটার পার্টনারশিপের ১০ বছরের লক্ষ্যের কিছু প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ-

● সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার (আইডব্লিউআরএম) অধীনে নব্যপ্রবর্তিত এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের মাধ্যমে ব-দ্বীপের আদর্শ জল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। সমাজের সকল স্তরের (বিশেষ করে দরিদ্র এবং ভূমিহীন) সকল পানি ব্যবহারকারীর জন্য পানি বণ্টনের সমতার বিষয়টি এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

● উপকূলের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি যা শধুমাত্র এর নিজস্ব প্রয়োজনেই নয় বরং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব আয়কে সমৃদ্ধ করে।

● অংশীদার চাষীদের পরিবর্তনের মাধ্যমে জলসেচ প্রক্রিয়ার পরিবহন ক্ষতি হ্রাস, কার্যকরী জলসেচ চর্চা এবং পানির অধিকতর কার্যকরী ব্যবহার ।

● পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।

একটি আদর্শ সরবরাহ (মিরপুর সাক্রো কমান্ড এরিয়া) প্রথম মাইলফলক যা স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণের দ্বারা পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত । এর লক্ষ্য, কৃষকদের প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে এবং উন্নত অনুশীলনের জন্য কৃষকদের সামর্থ বৃদ্ধি করবে ।

খাদ্য, পানি এবং জীবিকা বিষয়ক তৃণমূল সহযোগিতা বর্তমানে নারী এবং পানি নেটওয়ার্কের সমান্তরাল পদক্ষেপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক করার মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক করার উদ্যোগ চলছে ।

জেন্ডার ধারার প্রয়োজনীয়তা এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, পানি সম্পর্কিত (অধিকন্তু দারিদ্র্য সমতা ও ন্যায্যতার বিষয়সমূহ) নীতি, কৌশল, কর্মসূচি এবং কার্যাবলী অধিকাংশ নারী সমর্থনের দ্বারা আলোচিত, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নারীদের উপর বিদ্যমান প্রতিকূল প্রভাবসমূহ হ্রাস অথবা নির্মূল করা হয়েছে ।

ডব্লিউডব্লিউএন-এর নক্শা কৌশলগতভাবে শুধুমাত্র নারীদের প্লাটফর্ম (যা এর সদস্যদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করবে) হিসেবে করা হয়েছে, যেখানে জিডব্লিউপি-র প্রতিটি স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্ব করবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবার দক্ষিণ এশিয়ায় হবে ।

সিন্ধু ব-দ্বীপের এডব্লিউপি-এর জেন্ডার মূলধারার কৌশল একটি পৃথক ডব্লিউডব্লিউএন নারীদের ইস্যুতে সক্রিয় এবং সিন্ধু ব-দ্বীপের এডাব্লিউপি-র পরিচালনা কমিটিতে ডব্লিউডব্লিউএন-এর সদস্যরা থাকবে ।

এরিয়া ওয়াটার পার্টনারশীপে কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তায় ডাব্লউডব্লিউএন সিন্ধু ব-দ্বীপের এডাব্লিউপি-র সাথে কাজ করছে । এটা নারীদের মানসপটে অঙ্কিত নেটওয়ার্ক যেখানে নারীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছে এবং একটি শক্তিশালী জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে পানির সম্পর্কিত বিষয়সমূহ কার্যকরীভাবে পরিচালনা করার জন্য নারীদের সামর্থ বৃদ্ধি করছে । তারা শেষপর্যন্ত আরও প্রত্যাশা করেছিলো নীতি, পরিকল্পনা ও খাদ্য বিষক কাজকে প্রভাবিত করা এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (আইডব্লিউআরএম) সহযোগিতা করার বিষয়ে ।

বর্তমানে ডব্লিউডব্লিউএন-এর সাথে সিন্ধু ব-দ্বীপের এডব্লিউপি-র কার্যক্রমে ১৫জন সদস্য রয়েছে ।

আইডিএডব্লিউপি স্তরে ডব্লিউডব্লিউএন কর্মসূচির কার্যক্রম সুবিন্যস্তভাবে সাজানো এবং ডব্লিউডব্লিউএন জাতীয় কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে:

● নারী সদস্য এবং নারী সংগঠনসমূহকে পরিচিতি প্রদান যাতে করে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পানি এবং এই ক্ষেত্রে সুনিদ্দিষ্টভাবে নারীর উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় তুলে ধরতে পারে ।

● পানি বিষয়ে নারী নেত্রীগণ

● জেন্ডার এবং পানি বিশেষজ্ঞ

● সক্রিয় পানি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি

● নারী এবং পানি সংগঠনসমূহ

● পানি খাতে নারীর আগ্রহ

● এডব্লিউপি-র পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় নারী এবং নারী সংগঠনসমূহের শক্তিশালী ভূমিকা

● তৃনমূল পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্পৃক্ততায় নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নত ও শক্তিশালী করা।

● এডব্লিউপি-র কাজের সকল নীতি, পরিকল্পিত কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জেন্ডার বিশ্লেষণ ও জেন্ডার নিরীক্ষাকে (অডিট) প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

● নারীকেন্দ্রিক লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এবং পানি, খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তায় এডব্লিউপি-র কর্মসূচি ও পদক্ষেপের বাজেটীয় বণ্টন নিশ্চিত করা।

উপসংহার এবং শিক্ষণ

নারীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে পানি, খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সাথে দারিদ্র্য-পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা করা। নিরাপদ পানির গুণগত ও পরিমাণগত মান সংরক্ষণে নারী-পুরুষ ও কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং তৃনমূল পর্যায়ে সকল 'ইনজেন্ডার' দারিদ্র্য-বিমোচন সহযোগিতাকে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ (যা জনগণের সেবা ও সকল জীবনোপকরণ প্রদান করে) দ্বারা অবশ্যই

উৎকর্ষিত হতে হবে। সিন্ধু ব-দ্বীপের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, জেন্ডার মূলধারা, জেন্ডার কৌশল প্রয়োগ, খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টিপাত এবং স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ বৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য নির্দেশক হতে পারে।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ-

মিস সিমি কামাল
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রাসতা ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট
৩-সি বাণিজ্যিক লেন-২, জমজমা বাল্বধ
ক্লিফটন, করাচী-৭৫৬০০, পাকিস্তান
ফোন- +৯২২১৫৬৭০৭৩৫, ৫৩৭৫৬৫৪
ফ্যাক্স- +৯২২১৫৮৬৫৩০৫
ইমেইল- simi@raasta.com

ড. জাভিন জাইরাথ
প্রজেক্ট ডিরেক্টর
SACIWATERS-S.Asia
Consortium of Interdisciplinary Studies in Water Resources
বাড়ি নং- বি-২০ ক্যাম্পাস রোড নং-৩
বানজারা হিলস, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপদেশ), ভারত
ফোন- +৯১৪০৩৫৪৪১৪২
ফ্যাক্স- +৯১৪০৩৩১২৯৫৪
ইমেইল-saciwaters@rediffmail.com
pmollinga@hotmail.com

তানজানিয়া

জেন্ডার এবং নিরাপদ পানি সম্পদের সুরক্ষা

তানজানিয়ার টাঙ্গা উপকূলের পুরুষেরা মাছ ধরতো। নারীরা ধরতো ছোট চিংড়ি এবং ধানের চারা রোপণ করতো। পুরুষরাও শস্য রোপণ করতো, কিন্তু নারিকেল এবং কাজু বাদাম নগদে বিক্রি করা যেত। সরকার এবং আইইউসিএন-এর (বিশ্ব সংরক্ষণ সংগঠন) দ্বারা নিযুক্ত একটি কর্মীদল ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত গ্রামের দুস্থ নারীদের মধ্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। নারীরা অল্প কিছু সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী।

গবেষণাকর্মটি ছিলো স্থানীয় লোকদের উপকূলীয় প্রকৃতি ব্যবহার এবং ম্যানগ্রোভ বন সুরক্ষার বিভিন্ন টেকসই উপায় বের করার অংশবিশেষ, যা কিনা নিরাপদ পানি সম্পদ সুরক্ষার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শুরুর দিকে নারীরা সভায় অংশগ্রহণ করতো না। বিশেষ সভাগুলো নারীদের কম অংশগ্রহণের ফলাফল ও কারণগুলোকে বিশ্লেণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা অনুপস্থিতির কারণগুলোকে তালিকাভুক্ত করেছিলো। অংশগ্রহণ না করার পিছনে একটি প্রধান কারণ ছিলো যে, পুরুষরা তাদের বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেবে না, তাই তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় নস্ট করতে চায়নি এবং দ্বিতীয় কারণটি ছিলো, সভার সময়কাল তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়াও তারা অভিযোগ করেছে যে, তাদেরকে সঠিকভাবে সভা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি।

নারীদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি নতুন সভায় পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিলো। কিছু আলোচনার পর পুরুষদেরকে নারীদের কথা শোনার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়ার পর নারীরা সভায় যোগদানের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

নারীরা এখন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং তারা স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করছে। গ্রামবাসীদের নিজেদের জোরদার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অবৈধ ম্যানগ্রোভ বন নিধন এবং ধ্বংশাত্মক মৎস্য আহরণ চর্চা যেমন- ডিনামাইট মৎস্য শিকার হ্রাস পেয়েছে এবং স্বেচ্ছা অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুনরায় ম্যানগ্রোভ ও বুনো লতাপাতা রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জেন্ডার ন্যয্যতার লক্ষ্য ও মৎস্য আহরণ কমানোর লক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার পরও একটি বিকল্প জীবিকার উন্নয়নে এই কর্মসূচি সাধারণ হলেও এর একটি ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। মোহনা সংলগ্ন গ্রামগুলোতে, পরিবেশ বিষয়ক কমিটি এবং গ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো বর্তমানে জেন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

এই অবস্থা যা প্রদর্শন করেঃ

জেন্ডার সচেতনতা, অংশগ্রহণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং কিছু নারী এখন পুরুষদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে; যেমন- গ্রাম পাহারা। যেহেতু নারীরা প্রশিক্ষণে, কর্মশালায় এবং শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করছে, সেহেতু তারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে এবং ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে।

উৎস

টাঙ্গা প্রদেশের নারীদের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা, তানজানিয়া, আইইউসিএন (বিশ্ব সংরক্ষণ সংগঠন)।

টোগো

বিদ্যালয় পয়ঃনিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধির শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নে সমন্বিত জেন্ডার

চ্যালেঞ্জসমূহ

টোগোর ইস্ট-মোনো প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এফুমানিতে ১৫ বছর বয়সী জেন্টিল ওয়েলিক তার বাড়ির কাছের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতো। প্রতিদিন সকালে জেন্টিল দূরবর্তী নদী থেকে পানি সংগ্রহ, উঠোন এবং কুটিরের ভিতর ঝাঁড়ু দিয়ে উক্ত লালবর্ণের পানি সীমিত পরিমাণ একটি পুনঃব্যবহৃত প্লাস্টিকের বোতলে ভরে স্কুলে নিয়ে যেতো। সে দেরিতে বিদ্যালয়ে পৌছাতো, তাকে শিক্ষকের অফিস পরিস্কার করতে হতো। সপ্তাহে তিন বার তাকে ২ কিমিঃ দূরবর্তী নদী থেকে এই পানি সংগ্রহ করে ফিরতে হতো এবং ততক্ষণে ক্লাস শুরু হয়ে যেতো। সপ্তাহান্তে ছুটির দিনগুলোতে সে এবং তার বান্ধবীরা শাস্তির ভয়ে নিজেদের শ্রেণীর জন্য পানি সংগ্রহ এবং প্রধান শিক্ষকের কার্যালয় পরিষ্কার করতো। অথচ তখন তার ভাই ফুটবল খেলায় মগ্ন থাকতো।

জেন্টিল কীভাবে তার দিন অতিবাহিত করতো তা টোগোর সাধারণ পরিসংখ্যান বিশেষ করে ইস্ট-মোনো প্রদেশের জীবনধারার প্রতিচ্ছবি। ইস্ট-মোনো প্রদেশ যা টোগোর ১০টি পানিবঞ্চিত এলাকার অন্যতম। এখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পেয়ে থাকে; যেখানে জাতীয় পরিসংখ্যান গড়ে শতকরা ৫১ ভাগ। শতকরা ৫ ভাগ টোগোবাসী তাদের গৃহে পানীয় জলে সরবরাহ পেয়ে থাকলেও শতকরা ২৭ ভাগ অরক্ষিত কূপ এবং শতকরা ১৯ ভাগ জনগোষ্ঠী নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে। ইস্ট-মোনো প্রদেশের মাত্র ২ ভাগ লোকের নিজেদের গৃহে পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা রয়েছে। পুরুষেরা সাধারণত নিকটস্থ বনে প্রাকৃতিক কর্ম সাধন করে, অপরপক্ষে নারীদের দূরবর্তী খামারবাড়িতে যেতে হয়।

প্ল্যান টোগো, একটি আর্ন্তজাতিক এনজিও জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার করে জেন্টিলের গ্রামসহ আরো ২টি গ্রামে পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রক্রিয়ার দুরবস্থা উন্নয়নে ব্রতী হয়। কিন্তু পায়খানাগুলো সকলের চাহিদা মেটাতে পারেনি এবং এগুলো অব্যবহৃত থেকে যায়। এতে এক শিক্ষকের বক্তব্য অনুসারে 'মেয়েরাই সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার হচ্ছে'। প্ল্যান টোগো মূলপ্রকল্পের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত এবং পাইলট প্রকল্পে এগুলো সংশোধনের জন্য আফ্রিকা কেন্দ্রিক রিজিওনাল সেন্টার ফর কস্ট-এফেক্টিভ ফ্রেশ ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন (ক্রেপা) নেটওয়ার্ক থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করে। তারা পরামর্শের অভাব (lack of consultation) এবং জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির অভাবকে সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেছে।

কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ

বিদ্যালয় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন মূল প্রকল্পের চিহ্নিত সমস্যার আলোকে ক্রেপা পাইলট প্রকল্পটি প্রণয়নে সকল গ্রামবাসীকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। তিনজন স্থানীয় সমন্বয়কারী গ্রামগুলোতে ৬ মাস অবস্থান করে গ্রামবাসীদের সাথে একটি নিগূঢ় বন্ধন গড়ে তোলেন এবং সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তাদের কার্য়ক্রমের মধ্যে ছিল ঘৃহস্থালী পরিদর্শন, ছাত্র-ছাত্রী এবং সেইসাথে নারী-পুরুষ শিক্ষক ও প্রশাসকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং স্কুল পর্যায়ে পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

এ সকল কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে, পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নার্থে একটি কর্মপরিকল্পনা বিদ্যালয় ও গ্রামগুলো কর্তৃক অনুমোদিত হয়। চূড়ান্ত প্রকল্প এবং এর অংশীদারী দায়িত্বগুলো গ্রামের সাধারণ পরিষদের নিকট উপস্থাপিত হয়, যাতে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ও বৈধতা প্রদর্শন করতে পারেন।

প্রকল্পটি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সুবিধা এবং একই সাথে শিক্ষাসামগ্রী সকল গ্রাম ও বিদ্যালয়কে সরবরাহ করতো। যার মধ্যে ছিল-

- সকল বিদ্যালয়ে একটি হ্যান্ডপাম্প প্রতিষ্ঠা
- মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ শৌচাগার
- একটি হাত ধোয়ার পাত্র
- একটি আঁস্তাকুড়
- সকল ক্লাসে পানি সরবরাহের জন্য একটি প্লাস্টিকের পানিপাত্র
- প্রত্যেক স্কুলের স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী ৯টি বর্ণময় শিক্ষাসামগ্রী

উক্ত প্রকল্পের সফলতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যেক গ্রামে দুটি করে কমিটি গঠিত হয়-

- পানি কমিটি: যা অর্থ এবং যন্ত্রাদির মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা করে।
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি: যা সকল যন্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিচ্ছন্নতা তত্ত্বাবধান করে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটির সদস্যরা ছাত্র ও শিক্ষক, যাদের জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষা করে নির্বাচন করা হয়েছিলো। বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তাদের উপর প্রযুক্ত সরকারি আদেশকে কাজে রূপান্তরিত করেন। অপরিস্কার-পরিচ্ছন্ন শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরত পাঠানো হয়। যে সকল শিক্ষার্থীরা হাত ধোয় না, তাদের তা করতে অনুরোধ করা হয়েছে এবং অপরিষ্কার ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হয়েছে।

প্রাপ্তি

আয় সৃষ্টি:

- পানি বিক্রির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো কেবল জীবন প্রতিপালন করছে না, পাশাপাশি তারা অর্থ উপার্জনেও সক্ষম হচ্ছে। তিনটি পানি কমিটি ইতোমধ্যে ১৮২০০০ এফ সিএফএ (প্রায় ৩০ ইউএস ডলার) সঞ্চয় করেছে এবং
- নারীরা এখন অর্থকরী কার্যে অধিক সময় ব্যয় করতে পারছে।

স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব:

- গ্রামবাসীরা এখন বোঝে যে অপরিষ্কার পানি ও অনুপযুক্ত পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা বহুবিধ রোগের উৎস।
- কমিউনিটির স্বাস্থ্য বিশেষ করে বিদ্যালয়গামী শিশুদের উন্নতি ঘটেছে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতি বহুগুণে হ্রাস পেয়েছে।

জেন্ডার সমতার উপর প্রভাব:

- অনেকেই জেন্ডার বৈষম্যের উৎস চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে।।
- নারীদের ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং তারা জেন্ডার অসমতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে গণ-বিতর্কের আয়োজনে আগ্রহী।

কমিউনিটির উপর প্রভাব:

● কমিউনিটির সদস্যরা তাদের আচরণগত পরিবর্তনের পানি, খাদ্য ও বর্জ ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিধির চর্চা করছেন।

● আগন- এর ৪টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে দৃঢ় সামাজিক বন্ধন রয়েছে।

সাফল্যের প্রধান উপাদানগুলো:

শিক্ষার্থীদের মাঝে জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা চিহ্নিত এবং সমগ্র কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে প্রকল্পটির প্রভাব তার তাৎক্ষণিক ফলাফলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, মেয়েরা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পেরেছে এবং তারা নেতা হিসেবে সম্মানিত হচ্ছেন। জেন্ডার ভারসাম্য বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি যন্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচ্ছন্নতার তত্ত্বাবধান করছে।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

● নিম্নমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অভ্যাস।

● নিরাপদ পানিতে অভিগম্যতার অভাব।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

ক্রেপা ও প্ল্যান টোগো কমিউনিটির মাঝে এই বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হয় যে, জেন্ডার মূলধারা যে কোনো প্রকল্পের সাফল্যের নিয়ামক। ক্রেপা ও প্ল্যান টোগো বর্তমানে টোগোর অপর একটি স্থানে অনুরূপ প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্য:

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

সেনা আলুকা Sena Alouka, yvetogo@hotmail.com

- প্ল্যান টোগো সম্পর্কে তথ্যের জন্য:

www.plantogo.org

- ক্রেপা সম্পর্কে তথ্যের জন্য:

http://conference2005.ecosan.org/abstracts/a2.pdf

উৎস:

অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)।

উগান্ডা

নীতিমালায় জেন্ডার মূলধারা: উগান্ডার জেন্ডারভিত্তিক পানি কৌশল পরীক্ষণ

চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও উগান্ডা জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়নের সাথে পরিচিত তবুও নব্বই দশকের শেষার্ধে কিছু নীতিমালার উন্নয়ন আবশ্যক ছিলো, যার মধ্যে পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে জেন্ডার মূলধারা আনয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে সরকার পানি নীতি প্রবর্তন এবং ২০০৩ সালে পানি উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিডব্লিউডি) একটি সুস্পষ্ট কর্মকৌশল প্রকাশ করে। এই স্টাডি ডিডব্লিউডি-এর কেসটি ব্যবহার করে জাতীয় জেন্ডার নীতি অনুসারে নীতি ও পরিকল্পনায় জেন্ডার মূলধারা প্রবর্তনে উগান্ডার সরকারের সদিচ্ছা পরিমাপ করেছে।

কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ

পানি বিষয়ক জেন্ডার কৌশল (ডব্লিউএসজিএস) হলো ডিডব্লিউডি-এর একটি উদ্যোগ যার লক্ষ্য জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ এবং পানিতে সমান অভিগম্যতা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। কর্মকৌশলটির সুস্পষ্ট লক্ষ্য, যুক্তি ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এটি প্রণয়ন করা হয়েছে পানি খাতে স্টেকহোল্ডারদের দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে, কীভাবে তারা তাদের কর্মপরিকল্পনায় জেন্ডারকে মূলধারায় আনতে পারেন এবং বিকেন্দ্রীভূত জেলাগুলোতে পানি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচির পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করতে পারেন।

চারটি ডিডব্লিউডি দপ্তরের কারিগরি কর্মীবাহিনী (টেকনিক্যাল স্টাফ) রয়েছে যারা পানি খাতের হার্ডওয়্যার কার্যক্রম পরিচালনায় এবং একই সাথে সমাজবিজ্ঞানীরা সফটওয়্যার কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। সফটওয়্যার কার্যক্রমের আওতাধীন জেন্ডার এবং হার্ডওয়্যার কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে প্রকৌশল ও বাহ্যিক অবকাঠামো নির্মাণ। কর্মকৌশলটি ডিডব্লিউডি-এর ২০০৩-২০০৭ সালের জেন্ডার লক্ষ্য এবং সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার উভয়ক্ষেত্রে জেন্ডার সমন্বিতকরণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ব্যবস্থাপনা প্রদান করে। লক্ষ্যবস্তুগুলো নিম্নরূপ-

- নারী ও পুরুষেরা ঐ খাতের সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ ফোরামে অংশগ্রহণ করবে।

- উক্ত খাতের উচ্চতর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে সদিচ্ছা নিশ্চিত করতে হবে।

- উক্ত খাতে যে সকল প্রতিষ্ঠান লোকবল সরবরাহ করে; তারা উপযুক্ত জেন্ডার শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন এবং ভর্তি লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য একত্রে কাজ করবে। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে জেন্ডার সংবেদনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্তন করা হবে।

- অংশগ্রহণমূলক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা রূপান্তর (PHAST) কর্মসূচি গ্রহণের দ্বারা হার্ডওয়্যার পানি সরবরাহ সমন্বিত করা হবে; কমিউনিটি পর্যায়ে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং কমিউনিটিকেন্দ্রিক পানি সরবরাহ নিরীক্ষা কার্যক্রম উক্ত কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত।

ফলাফল

জেন্ডার মূলধারা কীভাবে গ্রামীণ পানি উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রযুক্ত হয়েছে, তা গ্রামীণ পানি দপ্তরের কর্মপরিকল্পনা দ্বারা প্রতিফলিত হয়। ২০০৪ সালে সফটওয়্যার কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি পরিকল্পনা করা হয়। ২০০৪-এর পরিকল্পনাটি মোট বাজেটের শতকরা ১২ ভাগ সফটওয়্যার কার্যক্রমে বণ্টন করে, যা পূর্বে কেবল উদ্দেশ্যভিত্তিক করা হতো। ২০০৫-০৬ সালের দিকনির্দেশনাও নির্দিষ্ট করে দেয় যে

শতকরা ১২ ভাগ পর্যন্ত পানি খাতের শর্তসাপেক্ষ অনুদান সফটওয়্যার খাতে ব্যয় করা যায়....।" (পানি, ভূমি ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়- ২০০৪) এই পদক্ষেপগুলোর মাঝে ছিলো অ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত কার্যক্রম, সভা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কারিগরি কার্যক্রম।

ডিডব্লিউডি-এর উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা তথ্য কর্মকর্তা মন্তব্য করেন যে, 'বর্তমানে কমিউনিটি সচলায়নের জন্য তহবিল আছে। এটি ৩ থেকে ১২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জেলাভিত্তিক নির্ধারিত এই তহবিল সফটওয়্যার কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এবং জেন্ডার বিষয়টি এর সাতে সম্পর্কিত'। এটি জেন্ডার বিষয়টি নির্দেশ করে, কেননা কমিউনিটির নারীরা এ ধরনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পুরুষদের সাথে একত্রে প্রশিক্ষিত হতে পারেন। আশা করা যায় যে, সরকার এই তহবিল নিয়মিতকরণ, প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য সফটওয়্যার কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করবে এবং জেন্ডার মূলধারায় সচেতনভাবে বাজেট বণ্টন করবে, যেটি কেবল লোক দেখানোর জন্য হবে না।

সাফল্যের প্রধান উপাদানগুলো

● পরিকল্পনায় জেন্ডার সমন্বিতকরণ: জেন্ডার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা একটি উন্নতমানের জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সহায়তা করছে। এ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট জেন্ডার সমন্বিত কার্যক্রম নিদেশিকা, সময়সীমা ও প্রত্যেক কার্যাদির সুনির্দিষ্ট কার্যবাহক নির্ধারিত আছে। সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দনির্দেশনানুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক কাজের জন্য দায়বদ্ধ।

● জেন্ডার সংবেদনশীল মনিটরিং: কৌশলগ্রহণের পূর্বে ডিডব্লিউডি ৮টি নির্দেশক (ইন্ডিকেটর) ব্যবহার করে পানি খাতে কর্মদক্ষতা পরিমাপ করতো। জেন্ডার-সংবেদনশীল নিদের্শক ব্যবহার একটি উত্তম অভ্যাস যা জেন্ডার কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণে অন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। পাশাপাশি, এটি বাস্তবায়নকারীদের তাদের কার্যক্রমে জেন্ডার প্রভাব পরিমাপে বাধ্য করে, কেননা এটি সরাসরি তাদের রিপোর্টিং ধারায় একীভূত হয়।

● যৌথ প্রচেষ্টা: দেশজুড়ে বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠানের কাজ করার ক্ষেত্রে ডিডব্লিউডি কর্তৃক গৃহীত সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি; ডিডব্লিউডি-এর নতুন পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংগঠন ও সরবরাহ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

● *দিকনির্দেশিকার অভাব:* ডিডব্লিউডি উপলব্ধি করে যে, এই খাতে জেন্ডার মূলধারা প্রণয়নে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, যদিও প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা থেকে জন্ডারকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

● *প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের অভাব:* এই স্ট্যাডির সময় খুবই কম সংখ্যক নারী ডিডব্লিউডি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল। এটি মূলত এই কারণে যে দীর্ঘদিন ধরেই পানি সম্পর্কিত বিষয়গুলে জ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার কারিগরি দক্ষতানির্ভর ছিলো। ঐতিহাসিকভাবে উগান্ডায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে জানা নারীর সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় তা ডিডব্লিউডি-এর অভ্যন্তরে একটি লক্ষ্যণীয় জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

● *নিয়োগ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অভাব:* ডিডব্লিউডি সরকারের অন্যান্য সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পানি সংশ্লিষ্ট খাতে নিয়োগদান পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; যার ম্যান্ডেট পানি সংশ্লিষ্ট খাত অপেক্ষা ভিন্ন। এটি অধিদপ্তরের পরিকল্পনার (নারী-পুরুষের অনুপাতের উন্নয়ন) উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতিঃ টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

কীভাবে জাতীয় পর্যায়ের নীতিমালা ও পরিকল্পনায় জেন্ডার মূলধারাকে সুকৌশলে যুক্ত করা যায় তার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। জাতীয় পর্যায়ের নীতি ও পরিকল্পনা কীভাবে সরাসরি ও কার্যকর উপায়ে বিকেন্দ্রীভূত জেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়, এই কৌশল তাও প্রদর্শন করে। ডিডব্লিউডি কৌশলের সফলতা নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্য নিয়মিত নিরীক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। কৌশলটি একই সাথে মন্ত্রণালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করছে, যাতে পানি খাতে জেন্ডার মূলধারা প্রণীত হয়। অপরপক্ষে, এটি অধিদপ্তরকে দেশব্যাপী পানিসর্ম্পকিত উন্নয়নকার্যে একটি টেকসই জেন্ডার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সহায়তা করেছে। জেন্ডার মূলধারা প্রণয়ন কেবলমাত্র দাতাদের শর্ত ও এজেন্ডার দরুণই সম্ভবপর এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা জাতীয় পানি সংশ্লিষ্ট খাতের জেন্ডার কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দূরীভূত হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্য

- গবেষকের সাথে যোগাযোগঃ

ফ্লোরেন্স এবিলা Florence Ebila: febila@ss.mak.ac.ug

- পানি উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে তথ্যের জন্যঃ

http://www.dwd.co.ug

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডিজ অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস (পাবলিকেশন)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পিছিয়ে আসতে অস্বীকৃতি

মৌরিন টেইলর, মিশিগান ওয়েলফেয়ার রাইটস অর্গানাইজেশন[১৪]

২০০২ সালের গ্রীষ্মকালে ডেট্রয়েটে গ্যাস ও বিদ্যুত সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণের (কাট-অফ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদকালে মিশিগান ওয়েলফেয়ার রাইটস অর্গানাইজেশন (এমডব্লিউআরও) একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পায়, যে দশ হাজারেরও অধিক অধিবাসীদের মৌলিকা চাহিদা 'পানির' সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এমডব্লিউআরও (যা কল্যাণভাতা লাভকারী, নিম্নআয়ের মানুষ ও উদ্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষাকারী একটি অ্যাডভোকেসি সংস্থা) সকলকে সতর্ক করে পরামর্শ দেয় এবং সর্বোপরি এই কার্যক্রমের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে। এই বিচ্ছিন্নকরণ উদ্যোগটি ছিলো একটি চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অপরাধ, দরিদ্র নারীরাই যার মূল শিকার হয়েছে।

ডেট্রয়েট ওয়াটার এন্ড স্যুয়েজ ডিপার্টমেন্ট (ডিডব্লিউএসডি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১ জুলাই ২০০১ থেকে ৩০ জুন ২০০২-এর মাঝে তারা ডেট্রয়েট শহরের ৪০,৭৫২ গৃহবাসীর পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। জানুয়ারির ১৩ তারিখ পর্যন্ত (ডিডব্লিউএসডি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তারা সর্বশেষ ৭৯ কর্মদিবসে ৪,৫২৩ গ্রাহকের পানি সেবা রহিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আর দশটি পৌর এলাকার ন্যায় ডেট্রয়েটেও নারীচালিত পরিবারগুলোর অধিকাংশই দরিদ্র। এটি দেশের স্বাভাবিক গতিধারা। পুরুষরা অর্থ আয় করে, আর কর্মী ছাটাই (লে-অফ) কর্মসূচির সময় নারীরা বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরাই আগে ছাটাই হন।

বিধায়, ডেট্রয়েটের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক ছিলো যে, নারী নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো (যাদের সাথে আরো অনেক স্বতন্ত্র নারীও যোগদান করেন) ডেট্রয়েটের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। সুইটওয়াটার এ্যালায়েন্স (অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিকে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার কাজে নিয়োজিত একটি জোট) এমডব্লিউআরও-এর সাথে একজোট হয়ে ডেট্রয়েটের পানিবিষয়ক আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করে। তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ডেট্রয়েটের পানি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণ সম্পর্কিত একটি অধিবেশন। যেখানে তারা সমস্যার প্রতি কেবল অবহেলাই লক্ষ্য করেন। তাই এমডব্লিউআরও এবং সুইটওয়াটার তাদের দাবি ডেট্রয়েট পৌর কাউন্সিলে তুলে ধরেন। কাউন্সিল প্রধান-ম্যারিয়ান মাহাফি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং একটি জরুরি টাস্কফোর্স গঠন করেন, যাতে এমডব্লিউআরও, সুইটওয়াটার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করেছে। টেলিভিশনে প্রচারিত টাস্কফোর্সের একটি অধিবেশনে এমডব্লিউআরও-এর প্রধান মৌরিন টেইলর এবং অন্যান্যরা পানি বঞ্চিত অসংখ্য মানুষের দুরবস্থা তুলে ধরেন। এই অধিবেশনে তারা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষের সাক্ষাত পান। অধিবেশনে যোগ দেন পানি দপ্তরের নতুন প্রধান প্রশাসক ভিক্টর মারকাডো। জানা যায়, মারকাডো সদ্য বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পানি বিষয়ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেমস ওয়াটার কর্পোরেশনের উচ্চ পর্যায় থেকে এই পানি দপ্তরে যোগদান করেছেন। তিনি বকেয়া সংগ্রহ ও অপরিশোধের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নকরণের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিলো ডিডব্লিউএসডি-এর কর্মীদের দ্বারা 'শাট-অফ' ভাল্বগুলো সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া, যেন বিচ্ছিন্নকরণের শিকার লোকেরা পুনরায় পানি চালু না করতে পারে। বিচ্ছিন্নকরণের বিরুদ্ধচারী নারীরা উপলব্ধি করেন, তারা বিচ্ছিন্নকরণের চেয়ে বিপজ্জনক এক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন।

---

[১৩] এই কেসস্ট্যাডিটি ফুড ও ওয়াটার ওয়াচ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এই কেসের পূর্ববর্তী সংস্করণ পাবলিক সিটিজেন এন্ড দ্য উইমেন'স এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওর্গানাইজেশন কর্তৃক 'ডাইভারটিং দ্য ফ্লো: এ রিসোর্স গাইড টু জেন্ডার, রাইটস এন্ড ওয়াটার প্রাইভেটাইজেশন' (নভেম্বর ২০০৩; www.wedo.org)-এ প্রকাশিত হয়। এখানে এটি পাবলিক সিটিজেনের ওয়েবসাইট থেকে পুনঃব্যববহৃত হয়েছে: http://www.citizen.org/cmep/Water/gender/articles.cfm?ID=10795

পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্নকরণের দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, বছরের পর বছর নিম্নমানের পৌর সেবা ও অবকাঠামো দিয়ে চালানোর পর ডিডব্লিউএসডি-এর লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে নিজেদের লভ্যাংশের পরিমাণকে উন্নীত করে কর্পোরেট অধিগ্রহণের পথ সুগম করা। ২০০২ সালে ডেট্রয়েটের পানির মূল্য ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে, পানি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের আপন সামর্থ প্রয়োগ করে বর্তমানে স্বল্পদক্ষ সাবকন্ট্রাক্টের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, পাশাপাশি তারা ব্যবস্থাপনা পদকে স্ফীত করেছে, যার ফলশ্রুতিতে জনবিচ্ছিন্নতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত বিপত্তির সাথে যোগ দিয়েছে বেসরকারিকরণের আশংকা।

বেসরকারিকরণের হোতাদের হিসাব অনুসারে, পানি প্রতিষ্ঠানের ক্রমোবনতি নাগরিক অসন্তোষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যে তারা পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা মেনে নিবে। ঠিক তখনই বেসরকারিকরণকারী এবং তাদের উকিলরা জনগণকে বেসরকারিকরণের টোপ গেলাতে সক্ষম হবে। কিন্তু এমডব্লিউআরও, সুইটওয়াটার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নারীরা এটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা একটি শিক্ষা প্রচারাভিযান চালায়, যার একটি ছিলো পুনরুজ্জীবিতকরণ মিছিল। তিনটি সোমবারে নাগরিকদের পানি দপ্তর কার্যালয়ের চারদিকে অবরোধে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসময় তারা যাতে তাদের পানির বিল হাতে করে আনে এবং এই বিলসহ একজন এমডব্লিউআরও বা সুইটওয়াটার প্রতিনিধিকে নিয়ে ভবনে প্রবেশ করে আপন পানি সরবরাহ চালু করা বা সচল সরবরাহকে বন্ধ করা থেকে বিরত করার দাবি জানানোর জন্য বলা হয়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি নাগরিক আলোচনার সূচনা হয়, যা পানি কর্মকর্তাদের লজ্জিত করে।

এই অভিযান এখনও চলমান। আজো অনেকেই পানিবিহীন এবং মিশিগান গর্ভনর জেনিফার গ্রানহোম মানবাধিকার বিষয়ে একজন নিশ্চুপ নেতারূপে বিবেচিত হচ্ছেন। কিন্তু এই কর্মসূচির সাথে জড়িত নারীরা প্রতিদিনই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

উরুগুয়ে

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদন

জুয়ান বেরহাউ, *Dirigentes de la Federacion de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE),* এবং কার্লোস সান্তোস, ফেন্ড্রস অফ দি আর্থ উরুগুয়ে *(REDES)* [15]

উরুগুয়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন দু'টি কমিউনিটিতে নারীরা দু'টি ভিন্ন যুদ্ধ চালাচ্ছে এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে: পানি বেসরকারীকরণ।

মালডোনাডোর দপ্তরে, বেসরকারিকরণের আগে পর্যন্ত পানিসেবার বিষয়টি সমস্যা বলে বিবেচিত হয়নি। এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াটি ছিলো জনমতের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক গণপরামর্শ ছাড়াই। এটি শুধুমাত্র হোটেল শিল্প, বৃহৎ ভূ-স্বামী এবং বড় সরকারের দ্বারা সমর্থন লাভ করে। মালডোনাডোর পানি বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছিল পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার (Administracion de las Obras Sanitarias del Estado –OSE) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং পৌরকর্তৃপক্ষের (Intendencia Municipal de Maldonado–IMM) দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে যদিও এই বেসকারিকরণ ছিলো নির্বাহি বিভাগের নীতি অনুসারে কিন্তু এই নীতিটি এসেছে আর্ন্তজাতিক মুদ্রা সংস্থার (আইএমএফ) মতো আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্তানুসারে।

বেসরকারিকরণে মালডোনাডো শহরের বেসরকারি অপারেটর URAGUA (যা স্পেনীয় কোম্পানি Aguas de Bilbao-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান); এবং উপকূলীয় এলাকায় যা Aguas de la Costa (বিশাল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান Suez-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান) এই দুটি কোম্পানি অংশ নেয়। মালডোনাডো শহরের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত; অপরপক্ষে উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলো ধনী এবং সম্পদশালী পর্যটক (যারা গ্রীষ্মকালে ৩-৪ মাস সেখানে থাকেন)।

এই দুই জনগোষ্ঠীর পার্থক্যের কারণে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উপকূলীয় এলাকার জনগণের অভিযোগ মূলত পানির দাম এবং মানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাদের প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র হলো, 'পানি অবশ্যই, ডাকাতি কখনই নয়!'। মালডোনাডোর দরিদ্র এলাকাগুলোতে প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপগুলো সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে।

দেশের যে সকল এলাকার গৃহস্থালীতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির সরবরাহ ছিলো না তাদের জন্য পানি ও গণস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (ওএসই) কর্তৃক কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপগুলো স্থাপিত হয়, যাতে তারা বহনযোগ্য পানি পেতে পারে। কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপগুলো স্থাপনের ব্যয় (যেগুলোর স্থাপনের দায়িত্ব ওএসই-এর) পৌরসভাগুলো বহন করে। মালডোনাডো-এর যে দু'টি এলাকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মরত ছিলো, তাদের প্রথম কার্যক্রম ছিল কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ অপসারণ। এটি একটি কূটকৌশল, যার মাধ্যমে জনগণ গৃহস্থালীর পানি সরবরাহের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য হতো। সম্পদশালী উপকূলীয় এলাকায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ অপসারণে সক্ষম হয়। কিন্তু দরিদ্র এলাকার অধিবাসীরা সংযোগ প্রদানের জন্য উচ্চমূল্য প্রদানে ব্যর্থ হয় এবং পানি সেবা হারানোর আশংকার মুখোমুখি হয়।

---

[১৩] এই কেস স্টাডিটি ফুড ও ওয়াটা ওয়াচ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এই কেসের পূর্ববর্তী সংস্করণ পাবলিক সিটিজেন এন্ড দ্য উইমেন'স এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওর্গানাইজেশন () কর্তৃক "ডাইভারটিং দ্য ফ্লো: এ রিসোর্স গাইড টু জেন্ডার, রাইটস এন্ড ওয়াটার প্রাইভেটাইজেশন" (নভেম্বর ২০০৩; www.wedo.org) -এ প্রকাশিত হয়। এখানে এটি পাবলিক সিটিজেনের ওয়েবসাইট থেকে পুন:ব্যববহৃত হয়েছে: http://www.citizen.org/cmep/Water/gender/articles.cfm?ID=10795

উভয় এলাকার অধিবাসীদের সমস্যা সমাধান মূলত তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ণীত। সম্পদশালী এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি আর্টেসিয়ান কূপ খনন করেছে (কিছুটা অনিরাপদভাবে, কেননা স্ব-নির্ভর পানি সরবরাহের আইনগত কাঠামোয় কিছুটা অস্পষ্টতা আছে) এবং অন্যান্যরা বৃষ্টির পানি সংগ্রহের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যা তাদের পানির মূল উৎস। এ সকল ক্ষেত্রে নারীরা একটি ব্যয়সাধ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অগ্রপথিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কূপের ব্যবহার এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ নারী ও পুরুষের মাঝে পরিপূরক কাজের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। তথাপি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ট্যাঙ্কগুলো তত্ত্বাবধান ও পরিচ্ছন্ন রাখা প্রধানত নারীদের কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। আর পানির অপ্রাপ্যতার সময় যখন পানি অন্যত্র বহন করা প্রয়োজন পড়ে, তখনও এই দায়িত্ব মূলত নারী ও শিশুদের উপর বর্তায়।

মালডোনাডো শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ছিলো ভিন্নতর। নারীরা কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ অপসারণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে। মালডোনাডো শহরের উত্তরে অবস্থিত তৃতীয় স্যান অ্যান্টোনিও জেলায় বেসরকারিকরণ প্রতিষ্ঠানের আগমনের সাথে সাথেই কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপের অপসারণের ঘোষণা দেয়া হয়। স্যান অ্যান্টোনিও-এর প্রতিবেশী কমিশন, যা মূলত নারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং ১০ বছর ধরে সামাজিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কমিউনিটি ট্যাপগুলো সংরক্ষণের জন্য সার্থকভাবে লবিং করে এবং জেলায় পানি সরববরাহ অব্যাহত থাকে যদিও উক্ত সেবার ব্যয়ভার পৌরসভাকেই বহন করতে হয়।

তৃতীয় স্যান অ্যান্টোনিও জেলায়, আনুমানিক ৯০টি পরিবার আছে, যার শতকরা ৬০ ভাগ নারী প্রধান পরিবার। এখানকার কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপগুলো কেবল এই পরিবারগুলোকেই পানি সরবরাহ করে না, পাশাপাশি অন্যান্য জেলার প্রতিবেশীদেরও, যাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ অপসারিত হয়েছে অথবা পানির উচ্চ মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে তাদেরকে পানি সরবরাহ করছে।

স্যান অ্যান্টোনিও-এর কমিশনের সদস্যা নরমা বেনটিন একজন সমাজকর্মী হিসেবে জীবনের রুঢ় বাস্তবতায় প্রতিবেশী শিশুদের জন্য খাদ্য কর্মসূচি পরিচালানা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, অনেক লোকই কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপের উপর নির্ভর করেন এবং এমনকি কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ থাকা সত্ত্বেও বহনযোগ্য পানির অভাবে অনেকে পানিবাহিত রোগাক্রান্ত হয় এবং স্বাস্থ্যবিধির সমস্যায় পড়েন। তিনি স্বীকার করেন যে, বেসরকারি কোম্পানি কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপগুলো বন্ধ করার নোটিশ প্রেরণের আগে পর্যন্ত এই স্ট্যান্ডপাইপগুলো স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ হতে অন্যান্য কিছু গৃহে অনানুষ্ঠানিক পাইপিং করার উদ্দেশ্যে এখানকার কমিউনিটির নারীরা সংগঠিত হয়েছে। এতে তারা সফলও হয়েছিলো। কিন্তু সম্পদের অভাবে এই সেবার মান এখনও নিম্ন পর্যায়েই রয়ে গেছে। পানি প্রতিষ্ঠানের সেবা কেবল কমিউনিটি স্ট্যান্ডপাইপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; আর সকল প্রতিবেশীর জন্য প্রয়োজনীয় পানি নিশ্চিতে কমিউনিটির লোকজনকেই ব্যবস্থা করতে হয়।

মালডোনাডো এবং উপকূলীয় এলাকার জনবসতির পরিস্থিতির ভিন্নতা বেসরকারিকরণ পরিকল্পনার পূর্বে যে সকল খাত পানি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়, সে সকল খাতের চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রাকে একীভূত করার প্রয়োজনীয়তাকে চিত্রিত করে। যখন পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা আলোচিত হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের অবশ্যই পানির প্রতি সকলের সমান অভিগম্যতা এবং কীভাবে এই সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তা চিহ্নিত করা উচিত।

জিম্বাবুয়ে

চিপিঙ্গে জেলার মানজভির (Manzvire) গ্রামে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনে জেন্ডার মূলধারা

চ্যালেঞ্জসমূহ

১৯৮০ সালে জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা অর্জনের পর স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অনেকটাই সরবরাহ নির্ভর ছিলো কিন্তু এটি টেকসই ছিলো না। পরিবারের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পানি আনতে গিয়ে নারীরা তাদের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করতো। এটি বালিকাদের বিদ্যালয়ে গমনের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতো। এই অবস্থা আরও তীব্রতা ধারণ করতো তাদের বয়ঃসন্ধিকালে। যখন শুধুমাত্র পয়ঃনিস্কাশন সুযোগের অভাবে বালিকারা অধিকারে বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়তো।

পানি খাতের অসমতাগুলো চিহ্নিত করে এবং সুবিধাদির টেকসই উন্নয়ন বিবেচনায়, জিম্বাবুয়ে ১৯৯৩ সালে একটি পানি ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রকল্প কর্মসূচিতে জেন্ডার, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার নিগূঢ় সম্পর্কের বাস্তবতার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারীদের ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা হয়। চার বছর পর চিপিঙ্গে জেলায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটিভিত্তিক পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মানজভির (Manzvire) গ্রামসহ কয়েকটি ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়।

মানজভির (Manzvire) গ্রামের প্রায় ৫১৪টি পরিবারে লোক সংখ্যা ৫ হাজার ৫শ-র উপরে। এখানকার আনুমানি ২৯০টি পরিবারে ব্যক্তিগত 'ব্লেয়ার' পায়খানা (ভেন্টিলেটেড ইমপ্রুভড পিট ল্যাট্রিন) এবং ১৮০টির গর্ত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ আছে। কমপক্ষ ৪৫টি পরিবারে কোনো ধরনেরই পায়খানা নেই তবে তারা প্রতিবেশিদের পায়খানা অস্থায়ীভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকে। গ্রামে কোনো ভূ-উপরস্থ পানির উৎস নেই এবং নিকটতম পানির উৎস হলো সেভ নদী যেটিও এখান থেকে আনুমানিক ১৫ কিলোমিটার দূরে। গ্রামবাসীরা চোঙ্গগর্ত এবং অগভীর কূপ পানি সরবারাহের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতো। এখানে ১০টি চোঙ্গগর্ত আছে যার মধ্যে অন্তত ৮টি নিশ্চিতভাবে কার্যকর। এইচআইভি/এইডস এবং গ্রামীণ/শহুরে স্থানান্তরের কারণে গ্রামের কমপক্ষে শতকরা ৮০টি পরিবার নারী অথবা অনাথ প্রধান হয়ে পড়েছে।

কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ

২০০৩ সালে ইউনাইটেড নেশনস চিল্ডেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে (বিশেষ করে চোঙ্গগর্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠায়) চিপিঙ্গে রুরাল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (আরডিসি)-কে ৪ হাজার ইউএস ডলাল অর্থ সহায়তা প্রদান করে। বাইরের চুক্তিভুক্ত কাজের উচ্চমূল্যের দরূণ রুরাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কমিউনিটিভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং কমিউনিটির সচলায়ন ও স্থানীয় কূপ খননকারী এবং পায়খানা নির্মাতাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তহবিল ব্যবহার করে।

নতুন পানির উৎসের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং স্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা করা হয়। একই সাথে বিদ্যমান উৎসগুলোর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। এই কাজগুলো নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। মানজভির (Manzvire) গ্রামের নারীরা প্রযুক্তি ও স্থান নির্বাচন করে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি মন্তব্য করেন, 'নারীরাই এই সকল উপাদানের পিছনে অধিক সময় ব্যয় করে এবং আমরা এটি মনে করি, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের বৃহত্তর ভূমিকা থাকাই বাঞ্ছনীয়।'

নারীরা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অতিরিক্ত যন্ত্রাদি এবং গ্রিজিং উপকরণ ক্রয়ের জন্য সঞ্চয় এবং ঋণ কার্যক্রম চালু করে। মানজভির (Manzvire) গ্রামের নারীরা সমবায়ভিত্তিতে একটি বাগান স্থাপন করে। যেখানে প্রয়োজন অনুসারে তাদের স্বামী এবং কমিউনিটির পুরুষ সহকর্মীদের তহবিল গঠনে সহায়তার

জন্য আহবান জানানো হয়েছিলো। তারা এ সকল কমিউনিটি তহবিল জমা রাখার জন্য পোস্ট অফিসে সঞ্চয়ী ব্যাংক একাউন্ট খোলেন।

ফলাফল

● নারীরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অবদান রাখছে এবং তারা পরিবর্তক প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের পুরুষদের সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করছেন।

● যেহেতু নারীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে সে কারণে খরচ হ্রাস পেয়েছে।

● ইউনিসেফ কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ সম্পদ ১৫টি চোঙ্গগর্ত পুনঃস্থাপনের জন্য ছিলো। কিন্তু কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে নারীদের সক্রিয় ভূমিকার দরূণ ৬০টি চোঙ্গগত পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয়।

● নারীদের হাতে উৎপাদনশীল কাজ যেমন- বাণিজ্যিক উদ্যান প্রতিষ্ঠার জন্য অধিক সময় থাকে, যা তাদের অর্থ উপার্জন ছাড়াও পুষ্টির উন্নয়ন ঘটায়।

● নারীরা তাদের সঞ্চয় এবং ঋণ সংগঠনের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা দ্বারা চোঙ্গগর্তগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

● পানি সংগ্রহের কাজে আগের মতো সময় ব্যয় না হওয়ায় বালিকারা এখন বিদ্যালয়ে অধিক সময় কাটাতে পারে।

● অধিকতর পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের চর্চা গড়ে উঠেছে। একই সাথে গৃহস্থালীর আবর্জনা নিস্কাশনে গর্ত ব্যবহার করছে।

● গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটেছে, যার মধ্যে ডায়রিয়া রোগের হ্রাস অন্যতম।

● ইউনিসেফের তথ্যচিত্রে মানজভির (Manzvire) গ্রামটি অন্যান্য কমিউনিটির জন্য একটি রোলমডেল হিসেবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাফল্যের প্রধান উপাদানগুলো

স্বাস্থ্য শিক্ষক:

● স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করে, যারা জনসাধারণের নিকট স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষা ও তথ্য বিনিময়ের দুরূহ কাজটি সম্পাদন করে।

● এর ফলে মানজভির (Manzvire) গ্রামে স্বাস্থ্য সংগঠন এবং অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

নির্বাচিত এবং প্রথাগত নেতাদের ভূমিকা:

● প্রকল্পের সফলতার কৃতিত্ব বহুলাংশে কাউন্সিলর মিসেস চিরিমাম্বোয়ার সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং প্রথাগত নেতাদের, যারা কলহ মীমাংসাতে ভূমিকা রাখেন।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

পুরুষেরা মনে করে তাদের ভূমিকা হুমকির সম্মুখীন:

● প্রাথমিকভাবে, পুরুষশাসিত পরিবারগুলোতে স্বামীরা নিজেদের হুমকিগ্রস্ত মনে করে এবং স্ত্রীদের প্রকল্পের সভায় অংশগ্রহণে বাধা দেয়। ইউনিসেফের একটি কর্মশালা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রশিক্ষণের সুবধা সম্পর্কে সচেতন করে, যা নারীদের সমগুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তক প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করে। স্ত্রীরা যখন কমিউনিটি সভা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তখন পুরুষেরা গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বীকৃতিকে প্রদর্শন করে।

প্রথাগত পোশাক:

● জিম্বাবুয়ের নারীদের প্রথাগত দীর্ঘ পোশাক পায়খানা নির্মাণ কাজে বাধার সৃষ্টি করে এবং এটি কাজের ক্ষেত্রে অনুপযোগী বিবেচিত হয়।

● নারীরা বর্তমানে পায়খানা নির্মাণকালে এবং চোঙ্গগর্ত সারাইকালে কাজের জন্য নির্ধারিত পোশাক স্বাধীনভাবে পরিধান করতে পারে।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি: টেকসই উন্নয়ন এবং হস্তান্তরযোগ্যতা

ভবিষ্যত প্রকল্পের পরিকল্পনায় মনে রাখতে হবে যে-

● জেন্ডার মূলধারা স্বতন্ত্রভাবে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারে না।

● দারিদ্র্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যার মূল হোতা। এই দারিদ্র্যকে প্রতিহত করতে প্রকৃত ক্ষমতায়ন অর্জন করতে হবে।

● কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের মাঝে সমানভাবে শ্রম বণ্টন করতে হবে, যাতে নারীদের আগের চেয়ে অধিক কর্মভার বহন না করতে হয় যা উন্নত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাগুলোকে নিষ্ফলা করে তোলে।

● গ্রাম, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়নে অধিক বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক। সেই সাথে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা যা গবেষণা, তথ্যসংরক্ষণ এবং জেন্ডার মূলধারা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে।

বিস্তারিত তথ্য:

- গবেষকের সাথে যোগাযোগ:

  লুকসন কাটসি **(Luckson Katsi):** luckson_katsi@yahoo.com

- জিম্বাবুয়ে এবং সেখানে ইউনিসেফের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য:

  http://www.unicef.org/infobycountry/zimbabwe.html

উৎস

অফিস অব দি স্পেশাল এ্যাডভাইসর অন জেন্ডার ইস্যু এন্ড এডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জেন্ডার, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন; কেসস্ট্যাডি অন বেস্ট প্রাকটিসেস। নিউইয়র্ক, ইউনাইটেড ন্যাশনস (পাবলিকেশন)।

জিম্বাবুয়ে

জেন্ডার মূলধারায় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রকল্পের কূপ খনন কর্মসূচি

চ্যালেঞ্জসমূহ

আশির দশক থেকেই জিম্বাবুয়ে সমন্বিত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প (আইআরডব্লিউএসএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি এই তিনটি উপাদানের উপর আলোকপাত করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বিস্তৃত পরিসরে জাতীয়, প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রনালয় কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতো। জাতীয় পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি 'জাতীয় এ্যাকশন কমিটি' নামে পরিচিত একটি নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষ। যারা কার্যক্রমের মান ও পরিচালনা প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং জাতীয় পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ করে। , যা আদর্শ পরিমাপ, সক্রিয় অ্যাপ্রোচ নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে নিরীক্ষা করে। সমন্বিত গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো-

- নিরাপদ ও বহনযোগ্য পানির আওতা সম্প্রসারণ এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধি।
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার আওতা সম্প্রসারণ এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধি।
- পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

দাতাগোষ্ঠীর সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় তাদের অর্থায়নে সমন্বিত গ্রামীণ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি জিম্বাবুয়ের ৫৮টি প্রদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচি জেন্ডার, এইচআইভি/এইডস, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি ক্রসকাটিং সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কেসস্ট্যাডি আইআরডব্লিউএসএসপি-এর আওতায় নারীর ভূমিকাকে অবৈতনিক, অদক্ষ শ্রমিক থেকে বেতনভুক্ত-দক্ষ পানি বিষয়ক কর্মী হিসেবে কর্মসংস্থানের উদ্যোগের বর্ণনা উপস্থাপন করে। জাতীয় এ্যাকশন কমিটির জেন্ডার টাস্কফোর্স জেন্ডার মূলধারা নিশ্চিত করবে এমন একগুচ্ছ কার্যক্রমের সুপারিশ করে। এই সুপারিশসমূহের একটি ছিলো কূপ খনন এবং পায়খানা নির্মাণে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কাজে লাগানো। কূপ খননকারী নারীদের প্রশিক্ষণের পাইলট প্রকল্পটি ডারউইন পর্বতে এবং পায়খানা নির্মাণকারীদের ক্ষেত্রে তা হয় ভিম্বায় (Zvimba) শুরু করা হয়।

বিষয়টির গুরুত্ব

নারী-পুরুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও দায়িত্বগুলো সমভাবে বণ্টন করা উচিত। কিন্তু পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন কাজের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো, নারীরা সাধারণত অবৈতনিক এবং অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে এবং অপরপক্ষে তাদের পুরুষ সহকর্মীরা বেতনভুক্ত আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনযাত্রার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবেই অর্থ-সম্পদে নারীদের অভিগম্যতা নেই। কিন্তু এরপরও তাদেরকেই পানির বিল পরিশোধ এবং সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। যে সকল প্রকল্প নারীদের জীবন্নোয়নে নজর দেয় না, সেগুলোতে জেন্ডার মূলধারা থেকে নারীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

এই ঘটনাটি জেন্ডার মূলধারার প্রক্রিয়াটি কিছু মূল্যবান এবং সচেতন শিখন তুলে ধরে। মূলধারা একটি শিখন প্রক্রিয়া যা স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকা উচিত। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহারের ভিত্তি নেই। কিন্তু এখানে আত্মমূল্যায় এবং ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। জেন্ডার মূলধারা কেবল নারীদের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে পুরুষরা উপেক্ষিত এবং অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হতে পারে। এই ঘটনা বিশ্লেষণে নারীদের একটি বিশেষ গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অবিবাহিত নারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগকে পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত নারীর উদ্যোগ হিসেবে কলঙ্কিত করেছে।

ঘটনা বিবরণী

জেন্ডার মূলধারা পটভূমিকা:

নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে জাতীয় এ্যাকশন কমিটির (এনএসি) জেন্ডার টাস্কফোর্সের মাধ্যমে জাতীয় পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পে কীভাবে জেন্ডার মূলধারা প্রণয়ন করা যায়, তার কৌশল নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় এ্যাকশন কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত যারা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এর নীতি নির্ধারণ, গবেষণা, পরিবীক্ষণের মানদন্ড নির্ধারণ এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এনএসি-র অধীনে ছিল প্রাদেশিক ও জেলাভিত্তিক কমিটি, যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশ নেয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্প্রসারিত সেবা ব্যবস্থা ছিলো যা কমিউনিটি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং সম্প্রসারিত সেবার নিশ্চয়তা বিধান করে।

আইআরডব্লিউএসএস প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো

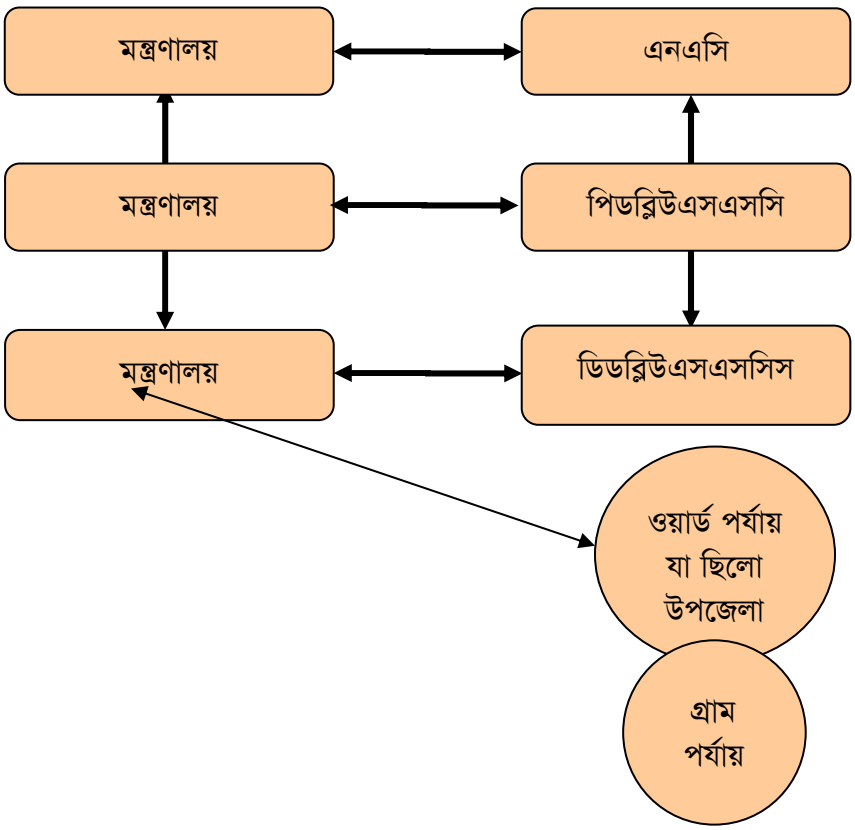

চিহ্নিত সমস্যাগুলোর একটি হলো নারীরা পানির উৎস পর্যায়ে অদক্ষ এবং অবৈতনিক কর্মে লিপ্ত ছিলো। এই অসামঞ্জস্যতাকে সংশোধনার্থে এনএসি নারীদের কূপ খনন বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রশিক্ষণ পরীক্ষামূলকভাবে ৪জন নারীকে নিয়ে ডারউইন পর্বতে অনুষ্ঠিত হয়। কূপ খনন একটি আধা-দক্ষ কাজ যা অর্থকরীও বটে। প্রশিক্ষিত নারীদের পুরুষদের সাথে জুটি বেঁধে প্রকল্প এলাকায় প্রেরণ করা হয়। সাধারণত কূপ খননকারীরা ৩ মাস কাজে ব্যয় করতো এবং এসময় তারা বাড়ি ফিরতে পারতো না। কেননা নির্দিষ্ট সংখ্যক কূপ খনন করলেই কেবল তারা বেতন পেতো। কূপ খননকারী দলকে নিরাপত্তামূলক পোশাক দেয়া হয়েছিলো যার মধ্যে ছিলো 'ওভারঅল' (শার্ট ও ট্রাউজার একত্রে যুক্ত) ও তাঁবু (যা তারা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতো)।

চ্যালেঞ্জসমূহ

এনএসি যখন উদ্যোগটি পর্যালোচনা করে আবিষ্কার করে যে, নারীরা বর্তমানে রান্না এবং তাঁবু পরিষ্কারের কাজে এবং পুরুষেরা কূপখননের কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তা হলো-

- নারীদের সরবরাহকৃত পোশাক পুরুষদের পোশাকের মতোই ছিলো। ফলে সেটি নারীর শারীরিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না। কূপ খননকালে কূপের গভীরে বিশেষ করে ১৫ মিটারের অধিক গভীরে গরম অনুভূত হয়। এ সময় খননকারীরা সাধারণত অর্ধনগ্ন হয়ে কাজ করে থাকে। এ অবস্থায় একটি মিশ্র দলে খননকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব ছিলো।
- মজুরি প্রদানের ধরন সপ্তাহ বা মাসভিত্তিক না হয়ে কাজের পরিসমাপ্তির উপর নির্ভরশীল ছিলো। যা পরিবার এবং কর্মজীবি নারীর বাড়িতে থাকা সদস্যদের ভরণপোষণে ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতো।
- অংশীদারী আবাসন ব্যবস্থাও সমস্যার একটি কারণ ছিলো। কেননা তাঁবুগুলো ব্যক্তিভিত্তিক না হয়ে দলভিত্তিক বিতরণ করা হয়েছে।

এনএসি পরিকল্পনা পর্যায়ে চলে যায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নারী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সাথে সাথেই অভিযোগ উঠে যে, পূর্ণাঙ্গ নারী দলটি (যার সকল সদস্য ছিল অবিবাহিত) তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে নয় বরং সৌন্দর্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছে। উপরন্তু, তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজার) পুরুষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় এই নারীদের দলটিকে অধিক পরিমাণে পরিদর্শন করতেন। অপরপক্ষে, নারীরাও মনে করতো যে, তাদের গোপনীয়তা তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। কেননা তত্ত্বাবধায়ক এমন সময় পরিদর্শনে আসতেন যে, যখন তারা সম্পূর্ণ বস্ত্র পরিহিত থাকে না।

এনএসি পুনরায় পরিকল্পনা স্তরে চলে যায় এবং তারা বিবাহিত এবং বিধবাদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নারী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এটি আশা করা হয়, যে তারা নিজ পরিবার থেকে ৩ মাস বিচ্ছিন্ন থেকে কূপ খননে অংশ নিবেন। এটি ছিলো প্রথম মাইলফলক। দ্বিতীয়ত নারীদের কর্মপরিচ্ছদ প্রদান করা হয়। তবে এই পোশাক আবারও পুরুষের উপযোগী করে প্রস্তুত এবং পেছনের অংশে আঁটোসাটো। নারীরা এই পোশাক পরিধানে তীব্র অস্বীকৃতি জানায়। এরপর এনএসি ওভারকোটের প্রবর্তন করলেও সেটি বুকের কাছে আঁটোসাটো এবং দৈর্ঘে ছোটো ছিলো। ফলে এই পোশাক পরিধান করে শরীর বাঁকানো সম্ভব নয়।

নারীকে নিয়মিত তার পরিবারের সদস্যদের দেখতে যেতে হলেও কূপ খনন শেষ করতে দীর্ঘসময় লাগায় বেতন পেতেও দেরি হত।
এসব কারণে নারীরা কূপ খননকারী দল থেকে সরে আসে। এনএসি-র পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং তারা এই কার্যক্রম বন্ধ করে।

কমিউনিটির সাথে পরামর্শ

অবশেষে এনএসি কীভাবে নারীদের বেতনভুক্ত কাজে যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য স্থানীয় কমিটি ও কমিউনিটির সাথে পরামর্শের নেয়ার জন্য আলোচনায় বসেন। কমিউনিটি জানায়, তাদেরকে পায়খানা নির্মাতা হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রামে থাকতে পারা, দ্রুত মজুরি প্রদান এবং তাদের কর্মদক্ষতা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাতে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পূর্বে নারীরা পায়খানা নির্মাতার প্রশিক্ষণ থেকে দূরে ছিলো। কেননা এখানে নির্মাণকাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নেয়া হয়েছে। এতে অনেক নারীই বাদ পড়ে যেতো। পরে এনএসি প্রশিক্ষণার্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বের নীতিমালা শীথিল করে এবং যে সকল নারী পায়খানা নির্মাতাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহী তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

আজ পর্যন্ত ভিম্বা এলাকায় পায়খানা নির্মাণ কাজে কয়েক জন পুরুস্কৃত হয়েছেন যাদের মধ্যে কয়েকজন নারীও আছেন। এমনকি, ভিম্বা জেলায় বেশ কয়েকজন সফল নারী পায়খানা নির্মাতা ছিলেন এবং কমিউনিটি মনে করে যে নারীরা বঞ্চিতদের প্রতি অধিকতর সমব্যথী এবং মজুরি হিসেবে অর্থের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি গ্রহণেও তাদের দ্বিধা ছিলো না।

অর্জিত শিক্ষা:

এই ঘটনা বিশ্লেষণ থেকে বেশ কিছু শিক্ষা অর্জিত হয়:

❑ বেতনভুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি ও পয়ঃনিস্কাশন প্রকল্পের কূপ খনন কর্মসূচির মাধমে জেন্ডার মুলধারা প্রয়োগের উদ্যোগটির অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু উদ্যোগটি মানসিক ও শারীরিক শান্তি এবং স্বস্তি প্রদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। কর্মস্থলে আবাসন ব্যবস্থা ছিলো সমস্যাগ্রস্ত, পোশাক ছিলো অনুপোযোগী এবং পরিশ্রমের স্বীকৃতি ব্যবস্থা পরিবারগুলোর জন্য সুবিধাজনক নয়। এ অবস্থায় এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করা দরকার যা নারী ও পুরুষকে পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন প্রকল্পে সমান ভুমিকা পালনে সহায়হা করবে।

❑ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো যে, জেন্ডার মূলধারা আনয়নে যে প্রক্রিয়া গৃহীত হয় তা ছিলো মূলত কৌশলগত ফর্মুলা যা সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর পরামর্শ ব্যতীতই প্রযুক্ত হয়েছে।

❑ যদিও প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, নারীরা বেতনভুক্ত কাজের প্রতি অনাগ্রহী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেতনভুক্ত কাজের পরিবেশ, সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং চাপই তাদেরকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে। তদুপরি তাদের 'জননী, উৎপাদনকারী এবং সামাজিক ব্যবস্থাপক'-এর ত্রিমুখী ভূমিকার কারণে তাদের অংশগ্রহণ ক্ষেত্র গৃহস্থালীর নিকটে হওয়া উচিত। যাতে তারা ভূমিকাগুলো সূচারুভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এটি সেই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, পানির উৎপাদনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে যা উন্নত জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করে। যদিও সেচক্ষেত্রগুলো গৃহ থেকে অনেকদূরে হয়, তবে তাতে নারীরা সম্পৃক্ত নাও হতে পারে, কেননা তাদের কেউ কেউ অন্যান্য কর্মসূচিকে অবহেলা করে সেচকার্যে অংশ নাও নিতে পারে।

❑ নারী পায়খানা নির্মাতারা সমাজের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিলো, কেননা নির্মাণ কর্মসূচি সর্বনিম্ন ধাপে যেমন- গ্রামপর্যায়ে করা হতো। এতে নারীরা আপন পরিবারের দেখাশোনা করতে পারত এবং প্রতিটি পায়খানা নির্মাণের জন্য মজুরি দেয়ায় তাদের উপার্জনও ছিল নিয়মিত। এই ঘটনা থেকে অর্জিত শিখন সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত। কেননা কর্মক্ষেত্র স্বগৃহ থেকে দূরে হলে নারীরা অংশ নাও নিতে পারে।

<u>জ্ঞান বিনিময় এবং পুনরাবৃত্তির প্রধান বিষয়গুলো:</u>

জেন্ডার মূলধারার জন্য জাতীয় পর্যায়ের নীতিমালা অত্যন্ত জরুরি। এটি অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ের সমর্থনে হওয়া দরকার এবং যে সমর্থন পাওয়া যায় পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে। ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের পরামর্শ, যদি তা সৎ উদ্দেশ্যও বহন করে, তথাপি তা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে

জেন্ডার মূলধারা বিজ্ঞান নয়, তবে এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ফর্মূলা আছে। এটি একটি শিল্প এবং একই সাথে একটি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া।

নারী ও পুরুষ যে ত্রিমুখী ভূমিকা পালন করে তা স্বীকার করা অত্যন্ত জরুরি। নারীদের পুনুরুৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে হয়। কাজেই যে সকল প্রকল্প নারীদেরকে ঘর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেগুলো ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নারী-পুরুষ উভয়েই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্ম সম্পাদন করতে পারে। আর এই কাজ করার প্রবণতাটি প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, যা তাদেরকে অনুপ্রাণিত অথবা নিরুৎসাহিত করতে পারে। নারী নির্মাতারা বলেন যে, তাদের কাছে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজের দ্বারা অধিক আয়ের সুযোগ ছিলো। তারা আরো বলেন, যারা নগদ পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাদের প্রতি তুলনামূলকভাবে সমব্যথী আচরণ করায় কিছু অর্থ বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে তারা অর্জিত নতুন দক্ষতা দিয়ে নিজেদের বাস্তুভিটার উন্নয়নে কাজ করছেন (ছবি: ফুনগাই মাকোনি) যা জাতীয় গৃহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রাখছে।

<u>অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:</u>

দ্য ন্যাশনাল এ্যাকশন কমিটি
অ্যাটেনশন: মাসিনগাইডজে
পানি, গ্রামীণ সম্পদ ও অবকাঠামো মন্ত্রণালয়
কুরিমা হাউজ, হারারে
টেলিফোন নং- ২৬৩-৪-৭০৪১১৯

ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট
অ্যাটেনশন: নোমা নেসানি
বক্স এমপি-৪২২
প্লেসেন্ট পর্বত, হারারে
টেলিফোন নং- ২৬৩-৪-২৫০৫২২
IWSD@admin.co.zw

রেফারেন্স:
আইডব্লিউএসডি-২০০০। অপারেশনাল গাইডলাইনস: এ রিপোর্ট অফ দ্য সেক্টর রিভিউ, www.admin.iwsd, ইউনিসেফ, জিম্বাবুয়ে।

আই, ডব্লিউ, এস, ডি, ২০০০। ইনস্টিটিউটশনাল গাইডলাইনস: এ রিপোর্ট অফ দ্য সেক্টর রিভিউ, www.admin.iwsd, ইউনিসেফ, জিম্বাবুয়ে।

হ্যামার এ, টেইলর এবং মাটুমবিকে, ১৯৯৩। কান্ট্রি লেভেল কোলাবোরেশন, এ কেইস ফর জিম্বাবুয়ে।
ন্যাশনাল এ্যাকশান কমিটি (এনএসি); বিভিন্ন রিপোর্ট।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক রিসোর্স গাইড

ISBN/EAN: **978-90-8806-007-6**

Titel: Resource Guide Gender in Water Management (Bangla version)

15 November 2009, Translated into Bangla from English version 2.1 of 2006

আই, এস, বি, এন নং: ৯৭৮-৯০-৮৮০৬-০০৭-৬

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার বিষয়ক রিসোর্স গাইড (বাংলা সংস্করণ)

১৫ নভেম্বর ২০০৯, ইংরেজী সংস্করণ ২.১, নভেম্বর ২০০৬-এর বাংলা অনুবাদ ।